রিউ মুরাকামি

টোকিও পিঙ্ক গাইড

BanglaBook.org
The Online Library of Bangla Books

অনুবাদ : বিমুগ্ধ সরকার রক্তিম

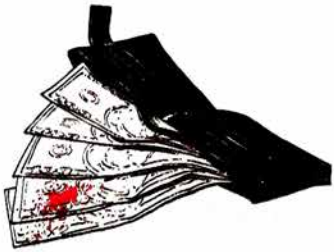

কেঞ্জি–জাপানের
রাত্রিজগতের একজন ট্যুরিস্ট গাইড।
আমেরিকান ট্যুরিস্ট ফ্রাঙ্ক তাকে ভাড়া
করলো টোকিও শহরের সেই বিখ্যাত
রাত্রিজগত, কাবুকিচো'র সাথে পরিচিত
হতে। কিন্তু ফ্রাঙ্কের অস্বাভাবিক আচরণ
দেখে সে সন্দেহ করে, তার ক্লায়েন্ট
বোধহয় এক কুখ্যাত সিরিয়াল কিলার, যে
কিনা ইতোমধ্যে শহরে তাণ্ডব ঘটিয়েছে।
খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝতে পারে,
এই বিশাল শ্বেতহস্তীর ন্যায় আমেরিকান
ক্লায়েন্টের কারণে তার সাধারণ জীবনটা
কতখানি পাল্টে যাবে!

www.BanglaBook.org

ভূমি অনুবাদ

In the Miso Soup
by Ryū Murakami
Translated by Bimugdha Sarkar Raktim

Cover ■ Sazal Chowdhury

ভূমিপ্রকাশ

ISBN 978-984-94129-8-4

রিউ মুরাকামি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ইন দ্য মিসো স্যুপ

রিউ মুরাকামি

অনুবাদ : বিমুগ্ধ সরকার রক্তিম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূমিপ্রকাশ

৬৪

ইন দ্য মিসো স্যুপ
মূল : রিউ মুরাকামি
অনুবাদক : বিমুগ্ধ সরকার রক্তিম
প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৪২৬, অক্টোবর ২০১৯
© ভূমিপ্রকাশ ২০১৯
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সজল চৌধুরী
অক্ষরবিন্যাস অনুবাদক
বানান সংশোধন ও বর্ণ অলংকরণ রুদ্র কায়সার, সজল চৌধুরী

ভূমিপ্রকাশ'র পক্ষে ৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০ থেকে
জাকির হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ফেইথ প্রিন্টিং প্রেস, ৪৮/৩ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।
মুঠোফোন : ০১৭৮০৩২২৩৩৩

মূল্য : দুইশত সত্তর টাকা মাত্র
Price: Two Hundred and Seventy Taka only| $10

In the Miso Soup [A Novel] by **Ryū Murakami**
Translated by **Bimugdha Sarker Raktim**
Published by **Zakir Hossain, BhumiProkash,**
38 Banglabazar (1st Floor), Dhaka-1100
Email: bhumiprokash@gmail.com **FB:** fb.com/bhumiprokashofficial
Published: Oct. 2019
ISBN 978 984 94129 8 4
ঘরে বসে রকমারির মাধ্যমে বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১-৩/১৬২৯৭
অথবা ভিজিট করুন : **www.rokomari.com**
অনলাইন পরিবেশক : বিবিধ-Bibidh : **fb.com/BibidhShop**

অনুবাদকের উৎসর্গ...

আমার বাবা **রণজিৎ চন্দ্র সরকার** এবং মা **সুলতা সরকার**-কে...
এই জীবনে ভালো কাজ যাই করি না কেন, আমার বাবা-মা
ছাড়া সেগুলো কল্পনা করাও অসম্ভব।

অনুবাদকের কথা

আগে টুকটাক লেখালেখি করলেও অনুবাদ হিসাবে এটিই আমার প্রথম কাজ। এর সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই বইটা, মানে 'ইন দ্য মিসো স্যুপ', সম্পর্কে দুটি কথা না বলে পারছি না।

বইটা আপনার অতিপরিচিত থ্রিলার নয়, যেখানে শুরুতেই নায়কের পরিচিত কেউ মারা যাবে, আর নায়ক সেটি নিয়ে ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করবে বিশাল ও প্রাচীন এক সংগঠন এর সাথে জড়িত রয়েছে। সাথে থাকবে নায়িকা, আর পেছনে বিনা কারণেই লেগে থাকবে পুলিশ। ওহ হ্যাঁ, একজন গুপ্ত আততায়ীও থাকবে, যার কাজ একটু পরপর একের পর এক চোরাগুপ্তা হত্যা করা, নায়ককে তাড়া করা।

কি, পরিচিত লাগছে প্লটটা ? না, চিন্তা নেই, 'ইন দ্য মিসো স্যুপ' সেরকম কোনো বই নয়। বইটার মুখ্য বিষয় টোকিওর রাত্রিজগৎ 'কাবুকিচো', আর সেখানকার মানুষদের জীবন। এ গল্পে নায়ক নেই, নায়িকা নেই। ট্যুরিস্ট গাইড *কেঞ্জি* ও তার অস্বাভাবিক আমেরিকান ক্লায়েন্ট *ফ্রাঙ্ক*'র সাথে আপনি হারিয়ে যাবেন কাবুকিচোর অলিগলিতে, চিনতে পারবেন সেখানকার সেক্স ইন্ড্রাস্ট্রির নাড়িনক্ষত্র, সেখানকার কর্মরত মানুষদের জীবন। একটা তিক্ত মধুর অবস্থায় আপনাকে রেখে গল্পের সমাপ্তি হবে। গল্প শেষে অনেকগুলো কথা, অনেকগুলো প্রশ্ন আপনার মাথায় গেঁথে যাবে, আগেই বলে দিলাম। জীবন নিয়ে কিছু প্রশ্নও তৈরি হবে। না না, বইটা গুরুগম্ভীর কিছু না, তাই চিন্তা নেই! আশা করি, বইটা পড়ে আপনার ভালো লাগবে।

এরকম বই প্রকাশের সাহস দেখানোতে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি **সজল চৌধুরী** ভাইকে। লেখালেখির যে কিছু নিয়ম আছে, তা তিনি না থাকলে জানা হতো না। বই নিয়ে খোলাখুলিভাবে খুব কম মানুষের সাথে কথাবার্তা হয়, তিনি তাদের একজন।

এরপরে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অতিপ্রিয় বড়োভাই, 'আরবান লেজেন্ডস' ও 'ক্রিপিপাস্তাস' খ্যাত **লুৎফুল কায়সার** ভাইকে। তিনি আমাকে বই সম্পর্কিত নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন, অনুবাদের ব্যাপারেও মাঝেমধ্যে সাহায্য করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আরো যারা আমাকে সাহায্য করেছে তারা হলেন বন্ধু ও

BanglaBook.org

সহপাঠী **সাক্ষর দাস অপি**, **নাহিন উল ইসলাম**, **মাহির আসেফ**। এমনকি আমার বাবা **রণজিৎ চন্দ্র সরকার**ও নানাভাবে ঠিক শব্দের ব্যবহার বেছে দিয়ে আমার অনেক সহায়তা করেছেন। আর আমার মা **সুলতা সরকার** ও মাসি **সুগন্ধা সরকার** যদি শুরু থেকেই উৎসাহ না দিতেন, তাহলে এ কাজটা করা হয়ে উঠত না। পেছনে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি, একটি বই শুধু একজনের কৃতিত্ব নয়। অনেকগুলো মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো একটি বই। সবাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, আমি নবীন অনুবাদক, অনুবাদে ভুলভ্রান্তি থাকতেই পারে। হয়তো কোথাও অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে সেটা আরো সাবলীল করা যেত, কিন্তু তখন সেটা মাথায় আসেনি। সেজন্য আগে থেকেই ক্ষমাপ্রার্থী।

বইটি নিয়ে আরেকটু কথা বলে দিই। জাপানিজ সংস্কৃতি, তাদের খাবারদাবার ইত্যাদি বুঝে উঠতে পাঠকের কষ্ট হতে পারে। আর এই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই বুঝে উঠতে কষ্ট হতে পারে এমন বিষয়গুলো গল্পের মধ্যেই এমনভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যা পাঠকের কষ্ট লাঘব করবে এবং একইসাথে উপন্যাস থেকে মনোযোগ বিচ্যুতি ঘটাবে না। আশা করি, উদ্দেশ্যটা সফল হবে।

–বিমুগ্ধ সরকার রক্তিম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

।। অধ্যায় এক ।।

১.

আমার নাম কেঞ্জি।

কথাটা ইংরেজিতে বলতে গিয়ে আমার মাথায় একটি ভাবনা উঁকি দিতে থাকে–আমরা জাপানিজরা একই জিনিস এত ভিন্নভাবে বলি কেন? শক্তসামর্থ, গাট্টাগোটা মানুষ হলে গুরুগম্ভীরভাবে বলতাম, "হুম, আমিই কেঞ্জি।" ভদ্র স্বভাবের হলে, "জি, আমিই কেঞ্জি। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।" স্বাভাবিকভাবে বললে, "আমি কেঞ্জি।" আর গে কিংবা সমকামিদের মতো কেউ হয়ে থাকলে চোখ টিপ দিয়ে বলতাম, "হ্যাঁ, সোনা, কেঞ্জি আমারই নাম!"

"ওহ, তুমিই কেঞ্জি!"

স্থূলকায় শরীরের অধিকারী আমেরিকান ট্যুরিস্টটা আমাকে দেখে বাড়াবাড়ি রকমের খুশি হলো।

"আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম," বলতে বলতে তার সাথে করমর্দন করলাম। জায়গাটা ছিল সেইবু শিনযুকু স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে, যেটাকে বাইরের দেশে সর্বোচ্চ আড়াই স্টার মার্কা হোটেল বলা চলে। ফ্রাঙ্ককে প্রথম দেখার মুহূর্তটি কখনোই ভুলব না।

আমার বয়স তখন মাত্র বিশ। ইংরেজিতে কথা বলতে পারার দক্ষতা ছিল যাচ্ছেতাই রকমের। তা সত্ত্বেও আমি বিদেশি ট্যুরিস্টদের 'রাত্রিকালীন ভ্রমণ গাইড' হিসাবে কাজ করা শুরু করেছিলাম। সোজা কথায় বললে, আমি তাদের সেক্স ট্যুরগুলোর তত্ত্বাবধানে থাকি। তাই আমার ইংরেজি নিখুঁত না হলেও চলে। এইডস পরিচিতি লাভ করার পর জাপানিজ সেক্স ইন্ডাস্ট্রি বিদেশিদের গলা জড়িয়ে আর আহ্বান জানাচ্ছে না। সত্যি বলতে, ক্লাবগুলোর অধিকাংশই আজকাল দেশের বাইরে থেকে আসা বিদেশি নাগরিকদের সার্ভিস দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। এসব বহিরাগতদের জাপানিরা *গাইজিন* বলে সম্বোধন করে। যা হোক, তারপরেও বিদেশিরা এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ–খেলেই ছাড়বে! তারাই আমাকে ভাড়া করে, যাতে আমি তাদেরকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ রেস্তোরা, ম্যাসাজ পার্লার, এস এম বার আর সোপল্যান্ডের মতো জায়গাগুলোতে নিয়ে

BanglaBook.org

যাই।

আমি কোনো কোম্পানির হয়ে কাজ করি না। এমনকি আমার কোনো অফিসও নেই। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটা ইংরেজি ট্যুরিস্ট গাইডে ছোটোখাটো বিজ্ঞাপন দিয়ে যে পরিমাণ উপার্জন করি, তা দিয়ে মেগুরোতে একটা সুন্দর স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছি। এ ধরনের অ্যাপার্টমেন্টগুলোর বিশেষত্ব হলো এগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা করে নকশা করা, যেখানে এক রুমের মধ্যেই সব থাকে। মাঝেমধ্যে আমার বান্ধবিকে কোরিয়ান বারবিকিউ খাওয়াতে নিয়ে যাই, ইচ্ছামতো গান শুনি, বই পড়ি।

অবশ্য এটা বলে রাখা উচিত, আমার মা, যিনি কিনা শিযুয়োকা জেলায় একটা ছোট্ট কাপড়ের দোকান চালান, জানেন আমি একটা কলেজ প্রিপারেশন কোর্সে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছি। আমার যখন ১৪ বছর বয়স, তখন আমার বাবা মারা যান। তারপর থেকে মা'ই আমাকে বড়ো করে তুলেছেন। হাইস্কুলে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, যারা নিজের মায়ের ওপর হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করতো না। আমি মোটেও সেরকম নই। মাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। যদিও মা শুনলে কষ্ট পাবেন যে কলেজে যাওয়ার বিন্দুমাত্র পরিকল্পনা নেই আমার। প্রফেশনাল ডিগ্রি নেওয়ার মতো বিজ্ঞান ও অংকে তেমন একটা দক্ষও নই। আর আর্টস ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ একটা ঘুপচি কিউবিকলে বসে থাকার চাকরি পাবো, যা করার আমার কোনো শখ নেই। আমার একটা স্বপ্ন ছিল এবং সেটা এখন আমার সাধ্যের নাগালে, টাকা জমলেই একদিন আমি আমেরিকা চলে যাবো।

"এটা কি কেঞ্জি ট্যুর বলছেন? আমি ফ্রাঙ্ক, আমেরিকা থেকে আসা একজন ট্যুরিস্ট।" প্রশ্ন করার সুরেই তিনি ফোনের ভেতর কথাগুলো বললেন।

গত ২৯ ডিসেম্বর সকালবেলার দিকে যখন ফোন বেজে উঠেছিল, আমি তখন পত্রিকায় হাইস্কুল পড়ুয়া এক মেয়ের খুন সম্পর্কিত কলামে চোখ বুলাচ্ছিলাম। পত্রিকার ভাষ্যানুযায়ী, লাশটা নাকি শিনযুকুর *কাবুকিচো* এলাকার নির্জন একটা গলির ময়লা ফেলার জায়গাতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তাও আবার হাত, পা, মাথা কেটে আলাদা করা। কাবুকিচো হলো টোকিওর খারাপ পল্লীগুলোর একটি, যেখানে অন্ধকার জগতের কর্মকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়। বলা হয়ে থাকে, টোকিওতে যখন সূর্যাস্ত হয়, তখন কেবলমাত্র কাবুকিচোতে রাতের সূর্যের উদয় হয়। সবরকমের ক্রাইম, মাফিয়া সর্দার, ড্রাগস, মেয়েমানুষ ইত্যাদি অন্ধকার জগতের হদিশ মেলে এখানে। ভিক্টিম ছিল একদল হাইস্কুলের মেয়েদের গ্রুপের, যাদের কিনা আশেপাশের 'লাভ হোটেলে' প্রায়ই দেখা মিলত। কোনো সাক্ষী এগিয়ে আসেনি, তদন্ত কর্মকর্তারাও কোনো শক্ত সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না যেটা

BanglaBook.org

ধরে অনুসন্ধান এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে আজকালকার কিশোরীদের মধ্যে একটা ধারণা পোক্ত হওয়া উচিত যে, 'টাকার বিনিময়ে ভালোবাসা' শব্দটার মধ্যে কতটা ভয়ঙ্কর এক জগৎ লুকিয়ে আছে। আর ভিক্টিমের গ্রুপের মেয়েরা সরাসরি স্বীকার করেছে যে, তারা আড়ালে দেহ ব্যবসাই চালাচ্ছিল।

"হাই, ফ্রাঙ্ক।" হাতের পত্রিকাটা টেবিলে ফেলে ফোনটা ভালোমতো কানের সাথে চেপে ধরে বলেছিলাম। "কেমন চলছে ভ্রমণ?"

"ভালোই চলছে। আপনার বিজ্ঞাপনটা একটা ম্যাগাজিনে দেখে ভাবলাম, আপনাকে ভাড়া করলে আপনি আমাকে আশপাশটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারবেন।"

"কোন ম্যাগজিন? টোকিও পিঙ্ক গাইড নিশ্চয়ই?"

"আশ্চর্য, আপনি কীভাবে বুঝলেন?"

"কেবল ওটাতেই বিজ্ঞাপন দিই যে।"

"ওহ হো, তাই বলুন! তাহলে, আমি কী আপনাকে আজ থেকে শুরু করে তিন রাতের জন্য ভাড়া করতে পারি?"

"আপনি কি একাই এসেছেন, নাকি সাথে একটা গ্রুপ আছে?"

"আমি একাই। তাতে কি কোনো সমস্যা হবে?"

"না, সমস্যা নেই, বরং আমার খরচটা একজন মানুষের জন্য একটু ব্যয়বহুল। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত দশ হাজার ইয়েন; রাত ন'টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিশ হাজার ইয়েন এবং মধ্যরাতের পর ঘণ্টা প্রতি আমি দশ হাজার ইয়েন করে ধার্য করি। কোনো প্রকার ট্যাক্স নেই, তবে এই সময় আপনাকে আমার সবধরনের খরচ, খাবার ও পানীয়র ব্যয়ভার বহন করতে হবে।"

"তা ঠিক আছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আগামী তিনদিনের জন্য আমি আপনার ন'টা থেকে মধ্যরাত এই সময়টুকু বেছে নিতে চাচ্ছি।"

তিন রাত, মানে নিউ ইয়ারস ইভটাও এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। এতে করে আমার একটা ছোট্ট সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমার গার্লফ্রেন্ড, জুন, আমার কাছ থেকে অন্তত ঐ রাতটা তার সাথে কাটানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল। জুন হাইস্কুল পড়ুয়া মেয়ে, যে কিনা আমার কাজের ঘোর বিরোধী। ঐ ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ করেনি ও। কারণ এর আগেরদিনই একেবারে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল আমাকে দিয়ে, যাতে নিউ ইয়ারের কাউন্ট ডাউনের সময় আমরা একসাথে থাকতে পারি। এ কথা সত্যি যে জুন রেগে গেলে তার রাগ ভাঙানো বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু কাজটা আমার দরকার ছিল। দু'বছর ধরে এ কাজে লেগে আছি, তবুও যত টাকা জমা হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। তাই

BanglaBook.org

ফ্রাঙ্ককে আমি হ্যাঁ করে দিয়েছিলাম কাজের ব্যাপারে। আর মনে মনে নিজেকে বুঝ দিচ্ছিলাম এই বলে, রাতে কাউন্টডাউন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই কোনো একটা অযুহাত দেখিয়ে ওখান থেকে কেটে পড়ব।

"তাহলে আমি আপনার হোটেলে ন'টা বাজার দশ মিনিট আগে গিয়ে উপস্থিত হবো।"

২.

ফ্রাঙ্ক একটা বিয়ার ভর্তি বোতলে চুমুক দিতে দিতে হোটেল লবির পাশের ক্যাফেটেরিয়াতে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। নিজের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিল–শ্বেতাঙ্গ, দেখতে অনেকটা হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা এড হ্যারিসের মতো এবং সে নাকি একটা টাই পরে থাকবে, যার মধ্যে থাকবে সাদা বকের ছোপ। যদিও অতকিছু মিলিয়ে নিতে হয়নি। সে-ই ছিল ওখানকার একমাত্র বিদেশি খদ্দের। তাই তাকে খুঁজে পেতে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয়নি। তবে তার চেহারার সাথে এড হ্যারিসের মিল খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। কোনোদিক থেকেই তাকে দেখে তেমনটা মনে হচ্ছিল না।

"তাহলে আমরা এখন থেকেই শুরু করতে পারি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"সম্পূর্ণটাই আপনার ওপর, ফ্রাঙ্ক। কিন্তু তার আগে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, সেগুলো করার জন্য সবচেয়ে ভালো সময় এটাই। ম্যাগাজিন থেকে আপনি টোকিওর 'রাতের জগৎ' সম্পর্কে কোনো ধারণাই পাবেন না।"

"শুনে বেশ ভালো লাগলো।"

"কোনটা?"

"এই যে, *'টোকিওর রাতের জগৎ'*–শব্দটাই কেমন যেন উত্তেজনা জাগায়, তাই না?"

ফ্রাঙ্ককে দেখে কোনোভাবেই একজন অ্যাস্ট্রোনাট কিংবা সৈনিক বলে মনে হয়নি, যেসব চরিত্রে এড হ্যারিস অভিনয় করে আরকি। বরং তাকে শেয়ার বাজারের দালাল বা এ জাতীয় সাধারণ কিছু একটা মনে হয়েছে। তারমানে এই নয় যে, শেয়ারবাজারের দালাল দেখতে কেমন, তাদের আচার-আচরণ–তা জানি। বরং বোঝাতে চেয়েছি, তাকে আমার সাদামাটা এবং বিশেষত্বহীন মনে হয়েছিল।

"তোমার বয়স কত, কেঞ্জি?"

"বিশ।"

BanglaBook.org

"তাই? আমিও তাই ধরেছিলাম। কিন্তু শুনেছিলাম যে জাপানিজদের বয়স বোঝা ভার।"

কম দামে পেয়ে শহর থেকে দুটো স্যুট কিনেছিলাম। ওগুলোর মধ্য থেকে যে-কোনো একটা পরেই কাজে আসতাম। শীতের সময়, মানে এখনকার মতো, আমার একটা ওভারকোট আর মাফলার লাগত। চুলের দৈর্ঘ্য স্বাভাবিক ছিল, কোনোধরনের রঙ ব্যবহার করতাম না। এমনকি শরীরের কোথাও ছিদ্রও করাইনি–যা কিনা এই জগতে অস্বাভাবিক ছিল। ক্লাবগুলো অবশ্য ঐ ধরনের অস্বাভাবিক চেহারার মানুষগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

"আর আপনি ফ্রাঙ্ক? আপনার বয়স...?"

"পঁয়ত্রিশ চলছে।" বলে মৃদু হাসলো।

তখনই তার মুখের একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লো। খুবই সাদামাটা একটা চেহারা। কিন্তু অদ্ভূত ব্যাপারটি হলো, চেহারা দেখে তার বয়স বোঝার সাধ্য নেই। একবার মনে হবে বয়স বিশের ঘরে, পর মুহূর্তেই আগের ভাবনাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে বয়সটাকে চল্লিশ বা পঞ্চাশের ঘরে ফেলতে মন চাইবে। এখন পর্যন্ত প্রায় দু'শর মতো ট্যুরিস্টের সাথে কাজ করেছি। আর এদের অধিকাংশই ছিল আমেরিকান, কিন্তু কখনোই এরকম চেহারার কাউকে দেখিনি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কারণটা আমি ধরতে পারলাম। এর কারণ হলো তার চামড়া, বিশেষ করে মুখের চামড়া। দেখে অনেকটা কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছিল, যেন মুখটা কখনো পুড়ে গিয়েছিল এবং ডাক্তাররা তা প্রায় আসলের মতো দেখতে কোনো উপাদান দিয়ে আবার গড়ে দিয়েছে। কী কারণে জানি না, আমার মনে পত্রিকার সেই কলামটার কথা মনে পড়লো, যেটাতে হাইস্কুল পড়ুয়া মেয়েটার খুন হওয়ার খবর ছিল।

কফিতে আবার চুমুক দিলাম। "জাপানে এসেছেন কবে?"

"গতপরশু," ফ্রাঙ্ক জানালো। খুব ধীরে ধীরে বিয়ারের গ্লাসটা খালি করার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল। প্রথমে আলতো করে গ্লাসটা মুখ পর্যন্ত এনে সেটার ফোমগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক চুমুক করে নিচ্ছিল। মুখভঙ্গি এমন করছিল যেন কোনো বিস্বাদ ওষুধ খাচ্ছে। আচার-আচরণ দেখে আমার মনে হলো, কোনো এক মহাকৃপণের পাল্লায় পড়েছি। সাথে সাথে আমার *'টোকিও গাইড বুক'*-এর একটা অনুচ্ছেদের কথা মনে পড়ে গেল। গাইড বুকটা সচরাচর অধিকাংশ আমেরিকান ট্যুরিস্টরাই ব্যবহার করতো।

সেটাতে লেখা ছিল, *"কখনোই কোনো হোটেলের রেস্তোরাঁয় খাবেন না। আশেপাশে তাকালেই চারদিকে অনেক ফাস্ট ফুডের দোকান পাবেন, সেখান থেকে পারলে দুয়েকটা বার্গার খেয়ে নিবেন। যদি কারো সাথে দেখা করতে*

BanglaBook.org

কোনো হোটেলের রেস্টুরেন্টে যেতেই হয়, তবে সেখানে একটা কী দুটো বিয়ার খেতে খেতে সময় পার করবেন। কফির গলাকাটা দামের জন্য ওটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু আপনার যদি খুবই ইচ্ছা করে জাপানের গলাকাটা দামের সাথে পরিচিত হতে; তবে বেশি কিছু করতে হবে না, বরং যে-কোনো হোটেলের রেস্টুরেন্টে গিয়ে কেবল এক গ্লাস ফ্রেশ কমলার জুস অর্ডার দিয়ে বসে পড়বেন। গ্লাসের কুলার ফ্রিজ থেকে যে জ্যুস খেতে দিবে, তাতে সাক্ষাৎ আপনার কাছ থেকে কমপক্ষে আট কিংবা পনেরো ডলার কেটে রেখে দিবে। এজন্য জাপানিজ সরকারের ট্যাক্স পদ্ধতিকে সাধুবাদ না জানালেই নয়!"

"আপনি কি এদেশে কোনো কাজে এসেছেন?"

"তা তো অবশ্যই।"

"কাজটা কী...ঠিকমতো চলছে?"

"আমার মতে, ভালোই চলছে। আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে টয়োটা গাড়ির রেডিয়েটর আমদানি করি। সেটার চূড়ান্ত লাইসেন্সের চুক্তি করতেই এ দেশে আসা। ইতোমধ্যেই কয়েকটা ই-মেইলের আদানপ্রদান করে আমরা কাজটা একদিনে খতম করে ফেলেছি, কাজেই আর কী বলবো! নিখুঁতভাবেই শেষ হয়েছে সব কাজ।"

কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। আজকে জাপানে ছুটির আগের শেষ কর্মদিবস ছিল। আমেরিকানদের তার আগেই ভ্যাকেশন শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু ফ্রাঙ্কের কাপড়চোপড় অথবা তার বেছে নেওয়া হোটেল–কোনোটাই তার কথার সাথে মিলল না; এমনকি তার ব্যবসার চুক্তিপত্র আর ইমেইল আদানপ্রদানের গল্পটাও। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, 'প্রকৃত' ব্যবসায়ি, যারা শিনযুকুতে আসেন ব্যবসায়ের কাজে, তারা সাধারণত কেবল চারটি উচ্চমানের হোটেলেই থাকেন। *'দ্য পার্ক হিয়াট', 'দ্য সেঞ্চুরি হিয়াট', 'দ্য হিলটন' এবং 'দ্য কেইয়ো প্লাজা'*। তাও আবার ঐ ধারাবাহিকতাতেই। একই সাথে তারা তাদের কাপড়চোপড়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখেন। আর যদি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সংক্রান্ত কাজ হয়ে থাকে, তবে তো কথাই নেই! কিন্তু ফ্রাঙ্কের স্যুটটা আমার পরনে 'স্মার্ট ইয়াং বিজনেসম্যান'-এর থ্রি পিস (যেটা কিনা আমি সস্তায় ছাড়ে পেয়ে ২৯,৮০০ ইয়েনে কিনেছি) থেকেও সস্তা মনে হচ্ছিল। ফ্রাঙ্কের স্যুটটা ছিল চটচটে ক্রিম রঙের। তার জন্য খুবই ছোটো সাইজের। এত ছোটো যে মনে হচ্ছিল ট্রাউজারের উরুসন্ধির জায়গাটা টান পড়লেই ছিঁড়ে যাবে।

"শুনে ভালো লাগলো।" আমি বললাম। "এখন আমাকে বলুন, আজকে রাতে কী করতে চান আপনি?"

"সেক্স।"

BanglaBook.org

ফ্রাঙ্ক শব্দটা লাজুক হাসি দিয়ে বলল; যা এর আগে কোনো আমেরিকানের মুখে দেখিনি।

যে-কোনো ব্যক্তি, তা সে যে দেশ থেকেই আসুক না কেন, চরিত্র 'ফুলের মতো পবিত্র' হতে খুব কমই দেখেছি। সবার চরিত্রেই ভালো দিক আছে, আবার খারাপ দিকও আছে। কাজ করতে গিয়ে এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশ ভালোই হয়েছে। আমেরিকানদের একটা জিনিস বেশ ভালো লাগে আমার, আর তা হলো, তাদের দিলখোলা নিষ্পাপতা। আর যেটা ভালো লাগে না সেটা হলো, তাদের দেশের বাইরে যে আরো দেশ থাকতে পারে তারা সেটা মাথায় আনেই না। আর টাকাপয়সার কথা তো বাদই দিলাম। জাপানিজদেরও এরকম হতে দেখেছি অনেক সময়, কিন্তু আমেরিকানদের মধ্যে ব্যাপারটা আরো বেশি। তারা যেটা ভালো মনে করে, সেটা অন্যকে জোর করে গিলিয়ে দিতে চায়। অনেক সময়ই আমার আমেরিকান ক্লায়েন্টরা আমাকে ধূমপান ছেড়ে দিতে বলে, এমনকি সকালে হাঁটতে বের হওয়ার সঙ্গীও হতে বলে। এককথায়, তারা মনের দিক থেকে একেবারে ছোট্ট বাচ্চা। হয়তো সে কারণেই তাদের হাসিটা আমার মনে ধরেছে। রবার্ট ডি নিরো, কেভিন কস্টনার, ব্র্যাড পিট আর তাদের জয়ী, পুরুষোচিত হাসি খোদ আমেরিকানদের চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও ফ্রাঙ্কের হাসির মধ্যে আমি তা খুঁজে পাইনি, বরং মুখে স্থির একটা ভাব দেখেছি। কৃত্রিম দেখতে তার মুখের চামড়া সেই হাসির কারণে এমনভাবে কুঁচকালো, তখন তার চেহারাটা কেমন জানি বিকৃত দেখাতে লাগলো।

"টোকিও গাইড অনুসারে, এখানে একজন যা চায়, তা-ই পায়!" সে বলল।

"ম্যাগাজিনটার কথা বলছেন?"

"বইটার কথাও বলছি।"

'টোকিও পিঙ্ক গাইড' বইটা ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স নামের এক ব্যক্তি লিখেছে, যতদূর জানি। ওটাতে বেশ মজা করেই টোকিওর সেক্স ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হোস্টেস বার, হোস্ট বার, পিপ শো, স্ট্রিপ ক্লাব, ম্যাসাজ পার্লার, কলগার্ল, এমনকি এসএম বার আর গে-লেসবিয়ানদের নিয়েও। সমস্যা হচ্ছে, বইটা সেকেলে। আজকাল সব বদলে গেছে। এই জগতে সেক্স বিজনেসগুলো তিন-চারমাসের মধ্যেই রাতারাতি গজিয়ে উঠে, আবার ধ্বংসও হয়ে যায়; যেখানে ম্যাগাজিনটা বছরে কেবল দু'বার করে বের হয়। কাজেই সেখানকার তথ্যগুলো যে ঠিক মিলবে না, তা বোঝাই যাচ্ছে। আর যদি ম্যাগাজিনেই সব থাকতো, তবে আমি আমার কাজটা হারিয়ে ফেলতাম!

অদ্ভুত ব্যাপার, জাপানের সাপ্তাহিক যেসব গাইড বুক আছে, যেমন 'পিয়া' কিংবা 'টোকিও ওয়াকার', সেগুলো আবার ইংরেজিতে ছাপা হয় না। জাপান

BanglaBook.org

বাইরের দেশের ট্যুরিস্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণই উদাসীন, আর তাই কোথাও সমস্যা দেখা দিলে একেবারে সেসব বন্ধ করে দেওয়াটাই এদের অভ্যাস; অনেকটা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মতো! আমার অভিযোগ করা উচিত না, কারণ এরকম হওয়ার কারণেই আমি কাজটা করে তিনবেলা খেতে পারছি। তবে এইডস আগমনের পর থেকেই মোটামুটি সব সেক্স ক্লাবগুলোই তাদের ক্লাবে গাইজিনদের ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

"আমি অনেক কিছু উপভোগ করতে চাই, অনেক জায়গায় যেতে চাই।" ফ্রাঙ্কের মুখে তার সেই লাজুক হাসিটা লেগে আছে। "বইগুলো পড়ে যা বুঝেছি, সবকিছুই পাবো এখানে। টোকিও অনেকটা সেক্সের জন্য ডিপার্টমেন্টাল স্টোর!"

ফ্রাঙ্ক তার পাশের চেয়ার থেকে একটা গাঢ় বাদামি রঙের ব্যাগ তুলে নিলো। সেটির ভেতর থেকে টোকিও পিঙ্ক গাইডটা বের করে রাখলো টেবিলের ওপর। ম্যাগাজিনটা, বইটা না। সেটা কেবল কয়েক পাতা পুরু–অনেকটা ব্রোশিওর-গুলোর মতো, যেগুলাতে দিকনির্দেশনা থাকে সংক্ষেপে। বইটার প্রচ্ছদটা বাজে ধরনের, যেন কেউ যাতে না পড়ে সেটা, সেই চক্রান্ত করা হয়েছে।

ম্যাগাজিনটার প্রকাশক ইয়োকোহামা নামের পঞ্চাশ বছরের এক বুড়ো, যিনি কিনা একটা টিভি স্টেশনের নিউজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। ইয়োকোহামা স্যার আমাকে কেন জানি খুব পছন্দ করেন। উদাহরণ দিয়ে বলি, উনি আমার বিজ্ঞাপনের জন্য কোনোপ্রকার টাকা রাখেন না; যদিও তার এই ম্যাগাজিন থেকে খুব একটা লাভ হয় না। তিনি প্রায়ই বলেন যে, জাপানিজদের উচিত তাদের জীবনধারা, সংস্কৃতি অন্যান্য দেশের মানুষকেও জানানো। আর সেটা করার জন্য খেলাধুলা, সেক্স আর মিউজিকের তুলনা নেই। আন্তর্জাতিকভাবে সবার কাছে পরিচয় দেওয়ার জন্য এই তিনটা জিনিসের কোনো তুলনাই হয় না। এই তিনটা জিনিসের মধ্যে যেটা মানুষকে সরাসরি স্পর্শ করে, সেটা হলো সেক্স। আর তিনি সেজন্যই এ ম্যাগাজিনটা অনেক কষ্ট হলেও বের করে যাচ্ছেন। যদিও আমার ধারণা, তার এসব নোংরা জিনিস পছন্দ বলেই তিনি এটা করে যাচ্ছেন!

"এটা এমন একটা দেশ," ফ্রাঙ্ক বলল, "যেখানে যেরকম টাইপের সেক্সুয়াল চাহিদা চাইবো, তাই পাবো, ঠিক না? আমি অবশ্যই কাবুকিচোতে যাব। তুমি আসার আগ পর্যন্ত আমি ম্যাগাজিনেই চোখ বুলাচ্ছিলাম। কাবুকিচো এখান থেকে কাছেই, ঠিক না? এই যে ম্যাগাজিনে যে ম্যাপ দেওয়া আছে সেক্স ক্লাবগুলো চিহ্নিত করে, তাতে দেখে মনে হচ্ছে আমি অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির ম্যাপ দেখছি!"

ম্যাগাজিনটাতে শুধু শিনযুকু না বরং রপ্পোনগি, শিবুইয়া, কিনশিকো,

BanglaBook.org

ইয়োশিওয়ারা এমনকি ইয়োকোহামা, চিবা ও কাওয়াসাকি এলাকার খারাপ পল্লীগুলোও মার্ক করে দেওয়া আছে। সেদিক থেকে ফ্রাঙ্ক ঠিক বলেছিল, এসব জায়গার জন্য কাবুকিচো'র ওপরে কেউ নেই, একমাত্র অঘোষিত জয়ী। ম্যাগাজিনটাতে সেক্স ক্লাবগুলো ইংরেজি অক্ষর ডব্লিউ'র মতো চিহ্ন দিয়ে মার্ক করে রাখা। এর দ্বারা মূলত স্তন বুঝাতে চেয়েছে। আর কোমা থিয়েটার থেকে কুয়াকুশো এভিনিউ পর্যন্ত তো মনে হচ্ছে যেন থোকা থোকা আঙ্গুর ঝুলে আছে। এর কারণ চিহ্নের আধিক্য!

"সবার প্রথমে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেঞ্জি?"

"আপনি অনেকগুলো ক্লাবে ঘুরতে চান, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

গলা নামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি জানেন কিনা জানি না, তবে আপনি চাইলেই কিন্তু একটা কলগার্ল ভাড়া করতে পারেন এখান থেকেই। ক্লাবে ক্লাবে ঘুরতে মজা লাগবে ঠিকই, কিন্তু অনেক টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে যাবে, বলে রাখছি।"

যে ক্যাফেটেরিয়াতে আমরা বসে ছিলাম, সেটা খুব বড়ো না, তার ওপর ফ্রাঙ্কের গলার স্বর বেশ উচু। ওয়েটার ও অন্যান্য কাস্টোমাররা তার দিকে বেশ তীব্র বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। এমনকি যারা ইংরেজি ভালোভাবে বুঝে না, তারাও বুঝে ফেলেছিল আমরা কী নিয়ে আলাপ করছিলাম!

"ওহ হো, সেটা নিয়ে ভেবো না। টাকাপয়সা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই," ফ্রাঙ্ক জানালো।

৩.

নতুন বছরের ছুটি প্রায় এসে পড়েছে, কিন্তু কাবুকিচো আগের মতোই ব্যস্ত। এক যুগ আগেও এই জগৎ (জগৎ না বলে ব্যবসাই বলি!) কেবল মাত্র মধ্যবয়স্ক পুরুষদের চাহিদা মেটাতো, আজকাল অনেক যুবক কাস্টোমারও বেড়েছে। মনে হয়, যেসব মানুষ গার্লফ্রেন্ড খুঁজে পায় না, কিংবা নিতান্তই জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য কাউকে পাচ্ছে না, এমন লোকের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। অন্য দেশে হলে ইতোমধ্যেই তারা সমকামি হয়ে যেত, কিন্তু জাপানের এই সেক্স ইন্ডাস্ট্রির কারণে তারা বেঁচে গেছে এ যাত্রায়!

কাবুকিচো'র নিওন লাইট, রঙচঙে পোশাক পরে থাকা দালাল, দোকানের সামনে জোরে জোরে চিৎকার করে ক্রেতা ডাকার দালাল, মেয়েরা এদিকে

BanglaBook.org

সেদিকে দাঁড়িয়ে কাস্টোমার ডাকার চেষ্টা, সবকিছুর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফ্রাঙ্ক আমার পিঠে হালকা জোরে চাপড় দিয়ে বলল, "এটাই তো চাচ্ছি!"

বাইরে তখন হাড় শীতল করা ঠান্ডা পড়েছে, কিন্তু ফ্রাঙ্ক একটা ওভারকোটও চাপায়নি গায়ে। চটচটে রঙের স্যুটের মধ্যে তার ছোটোখাটো, মাংসল মুখটা ঠিক বেমানান লাগছিল–কিন্তু কাবুকিচো'র রাস্তা আর ভিড়ের মধ্যে ঠিকই সে মিশে গেল।

একদল নিগ্রো লাল রঙের জ্যাকেট পরে নতুন খোলা 'শো পাব'-এর জন্য ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছিল। পাবটার বৈশিষ্ট্য হলো, বিদেশীদের নাচ হয় এখানে। তারা সবার হাতে হাতে লিফলেট বিলি করছিল, আর সামনে দিয়ে যে হেঁটে যাচ্ছিল, তাদেরকেই মনোযোগ আকর্ষণ করে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছিল, "এই যে জনাব! আসুন আসুন! মন ভালো করার জন্য আপনার কী দরকার জানেন? *'ওয়ার্ল্ড ক্লাশ ন্যুড ড্যান্সিং'*, তাও আবার ঘণ্টা প্রতি হিসাবে মাত্র ৭০০০ ইয়েনের মতো অস্বাভাবিক কম রেটে! আসেন...!" তাদের জাপানিজ ছিল নিখুঁত। ফ্রাঙ্ক তাদের থেকে একটা লিফলেট নিতে হাত বাড়ালো, কিন্তু প্রথমে তাকে দেখেও না দেখার ভান করলো তারা; বরং ওদের একজন সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন মধ্যবয়স্ক জাপানিজ লোককে লিফলেটটা হাতে দিলো। আমার মনে হয় না ওরা খুব বেশি চিন্তাভাবনা করে কাজটা করেছে। হয়তো ফ্রাঙ্ক শ্বেতাঙ্গ বলে; কিংবা তাদের বস তাদের বলেছে গরিব চেহারার বিদেশিদের বাদ দিয়ে জাপানিজদেরকেই বেশি গুরুত্ব দিতে। আর যাই হোক, ফ্রাঙ্ককে ক্ষেপানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য হলেও ফ্রাঙ্কের চেহারায় একটা পরিবর্তন দেখতে পেলাম, যাতে চমকে গিয়েছিলাম। তার মুখের চামড়া কেন যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল, আর চোখের ভেতরে শূন্যতা দেখা গেল–মনে হচ্ছিল, কেউ যেন চোখের বাতিটা যন্ত্রের মতো নিভিয়ে দিয়েছে। চোখগুলো তখন মনে হচ্ছিল ঘোলাটে কাঁচের তৈরি। দালালটা অবশ্য এসব লক্ষ করেনি–সে এরপরেই ফ্রাঙ্কের হাতে লিফলেটটা এই বলতে বলতে গুঁজে দিল, তাদের সব 'ড্যান্সার' আমেরিকা থেকে না, বরং অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছে। ফ্রাঙ্কের চোখে আবার প্রাণ ফিরে এলো। একটা কুৎসিত কিছু তার মাথায় ভর করেছিল, পর মুহূর্তেই তা মুছে গেছে।

ফ্রাঙ্ক লিফলেটটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলো এবং লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি তো চমৎকার জাপানিজ বলতে পারেন! কোথা থেকে এসেছেন আপনি?" যখন লোকটা বলল নিউইয়র্ক, ফ্রাঙ্ক তার দিকে উৎসাহের দৃষ্টিতে

BanglaBook.org

তাকিয়ে বলল, "নিক্সরা গত কয়েকটা খেলা টানা জিতেই যাচ্ছে, যার কারণে দলটাকে চেনাই যাচ্ছে না।"

"সেটা আমি জানি," লোকটা লিফলেটটা আরেকজনের হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল। "আমরা এখানে *ন্যাশনাল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন* (এনবিএ)-এর সব ধরনের খবর পাই। এমন চ্যানেলও আছে, যা কিনা ছুটির দিনে মাইকেল জর্ডান গলফ খেলতে গেলে তার স্কোর কত হয়, তাও দেখায়!"

"তাই নাকি! বাহ!" ফ্রাঙ্ক তার পিঠ চাপড়ে দিলো। সেখান থেকে যখন চলে আসছিলাম, ফ্রাঙ্ক আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "কী চমৎকার মানুষ, তাই না, কেঞ্জি? কোটিতে এমন লোক একজন পাওয়া যায়!" যেন তাকে যুগ যুগ ধরে চেনে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা একটা বিশাল বড়ো চোখের চিহ্নযুক্ত দোকানের সামনে গিয়ে থামলাম। "এটা কিসের দোকান, সেটা আমিও জানি।" ফ্রাঙ্ক জানালো। "এটা পিপ শো, তাই না?"

তাকে বোঝালাম এখানে আসলে কী হয়। "আপনি একটা বুথে ঢুকবেন, যেটার একপাশে ওয়ানওয়ে আয়না আছে, মানে আয়নার ওপাশে যারা আছে তারা আপনাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু আপনি ওদের দেখতে পাবেন। এখানে আপনি বসে বসে মেয়েদের কাপড়চোপড় খোলা উপভোগ করতে পারবেন। প্রতিটা বুথে আবার একটা বৃত্তাকার ফুটো আছে, সেটাতে আপনি আপনার পুরুষাঙ্গ ঢোকালে ওরা আস্তে আস্তে হাত দিয়ে ঘষে মন্থনের মাধ্যমে আপনাকে আনন্দ দিবে। ক'দিন আগেও এই শোগুলা খুব জনপ্রিয় ছিল।"

"এখন এটা জনপ্রিয় না? কেন!"

"আসলে, পিপ শোগুলো খুবই সস্তা। লাভ করতে হলে তাদের প্রচুর কাস্টোমার লাগবে, কিন্তু সে পরিমাণে মেয়েদের তেমন টাকাপয়সা দেয় না। আর টাকা না থাকলে সুন্দরী ও বয়স কম যাদের, তারা ছেড়ে দেয় এখানকার কাজ। আর তাদের ছাড়া কাস্টোমারও আসা বন্ধ করে দেয়–একটা কঠিন চক্রের মধ্যে পড়ে গেছে পিপ শো'র মালিকেরা।"

"কত করে একেকটা বুথ? সাইনবোর্ডে লেখা ৩০০০ ইয়েন, সেটা তো ২৫ ডলার, তাই না? একটা পিপ শো আর হ্যান্ডজব–২৫ ডলারে, সেটা তো খুবই সস্তা, কেঞ্জি!"

"ঐ টাকায় আপনি বুথে ঢুকতে পারবেন। আপনাকে আরো ২০ অথবা ৩০ ডলার খসাতে হবে হ্যান্ডজবের জন্য।"

"তারপরও, সেটা তো সস্তাই। তোমার বুথের সামনে যে স্ট্রিপ করবে, সেই তো তোমাকে হ্যান্ডজব দিবে, তাই না?"

BanglaBook.org

"আসলে সেখানেই সমস্যাটা। অনেকসময় যারা স্ট্রিপ করছে, তাদের মুখ দেখা যায়না। সেজন্য একটা গুজব প্রচলিত হয়েছে যে, বুড়ি মহিলারা বা সমকামী পুরুষরা সেটা করে দিচ্ছে। আর এখানে লোকসমাগম কম হওয়ার সেটাও আরেক কারণ।"

"তাহলে তুমি বলছো এখানে যাওয়া সময়ের অপচয় হবে?"

"হুম, এটার একটাই ভালো দিক, এটা খুবই সস্তা। আর আপনার সঙ্গী লাগবে না এজন্য। আপনি বুথে ঢুকে গেলে আমি বাইরে কোথাও কফিটফি খাবো। ফলে টাকাও বাঁচবে আপনার।"

আমাদের যখন আলাপ চলছিল, একদল দালাল ইতোমধ্যে আমাদের একেবারে ছেঁকে ধরেছিল। তারা অধিকাংশই নতুন লাঞ্জারে পাবগুলোর, আর তাদের কেউই আমাকে চিনত না। পুরোনো দালালরা আমাকে এক দেখাতেই চিনে ফেলত, কিন্তু এই রাস্তার ৮০ ভাগই নতুন যোগ দেওয়া দালাল। যারা এসব ক্লাব বা পাবে দালাল হিসাবে যোগ দেয়, তারা সমাজের একেবারে তলানিতে পড়ে থাকা মানুষ। হয় তারা অন্য কোথাও কোনো বিশেষ কারণে কাজ করতে পারে না, অথবা খুব দ্রুত টাকা কামাতে চায়। সেজন্যই এ পেশায় মানুষ আসে যায় খুব দ্রুত, আর এ কারণেই তারা বিশ্বস্ত না। যদিও পুরোনো দালালদের নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায়।

"কেঞ্জি, ওরা কী বলছে, আমাকে বলো তো।"

আমি তাকে অল্পসময়ের মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করলাম লাঞ্জারে পাবগুলো আসলে কী, কিন্তু দালালগুলোর চেঁচামেচিতে ফ্রাঙ্ক কতটুকু শুনতে পেল, ঈশ্বরই তা ভালো জানেন। দালালগুলো দ্রুতভাবে বলার চেষ্টা করছিল যে, "কোনো বাড়তি খরচ নেই! সাধারণত আমরা ৯০০০ ইয়েনের মতো প্রবেশমূল্য রাখি, কিন্তু বছরের শেষ হওয়ায়, আর আমাদের দোকানটা নতুন খোলায় আমরা একটা বিশাল মূল্য ছাড় দিচ্ছি! মাত্র ৫০০০ ইয়েন! আসুন আসুন! আপনাকে আমরা কেন মিথ্যা বলবো? আমাদের পাবে যেসব মেয়েরা আছে, তাদের অনেকেই কাটায় কাটায় বৈধ! এখনো কচি, আশা করি বুঝতে পারছেন! আপনার সাথের বিদেশী বন্ধুকেও নিয়ে আসুন। এইতো, দু'পা হাঁটলেই আমাদের পাব! এদিক দিয়ে আসুন! আমাদের অনলাইন কারাওকে আর ইংরেজি গানের বিশাল সংগ্রহ আছে! আসুন স্যার! কথা দিচ্ছি, আপনি যদি সন্তুষ্ট না হোন আমাদের ক্লাব বা ক্লাবের মেয়েদের ব্যাপারে, আপনি কোনো কথা না বলেই বের হয়ে যেতে পারেন। এরকম সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। নতুন বছরের উচ্ছ্বাস শেষ হলেই কিন্তু আবার বেশি মূল্য দিয়ে ঢুকতে হবে। হারানোর কী আছে আপনার?"

আমরা যখন দালালদের ভিড় থেকে বের হচ্ছিলাম, ফ্রাঙ্ক বলে উঠল,

BanglaBook.org

"শুনেছিলাম জাপানিজরা ভালো, কিন্তু বাস্তবে তো দেখি আরো বেশি।" সে বারবার পিছে মুখ ফিরিয়ে ঐ দালালদের ভিড় আর পিপ শো'র দোকানটার দিকে তাকাচ্ছিল। দালালগুলোর সবার পরনে ছিল সস্তা স্যুট। এটা তো রপ্পোনগি বা অন্য এলাকা নয়, বরং এটা কাবুকিচো এলাকা–তাই দামি নকশাদার জামা এখানে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

দূর থেকে আপনি কীভাবে বুঝবেন, কোনটা দালাল, আর কোনটা কাস্টোমার, জানেন? দেখবেন যারা হাঁটছে, তারা কাস্টোমার। আর যারা তাদের পিছে লেগে থেকে মাছির মতো ভনভন করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে–তারাই দালাল। দূর থেকে দালালদের দেখলে আমার কেন জানি তাদের নিঃসঙ্গ মনে হয়। যে ক'জন পুরোনো দালালকে আমি চিনি, তাদের প্রত্যেকেরই কী যেন একটা হারিয়ে গিয়েছে। শারীরিক কিছু না, বরং যেন মনের ভেতরের কিছু একটা কুড়ে কুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মাঝেমধ্যে তাদের সাথে কথা বলতে গেলে মনে হয়, তারা যেন থেকেও নেই; কথাগুলো তাদের ভেদ করে চলে যাচ্ছে। প্রায়ই অদৃশ্য মানবের কথা মনে পড়ে আমার ওদের কথা ভাবলে। কিন্তু তাদের এ অবস্থার কারণটা কখনোই বুঝতে পারি না।

"এই লোকগুলো আমেরিকান সেক্স ক্লাবগুলোর দালালদের মতো না একদম, আমেরিকান দালালগুলো সব খাটাশ আর বদমেজাজি গোছের," ফ্রাঙ্ক জানালো। "এখানকার দালালগুলো একেবারে ঈগলের মতো! সারারাত অব্দি এভাবে কাজ করার শক্তি কীভাবে পায় ওরা?"

"যে ক'টা কাস্টোমার তারা আনতে পারে, সে অনুযায়ী কমিশন পায় তারা।"

"হুম, সেটাই যৌক্তিক আমার মনে হয়। কিন্তু তারা যা বলে, তা কী বিশ্বাস করা যায়?"

"বিশ্বাস না করাটাই মঙ্গলজনক হবে, যদি দামগুলো অধিক সস্তা মনে হয়।"

লাঞ্জারে পাবগুলোর ব্যাপারে ফ্রাঙ্কের বেশ আগ্রহ দেখা গেল। "আমরা কি তবে জাপানিজ মেয়েদের আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় দেখতে যেতে পারি, কেঞ্জি? ক্লাবটা মনে ধরেছে আমার।"

"ওখানে কিন্তু সেক্স পাওয়া যাবে না।"

"জানি। আস্তে আস্তে আমি ওপথে আগাতে চাচ্ছি, আর এই মোহনীয় জাপানিজ আন্ডারওয়্যার পরিধান করা মেয়েদের দিয়ে রাত শুরু করাটাই সবচেয়ে ভালো মনে হচ্ছে আমার।"

"রাতের এই সময়ে, মাত্র এক ঘণ্টার জন্য আপনাকে প্রায় ৭০০০ থেকে ৯০০০ ইয়েন পার মানুষ খরচ করতে হবে। যেহেতু অধিকাংশ মেয়েরা ইংরেজি

BanglaBook.org

বুঝে না, আমাকেও যেতে হবে সাথে। কিছু পাবে মেয়েদের ছুঁতে দিবে, আবার কিছু পাবে সেটা নিষিদ্ধ। কিছু পাবে তারা নিজেরাই একটা শো দেখাবে, আবার কয়েকটাতে টেবিলের ওপর এসে নাচবে। টাকা প্রায় সবগুলোতেই একই লাগে।"

"আমার খুবই সাধারণ জায়গাগুলো পছন্দ, যেখানে মেয়েরা এসে তোমার পাশে বসবে এবং কথা বলবে।" ফ্রাঙ্ক বলল। "কেননা, এত ধরনের সুযোগ অনেক ক্লাবে রয়েছে, তারমানে যেসব ক্লাবে এত সুযোগ নেই, স্বাভাবিকভাবেই ওখানকার মেয়েরা বেশি সুন্দরী হবে, ঠিক না, কেঞ্জি?"

আমি পরিচিত এক দালালকে খুঁজে বের করলাম। তাকে বললাম আমাদেরকে তার পাবে নিয়ে যেতে। ওর নাম সাতোশি। বয়স ২০, আমার মতোই। আঠার বছর বয়সে ইয়ামানাসি...বা নাগানো থেকে (কোনটা যে, ঠিকমতো মনে করতে পারছি না) টোকিওতে এসেছিল কলেজের জন্য কোচিং করতে; কিন্তু মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল। তখন তাকে আমি চিনতাম না, কিন্তু সেই সময়কার একটা স্মৃতির সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার।

সাতোশি আমাকে একদিন ভোরবেলা একটা কাজে তার এপার্টমেন্টে ডেকেছিল। সেইদিন আমাকে এক সেট বাচ্চাদের 'বিল্ডিং ব্লক' বের করে দেখিয়েছিল। সে নাকি প্রায়ই ট্রেনে (ইয়ামানোতে লাইনের ট্রেন) চড়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় ট্রেনের মেঝেতে বসে সেগুলো দিয়ে খেলত। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ট্রেনে বসেই কেন, সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল সে জানে না। "খালি কেন জানি খেলতে মন চাচ্ছিল এই ব্লকগুলো দিয়ে, আর ভেবেছিলাম ট্রেনেই ভালো লাগবে সেটা করতে। ট্রেনে বিল্ডিং ব্লক দিয়ে খেলতে খুব মজা। না হলে ট্রেনে বসে থাকলে আমার মাথায় অনেক উদ্ভট চিন্তা আসতো। যেমন–অনেক সময় চোখা কিছু জিনিস, পিন, টুথপিক বা হাইপোডার্মিক সুইয়ের খোঁচায় কোনো বাচ্চা মেয়ের চোখ গেলে দিতে মন চাইতো। আর ওসব চিন্তা কেন মাথায় আসত সেটা এখনো জানি না। যদি সেটা সত্যিই করে ফেলি, এ ভয়ে আমি ভীত ছিলাম সবসময়। ট্রেনে বসে বিল্ডিং ব্লক দিয়ে খেলার সময় এসব চিন্তা মাথা থেকে উবে যেত। চলন্ত ট্রেনে কিন্তু বিল্ডিং ব্লক দিয়ে কিছু বানাতে গেলে অনেক মনোযোগের দরকার হয়। তার ওপর ইয়ামানোতে লাইনের ট্রেন প্রচুর মোড় নিত, বিশেষ করে হারাজুকু আর ইয়োগি এলাকার মাঝামাঝি জায়গাতে। সে জায়গাগুলোতে আমাকে ব্লকগুলো জড়িয়ে ধরে রাখতে হতো। হ্যাঁ, আমাকে প্রচুর ধমক খেতে হয়েছে এ কারণে। স্টেশন ওয়ার্কার আর কন্ডাক্টররা যে আমাকে কতবার ধমক দিয়েছে, সে হিসাব নেই। এমনকি ট্রেনের পুলিশও আমাকে বেশ কয়েকবার ধরে নিয়ে গেছে। অথচ আমি ভিড়ের মধ্যে, ট্রেনের

BanglaBook.org

ব্যস্ততার সময়ে কখনো খেলিনি। যাই হোক, এভাবে ছয় মাস কেটে গেল, হঠাৎ করে কাবুকিচো'তে এসে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। হুম, একথা বলবো না যে কাবুকিচো'কে ভালোবাসি। সত্যি বলতে কেউই কাবুকিচো'কে ভালোবাসে না, কিন্তু থাকার জন্য এটা নিঃসন্দেহে অপূর্ব একটি জায়গা। কোনো বাচ্চার চোখ গেলে দেওয়ার চিন্তা মাথায় আসবেই বা কখন, যদি তুমি তোমার প্রিয় জায়গাতে থাকো এবং নিজের পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকে?"

"আমাদের পাবের একটা মেয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি জানে। যদি সে ব্যস্ত না থাকে, তবে তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাও আবার কোনো বাড়তি চার্জ ছাড়াই," সাতোশি ফ্রাঙ্ককে জানালো।

সাতোশি আমাদের কাছাকাছি একটা দালানের বেজমেন্টে নিয়ে গেল। সবুজ দরজাওয়ালা এই পাবে আমি আগে বেশ কয়েকবার এসেছি, কিন্তু নামটা ভুলে গেছি। সত্যি বলতে কী, এসব জায়গাগুলোর নাম মোটামুটি একই রকম হয়। কেউ নাম নিয়ে মাথা খাটায় না, কারণ কাবুকিচো'তে শুধুমাত্র চমৎকার নাম দেখে কোনো কাস্টোমার আকৃষ্ট হবে না।

লাঞ্জারে ক্লাবগুলোর ভেতরের দৃশ্যও মোটামুটি সবজায়গায় একই রকম। একই ডিজাইনের না যদিও, তবে সস্তা জিনিসের ছড়াছড়িতে ভর্তি জায়গাগুলো। ফ্রাঙ্ক সোফায় বসে থাকা লাঞ্জারে পরা একদল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কেমন জানি একটা উদ্ভট ধরনের লাজুক হাসি দিলো।

যে মেয়েটা ভাঙা ইংরেজি পারতো, তার নাম ছিল রেইকা। সে মাথার চুলগুলো বেঁধে রাখতে পছন্দ করতো। তার পরনে সেদিন ছিল গোলাপি রঙের দামি লেসের আন্ডারওয়্যার। চ্যাপ্টা নাক আর রুক্ষ চামড়া থাকা সত্ত্বেও দেখতে ছিল বেশ আকর্ষণীয়। রেইকার সাথে ছিল রি–বেশ বড়োসড়ো একটা মেয়ে। দেখতে সাধারণ মনে হলেও দেহের গঠন ছিল ভলিবল খেলোয়াড়দের মতো সুগঠিত। মেয়েটি পরনে ছিল সাদা আন্ডারওয়্যার। আর হাসতে খুব ভালোবাসতো; অল্পতেই হেসে গড়িয়ে পড়তো। তবে হাসি দেখে কারো মনের ভেতর কী আছে তা যাচাই করা ঠিক না, বিশেষ করে এই কাবুকিচো এলাকার সেক্স ইন্ডাস্ট্রিতে।

সবাই বসার পর এবং টেবিলে হুইস্কির ট্রে আসার পর সাতোশি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো, আবার তাকে রাস্তায় ফিরে যেতে হবে নতুন কাস্টোমারের খোঁজে। জায়গাটাতে আমরা বাদে আর মাত্র দু'জন কাস্টোমার ছিল। মাথায় হঠাৎ চিন্তা এলো, আমাদের আনার জন্য সাতোশি কত কমিশন পেতে পারে। আমরা আসলে এসব নিয়ে কখনোই কথা বলি না, যদিও আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক বেশ ভালো। কাবুকিচো'তে বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম প্রধান

BanglaBook.org

শর্ত হচ্ছে, কখনোই কারো আয় উপার্জন নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না।

ফ্রাঙ্ক তার দুপাশে বসে থাকা মেয়েগুলোকে দেখে হালকা মাথা দোলালো, মুখে তখনো তার সেই বিদঘুটে হাসিটা লেগে আছে। তার গাল হালকা গোলাপি হয়ে গিয়েছিল, আর আমি জানি সেটা রুম গরম থাকার জন্য নয়। আসলে পাশে আন্ডারওয়্যার পড়া মেয়েরা বসে থাকলে নিজেকে শান্ত রাখা বেশ কঠিন, এমনকি যারা নিয়মিত এসব ক্লাবে ঘোরাঘুরি করে, তাদের জন্যেও! বিকিনির সাথে তুলনা করলে চলবে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপারটা। লেসের ব্রা'তে ঢেউ খেলানো বুক, নাভির নিচে ওয়েস্টব্যান্ড চেপে বসার দাগ, স্বচ্ছ সাদা রঙের প্যান্টির মধ্য দিয়ে যোনিকেশের হালকা আভাস, এসব দেখেও না দেখার ভান করতে হয়, যদি না আগে থেকেই আপনি মাতাল হয়ে থাকেন। আর কাজটা বড্ড কঠিন। তাদের থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চোখগুলোকে দেওয়ালের পাশের একটা একুরিয়ামের ডিজিটাল মাছগুলোর দিকে স্থির করলাম। কারো যদি না জানা থাকে, তবে তারা দূর থেকে একুরিয়ামের অ্যাঞ্জেল ফিশগুলোকে জীবন্ত বলেই ধরে নিবে। এঞ্জেল ফিশ সম্পর্কে আমার জ্ঞান কম, তারপরেও মাছগুলো এমনভাবে মুখ নাড়ায়, যে তাদের বাস্তব মনে হয়। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করলে একটা অস্বাভাবিক ভাব নজরে পড়বেই, অনেকটা ফ্রাঙ্কের হাসির মতো।

"হুইস্কি আর পানি, চলবে?" ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো রেইকা। ফ্রাঙ্ক আর আমি দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। রেইকা তখন লেবেলহীন একটা বোতল থেকে আমাদের হুইস্কি ঢেলে দিলো, পরে পানি মিশিয়ে আমাদের তৈরি করে দিলো ড্রিংক্স।

"আপনি কি আমেরিকা থেকে এসেছেন?" ফ্রাঙ্কের আরো কাছে ঘেঁষে জাপানিজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো রি। এই পাবে মেয়েদের স্পর্শ করা মানা। তবে নিয়ম মেনে চললে মেয়েরা নিজে থেকেই সেই নিয়মটা ভেঙে দিতো। ফ্রাঙ্ক বোধ হয় রি'র 'আমেরিকা' শব্দটা ধরতে পেরেছিল, কারণ তখন সে রি'র দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ।"

ফ্রাঙ্ক হয়তো হোটেলের বিয়ারের মতো এখানেও ছোটো ছোটো চুমুক দিয়ে হুইস্কি খাবে, এই আশঙ্কায় আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, পাবে সময়ের চুক্তিতে সব চলে, তাই যতই হুইস্কি পান করুক না কেন, একই খরচ পড়বে। ফ্রাঙ্ক তবুও ছোটো ছোটো চুমুক দিতে লাগলো গ্লাসে। বোঝাই যাবে না সে কী মদ খাচ্ছে, নাকি শুধু গলা ভেজাচ্ছে! দেখে বিরক্ত লাগছিল কেন যেন আমার। রেইকা ফ্রাঙ্ক থেকে দূরে বসে ছিল, আর রি ছিল ফ্রাঙ্ক আর আমার মাঝখানে। রেইকা ফ্রাঙ্কের উরুতে হাত রেখে একটু হাসলো।

"তোমার নাম কী?" ফ্রাঙ্ক তাকে জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

"রেইকা।"

"রেইকা?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ সুন্দর নাম।"

"সত্যি?"

"হুম। আমার শোনা অন্যতম সুন্দর নাম এটা।"

"ধন্যবাদ!"

রেইকার ইংরেজি বলার দক্ষতা ছিল অনেকটা মিডল স্কুল লেভেলের। আমি বলছি না যে, আমার দক্ষতা আরো বেশি, তবে ইংরেজি বলতে বলতে আমি বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

"আমেরিকানরা কী এখানে প্রায়ই আসে?" ফ্রাঙ্ক তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"মাঝেমধ্যে আসে।"

"তুমি তো ইংরেজি বেশ ভালোই বলতে পারো!"

"নাহ, তত ভালো না। আমি চাই আরো ভালো বলতে, কিন্তু কঠিন। টাকা জমিয়ে আমেরিকা যাবো।" অনেকগুলো ইংরেজি বাক্য বলতে গিয়ে শেষে গোলমাল পাকিয়ে ফেলল রেইকা।

"তাই নাকি! তা সেখানে গিয়ে তুমি কি স্কুলে ভর্তি হবে?"

"স্কুলে না। আমি গর্দভ একটা! আমি নাইকি টাউন যাবো!"

"নাইকি টাউন?"

"তুমি নাইকি পছন্দ করো?"

"নাইকি? যারা খেলাধুলার সরঞ্জাম বানায়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি নাইকি পছন্দ করো, তাই না?" ভাঙা ভাঙা ইংরেজি সে বলল।

"আমার কাছে তাদের কোম্পানির ক'টা জুতো বোধহয় রয়েছে, ওহ না, নেই। আমার জুতোগুলো সবই কনভার্স থেকে কেনা। কিন্তু কথা সেটা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তুমি নাইকি এত পছন্দ করো কেন?"

"পছন্দ করি কেন? কোনো কারণ নেই তেমন। তুমি নাইকি টাউনে কখনো গিয়েছিলে?" ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলল।

"দেখো রেইকা, আমি ঠিক তোমার কথা ধরতে পারছি না। নাইকি টাউনটা কি সেটাই তো জানি না আমি!" ফ্রাঙ্ক অসহায় সুরে বলল। "কেঞ্জি, তুমি কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে?"

"আমি নিজেও বেশি কিছু জানি না এ ব্যাপারে, তবে শুনিনি এটা বললে মিথ্যা হবে।"

BanglaBook.org

রেইকা তার ব্রা'র ফিতাটা ভালোভাবে বেঁধে নিয়ে তার স্বভাবসুলভ ভাঙ্গা ইংরেজিতেই বলল, "বিশাল বড়ো দালান, অনেকগুলো নাইকি'র দোকান আছে তাতে। সেখানে নাইকি এর বিজ্ঞাপনগুলো যে কেউ বিশাল বড়ো ভিডিও স্ক্রিনে উপভোগ করতে পারবে । আমার বান্ধবী আমাকে বলেছিল এটার ব্যাপারে। সে নাইকি টাউনে গিয়েছিল কেনাকাটা করতে এবং শেষমেষ ৫ ট... না না, দশটা জুতো কিনে তবেই ফিরেছে। উফফ! আমার স্বপ্ন, আমি একদিন ওখানে যাবো কেনাকাটা করতে!"

"তোমার স্বপ্ন?" অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলো ফ্রাঙ্ক। "নাইকি'র দোকানে গিয়ে জুতো কেনাকাটা করা তোমার স্বপ্ন?"

"হ্যাঁ, আমার স্বপ্ন।" রেইকা বেশ দৃঢ়ভাবেই জানালো। "তুমি আমেরিকার কোন জায়গা থেকে এসেছো?"

ফ্রাঙ্ক নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে শুনে রেইকা তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো।

"অসম্ভব! নাইকি টাউনও তো সেখানে! আর তুমি সেটা চিনোও না!"

স্বাভাবিকভাবেই, রেইকা কেবল অবাক হয়েছিল ফ্রাঙ্কের ওপর এই কারণে যে, সে নিউইয়র্কে থেকেও তার (রেইকার) স্বপ্নের দোকানটার কথা কখনোই শুনেনি; যেটা নিয়ে ফ্রাঙ্কের রাগ করার কোনো কারণই নেই। কিন্তু তার মুখে সেই অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেল, যেটা কিছুক্ষণ আগেই সেই দালালের সামনে অল্পক্ষণের জন্য দেখিয়েছিল। আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পারছিলাম, ফ্রাঙ্কের গাল কাঁপছে তিরতির করে, মুখের রং গোলাপি থেকে রাগে লাল হয়ে যাচ্ছে।

গোলমাল হতে যাচ্ছে ভেবে আমি চট করে রেইকাকে সম্বোধন করে বললাম, "আসলে হয়েছে কী, আমরা জাপানিজরাই কেবল নাইকি টাউন নিয়ে মাতামাতি করি। অনেক আমেরিকান আছে, যারা কিনা জানেও না এ ব্যাপারে। আমি শুনেছি সেখানকার অধিকাংশ ক্রেতাই জাপানিজ। তাছাড়া এটাও তোমার জানা উচিত, নিউ ইয়র্ক একটা বিশাল জায়গা।" কথাগুলো শুনে রেইকা সম্মতিতে মাথা নাড়ালো, সে বুঝতে পেরেছে।

আমি কথাগুলো ইংরেজিতে বললাম, যাতে ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারে কথাগুলো। আস্তে আস্তে ফ্রাঙ্কের মুখ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। আমি ধারণা করেছিলাম, ফ্রাঙ্ক মিথ্যা বলছে, সে নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা না সম্ভবত। কিন্তু আর কথা বাড়ালাম না। আমার মতো লাইসেন্সবিহীন একজন গাইডের এসব ব্যাপারে ভেবে কোনো লাভ নেই, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশি। কাস্টোমারকে ক্ষেপিয়ে তুললে ভুলের মাশুল আমাকেই গুনতে হবে।

BanglaBook.org

"গান গাইবে কারাওকে-তে?" রেইকা ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞেস করলো।

পাবের অন্য দুজন কাস্টোমারের একজন, মধ্যবয়স্ক চাকুরীজীবী কামুকভাবে, যেন স্বপ্নের ঘোরে মত্ত, কারাওকের মাইকটা হাতে নিয়ে গান গেয়েই যাচ্ছিল। তার সাথে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক একজন সহকর্মী ছিল, যে কিনা মাতাল হয়ে গুনগুন করে তাল দিচ্ছিল; এমনকি সময়মতো হাততালি দিতেও ভুলছিল না। মধ্যবয়স্ক লোকটার একহাতে মাইক, অপর হাতে গোলাপি লাঞ্জারে পরা এক হোস্টেস মেয়ের হাত ছিল। আশেপাশের পরিবেশকে যদি মনের ভেতর থেকে মুছে ফেলা যায়, তবে হোস্টেস মেয়েটাকে দেখে গ্রিসের কোনো আগুন সুন্দরী দেবীর কথা মনে হবে বৈকি (তবে মাতাল অবস্থাতেই কেবল!)। তাদের আচার-আচরণ থেকে বুঝতে পারলাম, চাকুরীজীবী দুজন একেবারে গেঁয়ো, মানে গ্রাম থেকে উঠে এসেছে। ব্যবসার প্রয়োজনে অনেকেই টোকিওতে আসে, যারা রাতটা কাটানোর জন্য কাবুকিচো'কেই বেছে নেয়। কারণ আর কিছুই না, গেঁয়ো স্বভাবের কারণে অনেক এলাকাতেই তাদের পছন্দ করে না কেউ। খুব সহজেই এদের বের করা যায়, কারণ মদ খেলেই তাদের মুখচোখ উজ্জ্বল লাল হয়ে যায়, সাথে মাতালও হয়ে পড়ে দ্রুত! তাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে অবশ্য, তবে তাদের জামাকাপড়ের ধরন সবচেয়ে বেশি চোখে ধরা পড়ে। এরা দলে দলে ক্লিপ জয়েন্টগুলোর পাল্লায় পড়ে যায়, যেগুলো মূলত অত্যন্ত ব্যয়বহুল পাব। মাঝেমধ্যে আমিও ভেবেছি, এসব গেঁয়োদের সাথে ট্যুর বেশি করলে আমি দ্রুত লাভবান হবো, কিন্তু আমার অতসব আঞ্চলিক ভাষা শেখার একদম ইচ্ছা নেই!

"নাহ, কারাওকে'তে গান গাইবো না।" ফ্রাঙ্ক জানালো। "তবে এক কাজ করলে কেমন হয়? আমি আমার জাপানিজ ভাষার দক্ষতাটা আরো বাড়াতে চাই। আর সেটি যদি হয় একদল আন্ডারওয়ার পরা জাপানিজ মেয়েদের সাথে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা!" বলতে বলতে সে ব্যাগ থেকে *'টোকিও পিঙ্ক গাইড'* বইটা বের করলো, আগের বারের মতো ম্যাগাজিনটা নয়।

বইটার প্রচ্ছদে নামের ওপরে চটকদারভাবে লেখা ছিল *'দ্য ওয়ে অব দ্য সেক্সুয়াল লিবারেশন'*। সহজভাবে বলতে গেলে, এই বইটি আপনাকে কামুক করে তুলবে, একই সাথে বলে দিবে কামুক হওয়ার পর কী কী পয়েন্ট বেছে নেওয়া যাবে। বইটার নামের নিচে লেখা ছিল, 'কী? কোথায়? এবং কত? টোকিওর সবচেয়ে উত্তেজনাকর জায়গাতে ঘুরতে আপনার যা যা তথ্য লাগবে, সব আছে এতে।'

ট্যুর ব্যবসার সুবিধার জন্য বইটার এক কপি আমার কাছেও আছে, যদিও ধীরে ধীরে ওটা পড়ছি। ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই ধীরে ধীরে পড়ছি,

BanglaBook.org

তবে সত্যি বলতে কী, বইটা বেশ মজাদার! উদাহরণ দিয়েই বলি, নয় নম্বর অধ্যায়টা সমকামিদের নিয়ে। প্রথমে এর পেছনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে, যেখান থেকে জানতে পেরেছি বৌদ্ধ ধর্মে মেয়েদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের নিষেধাজ্ঞার ফলে সামুরাই সমাজ কীভাবে ছেলেদের প্রতি ছেলেদের ভালোবাসার উৎপত্তি ঘটায়; আর সেখান থেকে চলে আসে বর্তমান সময় পর্যন্ত। আর বর্তমানে জাপান এইডস'র ফলে বিদেশিদের প্রতি অনেক কড়াকড়ি বা বাজে মনোভাব প্রকাশ করলেও উন্নত দেশগুলো থেকে আগত সমকামিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা কেন জানায় সেটির ব্যাখ্যাও রয়েছে এতে। এমনকি সবচেয়ে ভালো ভালো ক্লাবগুলোর নাম, কোথায় সেটা, সবই জানিয়ে দেয় বিদেশিদের।

ফ্রাঙ্ক গোলাপি রঙের বইটা খুলে রেইকা আর রি'র দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে শুরু করছি।" বইটার পেছনের দিকে 'নির্ঘণ্ট' বা শব্দের অর্থ বলে দেওয়া অংশে বেশ কতগুলো জাপানিজ থেকে ইংরেজি করে দেওয়া শব্দ ছিল। সেখান থেকে ফ্রাঙ্ক ক্রম অনুসারে পড়া শুরু করলো।

"আহো," ফ্রাঙ্ক গম্ভীর সুরে বলল। এরপর শব্দটির ইংরেজি অর্থটাও আমাদের জানালো, বোকা বা গর্দভ।

রি প্রথমে বুঝতে পারেনি ফ্রাঙ্কের উচ্চারণ করা শব্দটা। তাই সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "কী বলল ও?" যখন আমি শব্দটা পুনরাবৃত্তি করলাম, সে হাসতে শুরু করলো, সামলাতে না পেরে নিজের হাঁটুতে চাটি মেরে বসলো। "ইয়া দা! কাওয়াই! (নিজেকে থামাতে পারলাম না! কী কিউট করে বলছে ও!) জাপানিজে বলে উঠল সে।"

পরবর্তীতে ফ্রাঙ্ক পড়ে শোনালো আইজিন যার অর্থ উপপত্নী, আই শিতেরু মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি। ইংরেজিগুলো সে আস্তে আস্তে বলছিল, যাতে কেবল সে শুনতে পায়, তবে জাপানিজ বলার সময় গমগম স্বরে বলছিল।

আইতাই মানে তোমাকে দেখতে মন চাচ্ছে, আকাগাই মানে যোনি, আনা মানে গর্ত বা ফুটো, আনা দে ইয়ারিতাই মানে আমি ভেতরে ঢোকাতে চাই এখন, আনারু সেককুসু মানে পায়ুপথে যৌনক্রিয়া, আসোকো মানে নিচে ওখানে।...আসোকো আসোকো...

বিদেশিরা যখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা জাপানিজে কথা বলার চেষ্টা করে, তখন হাসি চেপে রাখা খুব কষ্টকর হয়ে যায় আমাদের জন্য। অবশ্য যখন তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে শুদ্ধ বলার, তখন তাদের কেন জানি নিজ থেকেই মনের অজান্তেই বাহবা দিতে মন চায়! আমার ইংরেজি বলার ক্ষমতা বোধহয় হাইস্কুলের ছেলেপিলেদের লেভেলের, কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, আমার ক্লায়েন্টরা দক্ষ ইংরেজি বলা কাউকে পছন্দ করে না, বরং ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে কাউকে

BanglaBook.org

কথা বলতে দেখলেই তাদের আনন্দ বেড়ে যায়। সেজন্যই অনেক জাপানিজ ডিজে বিদেশিদের কাছে জনপ্রিয়।

ওদিকে ফ্রাঙ্ক যতবার আসোকো বলছে, ততবারই খিলখিল করে রি ও রেইকা দুজনেই হেসে উঠছে। আর ওদের হাসিঠাট্টা শুনে অন্যান্য হোস্টেসরাও আগ্রহী হয়ে আমাদের টেবিলে ভিড় জমাচ্ছে। এত হাসি শুনেও ফ্রাঙ্ক দমে যায়নি, এগিয়ে যেতে লাগলো গাইড বইটা ধরে। একেকটা শব্দে সে আটকে যাচ্ছিলো ঠিকই, কিন্তু তার মুখে পরিশ্রমী, নির্দোষ একটা ভাব ছিল, অনেকটা মঞ্চে ব্যস্ত অভিনেতাদের মতো। একেকটা অক্ষর সে একেকবারে উচ্চারণ করছিল, আ-সো-কো।

"দাই সুকি মানে তোমাকে ভালোবাসি, দামে মানে না, দানকন মানে পুরুষাঙ্গ, দান্না সান মানে জনাব, দারে দেমো ইই দেসু মানে যে-কোনো একটাতেই চলবে। দে চাত্তা মানে উফফ, আমার তো বেরিয়ে গেল!, দেবু মানে মোটা, দেনদো কোকেশি মানে ভাইব্রেটর, দেসো দেসু মানে আমার এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে! দোকো দেমো দোতেই মানে আমি এখনো ভার্জিন, দোকো দেমো দোকেই দাতারা দেসো দেসু মানে আমি ভার্জিন, তাই আমার এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে! দোকো দেমো দোতেই দাকারা দেসো দেসু, দোকো দেমো দোতেই দাকারা দেসো দেসু..."

যেসব শব্দ বলার সময় রি আর রেইকা বেশি হাসাহাসি করছিল, ফ্রাঙ্ক সেগুলো নোট করে রাখছিল। সেগুলোই বারবার করে বলার চেষ্টা করছিল সে, যাতে দক্ষতাটা বাড়ে। একই সাথে তার পরিচিত জাপানিজ শব্দগুলো যুক্ত করে নতুন নতুন বাক্য তৈরি করে রি আর রেইকার দিকে ছুড়ে দিচ্ছিল। দরজার পাশে অলসভাবে বসে থাকা হোস্টেসরাও দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্ক কী বলে তা শোনার চেষ্টা করছিল। এমনকি কারাওকে গায়কেরাও মাইক রেখে দিয়ে আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে হাসছিল। ডাকাতের মতো দেখতে ওয়েটারগুলোও মুচকি মুচকি হেসে আমাদের কাণ্ডকারখানা উপভোগ করছিল। আর আমি? কবে যে এমন হেসেছি, তা আমার মনেই পড়ছে না।

"সাওরানাই মানে আমি ওটা ধরবো না, সাওরাইতাই মানে আমি ওটা ধরবো, সেইবিয়ো মানে যৌনব্যাধি, সেইকো মানে সেক্স, সেইইকু মানে যৌন কামনা, সেনজুরি মানে মাস্টারবেট করা, শাকুহাচি মানে বেজিব, শাসেই মানে নিঃসরণ করা, শিগোকু মানে নাড়াচাড়া করে দাও, শিগোইতে কুদাসাই মানে দয়া করে নেড়েচেড়ে দাও, শিগোইতে কুদাসাই, শিগোইতে কুদাসাই...
সুকেবে মানে কামুক শয়তান, সুকেবে জিজি মানে কামুক বুড়ো, সুকি দেসু কা? মানে তুমি কি কাউকে পছন্দ করো? সুকি দেসু মানে আমি পছন্দ করি, সুকেবে

জিজি সুকি দেসু কা? মানে তুমি কি বুড়ো কামুকদের পছন্দ করো? সুকেবে জিজি সুকি দেসু কা মানে, আমি বুড়ো কামুকদের পছন্দ করি...”

যত জোরে আমরা হাসছিলাম, ফ্রাঙ্ক তত বেশি গম্ভীর হতে লাগলো। সে আরো জোরে বলার চেষ্টা করতে লাগলো, যাতে সবাই তাকে শুনতে পারে। ওদিকে রি আর রেইকা হাসতে হাসতে ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা, কপাল আর বুকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গিয়েছিল; সেই সাথে আবার হাসির চোটে হেঁচকি দিতে শুরু করেছে ওরা! গেঁয়ো ব্যবসায়িগুলোও গান গাইতে যেন ভুলে গিয়েছে, গোটা কারাওকে টেবিলে তখন চলছে উল্লাসের জোয়ার! ফ্রাঙ্ক কিন্তু তখনো কমেডিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা মেনে চলছে, আর সেটি হলো ‘নিজের জোক্সে কখনোই হাসা যাবে না’। সে এভাবে একঘণ্টা ধরে তার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো, ততক্ষণে পুরো নির্ঘণ্টটা সে কয়েকবার পড়ে শেষ করলো।

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য দুজন নতুন কাস্টোমার এসে পড়ায় গেঁয়ো ব্যবসায়িগুলো ফ্রাঙ্কের ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে কারাওকে তে গিয়ে আবার গান শুরু করলো। নতুন কাস্টোমাররা এসেই রি’কে দাবি করলো, যার ফলে রি’কে উঠে যেতে হলো আমাদের টেবিল থেকে। সে উঠে যাওয়ার আগে অবশ্য ফ্রাঙ্কের হাত ঝাঁকিয়ে বলে গেল সে এরকম অনেকদিন হাসেনি। রেইকা ফ্রাঙ্ককে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলল, “আপনি অনেক ভালো কমেডিয়ান। আমি খুশি।” বলে রেস্টরুমের উদ্দেশ্যে কেটে পড়লো, যাতে তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে ফেলতে পারে। আমিও ঘেমেছি, এতটা ঘেমেছি যে আমার শার্টটা গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে। এরকম জায়গা, যেখানে ঘরের তাপমাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, সেখানে দম ফাটিয়ে হাসলে এরকম ঘটাই স্বাভাবিক। আমি পরিচিত একজন ওয়েটারকে বললাম আমাদের বিলটা দিয়ে যেতে, সে দাঁত বের করে ঝকঝকে হাসি দেখিয়ে বলল, “বিদেশিটা কিন্তু ভালোই মজা দিয়েছে!”

আমি কিন্তু বলিনি যে, কাবুকিচো’তে কেবল মুখ গম্ভীর করা মানুষদেরই দেখা মিলবে, বলেছি সবারই একটা অতীত আছে যা সে লুকোতে চায়। একই সাথে তারা যে পরিবেশে এখন আছে, তাও খুব আদর্শ জায়গা না। এখানকার কর্মচারীদের বোধহয় অনেকদিন এভাবে হাসা হয়নি এবং সেজন্য আমি ফ্রাঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করলাম।

ফ্রাঙ্ক মানিব্যাগ বের করতে করতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, “কেঞ্জি, এই নাইকি টাউনের কেসটা বুঝিয়ে বলো তো। জাপানিজদের মধ্যে এত জনপ্রিয় কেন এটা?”

অবাক ব্যাপার, সে কিন্ত ঘামছিল না। হঠাৎ করে সে এরকম প্রশ্ন করায়

BanglaBook.org

থমকে গিয়েছিলাম, সে কেন এতক্ষণ পর প্রশ্নটা করছে? তবে প্রশ্নটা মনের ভেতরেই রেখে দিলাম। তাকে বুঝিয়ে বললাম, জাপানিজরা আমেরিকাতে যেসব জিনিস জনপ্রিয়, সেগুলোই বেশি পছন্দ করে।

"অথচ আমি নাইকি টাউনের নামই শুনিনি আগে।" ফ্রাঙ্ক স্বীকার করলো। "জানাই ছিল না যে, এরকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে!"

"সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আসলে জাপানে কোনো জিনিস কেউ পছন্দ করলে একই সাথে অন্যরাও সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

বিলটা আসার পর ফ্রাঙ্ক দুটো ১০,০০০ ইয়েনের নোট বের করলো মানিব্যাগ থেকে। নোটগুলোর একটাতে কালচে কী যেন লেগেছিল, যেটা দেখে একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। দেখে মনে হচ্ছিল, শুকিয়ে যাওয়া রক্ত লেগে ছিল নোটগুলোতে।

৪.

"ফ্রাঙ্ক, এতটা হাসি আমি কখনোই হাসিনি।"

"তাই নাকি? মেয়েগুলোও একেবারে জমিয়ে ফেলেছিল, তাই না?"

"আপনি কি সবসময় এরকমই করেন?"

"কীরকম?"

"মানুষকে হাসানো। মানে জোকসটোকস বলে আরকী।"

"আমি তো হাসানোর চেষ্টা করছিলাম না। আমি জাপানিজ শেখার চেষ্টা করছিলাম ওদের কাছ থেকে, কী হতে কী হয়ে গেল টেরই পেলাম না! আমি এখনো বুঝতে পারছি না, এত হাসির কী হলো!"

আমরা লাঞ্জারে পাবটা থেকে বের হয়ে কোমা থিয়েটারের পেছনের পথটা ধরে হাঁটা শুরু করলাম। তখন বাজে প্রায় পৌনে এগারোটা। আমরা তখনো ঠিক করিনি এরপর কোথায় যাওয়া উচিত আমাদের। হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, আর পাবের ভেতরে এত গরম ছিল যে, বেশ কিছুক্ষণ লাগলো ঠান্ডা হতে। আমার মাথায় তখনো অবশ্য নোটে লেগে থাকা সেই কালচে রঙটা ঘুরপাক খাচ্ছে। কেন এতটা চিন্তা করছি আমি, সেটাও ভাবাচ্ছে আমাকে।

"যাই হোক, আপনার অভিনয়টা কিন্তু ভালো ছিল। আপনি কি কখনো অভিনয় করা শিখেছেন বা এরকম কিছু?"

"না। তবে ছোটো থাকতে আমার দুজন বড়ো বোন এরকম করে আমাকে হাসাতো। ঘরে কেউ বেড়াতে এলে তারা সবাইকে টিভিতে দেখা কমেডিয়ানদের

BanglaBook.org

নকল করে দেখাতো। কিন্তু এ পর্যন্তই, আর কোনো সম্পর্ক নেই।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা সরু গলিতে প্রবেশ করলাম, যেটার পরিবেশ দেখলেই প্রত্যেকবারই কেন জানি আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠে। জায়গাটা দেখলে পঞ্চাশের দশকের ফিল্ম সেটগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, একসারি ছোটো ছোটো বার, মাহাজং পার্লার আর চায়ের দোকানে ভরা গলিটা। প্রতিটি দোকানের সামনে আইভি গাছের মতো সবুজ রঙের দরজা, ক্লাসিক্যাল গান বেজেই চলছে। প্রতিটির সামনে রেট্রো টাইপ ব্যানার টাঙানো। একটা বারের সামনে আবার টেরাকোটা করা সাদা ফুলের টব ঝুলছিল। ডিসেম্বরের তীব্র শীতে ফুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল কাবুকিচোতে বয়ে যাওয়া বাতাসে। ভেসে বেড়াচ্ছিল অ্যালকোহল, মিষ্টি আর ময়লাআবর্জনার তীব্র গন্ধ। কোমা থিয়েটারের হলুদ আর গোলাপি আলোগুলো দোকানগুলোর দেওয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছিল । ফ্রাঙ্ক অবশ্য পুরোনো দিনের পরিবেশে ঠিক অবাক হলো না। সে একটা কোণায় গিয়ে থামলো, যেটার ওপরে একটা নিয়নের সাইনবোর্ড ঝুলছিল 'আউগে'। সে উঁকি দিলো গলিটাতে আগ্রহভরে।

"কেঞ্জি, এখানে তো কোনো দালাল দেখছি না।"

সেটা আমি বুঝিয়ে বললাম ফ্রাঙ্ককে। কেউ যদি এই গলিতে এসে পড়ে, তাহলে বুঝে নিতে হবে সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে সে কোথায় যাবে। এই গলিতে কোনো মাতালের দল দেখা যাবে না, যারা গলা জড়াজড়ি করে হাঁটতে থাকে সবচেয়ে সস্তা ক্লাবগুলোর খোঁজে, যেখানে তারা ইচ্ছামত গলা ভেজাতে পারবে।

"আগেকার কাবুকিচো এরকমই ছিল।" বুঝিয়ে বললাম আমি।

"তাই? আমার মনে হয়, সব শহরেই এরকম রয়েছে।" ফ্রাঙ্ক আবার হাঁটতে শুরু করলো। "নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ারও একসময় এরকম ছিল। তখন সেখানে ছিল অনেক সুন্দর সুন্দর বার, পরে তো সেসব দখল করে নেয় সেক্স শপগুলো।"

সে এমন নস্টালজিক ভাষায় কথাগুলো বলল যে, আমি মানতে বাধ্য হলাম সে একজন নিউ ইয়র্কার। আসলেই ব্যাপারটা ভাবা হাস্যকর যে, সব নিউ ইয়র্কারের নাইকি টাউন চেনাজানা থাকবে।

"কথাটা যখন উঠেছেই, তখন বলেই ফেলি। শিনজুকু স্টেশনের সামনে আমি একটা দালান দেখলাম, নাম 'টাইমস স্কয়ার'। কিন্তু... ওটা কি কোনো ধরনের হাসিঠাট্টার ব্যাপার ছিল?"

"নাহ।" আমি বললাম। "ওটা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।"

"কিন্তু নিউ ইয়র্কের টাইম স্কয়ার নামকরণের কারণ ওখানে পুরোনো টাইমস

EnglishBook.org

টাওয়ার ছিল এককালে। যতদূর জানি, নিউ ইয়র্ক টাইমসের কোনো দালান নেই শিনযুকু'তে।"

"জাপানিজরা ভাবে, এরকম নাম দেওয়া অনেক সম্মানের ব্যাপার।"

"ব্যাপারটা মোটেই সম্মানের ব্যাপার না, বরং লজ্জার ব্যাপার। জাপান হয়তো যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল, কিন্তু সেটা অনেক আগের কথা। এখনো কেন তারা আমেরিকার নকল করার চেষ্টা করে?"

এ বিষয়ে আমার বলার কিছু ছিল না। ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞেস করলাম, এরপর সে কোথায় যেতে চায়। সে বলল, তার নাকি পিপ শো দেখার শখ জেগেছে, ঠিক করে বললে তার নগ্ন মেয়েদের দেখতে ইচ্ছা করছে।

আমরা যে পথ ধরে এসেছিলাম, সেটা ধরেই ফিরতি পথ ধরলাম। কুয়াকুশো এভিনিউ'র আশেপাশে কোনো পিপ শো নেই। খালি চাইনিজ ক্লাব, মেয়েদের জন্য ক্লাব আর পাব-রেস্তোরাঁতে, বিশেষ করে লাভ হোটেল দিয়ে ভরা। আমরা সেইবু শিনযুকু স্টেশনের সামনে যাওয়ার জন্য একটা লাভ হোটেলের পাশের গলিতে ঢুকলাম। সামনে ভাড়ায় গাড়ি চালাতে দেয় এমন একটা রেন্ট-এ-কারের দোকান পড়লো। এখানে এরকম দোকান কী করছে, তা আমার জানা নেই, কারণ গলিটাতে গাড়ি পার্ক করার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। কে আসবে এখানে? টয়োটা ভাড়া করার একটা প্লাস্টিকের ব্যানার পতপত করে বাতাসে কেঁপে উঠছিল সামনে। অফিসটা অবশ্য এক ডজনের মতো ধূলিধূসরিত স্টেশন ওয়াগন ও সেডানে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। গাড়িগুলো খুব গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল ভেতরকার লটে। যত সমস্যাই হোক, ওগুলো চালানোর থেকে আমি হেঁটে যাওয়াটাই বেছে নিবো যে-কোনো দিন। ফ্রাঙ্ক তখন তার কলার উঠিয়ে দিয়ে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটছিল। তার নাক লাল রঙের হয়ে গিয়েছিল ঠান্ডায়। কোট আর মাফলার পরা ছিল না বলে লাঞ্জারে পাব থেকে বের বের হয়ে দ্রুতই তার ঠান্ডা লাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে, তার ঠান্ডা লাগছে। বরং মনে হচ্ছিল নিঃসঙ্গতা তাকে ঘিরে আছে। যখন টয়োটা গাড়িগুলোকে আবার পাশ কাটালাম, তখন তার দিকে চোখ পড়লো। হঠাৎ করেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল তার হাঁটার ভঙ্গী দেখে। কেন জানি একটা মহাশক্তিশালী আভা ছিটকে বের হচ্ছিল তার ভেতর থেকে, একই সাথে তার স্পষ্ট একাকীত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল।

সব আমেরিকানদের মধ্যেই দেখেছি, নিঃসঙ্গবোধটা অনেক বেশি। কারণটা ঠিক জানা নেই আমার। বোধহয় এ জন্য যে, তাদের সবাই বংশানুক্রমে অধিবাসী থেকে এসেছে, কোনো দেশের মধ্যে তাদের নিশ্চিত শিকড় নেই। ফ্রাঙ্ককে দেখে মনে হয়, তার মধ্যে ব্যাপারটা আরো বেশি। তার সস্তা জামাকাপড়

BanglaBook.org

আর অগোছালো চেহারা এজন্য কিছুটা হলেও দায়ী। সে আমার থেকেও খাটো ছিল (আমি ছিলাম ১৭২ সেন্টিমিটার লম্বা), মোটা শরীর, চুল ছিল সামনের দিকে আঁচড়ানো, চুলের পরিমাণ বাড়ন্ত। তাকে তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছিল। কিন্তু শুধু সেটাই না, তার গোটা অস্তিত্বটাই বানোয়াট বলে প্রকাশ পাচ্ছিল, যেন তার সব কিছুই মিথ্যা। সেটাই ভাবছিলাম, কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমার গলা শুকিয়ে গেল। একটু সামনেই একটা ময়লা ফেলার স্থান ছিল, সেটা পুলিশ টেপ দিয়ে ঘেরা, সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে গার্ড দিচ্ছে। এ জায়গাটাতেই সেই হাইস্কুলের মেয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

মাথার ভেতর তখন সবকিছু উল্টেপাল্টে যাচ্ছে, কয়েকটা জিনিস বারবার মাথায় লুপের মতো ঘুরতে শুরু করেছে। পত্রিকায় পড়া সেই সংবাদটার একটা লাইন আমার মনে পড়ে গেল, 'খুন হওয়া মেয়েটার পার্স থেকে সব টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।' ফ্রাঙ্ক যে টাকা দিয়ে লাঞ্জারে পাবের বিল পরিশোধ করেছিল, সেটা ছিল রক্তমাখা। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ফ্রাঙ্ক বলেছে সে টয়োটা গাড়ির পার্টস আমদানি করে, তারপরেও সেই রেন্ট-এ-কারের লটে থাকা টয়োটা গাড়ির দিকে একবারো মুখ ফিরে তাকায়নি।

আমি নিজেকে বোঝালাম, আরে এগুলো শুধু কাকতালীয় ব্যাপারস্যাপার, এত ভাবার কিছু নেই। কিন্তু তারপরেও আমার মাথা থেকে সন্দেহটা দূর করতে পারলাম না। নিজের অজান্তেই আমি চিন্তায় অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। বারবার নিজেকে বললাম, শান্ত হও, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করো। শুধুমাত্র কেউ যদি তার পেশার ব্যাপারে মিথ্যা বলে আর কালচে রঙের ছোপমাখা নোট (যা কিনা অনেকটা শুকনো রক্তের মতো) দিয়ে বিল পরিশোধ করে, তা দিয়ে কাউকে ফট করে খুনি বলাটা অযৌক্তিক। হয়তো সে তার পেশার ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি। হয়তো সে পুরো গাড়িটা নয়, বরং যেসব পার্টস সে আমদানি করে, শুধু সেটা নিয়েই ভাবে। সেটাই বারবার নিজেকে বলছিলাম, কিন্তু আরো খুশি হতাম যদি অন্য কেউ আমাকে কথাগুলো বলতো। যদি কেউ আমাকে ফোনেও বুঝিয়ে বলতো কথাগুলো যে, আমি অতিরিক্ত চিন্তা করছি, তবেই সেটা মাথা থেকে দূর করতে পারতাম। এরকম মানুষ কেবল একজনই আছে, আমার বান্ধবী জুন।

"উমম...ফ্রাঙ্ক, এখন প্রায় এগারোটা বাজে," তাকে ঘড়ি দেখিয়ে বললাম। "আপনি তো মধ্যরাত পর্যন্ত আমাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন, ঠিক না?"

"ওহ হো, ঠিক বলেছ তো! কিন্তু আমরা তো অনেক আনন্দের সময় কাটাচ্ছি, আর রাতের তো কেবল শুরু। কী বলো কেঞ্জি, আরো কয়েক ঘণ্টা বেশি থাকতে পারবে?"

BanglaBook.org

"আসলে হয়েছে কী," আমি আমতা আমতা করে বলতে লাগলাম, "আমার বান্ধবীকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি..."

ফ্রাঙ্ক ভ্রু উঁচু করলো, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার চোখের ভেতরের আলোটা দপ করে নিভে যেতে। শিট! তার সেই কুৎসিত রূপটা আমাকে আবার দেখতে হবে।

তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "তবে আমি জানি ওসব থেকে কাজের গুরুত্ব বেশি। একটু অপেক্ষা করুন, আমি ফোন করে ওকে জানিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা।"

আমি হনহন করে কোমা থিয়েটারের পাশের একটা ফোন বুথের দিকে এগিয়ে গেলাম। নিজের মোবাইলটা ব্যবহার করতে মন সায় দেয়নি। আমি অনেকটা নিশ্চিত যে, ফ্রাঙ্ক জাপানিজ বুঝে না, তারপরেও আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলো সে শুনবে, এ ব্যাপারটাতে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। কাজেই ফোন বুথই ভরসা।

যখন বুথের ভেতর ঢুকে গ্লাসের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, তখন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম মনে হলো। জুন সাধারণত এই সময়ে আমার রুমেই থাকে। এমন না যে, সে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল; আসলে বাসায় সে নিজের জন্য কোনো সময়ই পায় না, তাই আমার রুমে এসে পড়াশোনা করে, গান শোনে। যখন জুন খুব ছোটো, তার বাবামায়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। সে আর তার ছোটো ভাই তাদের মায়ের কাছেই থাকে। যখন সে আমার বাসায় থাকে, সে মাকে বলে আসে যে, সে একজন বান্ধবীর বাসায় পড়তে যাচ্ছে। মাঝরাতের আগেই ফিরে এলে তার মা এ ব্যাপারে তাকে কোনো প্রশ্ন করে না।

"হ্যালো? ও কেঞ্জি, তুমি। বলো।" তার গলার স্বরটা শুনে ভেতরে কিছুটা ঠাণ্ডা হলাম। তার গলার স্বরটা ১৬ বছরের অন্য কোনো মেয়ের তুলনায় অনেক মোলায়েম আর মধুর।

"কী করছো?"

"রেডিও শুনছিলাম।"

জুনের মা একটা জীবন বীমা কোম্পানির সেলস ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। আমি জানি, জুন তার মাকে অনেক অনেক ভালোবাসে এবং সবকিছুর জন্য মায়ের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তারা তিনজন (মা, মেয়ে ও ছেলে) তাকাইদো'তে যে ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে, তাতে কেবল দুটো রুম আছে, আর আছে কেবল একটা রান্নাঘর। কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার মাকে সে বলে না, কারণ এইটুকু সামাল দিতেই তার মাকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। জুনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল কাবুকিচো'তেই। সে অবশ্য দেহব্যবসার সাথে জড়িত ছিল না। তার কাজ ছিল মধ্যবয়স্ক পুরুষদের সাথে ডিনার কিংবা কারাওকে'তে

BanglaBook.org

যাওয়া। সেটা থেকে তার পাঁচ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার ইয়েনের মতো আয় হতো। আমরা সেটা নিয়ে অবশ্য কথাবার্তা বলি না।

"আমি এখনো কাজে ব্যস্ত।"

"আহা রে। বাইরে এত ঠান্ডা পড়েছে, আর তুমি এর মধ্যে কাজ করছো! তোমার জন্য রিসোত্তো বানিয়ে রেখেছি। এসে খেও।"

"ধন্যবাদ, জুন। এই জানো, আমার এই কাস্টোমারটা অনেক অদ্ভুত।"

"কীরকম অদ্ভুত?"

"ঠিক বোঝাতে পারছি না। প্রথমত, সে... একটা মিথ্যাবাদী।"

"তারমানে তোমার যে টাকা পাওনা, সে তোমাকে সেটা দিবে না?"

"না, সেরকম কিছু না। তাকে কেন জানি সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।"

আমি তাকে সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বললাম। রক্তমাখা নোট আর টয়োটা গাড়ির ব্যাপারটাও বাদ দিলাম না।

"তাহলে তোমার মনে হচ্ছে সে একজন খুনি?" সে জিজ্ঞেস করলো। "শুধু এটুকুর জন্য?"

"আমাকে পাগল মনে হচ্ছে, তাই না?"

"হুম, আসলে আমি তো তাকে দেখিনি, তাই এভাবে বলাটা ঠিক হবে না। তবে..."

"তবে কী?"

"আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কী বলতে চাচ্ছ।"

"কোন ব্যাপারটা?"

"আসলে, মেয়েটাকে যেভাবে খুন করা হয়েছিল, সেটা বেশ ভয়ংকর ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে, কোনো জাপানিজই কাউকে এরকমভাবে হত্যা করতে পারবে না। সে কী করছে এখন?"

কথা বলতে বলতেও আমার চোখ সবসময় ফ্রাঙ্কের ওপরেই ছিল। সে আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর আগ্রহ হারিয়ে পাশের গেম সেন্টারটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে কী হচ্ছে দেখছিল।

"মনোযোগ দিয়ে সে একটা প্রিন্ট ক্লাব বুথ পর্যবেক্ষণ করছে।"

"সেটা আবার কী?"

"ঐ যে, মেশিনগুলো চিনো না, যেটাতে ছবি তুলে সাথে সাথে প্রিন্ট করিয়ে নেওয়া যায়, তাও আবার সুন্দর স্টিকার দিয়ে। সে জানে না, কীভাবে কাজ করে ওটা। তাই একদল মেয়েকে ব্যবহার করতে দেখে শিখে নিচ্ছে ব্যাপারটা।"

"তাহলে আর চিন্তা করো না, কেঞ্জি। একটা খুনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিন্ট ক্লাব বুথে ছবি তোলা শিখছে, ব্যাপারটা কল্পনা করতে কষ্ট হচ্ছে।"

BanglaBook.org

তার আশ্বাস শুনে একটু ঠান্ডা হলাম।

"কেঞ্জি," সে বলল। "এক কাজ করো। তার সাথে কয়েকটা ছবি তোলো। আমি দেখতে চাই সে কীরকম দেখতে।"

তাকে সম্মতি জানিয়ে ফোনটা রেখে দিলাম।

"ওটা কী কেঞ্জি? মেয়েগুলো তো বেশ মজা করে কিছু একটা করছিল। আমার ধারণা ছবি তুলছিল ওরা। এগুলো কি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তোলার মেশিন নাকি?"

তাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু পেছনেই এক মাতাল অফিসকর্মী তার বান্ধবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে তাড়া দিচ্ছিল, যাতে আমরা দ্রুত ছবি তুলে কেটে পড়ি। তাদের চেহারা এতই বিদঘুটে লাগছিল যে, ওদের দেখলে একটা চলন্ত ট্রেনও থেমে যেত। অন্য সময় হলে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসতাম, কিন্তু আমার মাথায় অনেক কিছুর ভার, তার ওপর বাইরের কনকনে শীত। তাই সংক্ষেপে বললাম, "ঠিক আছে, এক মিনিট সময় দিন আমাদের।" ঠিক করলাম, ফ্রাঙ্ক আর আমি ছবি তুলেই ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিবো। ফ্রাঙ্ক বলেছিলো, তার কাছে কোনো খুচরা পয়সা নেই, তাই আমিই দিলাম। মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক করলাম (ফ্রাঙ্ক আমাকে আগেই বলে দিয়েছে কোনটা নিতে)। ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল জাপানিজ ধাঁচের, একটা ইয়াকিতোরি দোকানের। ইয়াকিতোরি হলো কাঠির মধ্যে লাগানো মুরগির গ্রিল করা কিমা জাতীয় খাবার। যা হোক, ফ্রাঙ্ক একসাথে পোজ দিয়ে ছবি তোলার জন্য ঘ্যানঘ্যান করছিল।

"মেয়েগুলো একসাথে ছবি তুলছিল। আমারো তোমার সাথে একটা ছবি তুলতে ইচ্ছা করছে।"

প্রিন্ট ক্লাবে কয়েকজন মিলে ছবি তুলতে হলে, তাদেরকে মুখ একেবারে কাছাকাছি রাখতে হবে। আমি বলছি না যে, ফ্রাঙ্কের কাছাকাছি যেতে আমার ঘৃণা করছিল, তবুও আমি কোনোমতেই তার গালে গাল লাগিয়ে ছবি তুলব না! সে পুরুষ মানুষ হওয়ায় ইতোমধ্যেই ব্যাপারটা অস্বস্তিকর লাগছিল, তার ওপর তার ঐ বিদঘুটে মুখের চামড়া ছিল। ফ্রাঙ্কের বয়স তিরিশ পার করলেও মুখে কোনো ভাঁজ ছিল না। কিন্তু তার মুখ ঠিক মসৃণও বলা যাবে না, কেমন জানি চকচকে, থলথলে একটা ভাব; সোজা কথায় সেটা দেখেই কুৎসিত মনে হবে। সেজন্যই আমি চাচ্ছিলাম না তার গালের সাথে গাল ঘষতে, কিন্তু ফ্রাঙ্ক আমার কাঁধে হাত দিয়ে টেনে ক্যামেরার সামনে এনে উচ্ছ্বাসের সাথে বলল, "কেঞ্জি, ছবিটা তুলে ফেল!"

ফ্রাঙ্কের গালটা ছিল শীতল, সেটার স্পর্শটা অনেকটা ডুবুরীদের ব্যবহার

BanglaBook.org

করা সিলিকনের মাস্কের মতো লাগলো।

"হাই, কেঞ্জি। শুনলাম তোমার গাইজিনটা ক্লাবটা সেই মাতিয়ে দিয়েছে।"

লাঞ্জারে পাবের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় সাতোশির সাথে আবার দেখা হয়ে গেল। সে তখন পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মাতালদের উদ্দেশ্য করে চিৎকার করছিল, "আসুন আসুন! এই রাতের বেলায় মাত্র ৭০০০ ইয়েনের বিনিময়ে সুখ কিনে নিন! কোনো আলাদা খরচ লাগবে না!" তাকে ওভাবে দেখে আমি বুঝতে পারলাম, সে কেন বলেছিল যে কাবুকিচো থাকার জন্য খুব সহজ একটা জায়গা। এখানে 'যে-কোনো কিছু চলবে' ভাবটা বজায় থাকে, আদর্শ কোনো জীবন বা আচার-আচরণ নেই যার সাথে নিজের জীবনটা তুলনা করতে হবে, এমনকি জয় লাভ বা লজ্জায় পড়তে হবে কিসে, সেরকম কাল্পনিক কোনো মাপকাঠি নেই। হয় তুমি কাজ করে টাকা কামাবে, নয়তো চাকরিচ্যুত হয়ে নতুন কাজে নেমে পড়বে। ফ্রাঙ্ক ওদিকে হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

সাতোশিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার দোকানের ওয়েটার কি ওর ব্যাপারে আর কিছু বলেছে? যেমন ধরো, যে টাকা দিয়ে সে বিল পরিশোধ করেছে সেটা নিয়ে?"

"নাতো। কেন?"

বোঝা গেল, কেবল আমিই টাকার মধ্যে লেগে থাকা দাগটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আর এ নিয়ে ভাববো না। আমি যে প্যারানয়েডদের মতো আচরণ করছিলাম, তা আর জুনকে বলে দিতে হবে না। যেখানে হাইস্কুলের মেয়েটার লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা দেখার পর এবং ঐ ভূতুড়ে রেন্ট-এ-কারের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আমার নার্ভগুলো বোধহয় শর্ট সার্কিটের মতো হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজেই ব্যাখাটা তৈরি করে নিলাম।

"সে তো একটা পিপ শোতে যেতে চায়।" সাতোশিকে বললাম। "চেনাজানা কোনো ভালো জায়গা আছে নাকি?"

"শোনো, কেঞ্জি, সবগুলোই একই। অত বাছাবাছি কিসের!" বলে দম ফাটিয়ে হাসা শুরু করলো। পরমুহূর্তেই ফ্রাঙ্কের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে যোগ করলো, "চারদিকেই কঠিন সময় চলছে।" মানে, আমি একটা অথর্বের মতো কাস্টোমার নিয়ে ঘুরছি, আর সেটা দেখে তার খারাপ লাগছে।

কাছাকাছি পিপ শো আমাদের সামনের দালানের ষষ্ঠ তলাতেই ছিল,

BanglaBook.org

সেখানেই রওনা দিলাম আমরা।

"না কেঞ্জি।" ফ্রাঙ্ক মাথা নাড়লো। "তোমাকে আমার সাথে আসতেই হবে।"

পিপ শো'র দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফ্রাঙ্ককে বললাম আমি বাইরে অপেক্ষা করছি টাকা বাঁচানোর জন্য, কিন্তু ফ্রাঙ্ক মানবেই না। সে ৫০০০ ইয়েন দিয়ে দুটো টিকেট কিনলো। অনুষ্ঠান মাত্র শুরু হয়েছে, তাই আমরা অভ্যর্থনা কাউন্টারের সামনের একটা ছোটো সোফা বেছে নিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ভেতরে হাঁটাহাঁটি নিষেধ, তবে চিন্তার কারণ নেই, কারণ প্রতিটা কেবল ১০ মিনিট দীর্ঘ। পাশের দেওয়ালে অনেকগুলো ছবি টাঙানো। ছবিগুলো সেই সময়ের, যখন সেটি একটা গভীর রাতের টিভি প্রোগ্রাম ফিচার করা হয়েছিল। ছবিগুলো অনেক পুরোনো, রং প্রায় মুছে গেছে, খ্যাতিমান সাংবাদিকের অটোগ্রাফটাও অনেকটা মিলিয়ে গেছে।

"তোমার বান্ধবীকে কি জানিয়ে দিয়েছ যে, তুমি আজ গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করছো?" ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

সে দেওয়ালের টাঙ্গিয়ে রাখা সাইনের লেখাটুকু পড়ছে, যেটা জাপানিজ আর ইংরেজি, দুটো ভাষাতেই লেখা ছিল : 'এখানের পিপ শো খুব ভালো মানের, যা কিনা টিভিতেও দেখানো হয়েছে।'

"হুম, জানিয়ে দিয়েছি। সে বলেছে, কোনো সমস্যা নেই।"

"তাহলে ঠিক আছে। এখন আমাকে বলো এই জায়গাটার বিশেষত্বটা কী?"

আমরা যেখানে বসে ছিলাম, সেখান থেকে গান শোনা যাচ্ছিল বেশ ভালোভাবেই। নামটা ঠিক জানা নেই, তবে ওটা যে ডায়ানা রস গেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। গান চলাকালীন সময়ে আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, পুরো অনুষ্ঠানটার মেয়াদ কেবল তিন চারটা গানের সমান লম্বা। একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে সবার সামনে ধীরে ধীরে মোহনীয়ভাবে কাপড় খুলতে খুলতে নগ্ন হবে। একই সময়ে, মানে অনুষ্ঠান শুরুর দিকে অন্য একজন মহিলা এসে আমাদের 'স্পেশাল সার্ভিস' লাগবে কিনা, সেটা জিজ্ঞেস করবে।

"স্পেশাল সার্ভিস?" ফ্রাঙ্কের প্রশ্ন।

"হ্যান্ড জব। যে জন্য অতিরিক্ত ৩০০০ ইয়েন খরচ পড়বে।"

কথাটা যেন ফ্রাঙ্ককে নাড়া দিলো। "হ্যান্ড জব," বিড়বিড় করতে লাগলো সামনের দিকে তাকিয়ে। দেখে মনে হলো মনটা তখন তার অতীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই দুটো শব্দও যে এতটা অনুভূতি দিয়ে বলা যায়, তা আমার জানা

BanglaBook.org

ছিল না। না লাগলে তোমার নেওয়ার দরকার নেই, ফ্রাঙ্ককে আশ্বাস দিলাম।

"যেহেতু তোমার আজকে রাতে সেক্সের পরিকল্পনা আছে, সেহেতু প্রথমেই হ্যান্ডজব নেওয়াটা তোমার জন্য ঠিক ভালো হবে না।"

"ওহ হো সেটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম!" ফ্রাঙ্ক চমকে আমার দিকে তাকালো। "তবে সমস্যা নেই। আমার যৌন ক্ষমতা বেশ ভালো। আমাকে 'সেক্সুয়াল সুপারম্যান' ও বলতে পারো!"

সেক্সুয়াল সুপারম্যান। জি, সে এই কথাটাই বলেছিল।

"তাহলে, বুথে এসে মহিলাটা কিছু জিজ্ঞেস করলে খালি মাথা নাড়াবে। তাতেই হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে তাহলে।" ফ্রাঙ্ক বলল, "সেটাই করবো। তর সইছে না আমার।"

তর সইছে না ফ্রাঙ্কের, অথচ তার মুখ দেখে তাকে খুব উদাসীন মনে হলো। পাশে পড়ে থাকা একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করলো। প্রথম পাতাতেই 'হিদেও নোমো'-এর লস এঞ্জেলস ডজারসের ইউনিফর্ম পরা ছবি ছিল। নিচে ছোটো করে লেখা ছিল যে, নোমো এখনো পরবর্তী মৌসুমের জন্য কন্ট্রাক্ট হাতে পাননি। ফ্রাঙ্ক হাত দিয়ে ছবিটাতে টোকা মেরে বলল, "জাপানিজরাও তাহলে বেসবলের ভক্ত দেখছি।"

প্রথমে ভেবেছিলাম সে মজা করে বলেছে কথাটা। এমন কোনো আমেরিকান নেই যে জাপানে ব্যবসা করতে আসে, অথচ হিদেও নোমা কে চিনে না। এমন কাউকে হাজারেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমেরিকানদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় জীবিত জাপানিজ ব্যক্তি বোধহয় সে-ই। কোনো ব্যবসার আলাপ আলোচনা করার সময় পরিবেশটা সহজ করতে ওকে নিয়েই টুকটাক আলাপ করে আমেরিকান ব্যবসায়িরা। অথচ ফ্রাঙ্ক নোমোর ছবির দিকে তাকিয়েও ধরে নিয়েছে সে জাপানের বেসবল দলে খেলে। এরকম মানুষ কি আদৌ থাকা সম্ভব, যে জাপানে ব্যবসা করতে এসেছে আমেরিকা থেকে, অথচ নোমো কে চেনে না?

"এই মানুষটা লস এঞ্জেলস ডজারসের হয়ে খেলে।"

"ঠিকই তো, সে ডজারসদের ইউনিফর্ম পরে আছে।"

"এটা নোমো, খুব বিখ্যাত সে। গত বছরের খেলায় সে 'নো হিট, নো রান' পিচ করেছিল।"

উল্লেখ্য, বেসবল খেলায় ব্যাট দিয়ে ঠেকিয়ে কোনো রান নেওয়া সম্ভব না হলে, সেটাই নো হিট নো রান। বোধহয় ফ্রাঙ্ক বেসবল সম্পর্কে কিছুই জানে না, এ কথাটাই কেবল যৌক্তিক বলে মনে হলো আমার। কিন্তু তার পরের কথাতেই মত পাল্টাতে বাধ্য হলাম।

BanglaBook.org

"নো হিট, নো রান? আহ, শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের পরিবারের সবাই ছিল ছেলে, একদল ভাই ছিল আমার। সবচেয়ে ছোটো আমিই ছিলাম। সবাই একসাথে বেসবল খেলতাম। গ্রামের দিকে আমরা থাকতাম, বুঝলে? আশেপাশে যতদূর চোখ যায় সব ভূট্টাক্ষেত, তাই গ্রীষ্মের সময় আমরা সেখানে লুকোচুরি খেলতাম। আসলে সেখানে করার মতো তেমন কিছু ছিল না। তার ওপর আমার বাবা ছিলেন বেসবলের বিশাল ভক্ত। আর এখনো সেই দিনটার কথা মনে আছে, যেদিন আমার মেজো ভাই নো হিট নো রান পিচ করেছিল।"

অথচ একঘণ্টা আগেই ফ্রাঙ্ক বলেছিল তার দুটো বড়ো বোন ছিল, যারা কমেডিয়ানদের নকল করে মানুষকে হাসাতে খুব ভালোবাসতো। আর এখন বলছে, তার পরিবারে সবাই ছিল ছেলে, যারা দলবেঁধে বেসবল খেলতো। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, আমার সাথে মিথ্যা বলে তার কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, হয়তো তার কাছে নোমো অপরিচিত থাকতেই পারে, তাই বলে মিথ্যে দিয়ে সেটা ঢাকতে হবে কেন? এমন না যে, সে এখন কোনো কনফারেন্স মিটিংয়ে বসে আছে, আর আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্ট। আমি ছোটোখাটো একজন গাইড, আর আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে না, বরং একটা পিপ শো'র বাইরে বসে অপেক্ষা করছি। যদি সে খালি বলতো, "নোমো? নামই শুনিনি কোনোদিন।" তবে আর সেটা নিয়ে ভেবে সময়ও নষ্ট করতাম না।

"আমার বাড়ি ছিল একেবারে অজপাড়াগাঁয়ে। কিন্তু সেখানে ভালো বিয়ার বানানো হতো। আমরা সেখানে চুটিয়ে বেসবল খেলতাম আর বিয়ার গিলতাম। তখন বয়সে অনেক ছোটো হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাকে বিয়ার খেতে বাধ্য করেছিল, কারণ বিয়ার না খেলে নাকি নিজেকে পুরুষমানুষ বলে দাবি করা যায় না। আমেরিকার গ্রামগুলো এরকমই, বিশাল বিশাল সব ভূট্টাক্ষেত চারদিকে, আকাশ এত নীল যে চোখে ধাঁধা পড়ে যায়, আর গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম। সূর্যের তাপ তোমাকে একেবারে সিদ্ধ করে ফেলবে, আর কোনো দুর্বল লোক সেই তাপের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল, সেই তাপেও আমাদের কিছু মনে হতো না। যদি পিচারের কারণে বেশিক্ষণ মাঠে থাকতে হতো, তবুও সেই তাপ আমরা টেরই পেতাম না।"

ফ্রাঙ্ক খুব উৎসাহের সাথে স্মৃতিচারণ করছিল, যদি সত্যিই ওগুলো তার স্মৃতি হয়ে থাকে। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গতিতে সে কথাগুলো বলছিল। আমি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কথাগুলো শুনতে শুনতে নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। আমি নিজেও ছোটোবেলায় স্কুলে থাকতে বেসবল খেলতাম। আমাদের দলটা খুব ভালো ছিল না, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাদের সাথে প্র্যাকটিস খেলাগুলো আমার সারাজীবন মনে থাকবে। ফ্রাঙ্ক যা বলছিল, তা কিন্তু

BanglaBook.org

সত্যিই ছিল, তখন প্রচণ্ড তাপেও কিছু মনে হতো না, অথচ অন্য সময় সেই তাপে শ্বাস নিতেও কষ্ট হতো! যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের 'বেসবল' ও 'গ্রীষ্ম' এ দুটো শব্দ শুনলেই ঘাস, মাটি আর চামড়ার গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দেওয়ার কথা। ফ্রাঙ্কের কথাগুলো আমাকে এতটাই নস্টালজিক করে দিলো, যে আমি সম্পূর্ণই ভুলে যেতে বসেছিলাম যে, ফ্রাঙ্ক মিথ্যা বলছে।

"ঠিক বলেছেন। যখন তোমার দল ফিল্ডিংয়ে ব্যস্ত, বেশ জমজমাট অবস্থা খেলার, তখন টেরই পাওয়া যায় না কতটা গরম পড়েছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য হলেও চোখ বন্ধ করলে মনে হয়, উফফ! একটা ওভেনের মধ্যে যেন সিদ্ধ হচ্ছি! আমার ধারণা, তার থেকে আমি বেশি কখনো উষ্ণ বোধ করিনি। গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত গরমের মধ্যে বেসবল খেলার মজাই আলাদা, এরকম সুন্দর স্মৃতি খুঁজে পাওয়াই ভার।"

আমি না বুঝেই আমার শৈশবের একটা মধুর স্মৃতি তাকে বলে ফেললাম। নিজের স্মৃতি রোমন্থনটা ভালোভাবেই উপভোগ করছিলাম, ভেতর থেকে সেগুলো স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগলো। ইংরেজিতে ব্যাকরণ ঠিক করে বলছি কিনা, তাতে খেয়াল ছিল না।

"তুমিও বেসবল খেলতে, কেঞ্জি?" ফ্রাঙ্ক কোনোরকম উচ্ছ্বাস ছাড়াই জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

"হুম, খেলতাম।"

কথাটা বলে ভালো লাগলো। এখন সেটা ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারি, ফ্রাঙ্ক বোধহয় খুব কঠিন একটা শৈশব কাটিয়েছে, যেটা আমার মতো জাপানিজের পক্ষে বোঝা কষ্টকর। আমরা প্রায়ই দেখি ম্যাগাজিনের কলামগুলোতে যে, আমেরিকাতে ডিভোর্সের হার প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি, কিন্তু সেটা থেকে সত্যিকারের ঘটনাটা আমাদের ঠিক বোধগম্য হয় না। আমরা হয়তো তখন, *'ও আচ্ছা, তাই নাকি'* ভেবে ম্যাগাজিনের পাতাটা ওল্টাই। কিন্তু আমি গাইড হিসাবে প্রায় দুশ'র মতো আমেরিকানদের সঙ্গী হয়েছি এবং কয়েক রাতের পর অনেকেই বিদায় নেওয়ার আগ মুহূর্তে মাতাল অবস্থায় তাদের শৈশবের কথা হড়বড় করে বলা শুরু করে। এটা সাধারণত তাদের সাথে ঘটে, যারা যেরকম সেক্স চেয়েছিল অথবা যেরকম মেয়ে চেয়েছিল, সেটা পায়নি। কথাটা তাদের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সত্য। এদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। একটু চিন্তা করলেই এর কারণটা মাথায় এসে পড়বে। ভিন্ন একটা দেশে দু-তিনদিনের জন্য গিয়ে পছন্দের কোনো মেয়ে খুঁজে বের করা, আবার তার সাথে সেক্স, ব্যাপারটা চিন্তা করাটাই কঠিন। এজন্যই বোধহয় আমার ক্লায়েন্টদের অধিকাংশই সারারাত টোকিওতে ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত ও মাতাল হয়ে তাদের নিঃসঙ্গতা জোর করে হলেও আমার কাছে প্রকাশ

BanglaBook.org

করে দেয়। ছোটোবেলায় আমার বাবা মারা গিয়েছেন বলে কিনা জানি না, তারা যখন কোনোকিছু হারানোর কথা বলে, তখন তাদের কিছুটা হলেও বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি। তাদের অধিকাংশ গল্পই এ ধাঁচের, *বাবা বাড়িতে আসা থামিয়ে দিল, পরের বছর ক্রিসমাসে বাসায় একটা অচেনা পুরুষের আবির্ভাব, মা বুঝিয়ে দিল, এখন থেকে এই লোকটাই তোমার বাবা। বয়স কম হওয়ায় এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হতে আমার প্রায় দু-তিন বছর লেগে গেল, কিন্তু ততদিনে আমার সৎবাবা আমাকে পেটাতে শুরু করেছে। নর্থ ক্যারোলাইনাতে একটা নিয়ম আছে, বাসার সামনের জন্মানো ঘাস আমরা মে মাসের আগে কাঁটি না, ততদিন সেটা বড়ো হতে থাকে। কিন্তু সৎবাবা ওয়েস্ট কোস্টের মানুষ, তার এসব জানা ছিল না, সে বসন্তের শুরুর দিকেই সেটা পরিষ্কার করা শুরু করলো লনমোয়ার নামক ঘাস কাটার যন্ত্রটি দিয়ে। বাবা সেটার খুব যত্ন করতো, তাই ব্যাপারটা আমাকে খুব কষ্ট দিলো, আমি সাথে সাথে মা'কে জানালাম। আমি সৎবাবাকে বারবার মানা করলাম সেটা না করতে, কিন্তু সে কোনো কথা কানেই তুলতো না। একদিন না পেরে তাকে আমি একটা খারাপ গালি দিয়ে বসলাম, যার অর্থটাই জানা ছিল না আমার। সেদিনই প্রথম আমাকে তিনি পেটালেন। আমাকে আবার প্রথম থেকে তার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হতে হলো অনেকদিন ধরে... ...তাকে মেনে নিতে।*

আমেরিকানদের এই ধাঁচের গল্পগুলোই আমাকে শুনতে হতো, আর গল্প শেষে 'মেনে নেওয়া' শব্দটা বলতে গিয়ে গলা আটকে যেত তাদের। আমেরিকানরা কিন্তু জাপানিজদের মতো 'হাসো আর মেনে নাও' এই রীতিতে বিশ্বাসী না। এরকম অনেক গল্প শোনার পর বুঝতে পারি, আমেরিকানদের মধ্যে যে নিঃসঙ্গতা আছে, সেটা জাপানে বসে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব না। কিছু কিছু সময় আছে জীবনে, যেটা শুধু কষ্ট করে সহ্য করে গেলেই তা পার করা যায় না। 'মেনে নেওয়া' শব্দগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন সেটা থেকে। আমার মনে হয় না, আমি আমেরিকানদের নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারতাম।

আমি নিশ্চিত ছিলাম ফ্রাঙ্কেরও এরকম একটা গল্প আছে। কে জানে, হয়তো সে পোষ্যপুত্র হিসাবে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে শৈশব কাটিয়েছে। এক সময়ে হয়তো সে বাড়িতে দুটো বড়ো বোন ছিল, আরেক বাড়িতে একদল ভাই।

"আমি স্কুলে থাকতে সেকেন্ড বেসে খেলতাম। শর্টস্টপে, মানে সেকেন্ড বেস ও থার্ড বেসের মাঝামাঝিতে যে ফিল্ডার থাকতো, তার সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব ছিল। সেকেন্ড বেসে আমি ভালোই খেলতাম, সেও। দুজনে মিলে প্রচুর প্র্যাকটিস করতাম। দুজনে খেলতে খেলতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, যে খেলায় আমরা নিশ্চিত হেরে যাবো, সেখানে তার সাথে সবার অলক্ষ্যে খেলতাম।"

BanglaBook.org

তার কাছে পুরোনো স্বপ্নের সেই দিনগুলো বলতে বলতে ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, সে কোন পজিশনে খেলতো। কিন্তু তখনই স্পিকারে ভেসে এলো, 'আপনাদের এতক্ষণ অপেক্ষা করানোর জন্য দুঃখিত, এখন আপনারা বুথে প্রবেশ করতে পারবেন। দয়া করে বুথে প্রবেশ করুন...'

"আমাদের সুযোগ তাহলে এসেই গেল, কেঞ্জি।" দুম করে উঠে দাঁড়াল ফ্রাঙ্ক। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বুথের দরজার দিকে এগোতে থাকলাম, তবে ফুঁসতে ফুঁসতে। কারণ, এতক্ষণ ধরে সে বেসবল নিয়ে বকবক করেছে, কিন্তু যখনই আমি বলা শুরু করলাম, সে সাথে সাথে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল বিষয়টাতে।

দুজন আলাদা আলাদা বুথে ঢুকলাম। যে লোকটা একটু আগেই দাবি করছিল, তার যৌন ক্ষমতা অনেক বেশি, সেই ফ্রাঙ্ককেই খুব কম আগ্রহ নিয়ে ঢুকতে দেখলাম বুথের ভেতরে। তাকে দেখে নার্ভাস নয়, বরং মনে হচ্ছিল অস্বস্তিতে আর উদাসীনতায় ভুগছে। *কী অদ্ভুত মানুষ*, বলে আমি নিজের কিউবিকলে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে কেবল একটা ছোটোখাটো একটা টুল আর এক বাক্স টিস্যু ছিল। জায়গাটা এতই সরু ছিল যে, নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম যে আমার বদ্ধ জায়গা ভীতি বা ক্লাস্ট্রোফোবিয়া নেই।

অনুষ্ঠানটা সাথে সাথে শুরু হয়ে গেলে অন্যান্য জায়গাগুলোর মতোই এখানের মঞ্চটাও ছিল অর্ধচন্দ্রাকার, দু'মিটার লম্বা আর প্রত্যেক বুথ একমুখী আয়না দিয়ে আলাদা করা। নৃত্যরত মেয়েটা বুথের ভেতরটা দেখতে পাবে না ঠিকই, কিন্তু বুথের ওপর বাতি দেখে বুঝতে পারবে কোন বুথটাতে ক্লায়েন্ট আছে। গান শুরু হলো, চটকদার আলোর ঝলকানির মধ্যে মঞ্চের পেছনে বামদিকের দরজা দিয়ে খুব চিকন একটা মেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলো। বোধহয় মাইকেল জ্যাকসনের কোনো একটা গান বাজছে। মেয়েটা নেগলেজাই নামক এক ধরনের স্বচ্ছ ড্রেসিং গাউন পরা ছিল, যা সাধারণত রাতে পরিধান করা হয়।

এমন সময় পিছে বুথের দরজায় একটা হাল্কা নক শুনতে পেলাম। নক করেই একটা মেয়ে দরজা খুলে মাথাটা কেবল ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মাফ করবেন, আপনার কি স্পেশাল সার্ভিস লাগবে?" সে আমার দিকে ভালোভাবে তাকালো। "আরে, কেঞ্জি দেখছি! হঠাৎ এখানে?"

ছয়মাস আগে সে রপ্পোনগি'র একটা শো-পাবে কাজ করতো, সেখানেই পরিচয় তার সাথে। যতদূর মনে পড়ে, তার নাম ছিল আসামি।

"আসামি..." প্রশ্নের সুরে বললাম। সে ফিক করে হেসে জানালো, এখানে সবাই তাকে মাদোকা বলেই চিনে।

"আসামি, শোনো, একটু সাহায্য করতে হবে আমাকে।" আমি বললাম।

BanglaBook.org

"আমার থেকে তিন বুথ পরেই একজন গাইজিনকে তুমি পাবে, যে কিনা স্পেশাল সার্ভিস চাইবে।"

যখন 'গাইজিন' শব্দটা তার কানে প্রবেশ করলো, মাদোকার কপালটা খানিকটা বিরক্তিতে কুঁচকে গেল। আগেই বলেছি, জাপানিজ সেক্স ইন্ড্রাস্ট্রি বিদেশিদের দুচোখে দেখতেই পারে না।

"কিছু না মনে করলে একটা কাজ করে দিতে পারবে? তোমাকে আমি বলছি না গাইজিনটাকে বাড়তি সার্ভিস দিতে বা এরকম কিছু। আমাকে খালি জানিয়ো সে হ্যান্ডজবের সময় কতটুকু নিঃসরণ করে।"

"কী?! প্রতিযোগিতা চলছে নাকি তোমাদের মধ্যে?"

"না, আমি শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি। যাও, তোমাকে এর বিনিময়ে একদিন ডিনারে নিয়ে যাবো।"

"ঠিক আছে।" বলে মাদোকা দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আমি তাকে রপ্পোনগিতে থাকার সময় অনেকবারই কাজের সন্ধান দিয়েছিলাম। সেক্স ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত মেয়েরা এইসব ছোটো ছোটো জিনিসও বেশ ভালোভাবেই মনে রাখে।

যে ব্যাপারটা আমি জানতে চাইলাম, সেটার কারণে আমাকে পাগল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তার পেছনে যথেষ্ঠ কারণ ছিল। পত্রিকায় পড়েছিলাম, যে হাইস্কুলের মেয়েটা খুন হয়েছিল, তার শরীরে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গিয়েছে। দুইদিন আগে সে খুন হয়েছে, কাজেই যদি সত্যিই ফ্রাঙ্ক তাকে খুন করে থাকে, তবে তার দেহে বীর্য খুব কম জমা থাকবে। সত্যি বলতে কী, ফ্রাঙ্ককে সন্দেহই করা উচিত না আমার। অন্য কেউ, বিশেষ করে জুন হলে হয়তো বলতো, আমি বেশি বেশি ভাবছি। কিন্তু দুইবছর ধরে টোকিওর সেক্স ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার পর বিপদের আঁচ আগে থেকেই টের পাই আমি, অনেকটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো। যদি ফ্রাঙ্ক খুনি না হয়েও থাকে, মন বলছে তাকে বিশ্বাস না করতে। সবাই-ই মিথ্যা বলে মাঝেমধ্যে, কিন্তু কেউ যখন মিথ্যা বলতে পারদর্শী হয়ে যায়, তখন মনের ভেতর থেকেই তারা সত্যটা প্রত্যাখান করে। তারা যে মিথ্যা বলছে, সেটাও ভুলে যায়। আমি এরকম বেশ কয়েকজন মানুষকে চিনি এবং তাদের থেকে শতহাত দূরে থাকার চেষ্টা করি সবসময়। কারণ তারা শুধু বিরক্তিকরই নয়, ভয়ঙ্করও বটে।

মঞ্চে তখন চিকন মেয়েটা তার পরে থাকা নেগলেজেই খুলছে ধীরে ধীরে, একই সাথে কোমরটা দোলাচ্ছে। সে পেশাদার নর্তকী নয়, সেক্স ইন্ড্রাস্ট্রির সাধারণ কোনো মেয়ে। সেজন্য তার নৃত্যে তেমন কামনা জড়িয়ে নেই। ব্যাপারটা দেখতে একই সাথে হাস্যকর আর দুঃখজনক লাগছিল। তবে কেউ

BanglaBook.org

তো শৈল্পিক স্ট্রিপ টিজ দেখতে এখানে আসে না! মেয়েটা এসে প্রত্যেকটা বুথের একমুখী আয়নার সামনে তিরিশ সেকেন্ড ধরে দাঁড়াচ্ছে, কাস্টোমারদের চাহিদা অনুযায়ী তার ব্রা টেনে, স্তন নিজের হাতে টিপে, আরেক হাতের আঙ্গুল দিয়ে প্যান্টির ভেতর ঢুকিয়ে নিজেকে আনন্দ দিচ্ছে। বেশি প্রসাধনী সে ব্যবহার করেনি, গায়ের রং এত ফ্যাকাশে ছিল যে, তার শরীরের রক্তের শিরাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম কত নিষ্ঠুর ব্যাপারটা, তখনই আমার পেছনে বুথের দরজা খুলে মাদোকা আবার গলা বাড়িয়ে দিলো।

"তারপর? কী জানতে পারলে?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম। মাদোকার শরীর থেকে একস্রোত উগ্র পারফিউমের গন্ধ এসে আমার নাকে ধাক্কা দিলো। সে একটা ঝালর দেওয়া নীল রঙের নেগলেজাই পরা ছিল, মনে হচ্ছিল সে নীল রঙের সুখ পাখির খোঁজে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে পৃথিবীর পথে। তার হাতে কনডম আর টাওয়েল ভর্তি প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ ছিল।

"সে কি স্পেশাল সার্ভিস চায়নি?"

মাদোকা মাথা নাড়ল। "না, সেটা নয়, আসলে..."

"কী হয়েছে? উদ্ভট কিছু নাকি?"

"কিছুক্ষণ পর সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আর লাগবে না।' "

"তারমানে সে নিঃসরণ করেনি?"

"সেটা তো বলিনি..."

"কতটা বড়ো ছিল সেটা?"

"সাধারণ আকারের, মনে হয়। কিন্তু...কী যেন একটা ঠিক ছিল না। প্রথম কথা, মন্থনের সময় কেউ যে এরকম মুখ করতে পারে, তা আমি কখনো দেখিনি। আর তার ওটা ছিল কেমন...অদ্ভুত আকারের।"

"অদ্ভুত?"

"হ্যাঁ, কোথাও শক্ত, আবার কোথাও নরম।"

"সিলিকন ইঞ্জেকশন ব্যবহার করেছে নাকি?"

"না। যদি সিলিকন হতো, তাহলে আমি সাথে সাথে বুঝে ফেলতাম। এটা ভিন্ন কিছু ছিল। আর তার মুখ! প্রথম প্রথম অন্ধকারের কারণে দেখতে পারিনি, যখন আলোকিত হলো, তখন তার মুখটা দেখে চমকে গিয়েছিলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেও মন যেন ছিল বহুদূরে। আর..." এটুকু বলে থেমে গেল মাদোকা। "আমাকে যেতে হবে, কেঞ্জি। কাস্টোমারদের সাথে বেশি কথা বললে আমাকে ধমক খেতে হবে। আমি যাই?"

"অবশ্যই, অনেক ধন্যবাদ কাজটা করে দেওয়ার জন্য।" মাদোকা 'কোনো ব্যাপার না' বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। মাদোকার বোধহয় আর ফ্রাঙ্কের

BanglaBook.org

ব্যাপারে কথা বলতে ভালো লাগছিল না। ওদিকে, মঞ্চের মেয়েটা এখন সম্পূর্ণ ব্রাহীন। পায়ের আগায় প্যান্টি ঝুলিয়ে সে হস্তমৈথুন করছিল। তার পিঠে ভর করে, চোখ বন্ধ করে সে কাজটা করছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে কামনায় উত্তেজিত হয়ে গেছে। হয়তো এটা অভিনয়, আবার হয়তো সে ঐ ধরনের মানুষ, যাদের এত লোকের সামনে এসব করতে গেলেই উত্তেজনা বেড়ে যায়। আমি নিজেই ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম কোনটা হতে পারে ভেবে। কিন্তু তার মুখের ভাবভঙ্গি আর মুখের স্বর কিন্তু সত্যিকারের উত্তেজিত মেয়েদের মতোই লাগছিল। মেয়েদের মুখভঙ্গী কিন্তু হরেক রকমের হয় না, হাতেগোনা কয়েকটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সেটা। ছেলেদের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। মাদোকার মতো মেয়েরা কাজ করতে গিয়ে শত শত কাস্টোমারের মুখ দেখেছে, সংখ্যাটা হাজারও হতে পারে। ফ্রাঙ্কের মুখভঙ্গি ঠিক কিরকম হতে পারে, যাকে মাদোকা বিদঘুটে বলে উপাধি দিতে পারে?

৫.

পিপ শো থেকে বের হয়ে ফ্রাঙ্ক খুব কম কথা বলল। আমার নিজেরও ইচ্ছা করছিল না কথা বলতে। হাঁটতে হাঁটতে নিয়ন লাইট, দালালদের চিৎকার থেকে দূরে সরে যেতে যেতে থাকলাম। হঠাৎ সামনে দেখি, লাভ হোটেলের এলাকার ঠিক বাইরেই বেসবল খেলার জন্য ধাতব জালে ঘেরা একটা ব্যাটিং সেন্টার। ততক্ষণে রাত একটা বেজে গেছে, কিন্তু ভেতর থেকে তখনও ধাতব ব্যাটের আওয়াজ ভেসে আসছে। ফ্রাঙ্ক কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শব্দটা শুনলো। আগ্রহ নিয়ে বেড়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। যতদূর জানি, আমেরিকার ব্যাটিং সেন্টারগুলোতে ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জায়গাগুলোতে বেড়া দিয়ে দেওয়া হয় না। আগে সবসময় ভাবতাম, পৃথিবীর সবজায়গাতেই বোধহয় ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জায়গাগুলো বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে। আরো ভাবতাম, মদ, সিগারেট আরো অনেক কিছুর জন্য ভেন্ডিং মেশিন হয়তো পৃথিবীর সবজায়গাতেই রয়েছে। সবজায়গাতে না থাকলেও এরকম সবকিছুর জন্য ভেন্ডিং মেশিন থাকাটা তো আর অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাই না? কাস্টোমাররা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করতো, 'কেঞ্জি এখানে ভেন্ডিং মেশিন এত বেশি কেন? মোড়ে মোড়ে এত দোকান থাকা সত্ত্বেও এত ভেন্ডিং মেশিনের প্রয়োজন কী? আর এত ধরনের কফি, জ্যুস আর স্পোর্টস ড্রিংক কেন তোমাদের দরকার? এত এত কোম্পানি, লাভ হয় কীভাবে?' এসব প্রশ্নের উত্তর কখনো দিতে পারিনি। আসলে সত্যি

BanglaBook.org

বলতে কী, তাদের প্রশ্নের অর্থটাই প্রথম প্রথম বুঝতাম না। বিদেশিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ দেশের বেশ কিছু জিনিস আছে যা অস্বাভাবিক, যার ব্যাখ্যা আমি তাদের দিতে পারিনি। আরো যেসব প্রশ্ন পেতাম, 'জাপান পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশগুলোর একটি, তা সত্ত্বেও এখানে কারোশি সমস্যাটা, মানে কাজ করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এত বেশি কেন?' কিংবা 'এশিয়ার অন্যান্য দেশের ব্যাপারটা না হয় মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু জাপানের মতো ধনী দেশের হাইস্কুলের মেয়েরা কেন দেহব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ে?' অথবা 'পৃথিবীর সবজায়গাতেই মানুষজন কাজ করে তার পরিবারকে সুখী রাখতে, তাহলে জাপানে কেন ব্যবসায়িদের বাইরের দেশে বা শহরে একলা থাকতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা যাকে তোমরা বলো *তানশিন-ফুনিন*, সেটা এখনো চালু আছে?' এমন না যে, আমি অজ্ঞ বা বোকাসোকা; আসলে কেউ এসব নিয়ে পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে লেখালেখিই করে না, টিভিতে আলোচনা করে না। কেউ আমাদের শেখায়নি, কেন কারোশি এ দেশেই কেবল রয়েছে, আর কেনই বা তানশিন-ফুনিনের মতো জঘন্য একটা নিয়ম এখনো চালু আছে, যেটাকে গোটা পৃথিবী ঘৃণার চোখে দেখে?

ফ্রাঙ্ক বেশ কিছুক্ষণ ধরেই স্থির হয়ে ব্যাটিং সেন্টারের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাবলাম, দু-তিনটা বল পেটাতে পারলে তার মন্দ লাগবে না। তাই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, "খেলে দেখবেন নাকি?" ফ্রাঙ্ক চমকে উঠে আমার দিকে তাকালো, অনিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

নিচতলাতে একটা গেমিং সেন্টার ছিল। একটা লোহার সিড়ি বেয়ে আমরা দোতলায় উঠলাম। দোতলাটা ছিল বিশাল, ফ্লুরোসেন্ট আলোয় আলোকিত ছিল সব। ব্যাটিংয়ের খাঁচার সামনে একটা ব্যানার টাঙ্গানো ছিল, 'নিরাপত্তার খাতিরে কেবল যারা ব্যাটিং করবেন, তারাই প্রবেশ করুন।' সাতটা ব্যাটিং খাঁচা ছিল, প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন পিচিংয়ের জন্য আলাদা করে সাজানো। সবচেয়ে দূরেরটা খাঁচাটাতে সবচেয়ে দ্রুত পিচিং, বলের গতি ঘণ্টাপ্রতি প্রায় ১৩৫ কি.মি., সবচেয়ে কাছেরটাতে সবচেয়ে ধীরে পিচিং, ঘণ্টাপ্রতি প্রায় ৮০ কি.মি.। দুটো খাঁচা ব্যস্ত, একটাতে ট্রেনিং গিয়ার পরা একটা ছেলে ব্যস্ত ছিল, আরেকটাতে মাতাল এক দম্পত্তির পুরুষ ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। পুরুষটা মাতাল হয়ে টলছিল, কিন্তু তার সঙ্গিনী তাকে প্রতি পিচের আগে চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছিলো, "এইবার একটা হোম রান করো!" পুরুষটা ঘোরের মধ্যে থাকায় অধিকাংশ বলই ফসকে যাচ্ছিল, কিন্তু মহিলাটা জীবনমরণ নির্ভর করছে, এমনভাবে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, "হেরে যেও না! হেরে যেও না!" কার কাছে সে হেরে যাবে, সেটা কেবল ঈশ্বরই জানেন! মহিলাটা বেড়ার পেছনে একটা

BanglaBook.org

কংক্রিটের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, যেরকম গ্রামের দিকের ট্রেন স্টেশনে দেখা যায়। পাশেই একটা বড়ো দেখতে বুথে চেয়ারে বসে এটেন্ডেন্ট লোকটা ঘুমাচ্ছিল, তার ঠিক পাশে কেরোসিনের গনগনে চুলার ওপর একটা কেতলি রাখা। বুথটা বোধহয় ভালোই উষ্ণ ছিল, কারণ ভেতরের মানুষটার টিশার্ট বাদে আর পরনে কিছু ছিল না। বুথের বাইরে একটা গৃহহীন মানুষ বুথের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। চারদিকে কার্ডবোর্ডের বাক্স এলোমেলোভাবে ছড়ানো, তারই মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে একটা কাপ নুডুলসের কৌটা থেকে বর্ণহীন কোনো তরল চুমুক দিয়ে খাচ্ছিলো, আর হাত দিয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল।

"আমেরিকাতে এরকম জায়গা নেই।" ফ্রাঙ্ক জানালো।

আমার ধারণা, খোদ জাপানেই এরকম জায়গার সংখ্যা খুব বেশি নেই। পিচিং মেশিনগুলো সারি বেঁধে দাঁড় করানো, ছোটোখাটো বাংকারের মতো জায়গার আড়ালে সেগুলো ঢাকা। যে দুটো মেশিন ব্যস্ত, সেগুলোর যান্ত্রিক হাতগুলো বল ছুঁড়ে মারার জন্য প্রস্তুত, ছোটো করে একটা সবুজ বিন্দু পিট পিট করে জ্বলছে সেগুলোতে। হিট অথবা মিস, যাই হোক, বলগুলো ঠিকই একটা কনভেয়ার বেল্টের মধ্য দিয়ে মেশিনে চলে যাচ্ছে। পুরোনো ধাঁচের স্পিকারে ইউকি উচিদার গানের ফাঁকে ফাঁকে কনভেয়ার বেল্টের গমগম শব্দ আর মেশিনের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ট্রেনিং গিয়ার পরা ছেলেটা ঘেমে নেয়ে সারা, কিন্তু বেশ ভালোভাবেই বলগুলোকে পেটাচ্ছিল। অবশ্য যত জোরেই সে মারুক না কেন, বল খাঁচার বাইরে বের হবে না। খাঁচাটা প্রায় ২০ মিটার লম্বা, একেবারে ওপরে একটা ডিম্বাকৃতির ব্যানার ছিল, যেটাতে 'হোম রান' লেখা; যদিও ব্যানারের কাপড় থেকে এম বর্ণটা মুছে গেছে!

"আপনি খেলবেন তো?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি কিছুটা ক্লান্ত, কেঞ্জি। আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। এক কাজ করো, তুমি কিছুক্ষণ ব্যাটিং করো, আমি বসে বসে দেখি। যাও, কয়েকটা বল পিটাও!"

অ্যাটেন্ডেন্ট লোকটার বুথটার সামনে থেকে বসার জন্য টেনে একটা লোহার চেয়ার আনতে গেল ফ্রাঙ্ক। তখন গৃহহীন মানুষটা তার দিকে সরাসরি তাকালো, তাই ফ্রাঙ্ক তার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, "এ সিটটা কি কারো? কেউ কি ব্যবহার করছেন এটা?" সে অবশ্য কিছু বলল না, ফ্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে তার রামেনের কাপে চুমুক দিল আরেকবার। কাপে বোধহয় ভদকা, ঠান্ডা ভাত, আলু, বার্লি ইত্যাদি দিয়ে বানানো সস্তা মদ *সোচু* আছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখান থেকে কড়া মদের গন্ধ পাচ্ছিলাম। লোকটার গায়ের গন্ধের কথা তো বাদই দিলাম।

BanglaBook.org

"এখানেই থাকে নাকি লোকটা?" লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো ফ্রাঙ্ক।

"আমি নিশ্চিত, আর যাই হোক, লোকটা এখানে থাকে না।"

শীতে কাঁপছিলাম, তাই কয়েকটা বল পিটিয়ে গা গরম করতে মন চাচ্ছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্কের কাছে টাকা চাইতে কেমন লজ্জা লাগলো। ব্যাটিং করতে আমার বেশ ভালো লাগে, আর প্রত্যেকবার খেলতে কেবল ৩০০ ইয়েন লাগে। খুব সহজেই টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু শুধুমাত্র আমার আনন্দের জন্য ফ্রাঙ্ককে আমি এতদূর আনিনি। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্লান্ত, আসলে আমরা এসেছিলাম কারণ, ফ্রাঙ্ক শৈশবে বেসবল খেলা নিয়ে অনেকক্ষণ স্মৃতিচারণ করছিল। আমার কাজ একটাই, তাকে আনন্দের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাছাড়া, প্রিন্টিং ক্লাব বুথের ৩০০ ইয়েন কিন্তু এখনো হাতে পাইনি। পাওনার পরিমাণ খুব বেশি না সত্য, কিন্তু সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। আগেই তাকে বলে দিয়েছি, সব রকম খরচের দায়ভার ক্লায়েন্টের। আমাকে সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে ধরে নিক, সেটাও আমি চাই না। তারপরেও টাকা চাইতে আমার লজ্জা লাগার কারণটা বুঝলাম না। ক্লান্ত লাগছিল খুব, সেজন্য কি?

"সে তো গৃহহীন, তাই না?" ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

আমার এত খারাপ লাগছিল শরীরে, যে মনে হচ্ছিল জ্বর আসবে। আর সেই কনকনে ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে একটুও ভালো লাগছিল না। আমাদের ঠিক পেছনে ছিল একটা পার্কিং লট, আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে লাভ হোটেলগুলোর নিয়ন লাইট উঁকি মারছিল। ফ্রাঙ্কের নাক ঠান্ডায় লাল হয়ে যাওয়ায় সে আর ঠান্ডা টের পাচ্ছিল না বোধহয়, সে আগ্রহ নিয়ে নিষ্কর্মা লোকটাকে মদ খেতে দেখছিল।

"কেউ তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয় না কেন?"

"এত পরিশ্রম করতে কারো ইচ্ছা নেই আরকী।"

"পার্কেও অনেক গৃহহীন মানুষকে দেখেছি, স্টেশনেও। জানতাম না, জাপানে তাদের সংখ্যা এত বেশি। এখানকার বখাটে ছেলেগুলো কি তাদের ধরে পেটায় নাকি?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিলাম। মাথায় তখনো ঘুরছে, পাগলটা কি বুঝতে পারছে না যে, কত ঠান্ডা পড়েছে?

"তাহলে ঠিকই ধরেছি। যারা এরকম বখাটেপনা করে, তাদের ব্যাপারে তোমার কী মতামত, কেঞ্জি?"

"এরকম ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক, মনে হয়। প্রথমত, তাদের গায়ে প্রচণ্ড

BanglaBook.org

দুর্গন্ধ। কে চাইবে এত দুর্গন্ধ সহ্য করে তাদের কাছে যেতে এবং ভালো ব্যবহার করতে?"

"তাই? তাদের গায়ের গন্ধ? সেটা ঠিকই বলেছো। গায়ের গন্ধ দিয়ে আমরা অনেকসময় লোকদের বিচার করি যে, কাকে ভালো লাগে আর কাকে অপছন্দ। নিউইয়র্কের রাস্তার অনেক গ্যাং আছে, যারা ভবঘুরেদের উত্যক্ত করে। টাকাপয়সার জন্য নয় অবশ্যই, তাদের আনন্দ এই হিংস্রতার মধ্যেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভবঘুরেদের দাঁত প্লাইয়ার্স দিয়ে একটার পর একটা তুলে ফেলা, কিংবা ধর্ষণ করা।"

এরকম জায়গায় বসে, এরকম সময়ে কেন ফ্রাঙ্ক এসব কথা বলছিল?

চেঁচাতে থাকা মহিলাটা তখন ক্ষান্ত দিয়ে তার পরাজিত যোদ্ধাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। ট্রেনিং গিয়ার পরা ছেলেটা তখনো ব্যাটিং করেই যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে বাতাস এত জোরে বইছিল যে, প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি নগ্ন হয়ে একদলা বরফের মত বসে আছি।

একটা লাভ হোটেলের জানালাগুলোতে তখনো বাতি জ্বলছে। সেই নিষ্প্রাণ আলোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল মাদোকার কথাগুলো, *কেউ যে এরকম মুখ করতে পারে, তা আমি কখনো দেখিনি*। অবশ্য সে কিন্তু বলেনি, ফ্রাঙ্ক কতটুকু নিঃসরণ করেছিল। *অবশ্য সেটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই এখন। কীরকম মুখ সে করতে পারে?* আমি ভাবলাম।

"তোমার এ বিষয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না, কেঞ্জি, তাই না?" ফ্রাঙ্কের চোখ তখনো সেই গৃহহীন মানুষটার ওপর।

আমি মাথা নাড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, *এত কিছু বুঝতে পারলে চুপ করছো না কেন?*

"কী অদ্ভুত, তাই না? বোধহয় চিন্তা করতে গেলেই মাথায় সেটার ছবি ভেসে ওঠে, আর কেউই বোধহয় একটা ভবঘুরেকে পেটানোর কথা চিন্তা করতে চায় না, যার গায়ে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। কিন্তু একটা সদ্যজাত বাচ্চা, যার গায়ে কেবল দুধের গন্ধ, তার কথা চিন্তা করলেই কেন আমাদের মুখে অজান্তেই হাসি ফুটে ওঠে? পৃথিবীতে কোথায় এমন নিয়ম আছে, যেখানে গন্ধ দিয়ে মানুষ বিচার করা হয়? কোনটা সুগন্ধ, আর কোনটা দুর্গন্ধ, কীভাবে বিচার করি আমরা? কে ঠিক করে দিয়েছে, কোনটা দুর্গন্ধ? পৃথিবীতে কি এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, যারা কোনো গৃহহীন মানুষ পাশে বসলে তাকে স্নেহভরে জড়িয়ে ধরবে, অথচ পাশে একটা বাচ্চাকে বসালে তাকে খুন করতে মন চাইবে? এরকম মানুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আছে, কেঞ্জি।"

ফ্রাঙ্কের মুখে এরকম কথাবার্তা শুনে কেমন বিতৃষ্ণাবোধ হতে লাগলো

BanglaBook.org

আমার। "যাই কিছুক্ষণ ব্যাটিং করে আসি।" বলে তার কাছ থেকে সরে গেলাম।

যে ব্যাটিং খাঁচার ওপরে '১০০ কিমি/ঘণ্টা ' লেখা ছিল, সেটাতে ঢুকলাম আমি। মেঝেটা কংক্রিটের আর কিছুটা ঢালু ছিল, যাতে বলগুলো গড়িয়ে মেশিনের কাছে জমা হয়। মেঝেটা সাদা রঙের, কিন্তু ফ্লুরোসেন্ট আলোয় ঈষৎ নীল রঙের মনে হচ্ছিল। খাঁচার বাইরে থেকে কেবল লাভ হোটেলগুলোর নিয়ন লাইট আর বিষাদমাখা আলোর জানালাগুলো দেখা যাচ্ছিল। মাংসপেশি টানটান করলাম আমি। *'এত অন্ধকার করে রেখেছ কেন এখানে?'* ভাবলাম। সবচেয়ে হালকা ব্যাটটা বেছে নিয়ে তিনটা কয়েন ঢোকালাম স্লটে। পিচিং মেশিনে সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। মোটরের ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেলাম, এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা সাদা বল আমার দিকে মেশিন ছুঁড়ে দিল সেই অন্ধকার থেকে। ১০০ কিমি/ঘণ্টা কিন্তু কম গতির নয়, আর আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তাই সেটা ফসকে গেল।

পরের বারেরগুলোও খুব ভালো ছিল না। একটাতেও শক্তভাবে মারতে পারতে পারলাম না, প্রত্যেকটা বলই ব্যাটের আগায় লেগে ছিটকে গেল। ফ্রাঙ্ক ওদিকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শেষমেষ সে উঠে এসে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "কী ব্যাপার কেঞ্জি, একটাও তো হোম রানের প্লেট অব্দি পার করতে পারলে না!"

কী কারণে জানি না, কথাগুলো আমাকে ক্ষেপিয়ে দিল। এরকম ফালতু লোকের কাছ থেকে এসব কথা শোনার কোনো মানে হয় না।

"ঐ ছেলেটাকে দেখো।" ফ্রাঙ্ক চোখ সরিয়ে ট্রেনিং গিয়ার পরা ছেলেটাকে দেখালো। "ছেলেটা একেবারে জান দিয়ে খেলে যাচ্ছে!"

কথা সত্যি। ছেলেটা প্রত্যেক পিচেই একেবারে ছক্কা পেটাচ্ছে, তাও আবার ১২০ কিমি/ঘণ্টাতে। বলগুলো সে সোজাসুজি মাঝের দিকে পাঠাচ্ছে। এরকম ব্যাটিং ক্ষমতা সচরাচর দেখা যায় না। ধরে নিলাম, সে বোধহয় দক্ষ কোনো খেলোয়াড়, বোধহয় ভোরের কোনো খেলায় সে রিংগার হিসাবে খেলবে। শুনেছি, কাবুকিচোতে এরকম নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়, যারা হাইস্কুল কিংবা কোনো দলের হয়ে খেলা শুরু করে অনেক সময়ই মেয়েমানুষ, ড্রাগস বা অন্য কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে এইসব পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। টাকার অভাবে তারা নতুন নতুন দলের বেতনভুক্ত রিংগার হয়ে যায়। প্রত্যেক শটের ওপর তাদের বেতন নির্ভর করে, একটা হোম রান করলে ২০০০ ইয়েন, শুধুমাত্র ব্যাটে ছোঁয়ালেই ৫০০ ইয়েন ইত্যাদি। তাই তাদের সবসময় প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকতে হয়।

"বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তোমাকে দেখছি, কেঞ্জি। তুমি একটা বলকেও

BanglaBook.org

ঠিকভাবে মারতে পারোনি, অথচ ঐ ছেলের তুলনায় তোমার পিচের গতি বেশ কম।"

"সেটা জানি।" বেশ জোরেই বললাম। পরবর্তী বলটাও ব্যাটে লাগানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। ফ্রাঙ্ক অসন্তোষ প্রকাশ করে বিড়বিড় করলো। "ও ঈশ্বর, এত সোজা বলটা মারতেও ব্যর্থ হলে তুমি?"

তখনই ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল আমার। আমি সরে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার ব্যাটটা জোরে জোরে বাতাসে নাড়িয়ে অনুশীলন করে নিলাম। ফ্রাঙ্ক পেছনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে গালি দিচ্ছিলো হয়তোবা, ঈশ্বরের বোধহয় আজকে আমার প্রতি নজর নেই।

"একটু চুপ করবেন দয়া করে?" চিৎকার করে বললাম। "এভাবে কথা বলেই গেলে আমি কীভাবে মনোযোগ দিবো?"

ফ্রাঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল।

"কেঞ্জি, তুমি কি জ্যাক নিকোলাসের গল্পটা জানো? অনেক বিখ্যাত গল্প। একবার একটা প্রতিযোগিতায় জ্যাককে গলফ বলটাকে গর্তে ফেলানোর জন্য অনেক দূরে পাঠানোর প্রয়োজন পড়েছিল। সে বলটার সামনে দাঁড়িয়ে এত গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল যে, বাতাসে তার মাথার টুপি উড়ে যাওয়ার পরও সে টের পায়নি। সেটাকেই মনোযোগ বলে, বুঝলে?"

"সে আবার কে? জীবনেও নাম শুনিনি।" আমি ক্ষেপে গিয়েই উত্তর দিলাম। "প্লিজ, একটু চুপচাপ থাকুন, দেখুন এক্ষুনি বলটাকে হোম রানের সাইনে লাগাচ্ছি।"

"হুম।" ফ্রাঙ্ক ঘোঁতঘোঁত করে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে পাথরের মত মুখ করে বলল, "বাজি লাগবে?"

যেভাবে সে কথাটা বলল,তাতে গায়ে লেগে গেল আমার। ভাবলাম, ফ্রাঙ্ক বোধহয় সবসময়ই এরকম বাজি ধরে। হয়তো অনেক হিসাব করে শেষে এসে টোপ ফেলে, বাজি ধরবে? শব্দগুলো বলে। তার পাথরের মতো মুখ দেখেই বুঝে ফেললাম, সে ওরকম টাইপেরই হারামজাদা। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে।

"ঠিক আছে। বাজি ধরলাম।"

বোঝার আগেই মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে গেল। নিজেকে চালাক, ধীরস্থির স্বভাবের বলে যে দাবি করা (যা কিনা এই বয়সে খুব দুর্লভ) এই আমিই কিনা ক্ষেপে গেলাম ফ্রাঙ্কের থলথলে, পাথরের মতো মুখ দেখে?

"তাহলে একটা কাজ করা যাক, কেঞ্জি।" ফ্রাঙ্ক বলল। "তুমি ২০টা বল পেটানোর সুযোগ পাবে এবং সেগুলোর একটিও যদি তুমি হোম রান করতে পারো, তুমি জিতে যাবে। জিতে গেলে আমি তোমার ফি দ্বিগুণ করে দিবো। কিন্তু তুমি ব্যর্থ হলে আমি জিতে যাবো এবং ফলাফল হিসাবে তোমাকে প্রাপ্য

BanglaBook.org

ফি আর দিবো না।"

আরেকটু হলেই সম্মতি জানিয়ে ফেলছিলাম, কিন্তু নিজেকে থামালাম।

"ফ্রাঙ্ক, সেটা কিন্তু ন্যায্য হলো না।"

"কেন?"

"কারণ, যদি হেরে যাই, তাহলে সারারাত ধরে যে খাটলাম আপনার জন্য, সেটা অর্থহীন হয়ে যাবে। তোমার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হচ্ছে না। তারমানে আমি তোমার থেকে বেশি বাজি রাখছি।"

"তাহলে কীভাবে করলে তুমি খুশি হবে?"

"যদি আপনি জিতেন, তাহলে আমার অর্ধেক ফি আমাকে দিবেন। আর আমি জিতলে দ্বিগুন ফি দিবেন। সেটাই তো যৌক্তিক, তাই না?"

"তারমানে তুমি জিতলে আমাকে তোমার সাধারণ রেট ২০০০০ ইয়েন আর দুঘন্টা বেশির জন্য ২০০০০ ইয়েন মানে ৪০০০০ ইয়েন এর দ্বিগুন দিতে হবে; অর্থাৎ ৮০০০০ ইয়েন?"

সম্মতি জানালাম। অল্প হলেও অবাক হয়েছি, এতক্ষণ পরেও আমার টাকাপয়সার হিসেবটা সে নিখুঁতভাবে মনে রেখেছে। সে যে আমেরিকান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকানরা টাকাপয়সার হিসাব কখনোই ভুলে না। যতই কান্নাকাটি করুক, মাতাল হোক কিংবা যতই নগ্ন মেয়ে দেখে উত্তেজিত হোক, তাদের সেটা কখনোই ভুল হয় না।

"ন্যায্য হাহ্। তারমানে তুমি জিতলে তুমি ৪০০০০ ইয়েন বেশি পাবে, যেখানে আমি জিতলে আমার কেবল ২০০০০ ইয়েন লাভ হবে।" ফ্রাঙ্ক আমার চোখের দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে বলে উঠল, "তুমি একটা কিপটে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি শুরুতে যেটা বলেছিলেন সেটাই হোক।" বলার সাথে সাথে ফ্রাঙ্কের ঠোঁটে একটা বিকৃত হাসি দেখা গেল।

"আমি টাকা দিচ্ছি এবারের জন্য কেঞ্জি।" বলে সে বুক পকেট থেকে একটা কয়েন পার্স বের করে তিনটে ১০০ ইয়েনের পয়সা বের করে দিলো। তার আঙ্গুলগুলো লম্বা সাঁড়াশির মতো, অপরিষ্কার অনেকটা। আমি পয়সাগুলো হাতে নিতেই একটা চিন্তা মাথায় উদয় হলো, ওর কাছে খুচরো থাকা সত্ত্বেও সে কেন ছবির বুথে ওগুলো বের করলো না?

"৩০০ ইয়েন এ কয়টি সুযোগ পাবে?"

"তিরিশটা।"

"তাহলে প্রথম দশটা দিয়ে অনুশীলন করো, ১১ নম্বর বল থেকে বাজি শুরু হবে।"

আমি অনেকটা নিশ্চিত ছিলাম যে, ফ্রাঙ্ক এসব পরিকল্পনা করেই রেখেছিল।

BanglaBook.org

আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম কতটা চালাক হারামজাদা ছিল সে! হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই সে ট্রেনিং গিয়ার পরা ছেলেটাকে নজরে রাখছিল, যে কিনা ক্রমান্বয়ে পিটিয়েই যাচ্ছিলো বলগুলোকে, তা সত্ত্বেও সে একটা বলও হোম রানের ব্যানারে লাগাতে পারেনি। যখন প্রথম শিযুওকা থেকে টোকিওতে এলাম, চারমাসে জন্য একটা কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছিলাম, একই সাথে প্যাকেজ ডেলিভারির কাজ নিয়েছিলাম আয়ের জন্য। মাঝেমধ্যে আবহাওয়া সুন্দর থাকলে আর হাতে সময় থাকলে তামা নদীর পাশের একটা ব্যাটিং সেন্টারে গিয়ে সময় কাটাতাম। জায়গাটা আমার বাসা থেকে কেবল দুটা ট্রেন স্টেশন পরেই ছিল, কাজেই সমস্যা হয়নি। তাদেরও একটা হোম রানের ব্যানার ছিল এবং কেউ যদি সেটা লাগাতে পারে, তবে তার জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা ছিল; হয় তোমার পছন্দের টেডি বেয়ার কিংবা মদের বোতলের জন্য ভাউচার, যতদূর মনে পড়ে আরকী। একদিন প্রায় একশর মতো বল মারলাম, কিন্তু একটাও সেই ব্যানারকে বিন্দুমাত্র টোকা পর্যন্ত লাগাতে পারলো না। ব্যানারটা সাইজে ছিল ছোটোখাট এক গা সার্ফবোর্ডের মতো, লাগানো ছিল প্রায় ২০ মিটার ওপরে, আর সোজাসুজি সেখানে বল পাঠানো ছিল অনেকটা অসম্ভব। একবার একজন গৃহিণীকে দেখেছিলাম অনেক উঁচুতে বল পাঠিয়ে সেটাকে লাগাতে।

পিচিং মেশিনটা জেগে উঠল। প্রথম দশটা বল কীভাবে যে শেষ হয়ে গেল, টেরই পেলাম না। বলগুলো মারার সময় আমার কাঁধ আর হাতগুলোকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম, যাতে মনোযোগ দিয়ে বলগুলোতে ব্যাট ছোঁয়াতে পারি। বাবা যখন আমাকে প্রথম বেসবল খেলা শিখিয়েছিলেন, তখন এ কথাগুলোই বারবার বলতেন তিনি। বয়স তখন আমার কেবল সাত কিংবা আট। বাবা জনগণের কাজের জন্য নিয়োজিত প্রজেক্টগুলোর ডিজাইনে সাহায্য করতেন, সেজন্য তাকে প্রায়ই বিদেশে থাকতে হতো, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে। তার স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো ছিল না, কিন্তু খেলাধুলা করতে আর খেলা দেখতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। যেদিন থেকে তিনি আমার প্রথম বেসবল গ্লাভস কিনে দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই 'বলের দিকে চোখ রাখবে', এ কথাটা তিনি বারবার বলতেন। প্রায়ই বাইরে আমার সাথে বল লোফালুফি খেলতেন।

এগারো নম্বর বলটা যখন সামনে এলো, সর্বশক্তি দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে মারলাম মাঝ বরাবর। পেছন থেকে ফ্রাঙ্কের চিৎকার শুনতে পেলাম, "ওরে!" কিন্তু বলটা গিয়ে হোম রানের ব্যানারটার দু'মিটার নিচে গিয়ে আটকে গেল। পরের বলটাও একইভাবে মারলাম, কিন্তু সেটা আরো নিচুতে গিয়ে লাগলো। প্রত্যেকবার নিজেকে বলছিলাম, শান্ত হও, মনোযোগ বাড়াও, প্রত্যেকবারই বাবার চেহারা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। খুব বেশি খেলার সুযোগও

BanglaBook.org

পাইনি আমি বাবার সাথে। বেশিরভাগ সময়ই তাকে দেশের বাইরে, বিশেষ করে মালয়েশিয়াতে কাজের জন্য থাকতে হতো। সেখানে তিনি একটা ব্রিজ বানাচ্ছিলেন। তারপরেও মাঝেমধ্যে স্বপ্নে দেখি তার সাথে আমি বল লোফালুফি করছি।

তৃতীয় বলটাকে ওপরের দিকে না পাঠিয়ে সামনে পাঠালাম ভুল করে, চতুর্থ আর পঞ্চম বলগুলো মাটিতেই পাঠিয়ে দিলাম। দশটা পার করার পর এতটা মনোযোগ দিয়ে খেলছিলাম যে, ফ্রাঙ্কের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, মাথায় খালি বাবার কথা ঘুরছিল। মা কিন্তু বাবাকে প্লেবয় মনে করতেন, কিন্তু বাচ্চা হওয়ার কারণে ওসব তখন বুঝতাম না। "আমার জীবনে দুটো অপ্রাপ্তি রয়ে গেল।" বাবা ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃত্যুর আগে শেষনিঃশ্বাস নিতে নিতে বলেছিলেন। "আমার বানানো ব্রিজটার শেষটুকু আমি দেখে যেতে পারলাম না। দ্বিতীয়টা হলো, কেঞ্জিকে সাঁতার শেখাতে পারলাম না।" পরে জানতে পেরেছিলাম, আমার জন্মের পর আমার বাবা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাকে হয়তো তিনি ব্যস্ত থাকার কারণে সময় বেশি দিতে পারবেন না, অন্তত বেসবল আর সাঁতার শিখিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়, এই যে আমেরিকা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এটা বাবা থেকেই পেয়েছি। হয়তো সত্যিই তিনি অন্য কোথাও বিয়ে করেছিলেন এবং আমি জানি তিনি কাজ করতে ভালোবাসতেন। কিন্তু মালয়েশিয়া দেশটার মধ্যে কী যেন একটা জাদু ছিল, যা তাকে আকর্ষণ করতো। যখন তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতেন, খুব খারাপ লাগত। কিন্তু যখন তিনি ব্রিফকেস হাতে নিয়ে "আসি তাহলে" বলে বেরিয়ে পড়তেন, তখনই তাকে সবচেয়ে বেশি সুদর্শন দেখাত। আমারো শখ হতো, একদিন আমিও ওভাবে "আসি তাহলে" বলে বেরিয়ে পড়ব ব্রিফকেস হাতে।

বাজির চৌদ্দ নম্বর পিচে বলটার একটু নিচে ব্যাটটা নিয়ে সর্বশক্তিতে সেটাকে মারলাম, এবং সেটা বেশ ভালোভাবেই ওপরের দিকে শুরু করলো। ফ্রাঙ্ক চিৎকার দিলো, "না!", আমি দিলাম, "যা!" কিন্তু বলটা তাও হোম রানে লাগতে ব্যর্থ হলো, প্রায় একমিটার নিচে গিয়ে আটকে গেল। এরপর থেকে আর একটাও ভালোভাবে মারতে পারলাম না। পুরো রাতের ফি আমি হারাতে বসেছি, এই চিন্তায় আরো ভেঙ্গে পড়লাম। এরপরেও একটা বলও সফলভাবে মারতে পারলাম না। সতেরো নম্বর বলটা আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, সেটা দেখে ফ্রাঙ্ক হেসে উঠল। সে কারণে আমি আরো তাল হারিয়ে ফেললাম। শেষের একটা বলও জায়গামতো লাগাতে পারলাম না।

"উফফ, বেঁচে গিয়েছি বাপু! কয়েকবার তো ভেবেছিলাম আমি হেরেই

BanglaBook.org

যাবো!"

ফ্রাঙ্ক আমার জন্য কষ্ট পাওয়ার ভান করেছিল, তাই ভাবলাম কিছু একটা করা উচিত। এই পাগল লোকটার জন্য বিনেপয়সায় কাজ করা কোনোমতেই মেনে নিতে পারবো না, সেটা একরাতের জন্য হলেও। ব্যাটিংয়ের খাঁচা থেকে বেরিয়েই ব্যাটটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, "এবার আপনার পালা, ফ্রাঙ্ক।"

ফ্রাঙ্ক ব্যাটটা হাতে নিলো না। সে বোকা হয়ে যাওয়ার ভান করে জিজ্ঞেস করলো, "কী বলছো বুঝলাম না।"

"এবার আপনার সুযোগ, বাজি ঠিক আগের মতোই থাকছে।"

"কী বাজে বকছো তুমি? এটা তো বাজির শর্তের মধ্যে ছিল না।"

"আপনি না বেসবল খেলতেন? আমার তো শেষ হলো, এবার আপনার পালা।"

"আগেই বলেছি আমি খুব ক্লান্ত। ব্যাট নাড়াতেই পারবো না।"

নিজেকে প্রস্তুত করলাম।

"আপনি একটা মিথ্যাবাদী।"

যা হওয়ার কথা ছিল, তাই হলো। তার সেই বিকৃত মুখটা ফিরে এলো, মুখের এখানে সেখানে লাল নীল দাগ ফুটে উঠল, যেন পোকা হেঁটে গিয়েছে সেখান দিয়ে। চোখের মণির বাতিটা নিভে গেল দপ করে, একই সাথে চোখ, নাক আর ঠোঁট তিরতির করে কাঁপতে শুরু করলো। এই প্রথম তার কিম্ভূতকিমাকার মুখটা আমি সামনাসামনি দেখলাম, এত কাছে থেকে যে, তার শ্বাসগুলো আমার গায়ে পড়ছিল। হয় সে খুবই রেগে গেছে, কিংবা অনেক ভয় পেয়েছে।

"কীসব বলছো তুমি?" সে আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। "আমি তো বুঝতে পারছি না, তুমি কী নিয়ে কথা বলছো। আমাকে মিথ্যাবাদী বলছো, আমাকে? আমি কখন তোমাকে মিথ্যা বলেছি?"

আমি নিজের জুতার দিকে তাকানোর ভান করলাম। তার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ইচ্ছা করছিল না। ফ্রাঙ্কের পুরো মুখ জুড়ে একটা সস্তা দুঃখ পাওয়ার ছাপ ফুটে উঠছিল, যা দেখার মতো কোনো জিনিস ছিল না। এরকম একটা ফালতু মুখের অধিকারির সাথে জড়ানোর জন্য নিজেকে গালি দিতে মন চাচ্ছে।

"আপনি বলেছিলেন আপনি ছোটোবেলায় বেসবল খেলতেন। পিপ শো'র জন্য অপেক্ষা করতে করতে বলেছিলেন সেটা। আপনি আরো বলেছিলেন আপনার ভাইদের করার কিছু ছিল না বলে সারাদিন চুটিয়ে বেসবল খেলতেন।"

"সেটা আমাকে মিথ্যাবাদী কীভাবে বানালো?"

BanglaBook.org

"যারা ছোটোবেলায় বেসবল খেলেছে, তাদের প্রত্যেকের কাছেই বেসবলের স্মৃতিগুলো একটা পবিত্র জিনিস, তাই না?"

"তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।"

"এটা অন্য কোনো কিছু থেকে বেশি প্রিয় হওয়ার কথা, তাই না?"

"আচ্ছা, কেঞ্জি, আমি বোধহয় ধরতে পারছি তোমার কথাটা। যেহেতু আমি পিপ শোতে বসে ওসব কথা বলেছি, সেহেতু আমাকে কয়েকটা বল পিটিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে?"

"ঠিক। ছোটোবেলায় খেলার সময় আমরা কিন্তু তাই করতাম, প্রত্যেকেই ব্যাটিং করার সুযোগ পেত।"

"আচ্ছা।" বলে ফ্রাঙ্ক ব্যাটটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ব্যাটিং খাঁচাতে প্রবেশ করলো। "বাজির শর্ত কি আগের মতোই, হয় দ্বিগুন পাবে, না হয় খালি হাতে ফেরত যাবে?"

ট্রেনিং গিয়ার পরা ছেলেটা ততক্ষণে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘুমন্ত অ্যাটেন্ডেন্ট আর গৃহহীন মানুষটা বাদ দিলে লাভ হোটেলের জঙ্গলের মধ্যের এই কংক্রিটের দালানে একমাত্র আমরাই ছিলাম।

"হ্যাঁ।" আমি জানালাম। "যদি হোম রানে লাগাতে পারেন, তবে আগামী রাতেও আমাকে কোনো ফি দিতে হবে না। কিন্তু যদি সেটা করতে ব্যর্থ হন, তবে আমাকে দুইরাতের জন্যই প্রাপ্য ফি টা দিয়ে দিবেন।"

ফ্রাঙ্ক মাথা নাড়লো, কিন্তু স্লটে টাকা ঢুকাবার আগে কিছুক্ষণের জন্য হলেও দ্বিধাবোধ করলো, "কেঞ্জি আমি কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। খালি জেনে রাখো, শুধুমাত্র তোমার মন ভালো করার জন্য ঢুকছি। আমি চাই আমাদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক হোক। বুঝতে পেরেছ আমার কথাটা?"

"হ্যাঁ।"

"ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমি তোমাকে ক্ষেপিয়ে তুলে বাজিটা ধরেছি। আর জেতার পর তোমাকে আমি তোমার প্রাপ্য ফি দেবো না, এরকম মানুষ আমি নই। আমি শুধু মজা করছিলাম। টাকার জন্য কিন্তু এরকম করিনি আমি, আমার কাছে প্রচুর টাকা আছে। আমাকে দেখতে বড়োলোক নাও বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তারমানে এই না যে, আমি তা নই। আমার মানিব্যাগ দেখবে?"

না বলার আগেই সে বুকপকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করলো। লাঞ্জারে পাবে যেটা বের করেছিল, সেটা নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সে বের করে দেখালো। কারণ, সেই মানিব্যাগটা ইমিটেশন সাপের চামড়ায় তৈরি ছিল, আর এটা কালো চামড়ার তৈরি। ভেতরে ১০০০০ ইয়েনের একতাড়া নোট ছিল, আর কতগুলো ১০০ ডলারের নোট ছিল। "দেখলে তো?" হেসে বলল ফ্রাঙ্ক।

BanglaBook.org

জিনিসটা কিন্তু কিছুই প্রমাণ করলো না। সত্যিকারের বড়োলোকেরা কখনো এত টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করে না, আর সেই মানিব্যাগে আমি কোনো ক্রেডিট কার্ডও দেখতে পাইনি।

"এখানে প্রায় ৪০০০ ডলার আর ২৮০০০০ ইয়েন আছে। টাকার পাহাড় আছে এখানে। কি, এবার বিশ্বাস হলো তো?"

"হ্যাঁ, দেখলাম।" আমি বলতেই সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করলো হাসি হাসি মুখ করার। তার মুখ চোখ একেবারে কুঁচকে বিদঘুটে দেখাতে লাগলো। আমি না হাসা পর্যন্ত সে ওরকমই মুখ করে রাখলো। শরীরটা কেমন করে কেঁপে উঠল আমার।

"আচ্ছা, ঠিক আছে, ঢুকলাম তাহলে।"

ফ্রাঙ্ক পকেট থেকে ৩০০ ইয়েন বের করে মেশিনে ঢুকালো, এরপর যেখানে ব্যাটিং করার জন্য নির্ধারিত স্থান, সেখানে না দাঁড়িয়ে হোম প্লেটের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। এরকম করার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝলাম না সে যদি সরে না দাঁড়ায়, তবে ছুটে আসা বল তাকে সোজাসুজি আঘাত করবে। মেশিনের সবুজ বাতি জ্বলে উঠতেই সেটা ঘড়ঘড় শব্দ করা শুরু করলো। ফ্রাঙ্ক তখন কিছুটা উবু হয়ে ব্যাটটা তার বুকের সামনে ধরে রাখলো। তার ব্যাট ধরার ভঙ্গিটাও ভুল ছিল, সে বাম হাতের নিচে ডান হাত দিয়ে ব্যাটটা শক্তভাবে ধরে রেখেছিল।

আমি প্রথমে ভাবলাম, সে হয়তো মজা করছে। ওদিকে স্প্রিংয়ের শব্দটা শোনা গেল, তার মানে বল এক্ষুনি ছুঁড়ে মারবে পিচিং মেশিন। ফ্রাঙ্ক তাও নড়ছে না। বলটা ১০০ কিমি/ঘণ্টা বেগে এসে তার কানে আলতো স্পর্শ লাগিয়ে পিছে চলে গেল। বলটা পেছনে চলে যাওয়ার পর সে সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাটটা ঘোরালো, যদিও সেটাকে আদৌ ব্যাটিং বলা যায় কিনা জানি না। ব্যাটটা গিয়ে সজোরে কংক্রিটের মেঝেটে বাড়ি খেল, যেন সে কাঠ কাটার প্রচেষ্টায় নেমেছে। একই সাথে জান্তব একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে। ব্যাটটা ওদিকে হাত থেকে ছুটে গিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। সে পাশেরদিকে একটু সরে গেল। পরবর্তী বলটা যখন ছুটে এলো, ফ্রাঙ্ক তখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে। আমি বোকা হয়ে গেলাম, যা দেখছিলাম তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। আমার সামনে একজন বয়স্ক আমেরিকান হাত দিয়ে পিচিং মেশিনের বল ঠেকানোর চেষ্টা করছে। প্রতিদিনকার পরিচিত সেই ব্যাটিং খাঁচাটা সম্পূর্ণ অন্য গ্রহের কিছু বলে মনে হতে লাগলো। ফ্রাঙ্কের ভঙ্গি দেখে শুধু বেসবল নয়, কোনো খেলারই মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাথাটা নিচু করে সে সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো, হাতটা আগের মতোই যেন ব্যাটটা ধরে আছে। বরফের মতো জমে যাওয়ার সাথেই কেবল তুলনা করা যায় সেটা। পরের বলটা তার কাঁধে লাগলো, তক্ষুনি চেঁচিয়ে

BanglaBook.org

আমি বললাম, "ফ্রাঙ্ক, তুমি ঠিক আছো তো?" ফ্রাঙ্ক একটুও নড়ল না। সে তখনো সামনের কংক্রিটের মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। পাশ দিয়ে একটা টুকরো কাগজ বাতাসে উড়ে গিয়ে লাউডস্পিকারের পাশেই ভেসে বেড়াতে থাকল। লাউডস্পিকারে তখনো সেই আদ্দিকালের পপ সঙ্গীত বেজে চলেছে। ফ্রাঙ্ক চোখের পলকও ফেলছিল না, বোধহয় রিগরমর্টিস বা মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেছে। একটার পর একটা বল তাকে ঘেঁষে পিছে চলে গিয়ে ম্যাটে বাড়ি খেতে লাগলো। ম্যাটে বাড়ি লাগার চাপা শব্দটা মনে হচ্ছিল অন্য জগতের ঘড়ির মতো টিকটিক করেই চলেছে। একই সাথে হাস্যকর, আবার কষ্টকরও লাগছিল ব্যাপারটা। ষষ্ঠ বলটা ফ্রাঙ্কের নিতম্বে গিয়ে লাগলো, তবুও সে নড়লো না। বরং তার হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে বীরপুরুষ সাজার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেটাকে হেরে যাওয়ার প্রতীকী বাদে আর কিছুই ভাবা যাচ্ছিল না। আমার মনে হতে লাগলো, আমি তাকে অত্যাচার করার জন্য সেখানে পাঠিয়েছি। সাথে সাথে সেখানে গিয়ে তাকে টেনে ধরলাম, "ফ্রাঙ্ক, এভাবে থাকাটা বিপজ্জনক।" যেখানে ধরেছিলাম, সেটা ধাতব ব্যাটটার মতোই শক্ত হয়ে গিয়েছিল। "এখানে থাকাটা বিপজ্জনক", তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আবার বললাম। অবশেষে ফ্রাঙ্ক যেন ঘুম থেকে উঠল, সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। তার মুখ ছিল আমার দিকে, কিন্তু মৃত মানুষের মতো চোখগুলো যেন কোনো অন্ধকার অতলে হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে যখন বের করিয়ে আনছিলাম, সে একটা বলে পিছলে গিয়ে পড়ে গেল। তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে উঠালাম। বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল কোনো একটা সীমা অতিক্রম করে ফেলেছি, যা করাটা উচিত ছিল না।

"আমি ঠিক আছি, কেঞ্জি।" ফ্রাঙ্ক চেয়ারে বসে স্থির হবার পর বলল। "এখন ঠিক আছি।"

"এককাপ কফি বা অন্য কিছু খাবেন?" তাকে প্রস্তাব দিলাম।

ফ্রাঙ্ক মাথা নাড়ল। খানিকটা হাসার চেষ্টা করে সে বলল, "কিছুক্ষণ বসে স্থির হয়ে নিই আগে।"

ওদিকে গৃহহীন মানুষটা বসে বসে দেখছিল আমাদেরকে।

BanglaBook.org

।। অধ্যায় দুই ।।

১.

ডিসেম্বর ৩০, ১৯৯৬

দুপুরের দিকে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে পত্রিকাটা হাতে নিলাম। পত্রিকায় সেই হাইস্কুল পড়ুয়া মেয়েটার খুন সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছে।

> **২৮ ডিসেম্বর,** ভোরবেলার দিকে, শিনযুকুর কাবুকিচো এলাকা থেকে একজন রেস্টুরেন্ট কর্মী পুলিশকে ফোন দিয়ে জানান যে, তিনি একটি লাশ খুঁজে পেয়েছেন। কাজ শেষে বের হওয়ার সময় ময়লা ফেলার জায়গাটাতে দুটো বড়ো প্লাস্টিকের ব্যাগ দেখতে পান। সেটির ভেতর এক যুবতী মেয়ের টুকরো করা লাশ ছিল। তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পেরেছে, মেয়েটির নাম আকিকো তাকাহাশি। বয়স ১৭। *তাইতো* এলাকার বেশ ভালো একটা হাইস্কুলের ২য় বর্ষে পড়াশোনা করতো। তার পিতা, নবুইয়াকি তাকাহাশি (৪৮), তাইতো এলাকারই বাসিন্দা। তদন্তে আরো জানা গেছে, সে প্রথমে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। এরপর তাকে খুন করা হয়। মেট্রোপলিটন পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। তারা ব্যাপারটা 'ধর্ষণ/খুন' বিভাগে লিপিবদ্ধ করেছে।
>
> তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এক ব্যাগে আকিকোর ধড়, আরেক ব্যাগে হাত, পা, মাথা ছিল। তার মুখে ছিল অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। কাটাকুটির চিহ্ন ছিল পুরো শরীরজুড়েই। খুঁজে পাওয়ার ১২ ঘণ্টার আগেই সে মারা গিয়েছিল, তা নিশ্চিত করা হয়েছে ফরেনসিক রিপোর্টের মাধ্যমে। জামাকাপড়, অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডায়েরি আর নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া গেছে প্লাস্টিকের ব্যাগে। প্লাস্টিকের ব্যাগ দুটো একটা নির্জন গলির ময়লা ফেলার স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে রক্তের পরিমাণ কম থাকায় তদন্ত কর্মকর্তারা ধরে নিচ্ছেন, খুন এখানে নয় বরং অন্য কোথাও হয়েছে। পরে খুনি প্লাস্টিকের ব্যাগ

BanglaBook.org

দুটো সেখানে ফেলে রেখে যায়।

এটা কারো অজানা ছিল না যে, আকিকো একদল বাউন্ডুলে মেয়েদের সাথে জড়িত ছিল। তাদেরকে বেশিরভাগ সময়ই কাবুকিচো কিংবা ইকেবুকুরোর আশেপাশেই দেখা যেত। শিনযুকু'র পুলিশ তাদের জেরা করে জানতে পেরেছে, আকিকো তাদের সাথে সর্বশেষ ডিসেম্বরের ২৭ তারিখ বিকালবেলা পর্যন্ত ছিল। জায়গাটা ছিল ইকেবুকুরোর গেম সেন্টার...

পড়া শেষ করে চালু করলাম টিভিটা। উঠে দাঁড়ালাম কলিংবেলের আওয়াজে। দরজা খুলে দেখি জুন দাঁড়িয়ে আছে। হাত তুলে একটা পলিথিনের ব্যাগ আমাকে দেখিয়ে বলল, "সবই ইন্সট্যান্ট, তা সত্ত্বেও নুডুলস বানালে আপত্তি আছে?"

"তোমার কি এখনো মনে হচ্ছে, ঐ গাইজিনটা...? তার নাম যেন কী ছিল?"

"ফ্রাঙ্ক।"

"ওহ, হ্যাঁ, ফ্রাঙ্ক। তোমার কি এখনো মনে হচ্ছে, সে-ই খুনি?"

"আমি সরাসরি বলছি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপার তো অবশ্যই আছে।" টিভিতে তখন একটা টকশো চলছে। সেখানে একজন মনস্তত্ত্ববিদ, একজন অপরাধবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ আর উপস্থাপক নিজের খেয়ালখুশিমতো হাইস্কুলের মেয়েদের ব্যাপারে বিজ্ঞের মতো করে বকবক করেই যাচ্ছে। "কিন্তু সে যে ঐ খুনটা করেছে, তার তো কোনো প্রমাণ নেই। তারপরেও ব্যাপারটা কেন যে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না!"

নুডুলসটা বেশ সুস্বাদু ছিল। জুন নুডুলসে আবার বাজার থেকে কিনে আনা কিমা মাংস যোগ করেছিল, তাতে করে স্বাদটা আরো বেড়ে গিয়েছিল। এসব বিষয়ে তার তুলনা নেই। জুনের কালো কুচকুচে চুলের মধ্যে বেশ কয়েকটা ব্লিচ করে হাইলাইট করা চুল মিশে ছিল। দু'কানই ছিদ্র করেছে সে। আজকে সে এখানে কালো চামড়ার মিনিস্কার্ট ও উলের সোয়েটার পরে এসেছিল। টিভিতে উপস্থাপক তখন তার কথার উপসংহার টানছেন, "এই যে আপনারা যেসব মেয়েদের দেখবেন, আঁটোসাঁটো লেগিংস আর ব্লিচ করা চুল, শরীরের যেখানে সেখানে ছিদ্র করেছে; ধরে নিবেন তারাই এসব কাজের সাথে জড়িত। সমাজের কোনো নিয়মের তোয়াক্কা তারা করে না এরা।"

"লোকটা একটা গর্দভ।" জুন চপস্টিক দিয়ে নুডুলস খেতে খেতে বলল।

BanglaBook.org

সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়লাম। আমি নিজে মেয়ে নই, আর দুবছর আগেই হাইস্কুলের পাট চুকিয়ে এসেছি। যেখানে জুনকেই আমি পুরোপুরি বুঝে ফেলেছি, এরকম দাবি করতে পারি না; সেখানে টিভির তথাকথিত 'বিজ্ঞ' মানুষেরা কীভাবে সেটা পারে, ঈশ্বরই ভালো জানেন! এরকম মানুষদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

"কোনো মানুষকে কুচিকুচি করে কেটে ফেলে রাখা," জুন বলল, "ব্যাপারটা খুব বেশি বেশি, তাই না? কল্পনা করতেও তো কেমন বিস্বাদ লাগে। *সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস* সিনেমার মতো, ঠিক না?"

"হুম। আমার ধারণা, ওসব সিনেমা দেখেই সে এসব কর্মকাণ্ড ঘটানোর অনুপ্রেরণা পেয়েছে। তুমিই তো কালকে রাতে বললে, ব্যাপারটা জাপানিজদের দ্বারা সম্ভব না।"

"ছবি এনেছ?"

"ছবি?"

"কেঞ্জি, তুমি বলেছিলে তার সাথে একটা ছবি তুলেছ। সেটা কই?"

"আমি নিজেই বাসায় ঢুকেছি একেবারে ভোরবেলা। ফ্রাঙ্ককে একেবারে হোটেলে তুলে দিয়ে তারপর এসেছি। গতকাল ব্যাটিং সেন্টারে বসে সে এমন সব কথাবার্তা বলেছে, যা তুমি একটুও বিশ্বাস করবে না। ওসব শুনলে ছবির ব্যাপারটা একেবারেই মামুলি বিষয় বলে মনে হবে তোমার কাছে। আর হ্যাঁ, আমরা একটা ব্যাটিং সেন্টারে গিয়েছিলাম গতকাল। সেখানে গিয়ে সে একেবারে তালগোল পাকিয়ে বসেছিল।"

"ব্যাটিং সেন্টারে 'তালগোল' পাকানোর কী আছে?"

"আরে শোনো। সে ব্যাটিং করার জন্য নেটে ঘেরা জায়গাটাতে ঢুকে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছিল। বলগুলো তার দিকে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে, আর সে অন্যদিকে তাকিয়ে হাবার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। কল্পনা করো ব্যাপারটা! মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মধ্যবয়স্ক একটা লোক, আর একের পর এক বল তার গায়ে আঘাত করছে। দেখে মনে হবে, সে কখনোই বেসবল খেলেনি! পরে সে যখন স্থির হলো, তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, তার মস্তিষ্কের একটা অংশ নাকি নেই।"

"মানে সে অটিস্টিক টাইপের কিছু, এটাই বলতে চাচ্ছ?"

"না। সে বলেছে, ডাক্তাররা নাকি সেটা কেটে ফেলে দিয়েছে।"

নুডুলস মুখ দিয়ে সুরুৎ করে টেনে নেওয়ার মাঝে থেমে গেল জুন।

"মস্তিষ্কের কোনো অংশ কেটে নিলে তার না মারা যাওয়ার কথা?"

"আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে অংশটার নাম বলেছিল... ইশ, মাথায় নামটা আসছেই না। ফ্রাঙ্ককে আবার জিজ্ঞেস করে সেটা নেটে দেখেছিলাম।

BanglaBook.org

শব্দটা মাঝেমধ্যেই শোনা যায়। ধুর, মনেই করতে পারছি না। মস্তিষ্কের একটা অংশের নাম বলতো, জুন।"

"মাথার খুলি?"

"গাধা, ওটা তো মাথার হাড়। যাই হোক, বেশ কঠিন শব্দ ছিল সেটা।"

"মেডুলা অবলংগাটা!"

"অত কঠিন না! মাথার সামনের দিকের অংশ সেটা।"

টিভিতে তখন বয়স্ক এক সমাজবিজ্ঞানী কথা বলছিল, "সোজা কথায়, এই ঘটনার ফলে দেহব্যবসার ওপর আইনের কঠিন হাতুড়ি নেমে আসবে, অন্তত কয়েকমাসের জন্য হলেও। তবে একটা কথা না বললেই না, ঘটনাটা দেহব্যবসার সাথে জড়িত মানুষদের বিবেকে লাগবে।"

"ফ্রন্টাল লোব?" জুন জিজ্ঞেস করলো।

আমি হেসে ওর মাথাটা বুলিয়ে দিলাম। জুন সুস্থ-স্বাভাবিক হাইস্কুলের একটা মেয়ে, তবে অন্যান্যদের থেকে একটু বেশি চালাক। তার মা লটারিতে জিতে একলাই সাইপান এ ঘুরতে গিয়েছেন (একজনের টিকিট পেয়েছেন লটারিতে)। তাই সে চাইলেই কিন্তু গতরাত এখানে থেকে যেতে পারত। তা করেনি, প্রথমত তার ছোটো ভাইটা এখন কেবল স্কুলে পড়ে। তাই অন্যান্য দিনের মতো মাঝরাতেই বাসায় ফিরেছে। সে খুব নিয়ম মেনে চলা মানুষ নয়, তবে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য যতটুকু না করলেই নয়, সেটা সে করে। সাধারণ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন চালানোও কিন্তু কঠিন একটা কাজ। পিতামাতা, শিক্ষক, সরকার–সবাই শ্রমিকের জীবনের মতো নিষ্প্রাণ, অর্থহীন জীবন কাটানোর জন্য শিক্ষা দেয়। কেউ কিন্তু সাধারণ জীবন কীভাবে কাটাবে তা শেখায় না।

"ঠিক ধরেছো, ফ্রন্টাল লোব। আরো একটা শব্দ ছিল এর সাথে। সে যাকগে, ডাক্তাররা সেটা কেটে ফেলে দিয়েছে।"

"কেন?"

"কেন মানে?"

"কেন ডাক্তাররা সেটা কেটে ফেলে দিয়েছে? অংশটা কি বেঁচে থাকার জন্য জরুরি নয়?"

"ফ্রাঙ্ক বলেছে, একবার এক গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে তার মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। বেশ কিছু গাড়ির কাঁচ ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। তাই ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে এ কাজটা করেছে। শুনতে কেমন হাস্যকর লাগছে, তাই না? কিন্তু গতরাতে যদি তুমি তাকে দেখতে..."

ফ্রাঙ্ক বলেছিল : "কেঞ্জি, তোমাকে একটা গোপন কথা বলতে পারি?" উত্তর দেওয়ার আগেই সে বলা শুরু করলো, "আজ বোধহয় আমার আচার-আচরণ

BanglaBook.org

দেখে তোমার মনে খটকা লেগেছে। লাগাটাই স্বাভাবিক। আমার যখন বয়স কেবল এগারো, তখন আমি একটা গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। মস্তিষ্কে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল, যে কারণে এখনকার মতো অনেকসময় আমি নড়াচড়া করতে পারি না, মূর্তির মতো স্থির হয়ে যাই। আবোলতাবোল কথা মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে। এমন সব কথা বলে ফেলি, যা কখনই ঘটেনি।"

ফ্রাঙ্ক আমার হাতটা নিয়ে তার হাতের তালুর উল্টোপাশে রেখে বলল, "দেখেছ, কেমন ঠান্ডা হয়ে আছে?" সে কিন্তু ভুল বলেনি। বাইরে কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে। আমার নিজের হাত গ্লাভসের ভেতরেই জমে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু ফ্রাঙ্কের হাত ছিল অন্যরকম ঠান্ডা, সেটা কোনোভাবেই ঘষে ঘষে বানানো সম্ভব ছিল না। তাকে যখন ব্যাটিং খাঁচা থেকে টেনে বের করছিলাম, তখন তার কাঁধও সেরকম ঠান্ডা লেগেছিল আমার। কেমন একটা ধাতব ঠান্ডা, মানে ধাতব কোনো যন্ত্র আচমকা ধরলে যেরকম প্রাণহীন ঠান্ডা অনুভূতিটা পাওয়া যায়, সেরকম।

ছোটোবেলায় একবার বাবার সাথে তার কোম্পানির একটা গুদামে গিয়েছিলাম। সেখানে তার নকশা করা মেশিনগুলো রাখা ছিল। কেন গিয়েছিলাম, তা মনে নেই। তবে সেটা যে নাগোয়া এলাকার একটু বাইরের দিকে, পাহাড়গুলোর কাছে ছিল, তা স্পষ্ট মনে আছে। সারি সারি করে রাখা অজানা সব যন্ত্র আমার কাছে বেশ রহস্যময় লেগেছিল তখন। গুদামে ভেসে বেড়ানো ধাতব গন্ধটা নাকে এসে আঘাত করেছিল। ফ্রাঙ্কের হাতের কবজি ধরে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।

"এত ঠান্ডা হওয়ার পরেও কিছুই টের পাচ্ছি না।" সে জানালো আমাকে। "বেশ কিছু ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা হারিয়েছি। মাঝেমধ্যে তো আমার এমনও মনে হয়, এ শরীর আমার না, অন্য কারো। কথা বলতে বলতে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই কী বলছিলাম। যা আমি বলছিলাম একটু আগেও, তা আদৌ ঘটেছিল কিনা, নাকি সেটা স্বপ্নে দেখেছি, যাচাই করার ক্ষমতাটাও নেই আমার।"

হোটেল পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ফ্রাঙ্ক এভাবে নিজের ব্যাপারে বকবক করেই গেল। কথাবার্তাগুলো শুনে সায়েন্স ফিকশন গল্পগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘটনাটা দেখার পর বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম। তার কথা শুনে বিশ্বাস করিনি, বরং তার কাঁধ আর হাতের স্পর্শ আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করিয়েছে।

"আমি কিছুই বুঝলাম না।" জুন কথার মাঝখানে বলে বসলো। তার নুডুলস খাওয়া শেষ, আমার তখনো বেশ খানিকটা বাকি। আমার জিহ্বাটা একটু সংবেদনশীল, অল্পতেই পুড়ে যায়। তাই গরম গরম উডন খেতে আমার বেশ সময় লাগে। "তুমি কি বলতে চাইছো, সে একটা রোবট?"

BanglaBook.org

"না, সেটা বলছি না। কমিক্সে বা সিনেমায় তো রোবট দেখেছ। কিন্তু একটা জীবিত মানুষের চামড়া হাত দিয়ে ধরলে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সেটা তো মানো?"

জুনের পিঠের ওপর হাত রাখলাম। অনেকদিন হয়ে গেল, প্রায় সপ্তাহ তিনেকের মতো, জুনের সাথে মিলিত হওয়া হয়ে উঠেনি। আমাদের পরিচয়ের শুরুর দিকে একেবারে পশুর মতো উদ্দামভাবে তা করতাম, কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে শুরু করলাম। জুনের স্পেশাল সালাদ, নুডুলস রান্না করে খাওয়া ইত্যাদির ফাঁকে ওটা অনিয়মিত হয়ে গেল।

"যে-কোনো মানুষের উষ্ণতা সবারই চেনাজানা, সাথে সাথেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ফ্রাঙ্কের মধ্যে সেই পরিচিত উষ্ণতাটা ছিল না।"

জুনের চোখটা টিভিতে সেঁটে ছিল, কিন্তু তার হাতটা আমার হাত আলতো করে চাপ দিয়ে দ্রুত খেয়ে নিতে বলল।

"টিভিতে বীভৎস কিছু দেখানোর আগেই খাওয়া শেষ করে ফেল, নাহলে পরে কিন্তু পস্তাবে।"

টিভিতে তখনো সেই হাইস্কুলের মেয়েকে নিয়ে টকশোটা চলছে। বিশেষজ্ঞদের সব বলা শেষ, এখন একজন সাংবাদিক একটা খুব বাজেভাবে আঁকা হাইস্কুলের মেয়ের ছবির দিকে তাক করে কী যেন দেখাচ্ছে। তাকে খুব উৎসাহী দেখাচ্ছিল, "আকিকোকে খুব জঘন্যভাবে পেটানোও হয়েছিল, দর্শকবৃন্দ। কিন্তু এ সম্পর্কিত আরো কিছু উদ্ভট ব্যাপার আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই। আপনারা যদি এই স্কেচের দিকে তাকান, তবে তার ক্ষতগুলো থেকে যেটা বোঝা যায়..."

"এরা কি কখনোই ভিক্টিমদের বাবা-মায়ের মানসিক দিকটার কথা কিছুই চিন্তা করে না?" জুন বলল। "যেন যারা দেহব্যবসার সাথে জড়িত, তারা কেউই মানুষ নয়!"

ঘেন্না লাগে আমার এসব দেখতে, বিড়বিড় করতে করতে সে মুখ সরিয়ে নিলো টিভি থেকে। টিভিতে যে স্কেচটা দেখানো হচ্ছিল, সেটা খুব জঘন্যভাবে আঁকা হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে পুরো স্কেচে দেখানো হয়েছে, কোথায় তাকে আঘাত করা হয়েছে, কোথায় তাকে কোপানো হয়েছে। এমনকি হাত, পা, মাথা, মেয়েটার ধড় থেকে একটু দূরে ডট লাইন দিয়ে আঁকা হয়েছিল। "আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দর্শকবৃন্দ, আকিকোর শরীরের সব জায়গাতেই ক্ষতের চিহ্ন ছিল। পেটের ওপরের দিকে এখানে সেখানে, বাম স্তনে মাংসের ওপরের চামড়া কেটে তুলে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে নিয়োজিত কর্মকর্তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটা দেখিয়েছেন, আর তা হলো তার চোখদুটো। তার

BanglaBook.org

চোখদুটো আইস পিক দিয়ে খুঁচিয়ে ফুটো করে ফেলা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, খুনি এটা করেছিল, যাতে ভিক্টিম তাকে অত্যাচার করতে স্বচক্ষে না দেখে। এ থেকে বোঝা যায়, খুনি খুবই ভীরু আর দুর্বল চরিত্রের।"

"তা নাও হতে পারে।" জুন বলল। "খুনির হয়তো মানুষের চোখ ফুটো করতে ভালো লাগে।"

আমিও তাই ভাবলাম। টিভিতে তখন অনুষ্ঠানের দর্শকসারিতে বসে থাকা গৃহিনী আর অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিত্বদের একেবারে ক্লোজ আপ শট দেখাচ্ছে। তাদের মুখের অঙ্গভঙ্গিগুলো ঘুরেফিরে ঘেন্না ও অবিশ্বাসের মধ্যেই আটকে আছে। সাংবাদিকটা বলেই চলেছে, "আকিকো, মানে আমাদের ভিক্টিম, বেশ কিছু ঘাঁটাঘাঁটির পর বোঝা গিয়েছে যে, সে কমবয়সীদের দেহব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। পুলিশ তার সাম্প্রতিক ক্লায়েন্টদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু আকিকো যদি 'ডেট ক্লাব' নামের এই কুখ্যাত জায়গার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে দেহব্যবসায় থাকে, তবে এরকম ক্লায়েন্টদের খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।"

"পুলিশ চাইলেই তার পেজার চেক করতে পারে।" জুন বলল। "আমি নিশ্চিত ওর একটা পেজার ছিল। যদি ওটা তার সাথেই থাকে, তবে খুব সহজেই দশ কী বিশটা মেসেজ থেকে ক্লায়েন্টদের নামধাম বের করতে পারবে, অবশ্যই টেলিফোন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে।"

"পত্রিকায় কিন্তু পেজার খুঁজে পাবার কথা বলেনি; ঠিকই বলেছ জুন।"

"অবশ্যই ঠিক বলেছি। পুলিশ কখনো সবকিছু প্রকাশ করে না। কারণ তারা জানে, যদি অপরাধী পত্রিকা পড়ে জেনে যায় যে, তারা বেশ কিছু সূত্র পেয়েছে খুনির ব্যাপারে, তাহলে তারা দেশ ছেড়ে পালাবে। অন্তত আমি তাই করতাম।"

ওদিকে টিভিতে সাংবাদিকের কথা বলা শেষ। মাইক আবার অনুষ্ঠানের প্যানেলে বসে থাকে বিশেষজ্ঞ ও সেলিব্রেটিদের হাতে। তাদেরই একজন এমন সব কথা বলতে শুরু করলো, যাতে ভিক্টিমের প্রতি তার তিক্ত মনোভাবই প্রকাশ পেল, "মৃত মেয়েটার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, যতদিন পর্যন্ত এসব তথাকথিত 'টাকার বিনিময়ে ডেটিং' আমাদের সমাজের হাইস্কুলের মেয়েদের মধ্যে চালু থাকবে, ততদিন এরকম ঘটনা ঘটতে থাকবে। সত্যি বলতে, এরা আসলে আহ্লাদি, প্রশ্রয় পাওয়া মেয়ে বাদে আর কিছুই না, শারীরিক দিক থেকে তারা প্রাপ্তবয়স্ক। আমি বলে রাখছি, যতদিন না এসব মেয়েদের শাস্তি দেওয়া হবে, হ্যাঁ, একই সাথে যেসব পুরুষরা তাদের সেবা নিতে ব্যস্ত তাদের ক্ষেত্রেও শাস্তির ব্যবস্থা না হচ্ছে, এরকম ঘটনা ঘটেই চলবে। আমরা যদি এরকম ঘটনা দেখেও না দেখার ভান করে চলতে থাকি, তাহলে অতি শীঘ্রই আমাদের দেশ

BanglaBook.org

আমেরিকার মতো একটা বিশৃঙ্খল দেশে পরিণত হবে।"

দর্শকসারি তখন উত্তাল হাততালিতে ফেটে উঠল। "আমেরিকাতে এরকম ডেটিং ব্যবস্থা নেই।" জুন জানাল। "ভাবছি এইসব গর্দভ বুদ্ধিজীবীদের যদি আমেরিকান কোনো সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে, কেনই বা এটি শুধু জাপানে চালু আছে, কী উত্তর দিবে ওরা?"

'আমেরিকা' শুনেই চট করে ফ্রাঙ্কের কথা আবার মনে পড়ে গেল। হোটেলের দরজার সামনে পৌঁছাতেই ফ্রাঙ্ক আমাকে আরেকটা কথা বলেছিল।

"আমাকে ডাক্তাররা বলেছেন, আমার এই মস্তিষ্কের অবস্থাটা খুব ব্যতিক্রম একটা ঘটনা। সাধারণত একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর মানুষের আর মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু মানুষের লিভার কিংবা পাকস্থলী আবার প্রতিদিন নতুন নতুন কোষ তৈরি করে। মস্তিষ্ক কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কোষের ধ্বংস হতে শুরু করে। কিন্তু আমার ডাক্তার আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার নাকি মস্তিষ্কের কোষও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেটুকু অংশ কেটে ফেলা হয়েছিল, সেখানে কোষ বৃদ্ধি পেয়ে জায়গাটা পূরণ করে দিচ্ছে। মানে, আমার মাথায় একই সাথে নতুন এবং পুরোনো কোষের মিশ্রণ। এ কারণেই বোধহয় আমার স্মৃতিশক্তির ওপর আমি নিজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। মাঝেমধ্যে এ কারণেই বোধহয় নিজের শরীরের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ থাকে না আমার। তোমার কী মনে হয়, কেঞ্জি?"

টিভিতে তখন টকশোটা মাত্র শেষ হয়েছে। খবরের শিরোনাম দেখানো হচ্ছে। প্রথম খবরটা দেখেই আরেকটু হলে মুখ থেকে নুডুলস বেরিয়ে যেত।

'অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক গৃহহীনের মৃত্যু।'

"...আজ সকালেই শিনযুকু সেন্ট্রাল পার্কের একটা পে-টয়লেটে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। স্যানিটেশন কর্মীরা মৃতদেহটা খুঁজে পেয়েছেন। কোনো দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে ভিক্টিমের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কাছ থেকে আরো জানা গেছে যে, আগুনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, টয়লেটের ভেতরের কংক্রিটের দেওয়াল পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। তারা এটাকে খুনের মধ্যেই ফেলছেন। টয়লেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা শপিং ব্যাগগুলোতে ভিক্টিমের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভিক্টিম এই পার্কে আশ্রয় নেওয়া কোনো গৃহহীন মানুষ ছিল। পরবর্তী সংবাদ, পেরুর লিমা শহরের জাপানিজ অ্যাম্বাসির সামনে জিম্মি..."

মুখে থাকা নুডুলসটা বিস্বাদ লাগতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, ফ্রাঙ্কের কদাকার মুখটা আমার সামনে ভেসে উঠেছে।

"কী হয়েছে?" জুন আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

মুখের নুডুলসটা কোনোমতে গিলে উঠে দাঁড়ালাম। ফ্রিজ থেকে মিনারেল

BanglaBook.org

পানির বোতলটা বের করে ঢকঢক করে পানি খেলাম। সবকিছু বিস্বাদ লাগতে শুরু করেছে।

"ভয় পাচ্ছ কেন? কী হয়েছে আমাকে বল।"

জুন উঠে আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। তার মোলায়েম, কোমল হাতটা সোয়েটারের ভেতর ঢুকিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। *ভাবো কেঞ্জি, ভাবো। মরে গেলে এরকম অনুভূতি আর কখনই পাবে না।*

"ঐ গাইজিনটার কথা মনে পড়েছে?"

"তার নাম ফ্রাঙ্ক।"

"ওহ, হ্যাঁ, ফ্রাঙ্ক। নামটা এত সাধারণ যে, মনে রাখা কষ্টকর।"

"হয়তো ওটা তার আসল নামই না।"

"তোমার কী মনে হয়? ফ্রাঙ্ক তার ছদ্মনাম? "

গতকাল রাতে ফ্রাঙ্ক গৃহহীন মানুষদের নিয়ে যেসব কথা বলেছিল, তা সব খুলে বললাম জুনকে।

"এক মিনিট।" আমার কথা শেষ হলে জুন বলল। "তোমাকে সেই গাইজিনটা... দুঃখিত, ফ্রাঙ্ক বলেছে পৃথিবীতে এরকম মানুষ থাকতে পারে, যারা গৃহহীন মানুষকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরবে, কিন্তু বাচ্চা দেখলে খুন চেপে বসবে মনে?..."

"গতরাতে ফ্রাঙ্ক অনেক আবোলতাবোল কথা বলছিল। এরকম কথাগুলো বাদ দিয়ে বাকি সব যা বলেছিল, তার একটাও বিশ্বাস হয়নি আমার।"

"তোমার কেন মনে হচ্ছে, সে ঐ মানুষটাকে খুন করেছে?"

কেন মনে হচ্ছে, সেটা তো জানি না। আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, তাছাড়া ফ্রাঙ্ককে জুন সামনাসামনি দেখেনি। তাকে না দেখে বোঝা যাবে না কেন ওর কথা মনে হলেই ভেতরে বিতৃষ্ণাবোধ হয় আমার।

"কেঞ্জি, কাজে না গেলে হয় না?"

ফ্রাঙ্ককে মানা করে দিবো? কথাটা ভেবেই গা শিউরে উঠল।

"আমি সেটা করতে পারব না।"

"কেন? সে তোমাকে খুন করে ফেলতে পারে এ কারণে?"

জুন ধীরে ধীরে আমার জন্য দুঃশ্চিন্তা করতে শুরু করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, আমি অনেক ভয় পাচ্ছি। হয়তো সে ফ্রাঙ্ককে কোনো সাইকোপ্যাথ মাফিয়া খুনি হিসাবে কল্পনা করে নিয়েছে মনে মনে, সিনেমায় যেরকম দেখা যায় আরকি। কিন্তু ফ্রাঙ্ক মাফিয়ার কোনো 'হিট ম্যান' ছিল না। হিটম্যানেরা টাকার বিনিময়ে খুন করে। যদি ফ্রাঙ্ক খুনের সাথে জড়িত থাকে, তবে আমি নিশ্চিত সে শুধুমাত্র টাকার জন্যই সেটা করবে না।

BanglaBook.org

"তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। সে যে খুনি, তা আমি প্রমাণ করতে পারব না। অন্য কেউ হলে এসব কথা মাথাতেও আসত না। যে গৃহহীন মানুষটা মারা গিয়েছে, আমি জানি না সে ঐ ব্যাটিং সেন্টারে বসে থাকা মানুষটাই কিনা। আমার সেখানে গিয়ে দেখে আসার ইচ্ছাও নেই, কারণ ফ্রাঙ্ক যদি সত্যিই সেটা করে থাকে, তবে আমারও নিস্তার নেই।"

"তোমার কথাটা ধরতে পারলাম না।"

"আমি জানি।" দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

"ব্যাটিং সেন্টারে থাকা মানুষটা কি ফ্রাঙ্কের কোনো ক্ষতি করেছিল বা এমন কিছু?"

"না, কিছুই করেনি।"

"তাহলে কেন তোমার মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্ক হত্যার সাথে জড়িত?"

"আমি জানি, আমার কথাবার্তা পাগলের মতো মনে হচ্ছে। হয়তো মানসিক ভারসাম্যহীনদের মতো বকছি। কিন্তু তুমি যদি তাকে দেখতে...তুমি বলেছিলে তার একটা ছবি তুলে রেখে দিতে। কিন্তু একটা ছবি দেখে তার ব্যাপারে আমি যা বলছি, তা বোধগম্য হতো না তোমার। কীভাবে বোঝাই তোমাকে, আচ্ছা ধরো, আমি যখন হাইস্কুলে পড়তাম, আমার আশেপাশে অনেক গুন্ডাপ্রকৃতির ছেলেপিলে ছিল সেখানে। অন্যরা তাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। তোমার তো এ উদাহরণটা বোঝা উচিত?"

"এ উদাহরণটার সাথেও আমি অপরিচিত। আমার স্কুলে তেমন গুন্ডাপ্রকৃতির কেউ নেই।"

পরক্ষণেই আমার ভুলটা চোখে পড়ল। জুন একটা বেশ সম্ভ্রান্ত মেয়েদের হাইস্কুলে পড়ে। সেখানে বোধহয় এরকম না থাকাটাই স্বাভাবিক। আবার হয়তো এমনও হতে পারে যে, এখন গুন্ডাপ্রকৃতির ছেলেপিলেদের সংখ্যা কমে আসছে। কে জানে!

"যাই হোক, ফ্রাঙ্ক থেকে আমি ওরকম বাজে একটা অনুভূতি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আরো কয়েকগুণ বেশি। বিদ্বেষও বলতে পারো ব্যাপারটাকে।"

"বিদ্বেষ।"

"হ্যাঁ। সবার মধ্যেই অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব, পরশ্রীকাতর একটা রয়েছে। আমিও ব্যতিক্রম নই। ইয়ে, তোমার মধ্যে সেটা নেই জুন। তুমি অনেক মিষ্টি একটা মেয়ে।"

"হয়েছে, অত তেল দিতে হবে না। আমাকে ভালোভাবে বোঝাও ব্যাপারটা। আমি তো জানতাম কোনো কিছু বোঝানোর ব্যাপারে তুমি অনেক দক্ষ!"

"তাহলে শোনো। আমার এরকম এক বন্ধু ছিল, যাকে কেউ দেখতে পারত

BanglaBook.org

না। শিক্ষকরা অনেক আগেই তার ওপর হাল ছেড়ে দিয়েছে। একদিন হেডমাস্টারকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার পর তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হলো। তার পারিবারিক জীবন অনেক খারাপ ছিল, তবে সে কখনোই ঐ ব্যাপারে কথা বলতো না। একদিন তার বাসায় গিয়েছিলাম। তার মা আমাকে খুব অমায়িকভাবেই আপ্যায়ন করলেন। বাসাটা ছিল বিশাল, বন্ধুর নিজস্ব রুমটাও ছিল অনেক বড়ো। ঘরভর্তি গেমস, কম্পিউটার, গ্যাজেট ইত্যাদি যা কল্পনা করা যায়, সব ছিল সেখানে। এমনকি ক'দিন আগে বের হওয়া গেমসও ছিল তার সংগ্রহে। এতকিছু দেখে তার ওপর আমার হিংসা হচ্ছিল, কিন্তু একই সাথে বাসার পরিবেশটাতে কেন জানি গা কাটা দিচ্ছিল। কেন সেরকম লাগছিল বুঝতে পারিনি, কিন্তু কিছু একটা উদ্ভট ব্যাপার ছিল আমি নিশ্চিত ছিলাম। একটু পরেই তার মা কুকিজ আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, 'আমার ছেলে তো তোমার কথা অনেক বলে' এ টাইপ কথাবার্তা বলা শুরু করতেই বন্ধু গর্জে উঠল তার মায়ের দিকে, 'বের হয়ে যাও এখান থেকে!' তার মা, 'তোমরা তাহলে খেলাধুলা করো' বলে বিদায় নিলেন। দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যেতেই আমার বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কুত্তীটা আমাকে প্রায়ই হোস পাইপ দিয়ে পেটায়।" মুখে কোনো অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছিল না তার, স্বাভাবিকভাবেই সে বলতে লাগলো, "ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে যে এক্সটেনশন পাইপ থাকে, ওটা দিয়ে আমাকে পেটাতে খুব মজা পায়। লাইটার দিয়ে গায়ে দাগ ফেলেও দিয়েছে আমার।" শার্টের হাতা গুটিয়ে দাগগুলো সে আমাকে দেখালো। "আমার একটা ছোটো ভাই আছে, কিন্তু তার গায়ে একটুও হাত তুলে না সে।" কিছুক্ষণ গেমস খেলার পর আমার টয়লেট চাপায় উঠে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে করিডোরে পা রাখতেই তার মাকে অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চোখমুখে কেমন যেন শূন্যতা স্পষ্ট। হঠাৎ আমাকে দেখে চিকন সুরে বলে উঠল, "টয়লেটে যাবে? এই তো, করিডোরের শেষ মাথায়।" গলার স্বরটা শুনে মনে হচ্ছিল যেন, সুই ফুটিয়ে দিচ্ছে আমার সারা গায়ে। গলার স্বরের এমন পরিবর্তন...ঐ বন্ধুটার কথা বললাম না? ধর, সে আর আমি কোনো গেম সেন্টারে গেলাম। অন্য স্কুলের ছেলেপিলের দল কোনো কিছু বলল তাকে, যেমন তাড়াতাড়ি গেমটা ছাড়, আমরাও খেলব, অন্য কেউ খেলুক গেমটা ইত্যাদি। এসব শুনে আমার বন্ধুর মুখের বিদঘুটে একটা পরিবর্তন লক্ষ করতাম। মুখ দেখে মনে হতো, সে যে-কোনো কিছু করে বসতে পারে। নিজের ওপর তার এখন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ওর সাথে যদি তুলনা করি, তাহলে আমি বলব, ফ্রাঙ্কের মুখ তার থেকে দশগুন বেশি নিয়ন্ত্রণহীন দেখায়। সে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন এক পশুতে পরিণত হয়।

"রাগী রাগী মুখ, সেটাই তো?" জুন বলল।

BanglaBook.org

"বলা যায়, কিন্তু সেটার সাথে কোনো ক্ষিপ্র ইয়াকুজার চেহারার তুলনা করা যাবে না। ওরকম টাইপের ভয়ংকর নয়।" তাকে জানালাম। সত্যি, বোঝানোটা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, আমার জায়গায় ফ্রাঙ্কের সাথে অন্য কেউ থাকলে এতকিছু সে ভাবতই না। রাস্তায় যদি ফ্রাঙ্ক কাউকে থামিয়ে ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি তুলে দিতে বলতো, তবে তাকে বেশ সাদাসিদে বলেই মনে হতো, এমনকি তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ অমায়িক, হাসিখুশি এক গাইজিন বলেই ধরে নিতাম।

"জুন, ভুলে যাও ব্যাপারটা। আমি ভালোভাবে বোঝাতে পারছি না। মোদ্দা কথা, তাকে দেখে আমার খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে। 'তাকে আমার অদ্ভুত মনে হয়েছে' বাক্যটা দিয়ে অবশ্য কিছুই বোঝা যাবে না, তাই না?"

"সেটা ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা কথা বলি কেঞ্জি, আমি কখনই কোনো বিদেশিদের সাথে সময় কাটাইনি, ঘোরাফেরা করিনি। যেখানে তোমার এ বিষয়ে ভালোই অভিজ্ঞতা আছে। সে কারণেই বোধহয় তুমি ব্যতিক্রমটা ধরতে পারছ। একাধিক মানুষের সাথে পরিচয় না থাকলে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য কোনোভাবেই বের করা সম্ভব না। "

কথাটা জুন মন্দ বলেনি। জাপানিজদের অন্য দেশের মানুষজনের সাথে বিশেষ খাতির নেই। ফ্রাঙ্কের পূর্বে আমার যে ক্লায়েন্ট ছিল, টেক্সাস থেকে এসেছিল সে। তাকে আমি শিবুইয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে চূড়ান্ত মাত্রায় অবাক হয়েছিল সেখানকার পরিবেশ দেখে। তারই ভাষায়, "আমার তো মনে হচ্ছে আমি হারলেমে ফিরে গিয়েছি। চারদিকে ঘোরাফেরা করা মানুষেরা সবাই ব্ল্যাক হিপহপ আর্টিস্টদের মতো সাজগোজ করেছে, ওয়াকম্যান কানে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ স্কেটবোর্ডে করে রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, সবাই আফ্রিকান-আমেরিকানদের নকল করেছে একেবারে নিখুঁতভাবে, এমনকি ট্যান করে গায়ের রং কালো করে ফেলেছে! অথচ তারা একবিন্দু ইংরেজিও বলতে পারে না, তাই না? তারা শুধু আফ্রিকান-আমেরিকানদের পছন্দ করে, এই তো?" এরকম প্রশ্নের উত্তরের কথা আমি আগেও বলেছি, উত্তর যে কী দেব, তাই বুঝে উঠতে পারি না। তবুও বলেছিলাম, আপনি ঠিক ধরেছেন। উত্তরটা যে মনঃপুত হবে না, জানাই ছিল। এই দেশের মানুষরা এমন সব আজব জিনিস করে বসে, যে সেগুলো বিদেশিদের বোঝাতে গেলে গায়ের কালো ঘাম বেরিয়ে যাবে।

"চল, মাথাটা ঠান্ডা করতে একটু হাঁটতে বের হই।" জুন প্রস্তাব দিলো।

কথাটা সে মন্দ বলেনি।

BanglaBook.org

২.

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার সময় জুন আমার দরজায় লাগানো একটা জিনিস আবিষ্কার করলো। "এটা কী?" জিনিসটা ছিল ছোটো, কালো রঙের, স্ট্যাম্প সাইজের ছেঁড়া কাগজের টুকরার মতো। সাথে সাথে আমার মনে হলো, এটা কোনো মানুষের চামড়া।

"কেঞ্জি, এটা কী?" জুন আবার জিজ্ঞেস করলো।

"আমি জানি না।" নখ দিয়ে সেটা খুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। "হয়তো বাতাসে উড়ে এখানে আটকে গিয়েছে।"

জিনিসটা ধরতে গা গুলিয়ে আসছিল। তুলতে গিয়েও কষ্ট হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কেউ যেন আঠা দিয়ে সেটা আটকিয়ে রেখে গেছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোলার পরও কিছুটা লেগে রইলো দরজার সাথে। যেটুকু তুলতে পারলাম, সেটা সিঁড়ির পাশের একটা টবে ফেলে দিলাম। আমার বুক ধকধক করছিল, কিন্তু জুনের সামনে সেটা প্রকাশ করলাম না।

"আমি যখন এসেছিলাম গতরাতে, তখন তো দেখিনি জিনিসটা।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জুন বলল।

আমি ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, ওটা কোনো মানুষের চামড়া, আর সেটা ফ্রাঙ্কই রেখে গিয়েছে। কার চামড়া? হাইস্কুলের মেয়েটার? নাকি ভবঘুরেটার? নাকি নতুন কোনো লাশ থেকে তুলে লাগিয়েছে সেটা? সে লাশটা বোধহয় এখনো পুলিশের নজরে আসেনি। আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল, পেটে ব্যথা হতেও শুরু করেছিল এসব চিন্তা করতে গিয়ে।

জুন সিঁড়ির শেষ মাথায় গিয়ে থেমে গেল, "কেঞ্জি, তুমি আবার ভয়ে সাদা হয়ে গেছ।"

আমার কিছু বলা উচিত ছিল, কিন্তু মুখ থেকে কোনো কথাই বের হলো না।

"চল রুমেই ফিরে যাই। বাইরে অনেক ঠান্ডা পড়েছে।" জুন বলল।

যদি ফ্রাঙ্ক সেটা রেখেই যায় এবং সেটা যদি সত্যিই মানুষের চামড়া হয়ে থাকে, তবে আমি সেটা কেন খুঁটিয়ে ফেলে দিলাম? এক মুহূর্তের জন্যও সেটা দেখতে মন চাচ্ছিল না, এই কারণে?

"কেঞ্জি, চল ফিরে যাই।" আমার পিঠে হাত রেখে জুন বলল।

"না, চল বাইরে হেঁটে আসি।"

BanglaBook.org

হাঁটতে হাঁটতে আমার খালি মনে হচ্ছিল, ফ্রাঙ্ক কোথাও ওঁত পেতে বসে আছে। হাত ধরে আমরা হাঁটছি, তার প্রতিমুহূর্ত সে লক্ষ করছে। জুন একটু পরপর আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, কিন্তু কিছু বলল না আর। যে জিনিসটা লাগানো ছিল দরজায়, যাই হোক, কাগজের টুকরা ছিল না, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। আর বাতাসে ভেসে আমার দরজায় সেটা আঠার মতো লেগে গেছে, কোনোভাবেই এটা কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছে না। কেউ ইচ্ছা করেই সেটা আমার দরজায় লাগিয়ে গিয়েছে।

মনে হয় এটা একটা সাবধানবাণী ছিল। ফ্রাঙ্ক বাদে আর কেউ আমাকে এরকম করতে পারে বলে মনে এলো না। *বেশি তেড়িবেড়ি করবে না, করলে ওদের মতোই পরিণতি হবে তোমার*–মেসেজটা বোধহয় এটাই বোঝাতে চাইছে। কল্পনায় দেখতে পারলাম স্পষ্টভাবে, ফ্রাঙ্ক আমার দরজায় সেটা চাপ দিয়ে লাগাতে লাগাতে বিড়বিড় করছে, 'কেঞ্জি, তুমি এর মানে ঠিকই বুঝবে।' এরকম আচরণ তার সাথে মানানসই।

আমার বন্ধুরা আমাকে সবসময় 'নৈরাশ্যবাদী' বলে আখ্যা দেয়। আমি সবসময় নাকি সব জিনিসের খারাপ দিকটাই দেখি। আমার ধারণা, খুব অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমি এরকম হয়ে গিয়েছি। বাবাকে হঠাৎ মারা যেতে দেখার পর আমি প্রচণ্ড শকে চলে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে খারাপ জিনিসটাই তোমার জন্য ওঁত পেতে আছে বাইরে। সে সবার অগোচরে লুকিয়ে থাকে। তারপর একদিন 'দুম' করে সেটা সত্যি হয়ে যাবে। সেটা ঠেকানোর কোনো উপায় নেই, তাই সতর্ক থাকাটাই ভালো। বাবার মৃত্যু থেকে আমি এ শিক্ষাটাই পেয়েছি।

মেগুরো স্টেশন এর কাছাকাছি ভিড়ের মধ্যে আমি আর জুন হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলাম। জুন লক্ষ করেছিল, আমি দুঃশ্চিন্তা করছি, কিন্তু কথা বলতে চাপ দিল না। জুনের পিতামাতার ডিভোর্সের পর সে বুঝতে পেরেছে, ভীত বা দুঃশ্চিন্তায় থাকা মানুষদের অন্য মানুষের সঙ্গ কতটা প্রয়োজনীয়। তারা যদি নিজে থেকে কথা বলতে না চায়, তাদেরকে চাপ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমার আর জুনের মতো মানুষদের সংখ্যা আজকাল জাপানে খুব বেড়ে গিয়েছে। আমার প্রজন্ম বা এর পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত খুব কমই সুখী থাকবে। এরকম নানা মানসিক সমস্যায় ভুগছি আমাদের প্রজন্মের সবাই। এখনো আমাদের সংখ্যা কম, তাই মিডিয়াতে আমাদের 'অত্যাধিক আহ্লাদি' জেনারেশন বলে আখ্যা দিয়েছে। তবে শীঘ্রই সেটা বদলে যাবে।

BanglaBook.org

আমি যে ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিই, সেই ম্যাগাজিনের অফিসে ফোন দিলাম। হয়তো সেখান থেকেই ফ্রাঙ্ককে আমার বাসা চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"হ্যালো, ইয়োকোহামা স্যার।"

"কেঞ্জি! এখনো কাজে ব্যস্ত নাকি?"

আগেই বলেছি, ইয়োকোহামা, মানে পিঙ্ক গাইড ম্যাগাজিন যিনি চালান, সম্পূর্ণ নিজে খেটেখুটে সেটা বের করেন। নতুন বছর প্রায় এসে পড়েছে, তাও কাজে ডুবে আছেন তিনি। প্রায়ই তিনি অফিসেই ঘুমান, এমনকি ছুটির দিনেও কাজে ব্যস্ত থাকেন। সবসময় তিনি হাসিমুখে বলেন, "যখন আমি ম্যাগাজিনটা নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকি আর পাশ থেকে পুরোনো দিনের জ্যাজ গান বাজতে থাকে, তখনই নিজেকে সবচেয়ে বেশি সুখী মনে হয়।"

"হ্যাঁ, কাজ আছে আজও। গাইজিনরা তো আমাদের মতো নিউ ইয়ার পালন করে না, সেটা তো জানেনই।"

"হাহা, তা তো অবশ্যই। যাকগে, পুলিশ কি তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিল?"

এক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। তবে পরের কথায় বুঝতে পারলাম, বিষয়টা ফ্রাঙ্ক নিয়ে নয়।

"কী হয়েছে?"

"তুমি তো জানো, ইন্টারনেটে আমার একটা হোমপেজ আছে?"

"হ্যাঁ, তা জানি। আপনি তো সবময়ই গর্ব করেন, নিজে থেকেই ওটা বানিয়েছেন আপনি!"

"হেহে, তাই নাকি! যাই হোক, পুলিশ আমাকে সতর্ক করেছে সে ব্যাপারে।"

"কেন?"

"আমি কিছু ছবি হোমপেজে রেখেছিলাম। ততটা কড়া কিছু না, কিন্তু ন্যুডস ছিল, এটা বলে রাখছি। তা রাখব না কেন? এটা তো জাপানিজ সেক্স ইন্ড্রাস্ট্রি সম্পর্কিত ম্যাগাজিন, কত শত বিদেশীরা এটা কিনে পড়ে! পুলিশ আমাকে জানিয়েছে, এরকম ছবির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে। সহজ কথায়, এসব মুছে ফেল, নইলে পস্তাবে। কিছুটা যোনীকেশ হয়তো দেখা যাচ্ছিল, সেটা তো আজকাল অনেক ম্যাগাজিনেই দেখতে পাওয়া যায়। আসলে আমাকে শাস্তি দিয়ে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইছে। অনেকটা 'ঝিকে মেরে বউকে শেখানো'র মতো। যেহেতু আমার ম্যাগাজিনে তুমি বিজ্ঞাপন দেও, তাই ভয় পাচ্ছিলাম, হয়তো তোমার সাথেও যোগাযোগ করেছে কিনা।"

"না, আমার সাথে কেউ যোগাযোগ করেনি।"

"যাক, ভালোই হয়েছে। যদি যোগাযোগ করে, সাফ সাফ জানিয়ে দিবে,

BanglaBook.org

তুমি কিছুই জানো না।"

"আচ্ছা। যাই হোক, আপনার সাথে কি আমার কোনো ক্লায়েন্ট যোগাযোগ করেছে ক'দিনের মধ্যে?"

যদি ফ্রাঙ্ক যোগাযোগ করেও থাকে, আমি নিশ্চিত ইয়োকোহামা স্যার তাকে আমার ঠিকানা চাইলেই দিয়ে দেবেন না।

"হ্যাঁ করেছে।"

বুক আবার ধকধক করতে শুরু করেছে। তখন আমি মেগুরো স্টেশন থেকে অল্প দূরের একটা বেকারির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। জুন আমার হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বেকারির ভেতরে থাকা টিভিতে তখন দেখাচ্ছিল কীভাবে নিউ ইয়ার স্পেশাল কেক বানাতে হয়। জুন একটু পর পর আমার দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিল।

"কে করেছে?"

"নামটা যে কী ছিল...জন, জেমস, খুবই প্রচলিত একটা নাম। সে তোমার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর চাচ্ছিল। আমি তাকে দিইনি, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত ছিল, এখন তোমাকে বলতে গিয়ে বুঝতে পারছি।"

"কোন ব্যাপারটা অদ্ভুত ছিল? সে কি টোকিও থেকে কল দিয়েছিল? নাকি অন্য কোথাও থেকে?"

"সেটাই তো অদ্ভুত লাগছিল। সে আমাকে জানালো, সে মিসৌরি...না ক্যানসাস? যাইহোক আমেরিকার কোথাও থেকে ফোন দিয়েছে। ভোরের দিকে সে ফোন করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় হয় সে কারোর তোয়াক্কা করে না, না হয় সময়ের ব্যাপারে খুবই অজ্ঞ। হিসাব করে দেখলাম, যেখান থেকে সে কল করেছে, সেখানে তখন ২৯ ডিসেম্বর চলছে, রবিবারের বিকেল। এ সময়ে কারো আক্কেল জ্ঞান থাকলে কেউ ফোন করে? অদ্ভুত না? সাধারণত রবিবারে ওরা গির্জায় যায়, কিংবা সিনেমায় যায়, সহজ কথায়, ছুটি উপভোগ করে। এ সময় কেউ ইন্টারন্যাশনাল ফোন করে তার জাপানের ট্যুর গাইডের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে? অযুহাত হিসাবে সে বলেছে, সে নাকি তোমাকে প্রাপ্য টাকা দিতে ভুলে গিয়েছিল। যদি উল্টোটা হতো, মানে ও যদি টাকা ফেরত পেত, সেটা না হয় মেনে নিতাম। কিন্তু সেই নাকি টাকা দিতে চায়! ফোন করার কথা তো তোমার, কেঞ্জি! আমি তাই সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কেঞ্জির সাথে যোগাযোগ করেছেন?"

"উত্তরে কি বললেন তিনি?"

"সে বলল, তুমি নাকি ফোন ধরোনি। কে হতে পারে এই উল্লুকটা?"

"প্রথমত, আমার ক্লায়েন্টরা নগদ টাকা কিংবা ট্রাভেলার্স চেক দিয়ে আমার

BanglaBook.org

পাওনা মিটিয়ে দেয়। কেউ বিদেশে ফেরত গিয়ে আমার ন্যায্য টাকা মিটিয়ে দেবে, এটা আমি কখনই বিশ্বাস করি না।"

"সেটাই তো! যে-কোনো প্রতারকেরই উচিত নগদ টাকা হাতে নিয়ে নেওয়া...এহ হে, কী বলতে কী বলে ফেললাম! আমি তোমাকে প্রতারক বলছি না কেঞ্জি..."

"লোকটার গলা কীরকম ছিল? ব্যতিক্রম কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল কি?"

"গলার স্বর? না, সেরকম আলাদা কিছু মনে হয়নি। খুবই সাধারণ ভাষায় কথা বলছিল সে, গলা খুব ভরাট বা চিকন কোনোটাই ছিল না। ব্রিটিশদের মতো নিখুঁত চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলেনি, তবে যা বলেছে তাতে বোঝা গিয়েছে সে আমেরিকান। এটুকুই কেবল বুঝেছি। আর তো কিছু মনে পড়ছে না। কেঞ্জি, কোনো ঝামেলায় পড়েছ কি?"

"না, না, সেরকম কিছু না।" চেপে গেলাম তার কাছে। কী ভাবতে কী ভেবে বসে কে জানে!

"তবে তার শেষ কথাটা সবচেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছিল।"

"দুঃখিত স্যার, কথাটা আরেকবার বলুন তো।"

"আমার মনে হয়, সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছি। মাঝরাতের দিকে ফোন দিলে তো সন্দেহ করাটাই স্বাভাবিক। তুমি তো জানো, আমি বিদেশিদের কত পছন্দ করি। পারলে ওদের কোলে তুলে নিয়ে নাচি। কিন্তু কেউ যদি মাঝরাতের দিকে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে উলটাপালটা বকতে শুরু করে, তবে যে কেউ বিরক্ত হবে। যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে, আপনি কেঞ্জির সাথে যোগাযোগ করেছেন কিনা, তার কথার সুর সম্পূর্ণ পালটে গেল। সে উদারভাবে তোমার প্রশংসা করতে শুরু করলো। কেঞ্জি কত ভালো গাইড ছিল, অনেক সাহায্য করেছে সে, এইসব হ্যান ত্যান। আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। কোনো আমেরিকান কি তার সেক্স ট্যুর গাইড কতটা ভালো ছিল, সে বিষয়ে বকবক করার জন্য ফোন দেবে? তাও আবার খোদ আমেরিকাতে থেকে মোটা টাকা খরচ করে? এটা খুব অস্বাভাবিক লেগেছিল আমার।"

আমি যেন ফ্রাঙ্ককে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম মনের পর্দায়, হাতে চামড়ার টুকরাটা নিয়ে ইয়োকাহামা স্যারকে ফোনে কথা বলছে সে। 'কেঞ্জির মতো মানুষ হয় না, তার ব্যাংক একাউন্ট নম্বরটা দেওয়া যাবে কি?' এরকম অদ্ভুত পাগলের মতো ব্যবহার কেবল ফ্রাঙ্কের পক্ষেই করা সম্ভব। অবশ্য সে গায়ে রং মেখে নগ্ন হয়ে রাস্তায় দৌড়ানোর মতো পাগল নয়।

BanglaBook.org

"ওটা যে ফ্রাঙ্ক, সে ব্যাপারে কীভাবে নিশ্চিত তুমি?" জুন আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমরা বেকারির ভেতরে একেবারে শেষ মাথার টেবিলটা দখল করেছিলাম। ইয়োকোহামা স্যারের সাথে কথা শেষ করে আমি মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে জুন টেনে আমাকে বেকারিতে নিয়ে গেল। "চল এক কাপ কফি খেয়ে মাথাটা খালি করি। তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না। এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?" দুজনেই বেকারির স্পেশাল ক্যাপাচিনো অর্ডার দিয়ে টেবিলে বসলাম। ততক্ষণে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকটা কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। ধীরে ধীরে ইয়োকোহামা স্যার আমাকে যা যা বলেছেন, সব জুনকে খুলে বললাম।

"ওটা যে ফ্রাঙ্কই ছিল, সেটা অবশ্য জোর দিয়ে বলতে পারছি না।" অনিশ্চিত সুরেই জবাব দিলাম।

"তুমি ভাবছ, ফ্রাঙ্ক তোমার ঘরের দরজায় ওটা লাগিয়ে গিয়েছে, তাই না?"

অনেকটা ওরকমই, আমি তাকে বললাম। যদিও জিনিসটা কী বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে, সেটা বলিনি। এত ভয়ংকর আর বীভৎস কিছু তার সাথে আলোচনা করতে মন চাচ্ছিল না। আমি চাই না, জুন এসব নিয়ে ভাবুক। নিজেই সামলে নিতে চাই সব। আর যদি সব বলে ফেলিও, সেটা থেকে তার খুব বেশি লাভ হবে না। কিন্তু আমার আগে বোঝা উচিত ছিল যে, ১৬ বছরের মেয়েদের কাছ থেকে কিছুই লুকানো যায় না। একেবারে চিলের মতো দূর থেকে দেখে সব বুঝে ফেলে তারা।

বাচ্চাদের গলায় জুন বলল, "জিনিসটা কিন্তু বেশ মজার ছিল। "তার গলার সুর শুনে মনে হচ্ছিল কোনো কেজি স্কুলের নিষ্পাপ বাচ্চার মতো, যে কিনা কিছুই বোঝে না।

"প্যাপিরাসের মতোই তো লাগলো, ঠিক না?" জুন আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"পেঁপে ফলের কথা বলছো নাকি? 'আপনার প্রথম প্রেমের মতোই মিষ্টি খেতে' বিজ্ঞাপনটাতে যেটা দেখিয়েছিল?"

"কেঞ্জি।"

"হ্যাঁ, বলো।"

"সাধারণত তোমার এইসব কৌতুক আমার ভালো লাগে। কিন্তু এই পরিবেশে সেটা মানাচ্ছে না।"

আমি আসলেই মজা নিচ্ছিলাম না। আমি 'প্যাপিরাস' শুনিনি, 'পেঁপে' শুনেছিলাম জুনের মুখ থেকে। আমার মন যে ঠিক জায়গাতে ছিল না, তা এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

"জিনিসটাতে কি রক্ত লেগেছিল? দেখতে তো কালচে, কুৎসিত মনে হচ্ছিল।"

"আমার মনে হয় ছিল।" অবশেষে হার মানলাম আমি। এখন মিথ্যে বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। "আমার মনে হয়, জিনিসটা কোনো মানুষের চামড়া ছিল।"

"কী?! ফ্রাঙ্ক ওরকম কেন করবে?"

"হুমকি দিতে। যাতে আমি পুলিশের কাছে না যাই।"

এমন সময় জ্যাকেটের পকেটে থাকা মোবাইলটা বেজে উঠল। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ফ্রাঙ্ক ফোন করেছে।

"হাই কেঞ্জি!" ফোনের অপর পাশ থেকে ফ্রাঙ্কের উচ্ছ্বসিত গলা ভেসে এল। "কেমন আছো?"

সে একটা পে ফোন থেকে ফোন করেছিল। আমরা যে বেকারিতে বসে ছিলাম, সেখানে টেবিলে একটা নোটিশ টাঙানো ছিল, 'এখানে বসে মোবাইলে কথা না বলার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।' জুন ইশারা করে আমাকে সেটা দেখালো। বের হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একজন ওয়েট্রেস আমাকে থামালো। আমরা বাদে বেকারিতে তখন কেউ ছিল না, তাই স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন, সে জানালো। জুন তাকে ধন্যবাদ জানালো। পরে জানতে পেরেছিলাম, জুন এখানে প্রায়ই আসে, নিয়মিত কাস্টোমারদের একজন। তাই ওয়েট্রেসের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। তারা যখন আড্ডা দিচ্ছিল, আমি তখন ফোনে ফ্রাঙ্কের সেই ভূতুড়ে গলা শুনতে বাধ্য হচ্ছিলাম। স্বীকার করছি, যে-কোনো মিষ্টি শান্ত পরিবেশ পালটে দিতে ফ্রাঙ্কের গলার স্বরের কোনো তুলনাই নেই। মনে হচ্ছিল, তার গলা আমার আত্মা পর্যন্ত শুষে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

"আমি ভালোই আছি।" নিজেকে শান্ত রেখে উত্তর দিলাম। ওকে বুঝতে দিও না, নিজেকে বারবার বলতে থাকলাম। *ভান করো, তুমি কিছুই জানো না। তুমি একটা হদ্দ বোকা ট্যুর গাইড ছাড়া কিছুই না, এমনটাই সে যেন ভেবে নেয়।*

"তাহলে তো ভালো! আজকে রাতে তাহলে দেখা হচ্ছে?"

"রাত ন'টার দিকে?"

"তা তো অবশ্যই! আজকে আরো আনন্দ করবো! গতরাতটা খুব ভালো কেটেছে আমার!"

"জেনে ভালো লাগলো।"

"ওহহো, একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমি হোটেল পরিবর্তন করেছি।"

আমার পালসের গতি বেড়ে গেল, গলা আগেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

"তাই? কোন হোটেল?"

"বড়ো একটা হোটেল বেছে নিয়েছি এবার। দ্য হিলটন।"

"রুম নম্বর?"

BanglaBook.org

"হোটেল পাল্টালাম হুট করেই। হঠাৎ মনে হলো, এ দেশে তো কেবল আর দুই রাতই থাকবো, একটু আরাম আয়েশেই থাকি! কিন্তু কেঞ্জি, রুম খুঁজে পেতে কষ্ট হয়েছে ভালোই। নতুন বছরের আগে হোটেলগুলো সব গলা পর্যন্ত বুকড হয়ে থাকে। অযুহাত হিসাবে তারা আমাকে জানালো, জাপানের নববর্ষ অনেকটা আমাদের ক্রিসমাসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।"

আমাকে সে রুম নম্বরটা দিল না। সে হিলটনে বোধহয় রুম পায়নি, মিথ্যে বলছে আমাকে। কথাগুলো দিয়ে আমাকে সে বুঝিয়ে দিলো, আমাকে হাজার খুঁজলেও পাবে না।

"তোমার বান্ধবী কেমন আছে, কেঞ্জি?"

কে জানে, সে হয়তো রাস্তার পাশের কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের লক্ষ রাখছে। টেবিলে বসেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

"হ্যাঁ, সে ভালো আছে। আমার বান্ধবীর কথা আপনার মনে আছে দেখে অবাক হলাম।"

"তোমাকে যে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম, তাই ভয় পাচ্ছিলাম। হয়তো সে কারণে রেগে গেছে। সে রাগেনি তো? মেয়েরা কতটা স্বার্থপর হয়, তা জানা আছে আমার। নিজেদের ছাড়া কারো কথাই ভাবে না তারা।"

সে কি আমাদের ওপর নজরদারি করছে? সে কি জানে, আমি এখন জুনের সাথে আছি?

"না, না, সে রাগ করেনি। এখন আমি তার সাথেই আছি। সবই ঠিকঠাক আছে।"

"তোমরা ডেটিংয়ে বেরিয়েছ নাকি? এখন ফোন করা মোটেই উচিত হয়নি!"

"না, সমস্যা নেই। আপনি ফোন করায় খুশিই হয়েছি। গতরাতে যখন আপনাকে হোটেলে রেখে এলাম, আপনাকে তো ভালো দেখাচ্ছিল না। চিন্তা হচ্ছিল আমার।"

"আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তোমাকে চিন্তায় ফেলে দেওয়ার জন্য অনেক দুঃখিত। আজকে মনে হচ্ছে, মাথাটা খুব দ্রুত ঠিক হয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় রাত পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে পারছি না। আজকে রাতে সেক্স করেই ছাড়বো নিশ্চিত।"

"ফ্রাঙ্ক, আপনার রুম নম্বরটা একটু জানাবেন? যদি কোনো জরুরি কিছু ঘটে যায়, আর আপনার সাথে যোগাযোগ করতে হয়..."

"জরুরি কী ঘটতে পারে? উদাহরণ দাও তো।"

"কতকিছুই তো হতে পারে! ধরে নিন, কোনো কারণে আপনার সাথে আমার দেখা হওয়ার স্থান ওলোটপালোট হয়ে গেল, তখন আপনাকে কীভাবে খুঁজে বের করবো? আমি আপনার হোটেল এ চলে যাবো..."

BanglaBook.org

"সেটা ঠিক বলেছ। আসলে, আমি এখনো চেক ইন করিনি হোটেলে, তাই রুম নম্বরটা এখনো আমার অজানা। রিজার্ভেশন করে তাদের জিম্মায় আমার ব্যাগ রেখে এসেছি। রুম ঠিক হলেই তারা আমাকে জানাবে।"

"রুম নম্বরটা পেলেই আমাকে জানাবেন।"

"অবশ্যই। কিন্তু আমি বোধহয় আজকে সারাদিন বাইরে থাকবো, ফোন করার সুযোগ নাও পেতে পারি। আর আমি বাইরে থাকলে আমাকে খুঁজে পাবে না তুমি।"

"যদি রিসিপশনে গিয়ে আপনার কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি রাগ করবেন?"

"সেটা করলেও লাভ হবে না। আমি ভিন্ন একটা নামে এখানে থাকছি। ফ্রাঙ্ক নামটা এখানে ব্যবহার করছি না। বুঝতেই পারছো, এ দেশে যখন আনন্দের সুযোগ পাচ্ছি, ভিন্ন নামে ক'টা দিন কাটাব। যেসব দুষ্টু কাজ করতে যাচ্ছি, তাতে নিজের নাম ব্যবহার করতে লজ্জা লাগে। আচ্ছা, চল আজকে সেই ব্যাটিং সেন্টারটার সামনে দেখা করি।"

"কী বললেন? আরেকবার বলবেন?"

"গতকাল আমরা যে ব্যাটিং সেন্টারে গিয়েছিলাম, সেখানেই দেখা করব। দোতলাতে নয় অবশ্যই, সেন্টারটার সামনের রাস্তায়। জায়গাটা বেশ ভালো লেগেছে আমার।"

"ফ্রাঙ্ক, আমি তো এরকমভাবে কখনো এভাবে ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করি না। আমার নিয়ম হলো, ক্লায়েন্টের হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করা। হিলটনের লবিতে দেখা করি চলুন।"

"আসলে আমার সেটা করতে ইচ্ছা করছে না। বদ্ধ, কোলাহলপূর্ণ জায়গায় বসে থাকা একদমই পছন্দ না আমার। তার ওপর হোটেলের এত জাঁকজমক, চাকচিক্য দেখলে আমার চোখে ধাঁধা লেগে যায়। গ্রামের ছেলে আমি, তাই এসব স্থান আমার অসহ্য লাগে।"

তাহলে সে কেন হোটেল পরিবর্তন করলো? এক মিনিট আগেই সে জানিয়েছে আমাকে, দুটো দিন আরাম আয়েশে থাকার জন্য সে এই হোটেল বেছে নিয়েছে।

"ফ্রাঙ্ক, আমার গা একটু গরম বোধ হচ্ছে, জ্বর আসতে পারে। তাই বাইরে ঠান্ডার মধ্যে দেখা না করলে হয় না? অন্তত কোনো দালানের ভেতর দেখা করি? তাছাড়া..." এটুকু বলেই থেমে গেলাম। বলতে চাচ্ছিলাম, সেই ব্যাটিং সেন্টারের সামনের এলাকা খুব নিরাপদ না। অনেক বিপজ্জনক লোকজন সেখানে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু কথাগুলো বলার আগেই সে আমাকে থামিয়ে দিলো।

"আচ্ছা, আমারই ভুল। তুমি ঠিক বলেছ, বাইরে ঠান্ডার মধ্যে এভাবে দেখা

BanglaBook.org

করাটা বোকামি হবে। কী বলতে যে কী বলে ফেলি! কেঞ্জি, গতকাল খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। শেষের দিকে অবশ্য একটু গোলমাল করে ফেলেছি, তাই বলে তোমার ভালো ব্যবহার ভুলতে পারব না। এটা আগেই জানিয়ে রাখছি। ব্যাটিং সেন্টারেও কিন্তু আমার খারাপ সময় কাটেনি। তুমি সেটা নিয়ে ভেবো না। তবে আমরা হিলটন বাদে অন্য কোথাও দেখা করছি।"

"তাহলে যে হোটেলে আপনি গতকাল ছিলেন, সেখানেই দেখা করি আগের মতো? ঐ যে, 'শিনযুকু প্রিন্স' হোটেলটা। কাবুকিচোর খুব কাছেই জায়গাটা। নাকি অন্য কোনো এলাকায় ঘোরার ইচ্ছা..."

সাফ সাফ জানিয়ে দিলো ফ্রাঙ্ক, "আচ্ছা সেটাই হোক। হোটেলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।"

"তাহলে আপনার সাথে আজ রাত নয়টার দিকে সেখানে দেখা হচ্ছে।"

ফোনটা কেটে দিচ্ছিলাম, তক্ষুনি ফ্রাঙ্ক একটা আজব কথা বলে বসলো।

"কেঞ্জি, তুমি তোমার বান্ধবীকেও নিয়ে এসো।"

"কী?!" সজোরে বলে উঠলাম। বলার পর আমার চোখ পড়লো জুনের দিকে। সে এখনো ক্যাপাচিনো চামচ দিয়ে নেড়েই যাচ্ছে, এখনো একচুমুকও দেয়নি। চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। "আমার বোধহয় শুনতে ভুল হচ্ছে, কিন্তু আপনি মাত্র কী বললেন, আমার বান্ধবীকে নিয়ে আসতে?"

"হ্যাঁ, সেটাই বললাম। ভাবছিলাম, একসাথে তিনজন আড্ডা দিবো, আনন্দ করবো। কেন, সমস্যা আছে?"

তোমার সেক্স ট্যুর গাইডকে তার বান্ধবীসহ দেখা করতে বলা, এসব তো চিন্তাও করা যায় না। সে কি ভাবছে, আমি জুনকে হড়বড় করে সব বলে দিয়েছি? তাকে কি সে ব্যাটিং সেন্টারের সামনেই খুন করতে চায়?

"প্রশ্নই আসে না, ফ্রাঙ্ক।"

"তোমার যেটা ইচ্ছা।"

জুনকে সব খুলে বলার আগে ক্যাপাচিনোর কাপে চুমুক দিলাম। সব ঠিকঠাক করে বলতে হবে, কারণ ফ্রাঙ্কের গোলমেলে কথাগুলো সরাসরি শুনলে জুন কিছুই বুঝবে না। আমি তাকে সবকিছু ভালোভাবে বলতে চাই। কারণ ও বাদে আর কেউ জানে না, ফ্রাঙ্ক কতটা ভয়ঙ্কর।

আমার কথা বলা শেষ হলে সে বলল, "তোমার এক্ষুণি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।"

BanglaBook.org

"যোগাযোগ করে কী বলবো?"

জুন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ক্যাপাচিনো ততক্ষণে ঠান্ডা হয়ে গেছে, কাপের ওপরের ফোমটা ততক্ষণে উবে গিয়েছে, নিচের কাদার মতো হালকা বাদামি কফি দেখা যাচ্ছে।

"সেটা...আমিও জানি না। সোজাসুজি তো আর বলা যাবে না যে, হাইস্কুলের মেয়েটা আর ভবঘুরে লোকটাকে কে খুন করেছে, তাকে তুমি চিনো। কোনো প্রমাণ নেই তোমার হাতে। আবার এটাও বলতে পারবে না, তুমি ফ্রাঙ্ক নামের যে গাইজিনকে পুরো শহর ঘুরিয়ে দেখাচ্ছ, সে একটা মিথ্যুক আর পাগল...আচ্ছা ফোন করে বললে কেমন হয়?"

"হারামজাদা যে কোথায় আছে, সেটাই তো জানা নেই আমার। আর তার নাম যে ফ্রাঙ্ক না, তা খুব ভালো করেই জানি। সব মিথ্যে বলেছে সে আমাকে। পুলিশ চাইলেও তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। আমার তো মনে হচ্ছে, গতকাল যে হোটেলে বসে ছিল, সেখানেও সে বোধহয় থাকেনি। তার রুমে যাইনি, এমনকি রিসিপশন থেকে চাবি নিতেও দেখিনি তাকে।"

"আমার সাথে সে কেন দেখা করতে চাইবে?" জুনকে একটু বিভ্রান্ত দেখালো।

"আমি জানি না।"

"কেঞ্জি, আজ ওখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"আমিও সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু...আমার পাওনা টাকাটা এখনো পাইনি..."

"উফ, টাকার কথাটা ভুলে যাও।"

"সেটা নাহয় ভুলে গেলাম। কিন্তু সে তো এখন জানে, আমি কোথায় থাকি। যদি না যাই, বলা যায় না কী করে বসে! আমি তাকে ভয় পাচ্ছি, জুন, সত্যিটাই বললাম। ভয়ে আমার প্যান্ট ভিজে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমার মনে হয়, তার ব্যাপারে আমি তোমাকে কতটুকু বলেছি, সেটুকু জানার জন্যই সে তোমাকে ডেকেছে।"

'খুন' শব্দটা ইচ্ছা করেই চেপে গেলাম।

এমন সময় বেকারিতে এক মহিলা তার দুজন ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রবেশ করলেন। মহিলার বয়স তিরিশের বেশি মনে হচ্ছে না। ছেলেমেয়ে দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে, তারা এখনো প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। কোন কেকটা তারা খাবে, সেটা দুজন মিলে ঠিক করার চেষ্টা করছিল। দুজনকে দেখেই ভদ্রস্বভাবের, হাসিখুশি মনে হলো। তাদের মা রুচিসম্পন্ন একটা কোট পরেছিলেন, ওয়েট্রেসের সাথে তার ব্যবহারও মধুর মতো ছিল। যেন জন্মগতভাবেই তিনি নম্রভদ্র। জুন যখন তাদের দিকে তাকালো, তার চোখ ছোটো মেয়েটার দিকে

BanglaBook.org

পড়লো। মেয়েটাও তার দিকে তাকালো বেশ আগ্রহ নিয়ে। এইতো, বেশিদিন আগের কথা না, আমিও এরকমভাবে তাকিয়ে থাকাটা অভদ্রতার লক্ষণ বলে ধরে নিতাম। আমি নিজে নিষ্পাপ নই, তবে এতদিনে ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার হয়েছে। তাই আমি সাথে সাথে ফ্রাঙ্কের ভেতরে কী বিপদ লুকিয়ে আছে তা ধরতে পেরেছিলাম। 'পরশ্রীকাতরতা' বা অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা সম্পর্কে আমার ভালো জ্ঞান হয়েছে। সেটা তখনই জন্ম নেয়, যখন ভেতরে একাকীত্ব, দুঃখ আর প্রচণ্ড ক্ষোভ জমা হয়। পরশ্রীকাতরতার কারণে মনে হয়, হৃৎপিণ্ড কেউ ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে। মনে হয়, ভেতর থেকে কী যেন হারিয়ে গেল। তবে ফ্রাঙ্কের ভেতরে পৈশাচিক কোনো অনুভূতি আমি টের পাইনি, পেয়েছি ব্ল্যাকহোলের মতো বিশাল বিষণ্নতার খোঁজ। সেখান থেকে কখন কী বেরিয়ে আসে, বলার উপায় নেই। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে পরশ্রীকাতরতার জন্ম নিয়েছে, কাউকে খুন করে ফেলতে মনে চেয়েছে। কিন্তু মনের ভেতর থেকে কিছু একটা আমাদের সে কাজ করতে বাধা দিয়েছে। সেটি পরশ্রীকাতরতাকে সেই বিশাল শূন্যতার মধ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, যেখান থেকে তার জন্ম হয়েছিল। মাঝেমধ্যে কারো কাজের মধ্যে সেটি প্রকাশ পেয়ে যায়। ফ্রাঙ্ক ওরকম ছিল না। আমি জানি না সে খুনি কিনা, তবে তার মধ্যে একটা বিশাল শূন্যতা লুকিয়ে আছে। সেই শূন্যতাই তাকে বাধ্য করছে মিথ্যা বলতে। আমারো এরকম সময় গিয়েছে। তবে ফ্রাঙ্কের সাথে তুলনা করলে সেটাকে ছেলেখেলাই মনে হবে।

"আমাকে প্রতি আধাঘণ্টা পর পর ফোন দেবে, ঠিক আছে?" জুন বলে দিলো। আমি মাথা নাড়লাম। "আর হ্যাঁ, যাই করো, তাকে নিয়ে কোনো নির্জন জায়গায় যেয়ো না।"

৩.

'শিনযুকু প্রিন্স' হোটেলের একটা পিলারে ঠেস দিয়ে ফ্রাঙ্ক দাঁড়িয়েছিল। সেটার পাশ দিয়ে যখন ঢুকতে যাচ্ছিলাম, পিলারের আড়াল থেকে ফ্রাঙ্ক বেরিয়ে এলো। "হাই, কেঞ্জি!"

আরেকটু হলেই বিষম খেয়ে যেতাম। "ফ্রাঙ্ক," বাতাসের অভাবে খাবি খেলাম, "আমাদের না ভেতরে দেখা করার কথা?"

ভেতরে বেশ ভিড়, বলেই সে চোখ টিপ দেওয়ার চেষ্টা করলো। এরকম

BanglaBook.org

চোখ টিপ দেওয়া মনে হয় পৃথিবীতে প্রথম। চোখের মণি একেবারে ওপরের দিকে উঠে গেল, ফলে চোখের সাদা অংশটাই দেখা যাচ্ছিল। ভূতুড়ে ব্যাপারস্যাপার।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে ভেতরটা ফাঁকাই লাগছিল। ফ্রাঙ্ক আমাকে পেছনে তাকাতে দেখে নিজেও তাকালো। অযুহাত দিলো, একটু আগেও গমগম করছিল মানুষে। আগের দিনের তুলনায় আজকে ফ্রাঙ্ক ভালো জামাকাপড় পরেছিল। কালো রঙের সোয়েটার, কর্ডুরয়ের জ্যাকেট, সাথে জিন্সের প্যান্ট আর স্নিকারস। এমনকি মাথার চুলও আঁচড়িয়ে ওপরের দিকে উঠিয়ে দিয়েছে। আগেরদিনের মতো সেই চামড়ার ব্যাগটা সাথে নেই, আজকে তার কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো ছিল।

"আমি একটা ভালো বার খুঁজে পেয়েছি।" ফ্রাঙ্ক জানালো। "একটা শট বার। এরকম বার এদেশে খুঁজে পাওয়াই ভার। সবার আগে চলো সেখানে যাই।"

বারটা অপরিচিত নয়, কুয়াকুশো এভিনিউয়ের জনপ্রিয় জায়গা সেটি। এমন না যে, সেখানে সুস্বাদু ককটেল বিক্রি করে কিংবা ভেতরটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো, অথবা খাবার অন্য জায়গা থেকে হাজারগুন ভালো। আসলে কাবুকিচোর অন্যান্য জায়গার মতো জাঁকজমকপূর্ণ নয় এটি, শুধুমাত্র পাবের উদ্দেশ্যই পালন করে। সেজন্য বিদেশীদের ভিড় লেগেই থাকে এখানে। আমি নিজেও বেশ কয়েকবার ক্লায়েন্টদের এখানে নিয়ে এসেছি। ভেতরে কোনো বসার জায়গা নেই, বিশাল বড়ো একটা কাউন্টার। জানালার পাশে লম্বা কিন্তু সরু একটি কাঁচের টেবিল লাগানো, যেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ার খেতে খেতে গল্প করা যায়। এখানে পৌঁছাতে আমাদের ক্লাবভর্তি আর দালালের উপচে পড়া ভিড় ঠেলে আসতে হয়েছে। আজ কিন্তু ফ্রাঙ্ক পিপ শো বা লাঞ্জারে পাবের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

"গলা ভিজিয়ে রাতটা শুরু করতে চাই।" আমাদের সামনে অতিদ্রুত গ্লাসভর্তি বিয়ার চলে এলো, ঠোকাঠুকি করে নিলাম গ্লাস দুটো। ইচ্ছা করলেই আমরা কিন্তু হোটেলের রেস্তোরায় বসে মদ খেতে পারতাম। ফ্রাঙ্ক কি সেই হোটেলে ফিরে যেতে চাচ্ছে না? একটা পুরোনো ডিটেকটিভ গল্পের কথা মনে পড়ে গেল, কোথাও যদি পরপর দুদিন মদ খেতে যান আপনি, তবে সেখানের ওয়েটার আর বারটেন্ডার আপনাকে মনে রাখবে।

আশেপাশে তাকালাম। চেনাজানা কেউ আছে কিনা খোঁজার চেষ্টা করলাম। জুন আমাকে বলে দিয়েছে, যাতে আমি ফ্রাঙ্কের সাথে একলা কোথাও না থাকি। সেজন্য পরিচিত কাউকে খোঁজার চেষ্টা করলাম, যাতে আমাকে মনে রাখতে পারে। কাউকেই পেলাম না। ভিন্ন জাতের মানুষের যেন মেলা বসেছে বারটাতে।

BanglaBook.org

একদল ধনী কলেজের ছেলে, কড়া ধাঁচের কর্পোরেট অফিসার, পার্টি করতে দক্ষ মহিলা অফিসাররা। বেশি আধুনিক সাজগোজ করা মানুষজনও ছিল, যাদের দেখে মনে হচ্ছিল রপ্পোনগি থেকে ভুলে কাবুকিচোতে এসে পড়েছে। রাত হলেই সেক্স ক্লাব থেকে হোস্টেসরা এখানে গলা ভেজাতে আসবে।

"তোমাকে ঠিক আগের মতো লাগছে না।" ফ্রাঙ্ক বলল। আগের দিনের তুলনায় সে আজ দ্রুতই বিয়ার গিলছিল।

"আসলে আমি একটু ক্লান্ত।" উত্তর দিলাম। "ফোনেই তো বলেছি, শরীরটা ভালো নেই, জ্বর আসতে পারে।"

আজকে আমার পরিচিত কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, আমি একটু অন্যরকম আচরণ করছি। সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম। এভাবেই মানুষজন পাগল হওয়ার পথে এগিয়ে যায়। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা, প্রবাদটা পড়েছিলাম। আজ কথাটার মানে বুঝতে পারলাম। ফ্রাঙ্ক বারবার আমার দিকে উৎসুকভাবে তাকাতে থাকল, আমি কিছু বলার মতো না পেয়ে চুপ থাকলাম। আমার চোখে সে একটা সন্দেহজনক চরিত্র বাদে আর কিছুই না, এই ধারণাটাই যেন ফ্রাঙ্কের মাথায় ঢোকাতে পারি। তবে বেশি বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তাকে যে খুনি বলে সন্দেহ করছি, সেটা কোনোমতেই বুঝতে দেওয়া যাবে না। যদি সে কিছু আঁচ করতে পারে, তাহলে সাথে সাথে আমাকে খুন করে ফেলবে, সন্দেহ নেই।

"তাহলে আজকে কী করবেন আপনি?" তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"এ ব্যাপারে তোমার কোনো উপদেশ আছে, কেঞ্জি?"

যতটা হালকাভাবে বলা যায়, সেরকম স্বরে সাহস করে মজা নিলাম তার সাথে, "তাহলে চলুন সেই ব্যাটিং সেন্টারটাতে ফিরে যাই। সকাল পাঁচটা পর্যন্ত ইচ্ছামতো বল পেটাই, কী বলেন?"

"সকাল পাঁচটা পর্যন্ত!" সে হেসে ফেলল। যখন আমি মাথা ঝাঁকাতে থাকলাম জোরে জোরে, সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসিটা আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত, এরকম জোরে জোরে হাসতে কেবল তাদেরই দেখেছি। বিয়ারের গ্লাসটা একহাতে ওপরে তুলে অপর হাত দিয়ে আমার পিঠটা চাপড়ে দিলো। এই যে, আমেরিকানদের বিয়ারের গ্লাস হাতে অট্টহাসি, জিনিসটার সাথে জাপানিজ মানুষদের বারবার মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা করার মিল আছে। আশেপাশের কাস্টোমাররা আমাদের দেখে মুচকি হাসলো। যেসব বিদেশীরা এ দেশে এসে আনন্দে থাকে, তাদের প্রতি জাপানিজরা খুবই সদয়।

বিদেশীটা তো ভালোই আনন্দে আছে, তাহলে এই দেশটা হয়তো খুব খারাপ একটা জায়গা না। হয়তো এই পাবটা আন্তর্জাতিক মানের, বিদেশীটা

BanglaBook.org

সেজন্য খুশিতে আছে। আমরা কত সৌভাগ্যবান, প্রতিদিন এখানে বিয়ার খেতে পারছি! অনেক সুখেই তো আছি তাহলে!

এরকম অনেক চিন্তাই তাদের মাথায় আসে। জায়গাটায় অবশ্য খুব চমৎকার জ্যাজ গান চলতেই থাকে সবসময়, কাবুকিচোতে ব্যাপারটা খুবই দুর্লভ। আলো-আঁধারিতে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, তাই ফ্রাঙ্কের পাশের লোকটাও তাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে না। আবার সেই শীতল চোখদুটোর দিকে মুখ ফেরালাম, চেষ্টা করলাম মুখটা হাসিহাসি রাখতে। এরকম জোর করে হাসিহাসি মুখ করে রাখাটা খুবই কষ্টের কাজ। কতক্ষণ যে এভাবে থাকতে পারব, কে জানে!

"আমার দরকার সেক্স, কেঞ্জি। সেক্স। আমি এখানে ইচ্ছামতো মদ গেলার পর এমন কোনো ক্লাবে যেতে চাই, যেখানে আমার মনের ইচ্ছাটা পূরণ হবে।"

আমার ঠাট্টা তার মনে আদৌ কোনো দাগ ফেলতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। জ্যাকেটের পকেটে একটা মরিচের গুঁড়ার স্প্রে রেখে দিয়েছিলাম। জুনকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার পর শিবুইয়ার এক দোকান থেকে সেটা আমি কিনেছি। জুন অবশ্য একটা স্টান গান কিনে নিতে বলেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি যদি খারাপের দিকেই যায়, তবে সেটা ব্যবহারের সুযোগও মিলবে না। আর সেটা চালু করে পকেটে রেখে দিলে খুব দ্রুত ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবে। স্টান গান দিয়ে কাউকে আঘাত করা যায় বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য খুব একটা ভালো জিনিস না। সবচেয়ে ভালো সমাধান হলো, ফ্রাঙ্ক থেকে দৌড়ে পালানো। ভাবছি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লাতিন আমেরিকান কোনো প্রস্টিটিউট কিংবা চাইনিজ হোস্ট ক্লাব থেকে কোনো মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের লাভ হোটেলে পাঠিয়ে দেবো। তাহলে কয়েক ঘণ্টার জন্য চিন্তামুক্ত থাকবো।

"আপনি কি প্রস্টিটিউট ভাড়া করতে চান?"

"ঠিক! তবে এখনো রাত ঢের বাকি।" উত্তর দিলো।

"বাইরে কিন্তু তা নাও মিলতে পারে। নিউ ইয়ারসের কেবল দুদিন বাকি, সব জাপানিজ অফিসে ছুটি দিয়ে দিয়েছে, অফিসাররাও বাড়ি চলে গিয়েছে। প্রস্টিটিউটরাও ছুটি নেয় এ সময়।"

"সেটা নিয়ে চিন্তা নেই। আগেই সেটার খোঁজখবর নিয়ে রেখেছি।"

"খোঁজখবর?"

"হ্যাঁ। ডিনারের পর আমি হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তখন পথে যারা লিফলেট বিলি করে তাদের সাথে আলাপ হয়েছে। কাদের সাথে বুঝতে পেরেছ? গতকালকের লিফলেট বিলি করা দালালদের সাথে। তারা এ ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিয়েছে। রাস্তার পাশে এক প্রস্টিটিউট দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করায় সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, আজকেও তারা কাজে ব্যস্ত থাকবে।

BanglaBook.org

টাকা না থাকলে আবার নিউ ইয়ার উদযাপন কী? তারা এখানে টাকা কামাতে এসেছে, নিউ ইয়ার পালন করতে আসেনি।"

"আপনি তো একলাই ভালো খোঁজখবর নিয়েছেন। আমাকে আর দরকার কিসের!"

ইস, কত ভালোই না হতো, যদি সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই প্রস্টিটিউট খুঁজতে বেরিয়ে পড়ত।

"মজা কোরো না, কেঞ্জি। এতক্ষণে তুমি শুধু আমার গাইড নয়, ভালো বন্ধু হয়ে গেছ। আমি যে এরকম খোঁজখবর নিলাম, তুমি রাগ করোনি তো? আমি আসলে তোমার মন খারাপ করতে চাইনি।"

"না, না, রাগ করিনি," তাকে অভয় দিলাম। ফ্রাঙ্ককে আজ চেনাই যাচ্ছে না। তার গলা আগের দিনের তুলনায় বেশি ভরাট লাগছিল, আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, আজ সে শক্তিতে টগবগ করছে। "আজ আপনাকে বেশ সুখী সুখী লাগছে।" তাকে বললাম। "গতরাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো?"

ফ্রাঙ্ক মাথা নাড়ল। "মোটে একঘণ্টা ঘুম হয়েছে।"

"কেবলমাত্র একঘণ্টা?"

"জিনিসটা আমার গায়েই লাগে না। আমার ঘুম দরকার হয় কেবল চিন্তা দূর করার জন্য। মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য ঘুম দরকার হয়, শরীরের প্রয়োজনে নয়। শরীর ক্লান্ত হলে কেবল সটান করে শুয়ে থাকলেই চলে। কিন্তু কেউ যদি দুশ্চিন্তার কারণে ঘুম বাদ দিয়ে দেয় বেশ কিছুদিনের জন্য, তবে সে পাগল হয়ে যাবে। এমন সব জিনিস করা শুরু করবে, যা ভাবাও যায় না।"

সেই মুহূর্তে বারে একটা পরিচিত মেয়ে প্রবেশ করলো। সে একলা থাকায় হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলাম।

মেয়েটার নাম নোরিকো। সে ওমিয়াই পাবের একজন দালাল। ওমিয়াই মানে মিল খুঁজে নেওয়া। ওমিয়াই পাবে মেয়েদের ফ্রিতে মদ খেতে আর কারাওকে মেশিনে গান গাইতে আহ্বান করা হয়। কাস্টোমাররা, মানে পুরুষরা টাকা দিয়ে এসব পাবে ঢুকে তাদের অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করে।

"কেঞ্জি, নাকি!" এলেমেলোভাবে হাঁটতে হাঁটতে নোরিকো আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি তাকে ফ্রাঙ্কের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

"নোরিকো, এখানকার ক্লাবগুলোর ব্যাপারে অভিজ্ঞ। কোথায় কী হয়, সব তার নখদর্পণে। সে আমাদের জানাতে পারবে, আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত।"

জাপানিজ ভাষায় আমি নোরিকোকে বুঝিয়ে বললাম, ফ্রাঙ্ক আমার ক্লায়েন্ট। নোরিকো ইংরেজি বলতেই পারে না। বয়স মাত্র ২০, পুরো শৈশবকাল তার একের পর এক সংশোধন স্কুলে কেটেছে। কথাটা অবশ্য সে আমাকে বলেনি,

BanglaBook.org

কাবুকিচোতে কান পেতে থাকলে সবার ব্যাপারেই জানা যায়। কাবুকিচোর অন্যান্য বাসিন্দাদের মতোই নোরিকো তার অতীত লুকিয়ে রাখে। যতই মাতাল হোক না কেন, পেটে বোমা মারলেও তার অতীত সম্পর্কে একটা কথাও ফাঁস করবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ তার সাথে কথা বললেই 'কিশোর অপরাধী' শব্দটা যে ভুল বলেনি তা বোঝা যায়।

নোরিকো আমাদের মধ্যে এসে পড়ায় ফ্রাঙ্কের মুখে সেই শূন্য অনুভূতির মুখটা ফিরে এল। চোখ দেখে সে কি রেগে গিয়েছে, নাকি অন্যকিছু, তা টের পেলাম না। নোরিকো তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই চোখ সরিয়ে ফেলল। নোরিকোর মতো মেয়েরা জানে, কোথায় তাকানো উচিত আর কোথায় উচিত নয়।

"ফ্রাঙ্ক, আপনার পদবীটা তো ঠিক জানা নেই আমার।" নোরিকোর ড্রিংকের বিল মিটিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম। সে একটা টার্কি আর সোডা অর্ডার দিয়েছিল।

ফ্রাঙ্কের মুখ মুহূর্তে মুহূর্তে আরো গোমড়া হয়ে যাচ্ছিল। বিড়বিড় করে সে বলল, "পদবী?"

"কেঞ্জি।" নোরিকো কিছুটা সরে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি তোমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা তৈরি করছি নাতো?"

তাকে অনুনয়ের ভঙ্গিতে আরেকটু থাকতে বললাম।

"মাসোরুয়েদা।" ফ্রাঙ্ক বলল।

প্রথমে মনে হলো, ফ্রাঙ্ক জাপানিজে কিছু বলার চেষ্টা করছে, মানে *মা, সোরে দা?*

"কী?" আমি বললাম। তখন সে ধীরে ধীর উচ্চারণ করলো, "মা সো রু এ দা, অর্থাৎ মাসোরুয়েদা।" দুইশ'র বেশি আমেরিকানদের সাথে কাজ করেছি, কখনো এরকম পদবী শুনিনি। নোরিকোকে বললাম, তার নাম মাসোরুয়েদা।

"আমি তো ভাবলাম, গাইজিনটার নাম ফ্রাঙ্ক।" হুডির পকেট থেকে মার্লবোরো এর প্যাকেট বের করতে করতে নোরিকো জিজ্ঞেস করলো। এক টুকরো টার্কির মাংস মুখে দিয়ে সে সিগারেটটা ধরালো।

"ফ্রাঙ্ক তার নামের প্রথম অংশ, অনেকটা কেঞ্জি বা নোরিকোর মতো।"

"সেটা তো জানি। হুইটনি নামের প্রথম অংশ, আর হুইটনি তার পরিবারের পদবী, সেরকম তো?"

"হুম। কাজের কীরকম অবস্থা আজকাল?"

"খুব ভালো নেই। এই ঠান্ডার মধ্যে কেউ আসছেই না। তুমি আসবে নাকি আমাদের পাবে?"

BanglaBook.org

"যদি ও (ফ্রাঙ্ক) চায়, তবেই।"

ফ্রাঙ্ক তখনো তার স্বভাবসুলভ শূন্য চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কেঞ্জি, ও একটা গাইজিন। ওর মতামত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, টেনে নিয়ে যাবে যেখানে মন চায়। এরকম কি কখনো করো না তুমি?"

"সাধারণত করি না। "

"বলো কী!"

"এত সকাল সকাল মাতাল হওয়ার চেষ্টা করছো কেন? কাজ শেষ নাকি?"

"গাধা, মাত্র তো শুরু করলাম। ক্ষেপে আছি, তাই এখানে এলাম ঠান্ডা হতে।" নোরিকো তার খালি গ্লাসটা আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আরেক গ্লাস নেবো?"

নিশ্চয়ই, আমি বললাম। বার তখন ভিড়ে টইটম্বুর, কিন্তু এত শব্দের মাঝেও পুরো বার জুড়ে জ্যাজ গান ভেসে বেড়াচ্ছে । নোরিকো আমার জেনারেশনের হওয়া সত্ত্বেও জ্যাজ গান সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান রাখে। দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত বেস গিটারের আওয়াজে সে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছিল। হাতের সিগারেট থেকে ধোঁয়া তার ব্লিচ করা চুলের ওপরে উঠে মিশে যাচ্ছিল বাতাসে। নোরিকো দেখতে বেশ চোখধাঁধানো, কিন্তু আজকে তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো, সে একজন হোস্টেস কিনা। না, সে বাইরে লিফলেট বিলি করা দালালদের মতো, উত্তর দিলাম। সে ফিসফিস করে আমাকে বলল, মেয়েটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। কথাটা আমি নোরিকোকে জানালাম, সে এক মুহূর্তের জন্য ফ্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বলল 'ডোমো' মানে ধন্যবাদ।

"গিটারটা বাজাচ্ছে কেনি বারেল।" ফ্রাঙ্ক নোরিকোকে বলল। "দানামো মাসোরুয়েদা নামের এক পিয়ানোবাদক তার সাথে জুটি বেঁধে প্রচুর গান তৈরি করেছে। সে নিজে খুব নামীদামী কেউ ছিল না, ভালো পিয়ানোও সে বাজাতে পারত না। সে বুলগেরিয়ার বাসিন্দা। একটা মজার তথ্য জানিয়ে রাখি, দানামো এর দাদা 'বগোমিলস' নামের একটা প্যাগান সংঘটনের সাথে জড়িত ছিলেন, অনেকে তাকে জাদুকরও বলতো।"

"গাইজিনটা কি সব বকবক করছে?" নোরিকো আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে বললাম। "তাহলে পিয়ানোবাদকের পদবীর সাথে গাইজিনটার মিল আছে দেখছি" পকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করলো নোরিকো। ফ্রাঙ্ক সেটা জ্বালিয়ে দিলো। 'ডোমো' সে বলল। "আহ, ধন্যবাদ!" নিজের স্বল্প জ্ঞান ইংরেজি দিয়ে নোরিকো ফ্রাঙ্ককে ধন্যবাদ দেওয়ার চেষ্টা করলো। প্রত্যুত্তরে ফ্রাঙ্ক হাতের দেয়াশলাইটা নিভিয়ে নিজেও বলে উঠল, ডোমো।

BanglaBook.org

নোরিকো প্রশ্ন করলো, "জাদুকর? 'সিগফ্রিড আর রয়'র মতো স্টেজ জাদুকর নাকি?"

"জাদুকরের ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না।" ফ্রাঙ্ককে বললাম আমি। "অস্বাভাবিক নয় সেটা।" বলে ফ্রাঙ্ক হাত নেড়ে বলা শুরু করলো,

"হয়তো জানা থাকতে পারে, মধ্যযুগে ইউরোপে ডাইনিবিদ্যা প্রচলিত ছিল। বেলগেরিয়া ছিল তার প্রাণকেন্দ্র। আমি কিন্তু হাতসাফাইয়ের মতো সস্তা জাদুর কথা বলছি না। ব্ল্যাক ম্যাজিক, স্যাটানিজম, শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে ক্ষমতা লাভ–এর কথাই বলছি। কেঞ্জি, ওকে বুঝিয়ে বলো তো। আমার ধারণা, শুনে সে মজা পাবে।"

এইসব কথা বলার সময় ফ্রাঙ্কের চোখ ঝকঝক করছিল। শূন্য চোখের কোটরে এখন আলোর উপস্থিতি ছিল। এখন তার চোখ দুটো দেখে ছোটোবেলায় দেখা এক মরা বিড়ালের কথা মনে পড়ে গেল। মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় না দেখে একটা মরা বিড়ালের ওপর পা ফেলে বসেছিলাম। পচে গন্ধ ছড়াচ্ছিল আগে থেকেই, আমি পা ফেলার সাথে সাথে সেটার পেটে জমে থাকা গ্যাস যেন বিস্ফোরিত হলো। ফলে বিড়ালের একটা চোখ ছিটকে আমার জুতার সাথে লেগে গিয়েছিল।

"জাদুবিদ্যা আসলে কিছুই না, সবই ছিল সেক্স-নির্ভর। যতরকমের উদ্ভট সেক্স কল্পনা করা যায়, সমকামিতা, নেক্রোফিলিয়া ইত্যাদি ছিল খুব সাধারণ ব্যাপার। এসব শুরু হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে নাইটস টেম্পলাররা জেরুজালেমের পথ ধরে এক প্যাগান আরব সঙ্ঘের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল। তুমি কি জানো, কেউ নাইটস টেম্পলারদের দলে যোগ দিতে চাইলে প্রধানের নিতম্বে চুম্বন করে শুরু করতে হতো? আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এসব কথা শুনলে সুন্দরী মেয়েটা মজা পাবে অনেক। রোলিং স্টোনস ব্যান্ডও একসময় স্যাটানিজমে দীক্ষা নিয়েছিল। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে, তার রোলিং স্টোনসকে চেনার কথা।"

ফ্রাঙ্কের কথাগুলো নোরিকোকে বোঝাতে বেশ সময় লাগলো। 'গাঁজাখুরি কথাবার্তা সব', নোরিকো বিরক্তির স্বরে বলল।

"আমার এসব শয়তান, ম্যাজিক, ভুডু নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু এ কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারি, যে বেস গিটারটা কেনি বারেল বাজাচ্ছে না। সে এরকম বস্তাপচাভাবে গিটার বাজায় না। তোমার গাইজিনটা মূর্খ, কেঞ্জি। গিটারের সুর কিছুক্ষণ শুনলে যে কেউ বলতে পারবে, ওয়েস বাজাচ্ছে সেটা। এই মূর্খ গাইজিন তো ওয়েসের বাজনাই আলাদা করে ধরতে পারে না। আবার জ্ঞান দিচ্ছে!" বলে নোরিকো আঙ্গুল দিয়ে ফ্রাঙ্কের হাত খোঁচা দিলো। 'বাকা দা ইয়ো, ওস সান' (বোকা বুড়ো!)

BanglaBook.org

নোরিকো যা বলল, তার সংক্ষিপ্ত রূপটা ফ্রাঙ্কের সামনে পেশ করলাম। নোরিকো আমার ওপর চিৎকার করতে লাগলো, "আমি যে তাকে গর্দভ বলেছি, সেটা বললে না কেন? 'বাকা' মানে যে গর্দভ, এইটুকু ইংরেজি অন্তত আমার জানা আছে।"

আমি নোরিকোকে বোঝালাম, 'বাকা' শব্দটা ইংরেজিতে নানাভাবে বলা যায়, কিন্তু তাতে সে শান্ত হলো না।

ইয়াকুজা, মানে জাপানিজ মাফিয়ারা যে কখন কী করতে কী করে বসে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। তেমনি, নোরিকোর মতো অল্পতেই ক্ষেপে যাওয়া মানুষজনের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। মাতাল হোক বা না হোক, সে অল্পতেই ক্ষেপে ওঠে। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই নোরিকোর মতো মানুষেরা ধরে নেয়, তাদের আমরা অসম্মান করে কথা বলছি। হেসে সেটা উড়িয়ে দিলে তারা আরো ক্ষেপে যায়। এরকম অবস্থা দাঁড়ালে সেটা থামানোর আর কোনো উপায় থাকে না। আমি ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালাম, ততক্ষণে তার সেই পূর্বপরিচিত মুখে পরিবর্তন ঘটেছে। এইতো, এবার দেখা যাক, নোরিকো কী বলে। নোরিকো কিছুক্ষণ ফ্রাঙ্কের দিকে তাকানোর পর চুপ মেরে গেল। আমি নিশ্চিত তার মাথায় তখন 'গাইজিনটার সমস্যা কী?' প্রশ্নটা এসেছে।

"কেঞ্জি।" ফ্রাঙ্ক নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো। "এই মেয়েটা কি প্রস্টিটিউট?"

ফ্রাঙ্ক আমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি দেহব্যবসার সাথে জড়িত কিনা এখন, নোরিকোকে বললাম। নোরিকো ফ্রাঙ্কের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে উত্তর দিলো, "আগে ছিলাম, এখন আমি আর ঐ পেশায় নেই। তবে আমাদের পাবে সেরকম অনেক মেয়ে আছে।"

কথাটা ইংরেজিতে বুঝিয়ে বলার সাথে সাথে ফ্রাঙ্ক বলে বসলো, "তাহলে চলো, সেখানে যাই।"

৪.

পাবের ভেতর একটা টেবিলের পেছনে পাঁচজন মেয়ে বসেছিল। প্রত্যেকের সামনেই একটা করে প্ল্যাকার্ড। আর তাতে নম্বর দেওয়া। প্রত্যেকেই বিয়ার কিংবা জ্যুস খাচ্ছিল, একজন কারাওকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। নোরিকো ভেতরে ঢুকেই আমাকে আর ফ্রাঙ্ককে একটা কাঁচের গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিলো। কাউন্টার থেকে পোস্টকার্ড সাইজের কাগজ ও একটা কলম ধরিয়ে দিলো। সেখানে যে মেয়েকে পছন্দ, তার নম্বরটা লিখতে হবে। যাকেই বেছে নেই না কেন, ২০০০

BanglaBook.org

ইয়েন করে খরচ পড়বে। আর হ্যাঁ, মেয়েটার সাথে কী কী করতে ইচ্ছুক, তাও লিখতে হবে। যেমন, 'আমি মেয়েটার সাথে ডেটিংয়ে যেতে চাই' কিংবা 'একসাথে মদ খেতে খেতে তার সাথে পরিচিত হতে চাই' এইরকম আরকি। "তবে কোনোরকম নোংরামি চলবে না। মেয়েগুলো সবাই-ই আনাড়ি, মাত্র কাজ শুরু করেছে এখানে।"

"কী বলল সে?" ফ্রাঙ্ক আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। আমি তার কানে ফিসফিস করে বললাম, "মেয়েদের সবাই অপেশাদার বা আনাড়ি।"

প্রত্যেকটা মেয়ে দেখতে ও আচার-আচরণে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। ১ নম্বর প্ল্যাকার্ডের পেছনে বসে থাকা মেয়েটা সাদা রঙের একটা ড্রেস পরেছিল। তবে তার মেকআপ দেখে কোনোমতেই তাকে আনাড়ি মনে হচ্ছিল না। অ্যামেচার কেউ ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে এরকম মেকআপ করে কাবুকিচোতে ঘোরাঘুরি করবে, প্রশ্নই আসে না। ২ নম্বর মেয়েটা ভেলভেটের প্যান্ট আর লেদারের জ্যাকেট পরেছিল, ক্রিম রঙের স্যুট পরে বসেছিল ৩ নম্বর মেয়েটা। ৪ ও ৫ নম্বর মেয়ে দুজন কাছাকাছি বসেছিল, তাদের পরা উজ্জ্বল রঙের সোয়েটারের মধ্যেও বেশ মিল ছিল। ১ নম্বর মেয়েটার তখন কারাওকে-তে গান গাওয়া কেবল শেষ হয়েছে; এখন সেইকো মাতসুদার দশ বছর আগের গাওয়া একটা গান গাইছিল ৩ নম্বর মেয়েটা।

"কেঞ্জি, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?" ফ্রাঙ্ক আমাকে জিজ্ঞেস করলো। "সে (নোরিকো) না বলেছিল, এখানে আমরা প্রস্টিটিউট পাবো?"

আমি তাকে বললাম, জাপানে এখন এরকম পাবের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে যেখানকার মেয়েরা ওসব ব্যাপারে আনাড়ি ও দক্ষের মাঝামাঝি থাকে। অবশ্য কথাটা তার বোধগম্য হবে না জানা ছিল। ১ ও ৩ নম্বর মেয়ে দুজন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। আমি নিজেও ধন্দে পরে গিয়েছিলাম, তারা কি আদৌ আনাড়ি ছিল কিনা। পাবের ভেতর ছয় কী সাতটা টেবিল ছিল, দেওয়ালে কালচে কমলা রঙের ওয়ালপেপার লাগানো। ওয়ালপেপারের দুর্বোধ্য নকশা যেন অস্ফুট স্বরে বলতে চাচ্ছে, 'আমরা জায়গাটাকে অভিজাত দোকানগুলোর মতো করতে চেয়েছিলাম। তাই চেয়েছিলাম ইংল্যান্ডের পুরোনো দুর্গগুলোতে যেসব কারুকাজ করা ট্যাপেস্ট্রি ঝুলানো থাকে, সেটার নকল করতে। কিন্তু দুঃখিত! টাকার অভাবে তা আর হয়ে ওঠেনি। যা দেখতে পাচ্ছেন, ততটুকুই আমাদের সামর্থ্যে কুলিয়েছে।'

দেওয়ালে অল্প কয়েকটা পেইন্টিং ঝোলানো। সেগুলো দেখে মনে হচ্ছে, ছোটোখাটো কোনো মফস্বল শহরের প্রদর্শনীর প্রচলিত ছবিগুলোকে আবার নতুন করে আঁকানো হয়েছে। টেবিলের ওপর যে মেন্যু কার্ড পড়েছিল, সেটার প্রত্যেক

BanglaBook.org

কোণাতেই ফুলের নকশা করা। মেন্যুর লেখাগুলোও ছিল চটকদার ধরনের, 'ইয়াকিসোবা, একবার খেলেই বুঝতে পারবেন এর অপূর্ব সসের স্বাদ!' কিংবা 'রামেন, ইন্সট্যান্ট নয় কিন্তু!' তথাকথিত 'রান্নাঘর' (সহজ করে বললে সেখানে কেবল একটি বেসিন ও একটা মাইক্রোওয়েভ ছিল) এর পাশে মধ্যবয়স্ক, স্যুট-টাই পরা একজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনুমান করে নিলাম, ইনি এখানকার ম্যানেজার। আর ছিল এক অল্পবয়স্ক ওয়েটার, নাকে ও ঠোঁটে ছিদ্র করে রিং পড়েছে। পুরুষ কাস্টোমার ছিল মাত্র একজন, চল্লিশের ঘরে বয়স বোঝাই যাচ্ছে। আর পোশাক দেখে আঁচ করা যায়, সরকারি চাকুরীজীবী না হয়েই যায় না।

ফ্রাঙ্ক কলম হাতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "এদের মধ্যে কারা কারা প্রস্টিটিউট, কেঞ্জি? আমি তো আগেই বলেছি, আমি এখানে শুধুমাত্র সেক্সের জন্য এসেছি। নোরিকো তো সে কথা বলেই আমাদের এখানে নিয়ে এলো।"

এই যে পাঁচজন বসে আছে, তাদের সাথে আপনি সর্বোচ্চ ডেটিংয়ে যেতে পারবেন, ফ্রাঙ্ককে বোঝালাম। এদের প্রত্যেককে দেখে মনে হচ্ছিল হয় তারা একেবারেই এ পেশায় ভালোভাবে জড়িত, কিংবা একেবারেই নিষ্পাপ। তবে একেবারে নিষ্পাপ কোনো মেয়ে এখানে কাজ করতে আসবে না। সত্যি বলতে কী, আমাদের দেশে আদৌ কোনো ভদ্র, সম্ভ্রান্ত, নিষ্পাপ কোনো মেয়ে আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

নোরিকো আমাদের হাতে যে কাগজ ধরিয়ে দিয়েছিল, সেখানে একটা আয়তাকার বক্স ছিল। সেখানে আমাদের পছন্দ করা মেয়েটার নম্বর লিখতে হবে। এরপরের চারটি আয়তাকার বক্সে ক্রমান্বয়ে নামধাম, বয়স, পেশা ইত্যাদি লিখে পূরণ করতে হবে। এরপরে লিখতে হবে 'আপনি আপনার ডেটিং সঙ্গিনীর সাথে যা যা করতে চান'। নিচে চারটি সম্ভাব্য উত্তর রয়েছে, যেটা মেয়েটা বেছে নিবে,

১. যে-কোনো জায়গায় বেড়াতে যেতে চাই!

২. কোথাও ড্রিংক করতে যেতে চাই!

৩. এখানেই বসে ড্রিংক করে দেখতে চাই পরিস্থিতি কতদূর এগোয়!

৪. দুঃখিত!

কাগজটা পূরণের পর সেটা বেছে নেওয়ার মেয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সম্ভাব্য চারটা উত্তরের কোনো একটাতে টিক চিহ্ন দেওয়ার পর মেয়েটি সেটা তোমার হাতে ফেরত দেবে।

ফ্রাঙ্ক ১ নম্বর মেয়েটাকে বেছে নিয়েছিল। তার কাগজটা আমি পূরণ করলাম। নাম : ফ্রাঙ্ক মাসুরোয়েদা, বয়স : ৩৫, পেশা : আমদানির সাথে জড়িত একটি ব্যবসায়ি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট, নিবাস : নিউ ইয়র্ক, ডেটের সাথে যা করতে

BanglaBook.org

চান : একসাথে রোমান্টিক একটা সন্ধ্যা কাটাতে চাই।

আমি এখানের কাউকে বেছে নিতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু পাবের নিয়ম মেনে চলার খাতিরে নিজের কাগজে ২ নম্বর মেয়েটার কথা লিখে দিলাম।

শুরুতেই নগদ ২০০০ ইয়েন কাউন্টারে দিয়ে আসতে হবে। ফ্রাঙ্ক তার নকল সাপের চামড়ার মানিব্যাগ থেকে ১০, ০০০ ইয়েনের নোটটা বের করে নোরিকোর হাতে দিলো। নোরিকো হাতের কাজ শেষ করে কাগজগুলো ১ ও ২ নম্বর মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিলো। মেয়েদুটো আমাদের ভালোভাবে লক্ষ করলো, তারপর খসখস করে কাগজে লেখা শুরু করলো। কলম নিয়ে কাগজে এভাবে ডুবে গেল তারা যে, মনে হচ্ছিল তারা পরীক্ষা দিতে বসেছে।

নোরিকোর কাজ শেষ। সে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছিল নতুন কাস্টোমারের সন্ধানে। ফ্রাঙ্ক তাকে থামালো।

"একটু দাঁড়াও।"

"আর কী লাগবে আপনার?" নোরিকো দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফায় বসে পড়লো। হঠাৎ করে ইন্দ্রিয় আমাকে সতর্ক করে দিলো, কিছু একটা হতে যাচ্ছে।

"তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" ফ্রাঙ্ক নোরিকোকে বলল।

"কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না, এটাই আমার কাজ।"

"কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাতে চাই। এক মিনিট লাগবে, সমস্যা নেই তো? আমার তর্জনীর দিকে তাকাও।"

ফ্রাঙ্ক দুহাত জোড় করলো, যেমনটা আমরা বৌদ্ধমন্দিরে করে থাকি।

"দেখেছ? আমার বাম ও ডান দুইহাতের তর্জনীই সমান দৈর্ঘ্যের। এখন জাদুবলে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমি ডান হাতের তর্জনীকে আরো লম্বা করে দেবো। ভালো করে লক্ষ করো।"

ফ্রাঙ্ক এবার হাত দুটোতে পিস্তলের আকারে আমাকে আর নোরিকোকে দেখালো। তর্জনী দুটো সেই পিস্তলের ব্যারেল, আর সেটা আমাদের দিকে তাক করলো।

"ভালো করে লক্ষ করো তোমরা, আমার ডান হাতের তর্জনী এবার বাড়তে শুরু করবে, লম্বা হতেই থাকবে। অনেকটা জ্যাক ও তার শিমের বিচির গল্পের বিশাল শিম গাছের মতো। ভালোভাবে লক্ষ না করলে কিন্তু বোঝা যাবে না..."

আমি ফ্রাঙ্কের পাশেই বসেছিলাম, নোরিকো আমাদের সামনের সোফায়। পাশে দর্শকের মতো বসে তার বাম কবজি ও ডান হাতের তালুর উলটো পাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। বাম হাতে সে মেকআপ দিয়েছিল, বোধহয় ফাউন্ডেশন দিয়েছে। কী ঢাকার চেষ্টা করছে ফ্রাঙ্ক?

ওদিকে ফ্রাঙ্ক 'জ্যাক ও সিমের বিচি' গল্পটা বলেই যাচ্ছে। আমি থেমে থেমে

BanglaBook.org

নোরিকোর জন্য গল্পটা জাপানিজে রুপান্তর করে দিচ্ছি। ফ্রাঙ্কের মেকআপের আড়ালে কতগুলো দাগের মতো দেখতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনো উল্কি হয়তো। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম আসলে ওটা কিসের দাগ, আমার শরীরের প্রত্যেকটা রোম খাড়া হয়ে গেল। আত্মহত্যার চিহ্ন সেগুলো। আমি এক মেয়েকে চিনি, যার ঠিক হাতের ওখানেই এরকম দাগ রয়েছে। সেও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। ফ্রাঙ্কের অবস্থা ছিল আরো গুরুতর। কয়েক ডজনের মতো দাগ ছিল সেখানে। কতবার সে হাতের ধমনী কাটার চেষ্টা করেছে? কতবার সেটাকে শুকিয়ে যাওয়ার আবার সেখানেই কাটাকুটি করেছে? কথাটা মাথায় আসতেই কোনোমতে বমি ঠেকালাম।

"কেঞ্জি, কোথায় তাকাচ্ছ তুমি?" ফ্রাঙ্কের গলার স্বর শোনার সাথে সাথে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। কোনোমতে স্বাভাবিকভাবে তার দিকে তাকাতেই সে বলল, "মনোযোগ দাও। তোমার এই সুন্দরী বন্ধুকে আমি যা যা বলছি, ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও।"

নোরিকোর দিকে তাকাতেই চমকে গেলাম আমি। তাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল, চোখ দুটো ঘোলাটে লাগছিল, আর কপালের ঠিক মাঝখানে একটা শিরা স্পষ্টভাবে দপদপ করছিল।

"তুমি সবকিছু ভুলে যাবে।" ফ্রাঙ্ক আদেশের সুরে নোরিকোকে বলল। "বুঝতে পেরেছ? যখনই তুমি এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দেবে, এখানে যা যা ঘটেছে সব ভুলে যাবে।"

আমি অবশ্য এবার ফ্রাঙ্ক যা বলেছে, তার সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাটা নোরিকোকে বললাম। মানে নোরিকোকে বললাম, এখান থেকে বের হয়েও যেন তার সবকিছু মনে থাকে।

"কেঞ্জি, তুমি তো আমার হাতের দিকে তাকাওনি।" ফ্রাঙ্ক বলল।

সে নোরিকোর কাঁধে একটু চিমটি কেটে জোর গলায় বলল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" অমনি নোরিকোর জ্ঞান ফিরে এলো। সে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

ফ্রাঙ্ক মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় তাকিয়ে ছিলে তুমি?"

নোরিকো বের হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরও আমি কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। না, কোথাও তাকাইনি আমি, উত্তর দিলাম। শান্ত থাকার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও গলা থেকে কথাগুলো আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো। সবসময়ই আমি এসব জাদুবিদ্যা, আধভৌতিক জিনিস ঘেন্না করে এসেছি। আর কাউকে সম্মোহন করে ইচ্ছামতো কোনো কিছু করিয়ে নেওয়াটাও ঐ কাতারেই পড়ে। কেউ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছে, ব্যাপারটাই আমার কাছে

BanglaBook.org

গোলমেলে মনে হয়। এই প্রথম কাউকে সামনাসামনি সম্মোহন করতে দেখলাম।

"আমি নোরিকোকে দেখছিলাম। এরকম জিনিস আমি কখনো দেখিনি।"

কথাগুলো বলার সময় আমার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি তার কার্যকলাপ দেখে অনেক ভয় পেয়েছি, এরকমই ভান করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিলাম। ভয় পাইনি আমি, বরং ফ্রাঙ্ককে এরকম দেখে চূড়ান্ত মাত্রায় অবাক হয়েছি...কীরকম, সেটার ইংরেজিটা ঠিক মাথায় আসছে না।

"সম্মোহনবিদ্যা।" ব্রিটিশদের মতো করে ফ্রাঙ্ক ঘোষণা করলো। এরকমভাবে তাকে কখনো কথা বলতে দেখিনি।

"ফ্রাঙ্ক, জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"কী বুঝতে পারোনি? "

"যদি তুমি এরকম সম্মোহন করতেই পারো, তবে টাকা দিয়ে কেন সেক্স করতে চাচ্ছ? রাস্তার অগণিত মেয়েদের মধ্যে থেকে যে কাউকে তুমি বেছে নিতে পারো।"

ফ্রাঙ্ক ব্যাখ্যা দিলো, "ব্যাপারটা কিন্তু অত সোজা নয়। বছরের এ সময়টাতে, বাইরে যখন প্রচুর ঠান্ডা পড়ে, তখন করা সম্ভব হয় না। আর সম্মোহনের সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ যদি তাদের না থাকে, তাহলেও এটা করা যায় না। হ্যাঁ, যদি কেউ মনোযোগ দেয় সম্মোহনকারীর কথায়, তবে তাকে... যা ইচ্ছা করানো যায়। তবে এভাবে সম্মোহন করে কোনো মেয়ের সাথে সেক্স করা, আর একটা জিন্দালাশের সাথে সেক্স করা একই কথা। তাই সেক্সের জন্য বেছে নিই প্রস্টিটিউটদেরকেই।"

পাবের ওয়েটার মেয়েদের কাছ থেকে ফর্মটা এনে আমাদের হাতে দিয়ে গেল। দুজনেই একই উত্তর দিয়েছে, 'এখানেই বসে ড্রিংক করে দেখতে চাই পরিস্থিতি কতদূর আগায়!' ওয়েটার আরো জানিয়ে গেল, যদি মেয়েদের সাথে একই সাথে বসতে চাই, তবে আমাদের আলাদা একটা টেবিল ভাড়া করতে হবে। একই সাথে মেয়েদের ড্রিংক এ খরচ বহন করতে হবে। ফ্রাঙ্ককে বলার পর, 'আর তো উপায় নেই' বিড়বিড় করে ফ্রাঙ্ক উঠে দাঁড়াল। আমিও ফ্রাঙ্কের সাথে চারজনের একটি টেবিলে গিয়ে বসলাম।

BanglaBook.org

১ নম্বর মেয়েটার নাম ছিল মাকি এবং ২ নম্বর মেয়েটার নাম ইউকো। মাকি জানালো, এমনি ঝোঁকের বশে সে এখানে এসেছে। আজকে তার ছুটি ছিল, তাই কাবুকিচোতে আসা। সে রপ্পোনগির একটা 'খুব দামি ও সম্ভ্রান্ত ক্লাব'-এ

কাজ করে। সেখানে নাকি বসতে গেলেই ৬০ বা ৭০ হাজার ইয়েন খসাতে হয়। সে আমাদের সামনে বড়াই করছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য আমি সাথে সাথেই ধরে ফেলেছিলা, সে মিথ্যা বলছে। কারণ, তার কথা বলার ধরন আর পোশাক-আশাক তার 'দামি ও সম্ভ্রান্ত ক্লাব'র সাথে মিলে না। ধরে নিলাম, সে কোনো সস্তা হোস্টেস ক্লাবে কাজ করে। কেবলমাত্র স্বপ্নেই তার সেরকম ক্লাবে কাজ করা সম্ভব।

ইউকো জানাল সে একজন কলেজ পড়ুয়া। স্কুলের একজন সহপাঠীর জন্মদিন পালন করতে তার ক্লাবের সদস্যরা টোকিওতে পার্টি করতে এসেছিল। ক্লাবের সদস্যদের সাথে পার্টি করে আনন্দ উদযাপন, ব্যাপারটা তার কাছে নতুনই ছিল। কিন্তু বিরক্ত লাগায় সে আগেই বেরিয়ে পড়েছে পার্টি থেকে। একলা হাঁটতে হাঁটতে নিঃসঙ্গ বোধ করছিল, হঠাৎ সামনে এই ওমিআই ক্লাব চোখে পড়ে তার।

ইউকোকে দেখে অবশ্য কলেজ পড়ুয়া মনে হচ্ছিল না। আশেপাশের সবাইকেই কেন মিথ্যাবাদী হতে হবে? ইউকো এক বাক্যও ইংরেজি বলতে পারে না। জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, তার তো ইংরেজি বিষয়েও পরীক্ষা দিতে হয়, তবে সে কেন ইংরেজি বলতে পারে না? থাক, করব না। আজেবাজে প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করার ইচ্ছা নেই।

ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে ইংরেজি পারো না তুমি?"

ইউকো মাথা কিছুটা নিচু করে ধীর গলায় জবাব দিলো, ও ট্রেড স্কুলে পড়ে, তাই বেশি ইংরেজির প্রয়োজন হয় না। অন্তত এই কথাটা সত্যি বলছে। ওয়েটার এসে আমাদের অর্ডার নিয়ে গেল। ইউকো ওলং চা আর মাকি হুইস্কি ও পানির অর্ডার দিলো।

"এসব জায়গায় কখনোই ভালো মানের হুইস্কি পাওয়া যায় না।" হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মাকি বলল। মানে, তার তথাকথিত 'সম্ভ্রান্ত' ক্লাবে এর থেকে ভালো হুইস্কি পানে সে অভ্যস্ত! সে জাপানিজে বকবক করেই যাচ্ছিল।

ইউকো আমার মাধ্যমে ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি সাধারণত কী পান করেন?"

বারবন, উত্তর দিলো ফ্রাঙ্ক। শুনে অবাক হলাম কিছুটা।

এভাবে দোভাষীর কাজ করে মাথা থেকে দুঃশ্চিন্তা কিছুটা হলেও দূর করতে পারছিলাম। কিন্তু ফ্রাঙ্কের সেই হাত ও নোরিকোর সম্মোহিত হওয়া ঘোলাটে চোখের দৃশ্যটা মাথা থেকে তাড়াতেই পারছিলাম না। ফ্রাঙ্ক এখন শার্টের হাতা নামিয়ে রেখেছে, তাই সেই ক্ষতের দাগ দেখা যাচ্ছে না। আর নোরিকো, সে সম্মোহনের মাধ্যমে কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছে। যে নোরিকো আমাদের এখানে

BanglaBook.org

নিয়ে এসেছে আর যে নোরিকো আবার বেরিয়ে গিয়েছে, তারা এক ব্যক্তি নয়।

"ও, বাহ-বন?" ভাঙ্গা ইংরেজিতে উচ্চারণের চেষ্টা করলো মাকি। "কোন ধরনের বাহ-বন আমেরিকানরা বেশি খায়? বোধহয় জ্যাক ব্লানটনেরটা, তাই না?"

ঠিক কোনো প্রশ্ন লুকিয়ে ছিল না মাকির কথাগুলোর মধ্যে, বরং সে আমাদের জানাতে চাচ্ছে সে এসব বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ। ফ্রাঙ্ক একবারো মাকির বলা 'বারবন' এর উচ্চারণ শুনে কিছু মনে করলো না। জাপানিজে বারবন উচ্চারণ করাটা বেশ কঠিন। আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম, আমার আমেরিকান ক্লায়েন্টরা আমার 'বারবন' উচ্চারণ বুঝতেই পারত না। একজন তো ভেবে বসেছিল, আমি 'মার্লবোরো' উচ্চারণ করছি!

"তুমি যে দুটোর নাম বললে, সেগুলোই কেবল রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণের দিকে, মানে যেখানে বারবন প্রস্তুত করা হয়, সেখানকার লোকেরা ভালো বারবনগুলো নিজেদের জন্য রেখে দেয়। 'জে ডিকেনস কেনটাকি' হুইস্কি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আঠারো বছরের পুরোনো ডিকেনস এর স্বাদ সবচেয়ে ভালো স্বাদের কনিয়াকের সাথে তুলনীয়। তোমরা জানো কি না জানি না, কিন্তু দক্ষিণের সম্পর্কে মানুষের অনেক ভুল ধারণা আছে। দক্ষিণেও এরকম অনেক অজানা জিনিস লুকিয়ে আছে।"

মাকি আর ইউকো কেউই তার কথাটার মানে বুঝলো না। দক্ষিণ সম্পর্কে কিছুই তাদের জানা নেই, এমনকি আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ ছিল। কেউ বারবনের বিভিন্ন ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানে, অথচ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানে না, ব্যাপারটা জেনে ফ্রাঙ্ক বেশ অবাক হলো। মাকির অবশ্য তাতে যায় আসে না। "ওসব জেনে কী লাভ?" ছিল তার উত্তর।

ঘড়ির দিকে তাকাতেই টের পেলাম, ফ্রাঙ্কের সাথে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মতো সময় কাটিয়ে ফেলেছি, অথচ একবারো জুনকে ফোন দিইনি। ইউকোকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে মোবাইলে কথা বলা যাবে কিনা। সে মুখ ঝামটা মেরে উত্তর দিলো, "আমি কীভাবে জানবো সেটা?" তার এই মুখ ঝামটার অর্থ, আমি তো এখানকার কোনো হোস্টেস নই! মাকি অবশ্য সদয়ভাবে উত্তর দিলো, "ফোন করতে পারবে, কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই এখানে।" এ থেকে বোঝা গেল, মাকি এখানকার নিয়মিত একজন হোস্টেস, কোনোমতেই অ্যামেচার নয়।

ফ্রাঙ্ক ও আমি দুজনে পাশাপাশি সোফায় বসেছিলাম, সামনের টেবিলের অপরপাশেই মেয়ে দুটো বসেছিল। ফার্নিচার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে সেগুলো যে সস্তা ও জঘন্য ছিল, তা বোঝার জন্য ফার্নিচারের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। সস্তা সস্তা একটা গন্ধ সেগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছিল। ব্যাপারটা আরো হাস্যকর লেগেছে সেগুলোকে চটকদারভাবে উপস্থাপনের জন্য।

BanglaBook.org

সোফাগুলো ছোটো হওয়ায় বসতে অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল, সোফার হাতলগুলোতে হাত রাখতেও ঘেন্না লাগছিল। মনে হচ্ছিল, একটু আগেই এই হাতলগুলোতে কতগুলো উত্তেজিত, নোংরা কাস্টোমার এসে হাত ঘষাঘষি করে গিয়েছে। সামনের টেবিলটা প্লাইউডের তৈরি, তবে কাঠের মতো নকশা করা। কেউ সেটা দেখে কাঠ ভেবে অবশ্য ধোঁকা খাবে না। জীবনে ভালো ফার্নিচার খুব বেশি দেখা হয়নি, তবে অরুচিকর ফার্নিচার দেখলেই বুঝি। কিন্তু মেয়ে দুটোর সাথে এই সস্তা ফার্নিচারগুলো মানিয়ে গিয়েছিল। এতটাই যে,মনে মনে নতুন প্রবাদ বানিয়ে ফেললাম, 'সস্তা, দুঃখী ফার্নিচারে তাদের মতোই সস্তা, দুঃখী আত্মা বাস করে।'

মাকির পাশেই একটা লুই ভ্যাটনের হ্যান্ডব্যাগ রাখা। তার সাথে ব্যাগটা মানাচ্ছিল না, তবে তাকে দোষ দিতে পারলাম না। যদি সত্যিকারের বা আসল জিনিস ব্যবহার করা হয়, সেটা সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দেয়। এটা কেবল দামী জিনিস নয়, বরং যে-কোনো সুন্দর জিনিসের ক্ষেত্রেই সত্য। আজকালকার দিনে মানুষজন তার সাথে কোনটা মানায়, সেটা নিয়ে ভাবতে চায় না। তাই ব্র্যান্ডের জিনিস ব্যবহার করা তাদের শখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য এদেশে আজকাল লুই ভ্যাটন, শ্যানেল, প্রাডা ইত্যাদির মতো ব্র্যান্ডের জয়জয়কার চলছে।

সোফাটার হাতল এমন বাজেভাবে নকশা করা, যে আড়াআড়িভাবে কিংবা পা দুটো ভাঁজ করে বসা সম্ভব হচ্ছিল না। পা দুটো কাছাকাছি চাপ দিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু একপাশ তখনো ফ্রাঙ্কের উরুর সাথে লেগে ছিল। আর তার গায়ে গা না লাগিয়ে পকেট থেকে মোবাইলটাও বের করতে পারছিলাম না। সে জিজ্ঞেস করলো, "বান্ধবীকে ফোন করছ নাকি?"

ওদিকে ইউকো ফ্রাঙ্কের দিকে একটা ন্যাপকিন ও কলম এগিয়ে দিয়ে ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করলো, "নাম, তোমার নাম।" ফ্রাঙ্ক অজান্তেই ন্যাপকিনে 'ফ্রাঙ্ক' লিখে বসলো। তারপর কলমটা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিকরভাবে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, "আমার পদবীটা যেন কী ছিল, কেঞ্জি?" হাসিটা দেখলে যে কারো পিলে চমকে যাওয়ার কথা।

তক্ষুণি জুন ফোনটা ধরলো।

"কেঞ্জি! তুমি ঠিক আছো তো?"

"হ্যাঁ।"

ফ্রাঙ্কের ব্যাপারে বলতে যাচ্ছিলাম, তক্ষুণি ফ্রাঙ্ক, "আমাকে ওর সাথে কথা বলতে দাও।" বলে থাবা মেরে আমার কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নিল। সহজাত প্রবৃত্তিবশত আমি মোবাইলটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু ফ্রাঙ্ক সেটা একেবারে ছোঁ মেরে হাত থেকে নিয়ে নিল। যেন একটা ক্ষুধার্ত গরিলা গাছ থেকে কলা ছিঁড়ে নিচ্ছে! 'কী করছ এইসব!' বলে আরেকটু হলেই চিৎকার দিচ্ছিলাম,

BanglaBook.org

কিন্তু বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি আমাকে থামালো, আমি সোফাতে ঝপ করে বসে পড়লাম। ফ্রাঙ্কের ডান পাশে দাঁড়িয়ে ডান কানে ফোনটা লাগিয়ে কথা বলছিলাম, তাই ফ্রাঙ্কের ছোঁ মারা হাতটা দেখতে পাইনি। সে আমার কবজি শক্ত করে ধরে সেটা কান থেকে সরিয়ে নিল, আর অন্য হাতটা দিয়ে হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে মোবাইলটা নিয়ে নিল। এত শক্ত করে টানার ফলে আরেকটু হলেই আমার আঙ্গুল ছিঁড়ে ফেলছিল। সে একটা অন্যায় কাজ করেছিল, কিন্তু এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল যে, মেয়ে দুটো ভাবল, আমরা একে অপরের সাথে মজা নিচ্ছি।

"উফ! এইসব থামাও তো দুজন!" তারা অনুযোগের সুরে স্বভাবসুলভ আহ্লাদি মেয়েদের গলায় বলে উঠল।

ফ্রাঙ্কের শক্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, গতরাতের সেই ফ্রাঙ্কের সাথে আজকের ফ্রাঙ্ককে মেলাতে পারছিলাম না। কেমন যেন যন্ত্রের মতো আচরণ করছিল সে। ভয় পাচ্ছিল, সে না আবার মোবাইলটা ভেঙ্গে ফেলে। মুখে কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন ছাড়াই সে এতকিছু করে ফেলেছিল। কাজটা করতে তার শক্তি ক্ষয় হয়েছে বলে মনেই হচ্ছে না।

"হাই! আমি ফ্রাঙ্ক বলছি!" মোবাইলটা কানে চেপে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। পাবের ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন উলফুলের গান বেজেই চলছে। তবে ফ্রাঙ্কের গলা ছিল হাসিখুশি আর বন্ধুত্বপূর্ণ, অনেকটা আমেরিকান মুভিতে দেখানো সেলসম্যানদের মতো। "তুমিই কেঞ্জির বান্ধবী, তাই না? তোমার নামটা যেন কী?"

মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম যাতে জুন ইংরেজি না বোঝার ভান করে।

"কী? দুঃখিত, কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমি..."

"ফ্রাঙ্ক?" আমি তাকে বলতে চাইলাম, জুন ইংরেজিতে কাঁচা। কিন্তু ফ্রাঙ্ক রক্তচক্ষু করে আমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ করে উঠল, "চোপ! আমি কথা বলছি!" তার সেই বিদঘুটে মুখটা আবার বেরিয়ে পড়লো, তবে আগের থেকেও তাকে বেশি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। মাকি অবশ্য ব্যাপারটা লক্ষ করেনি, কিন্তু ইউকো দেখে ফেলল সেটা। সাথে সাথে তার মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেল। একটা বোকার হদ্দ ইংরেজি জ্ঞানহীন ট্রেড কলেজ পড়ুয়া মেয়েও সেই হাসিটার পেছনের অস্বাভাবিকতাটা ধরতে পেরেছে। আরেকটু হলেই সে কেঁদে ফেলবে মনে হচ্ছে। আমি ফ্রাঙ্কের সাথে সময় কাটিয়ে এটা বুঝতে পেরেছি, সে যত রেগে যাবে তত বেশি চোখের শূন্যতাটা বেড়ে যাবে। চোখের ভেতর বরফশীতল সেই একাকীত্ব আরো বেড়ে যাবে। 'রেগে উত্তপ্ত' শব্দটা অন্তত ফ্রাঙ্কের সাথে মানায় না।

"কী বুঝতে পারছ না? আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করছি! তোমার নাম!"

ফ্রাঙ্ক এখন মোবাইলটা ধরে কেবল চেঁচিয়েই যাচ্ছে পাগলের মতো। যাক,

BanglaBook.org

জুন ইংরেজি না বোঝার ভান করছে তাহলে।

"কেঞ্জি।" ফ্রাঙ্ক এবার আমার দিকে ঘুরলো। "তোমার বান্ধবীর নাম কী?"

আমি তাকে সেটা বলতে চাচ্ছিলাম না। "সে বিদেশীদের সাথে কথা বলায় অভ্যস্ত না।" প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলাম আমি। "সে হয়তো তোমার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে..."

বলতে চাচ্ছিলাম সে ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু সেটা না বলাই ভালো মনে করলাম।

"বিভ্রান্ত হওয়ার কী আছে? আমি তো শুধু পরিচিত হতে চাচ্ছিলাম। আমরা তো এখন আর গাইড আর কাস্টোমার নই, আরো বেশি কিছু..."

তখনই তার কথাটা কেটে গেল কারাওকে মেশিনের কানফাটানো শব্দের তোড়ে। ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিকের থেকে কয়েকগুন জোরে সেটা বাজতে শুরু করলো। সরকারি চাকুরীজীবী লোকটা তখন কারাওকেতে গান গাইতে শুরু করেছে, আর সেই মুহূর্তে কোনোভাবেই ফোনে কথা বলা সম্ভব না। ফ্রাঙ্কের মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল, মোবাইলটা সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আমি ফোনে চিৎকার করে বললাম, "আমি আবার ফোন করবো, চিন্তা কোরো না।" বলে কেটে দিয়ে ফোনটা বন্ধ করে দিলাম।

"শব্দটা কেন তারা কমিয়ে দিচ্ছে না?" ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো। "খুবই জোরে বাজছে তো।"

তার মুখে এই কথাটা শুনে হাসি চেপে রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। যেন একটা প্রস্টিটিউট তার সতীত্ব নিয়ে গর্ববোধ করছে। কিন্ত অযৌক্তিক কিছু সে বলেনি, আসলেই কারাওকের শব্দটা কানে লাগছিল। সরকারি চাকুরীজীবী, বয়েস চল্লিশের ঘরে, 'মিস্টার চিল্ড্রেন'-এর জনপ্রিয় গানটার মর্যাদা একেবারে শেষ করে দিচ্ছে! মেয়েগুলো অবশ্য ঠিকই হাততালি দিয়ে যাচ্ছিল! বোঝাই যাচ্ছিল, লোকটা এই গানটা বেছে নিয়েছে কেবল মেয়েগুলোকে আকৃষ্ট করতে। কিন্তু শুধু তাদের (মিস্টার চিল্ড্রেন ব্যান্ড'র) গান গাইলেই মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হওয়া যাবে না। সে অবশ্য ওসব মাথায় না নিয়ে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে গানের লিরিকস একেবারে মনের মাধুরী মিশিয়ে চেঁচিয়েই যাচ্ছিল। গলার শিরাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার। সে যে সর্বশক্তি দিয়ে গান গাইছে, সন্দেহ নেই।

ফ্রাঙ্ক আকার-ইঙ্গিতে আমাকে বোঝালো, গানটা খুবই জোরে চলছে বলে কথা না বলাই ভালো হবে। সে নিজে চুপচাপ বিরক্তমুখে বসে রইলো। আমারো বিরক্তি লাগার কথা, কিন্তু মাথায় কেবল জুন, নোরিকোর কথা ঘুরছে। নোরিকোর হয়তো বিভ্রান্ত অবস্থায় রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে, ঘোর কাটেনি। কিন্তু ফ্রাঙ্কের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয়ের ব্যাপারটা নিজেই হজম করতে পারছিলাম না। এ মুহূর্তে

BanglaBook.org

কানের কাছে বিকট শব্দে বেসুরো গান না বাজলেই ভালো হতো, বিশেষ করে সেটা যদি আমার অপছন্দের গান হয়। এ দেশের মানুষের মধ্যে অন্যের ভালোমন্দের প্রতি কোনো প্রকার মাথাব্যথা নেই। এক বিন্দু বোঝার ক্ষমতা নেই যে, তারা আশেপাশের মানুষকে বিরক্ত করছে। যে লোকটা গান গাইছিল, উঁচু স্বরের নোটগুলোতে তাকে ভালোই কষ্ট করতে হচ্ছিল। গানটা তার গলায় মানাচ্ছে না। সে যে গানটার প্রতি ভালোবাসা থেকে গানটা গাইছে এমনও নয়। মেয়েরা যাতে তার গায়ে ঢলে পড়ে, সেটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই সে টের পেত, মেয়েগুলো হাই তুলছে, কেউ কেউ চোখ খুলে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। সোজা কথায়, সে যা করছে তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমি বিরক্তির চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। এরকম লোকদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দরকার নেই, এরকম উদ্ভট সিদ্ধান্তও আমার মাথায় চলে গিয়েছিল। একমুহূর্তের জন্য হলেও আমার মনে হলো, লোকটাকে মেরে ফেলে ভালো হতো। ঠিক তক্ষুনি ফ্রাঙ্ক আমার দিকে তাকালো এবং সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো, 'ঠিকই বলেছ'।

মাথার ওপর যেন বাজ পড়লো। ফ্রাঙ্ক তখন ইউকোর কাছ থেকে একটা ন্যাপকিন নিয়ে নতুন নাম বানাতে ব্যস্ত। 'ফ্রাঙ্ক' শব্দটা লিখে সে পাশে ডি নিরো বসাচ্ছিল। সে কি আমার মন পড়ে ফেলেছে? তা না হলে ঠিক সেই মুহূর্তেই সে কেন আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতির সুরে মাথা নাড়ালো? লোকটার সমস্যা কী?

লেখা থামিয়ে ফ্রাঙ্ক এবার আমার কাছাকাছি এসে কানে চিৎকার করে বলল, তার হয়ে দোভাষীর কাজ করে দিতে। ইউকো নাকি রবার্ট ডি নিরোর অনেক বড়ো ভক্ত। তাই যখন সে জানতে পেরেছে ফ্রাঙ্কের শেষ নামও ডি নিরো, সে নাকি নিজের উত্তেজনা থামাতে পারছে না।

"কেঞ্জি, মেয়ে দুটো একেবারেই ইংরেজি পারে না। আমি চাই, তুমি তাদের বল যে, রবার্ট ডি নিরো মানে 'নিরো পরিবারের রবার্ট'।" কারাওকেতে চলতে থাকা কোরাসের মধ্যে দ্রুত সে আমাকে এসব বুঝিয়ে বলল। আমার পালস তখন এক অজানা আশঙ্কায় দৌড়াতে শুরু করেছে। মেয়েদুটোকে হড়বড় করে তাই বুঝিয়ে বললাম। ততক্ষণে কারাওকেতে গান শেষ হয় হয় প্রায়।

ছোটো ছোটো দুশ্চিন্তাগুলো জমাট বেঁধে ততক্ষণে বিশালাকার ধারণ করেছে। বারবার মনে হচ্ছিল, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ফ্রাঙ্কের সবকিছুই পালটে যাচ্ছিল, তার নাম আচরণ এমনকি গলার স্বরও। একটু আগেই সে নোরিকো ও আমাকে একটা নকল নাম দিয়ে সম্মোহিত করতে যাচ্ছিল। তাকে ঘোরের মধ্যে রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছে, আমার হাত থেকে ফোন হাইজ্যাক করে জুনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে। এখন সে আমার মন পড়ারও চেষ্টা

BanglaBook.org

চালাচ্ছে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে! হচ্ছেটা কী এখানে?

কারাওকেতে গানটা অবশেষে শেষ হলো। করুণা দেখিয়ে দুয়েকজন হাততালি দিলো। তাতেই চাকুরীজীবী ব্যাটা খুশি হয়ে দুই আঙ্গুল দিয়ে 'শান্তির প্রতীক' দেখিয়ে "ইয়েহ!" বলে স্টেজ থেকে নেমে গেল। আমি তার দিকে না তাকানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

ডি নিরোর পদবীর অর্থ যখন তাদের বুঝিয়ে বললাম, একমাত্র ইউকোর মধ্যেই আচরণের পরিবর্তন দেখা গেল। 'নামের পেছনে কতকিছু যে লুকিয়ে আছে, জানতামই না।' চোখ জ্বলজ্বল করে সে বলে উঠল। ওদিকে মাকির মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলল, "তাদের নামের মিল থাকলেও, আর কোনকিছুতে তো মিল নেই।" কপট হাসি হেসে সে বলল।

কাবুকিচোতে যতরকমের মেয়ে দেখতে পাবেন, তাদের মধ্যে মাকিদের মতো মেয়েদের অবস্থান সবচেয়ে নিচে। এরা সুন্দরী নয়, মুখে চোখে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গিয়েছে, বোকার হদ্দ–ইত্যাদি বাজে গুণ এদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু সবচেয়ে বাজে দিকটা হচ্ছে নিজের বিদ্যার দৌড় না জেনে অল্পবিদ্যাতে বাহাদুরি করা। সে আরো ভালো কিছুর যোগ্য, ভালো জীবনের যোগ্য এবং অন্য মানুষের ভুলের কারণেই আজ তার এই অবস্থা, এসব তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। হিংসুটে মনোভাবের কারণে সবার দোষ খুঁজে বেড়ানো তাদের স্বভাব। নিজে সারাজীবন কষ্ট পেয়ে এসেছে বলে অন্যকে কষ্ট দিতে তার বাঁধে না।

"সে কী বলল?" ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো।

তাকে বললাম।

"তাই?" সে বলল। "আমার সাথে রবার্ট ডি নিরোর পার্থক্য কিসে?"

"সবকিছুতেই।" আবার ঘ্যোঁত করে উত্তর দিলো সে।

আমি ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। আমার কি মাকিকে চুপ করানো উচিত নাকি ফ্রাঙ্ককে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত? নাকি বাথরুম ব্যবহারের কথা বলে পালিয়ে যাওয়া উচিত? এত অল্প সময়ের মধ্যে এতকিছু ঘটে গিয়েছে যে, কিছুতেই মন স্থির করতে পারছিলাম না। সোফার মধ্যে চাপাচাপিও এর একটা কারণ ছিল। ফ্রাঙ্কের উরু আমার সাথে সেঁটে লেগেছিল, যেন আমাকে সে ছেড়ে দিতে চাচ্ছে না। নজর রাখছে, যাতে আমি পালিয়ে না যাই। বুঝতে পেরেছিলাম, এই মুহূর্তে মাকি কিংবা ঐ চাকুরীজীবীর কথা ভাবার সময় নেই। যখন কোনো বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন ছোটোখাটো জিনিসগুলোর

BanglaBook.org

কথা ভুলে যেতে হয় বড়ো কিছুর স্বার্থে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় এক আত্মহত্যা করতে যাওয়া লোকের কথা, যে কিনা ট্রেনে উঠে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল, আসার সময় বাসার দরজাগুলো বন্ধ করে এসেছে কিনা। এতকিছুর মধ্যেও মাকিকে থামানোর উপায় বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। যদিও একটা উপায়ও বের হলো না। এসব বোকার হদ্দ মেয়েদের থামানোই মুশকিল। সোজাসুজি বলতে পারতাম, *গর্দভ মহিলা, চুপ কর!* কিন্তু তার থেকেও সে শিক্ষা নিতো না, বরং পরক্ষণেই বলে বসত, *কী বলতে চাইছ, হ্যাঁ?*

"সবকিছুতেই অমিল! সবকিছুতেই!" মাকি আবার বলে উঠল। এবার ইউকোর দিকে তাকিয়ে সম্মতি পাবার সুরে জিজ্ঞেস করলো, "তাই না?"

আমতা আমতা করে ইউকো জবাব দিলো, "ইয়ে, মানে, আমি ঠিক জানি না।"

"কিন্তু ভালো করে দেখ! ওদের মধ্যে কত অমিল। চেহারা, শরীরের আকার, আচরণ-সবকিছুতেই।" ঘ্যোঁত করে শ্বাস ফেলল সে।

"তুমি কি কখনো সত্যিকারের রবার্ট ডি নিরোকে দেখেছ?" ফ্রাঙ্ক এবার তাকে জিজ্ঞেস করলো। "তার নিউ ইয়র্কে একটা রেস্তোরা আছে, সেখানে তাকে দুতিনবার দেখেছি। বব সিনেমায় যতটা দেখায়, ততটা লম্বা নয়। সামনাসামনি দেখতে অত আহামরিও লাগে না, বরং সাধারণ একজন মানুষ বলেই মনে হয়। জ্যাক নিকোলসন পশ্চিমের দিকেই থাকে, তাই তার মধ্যে একটা আভিজাত্য অভিনেতার ভাব আছে। কিন্তু রবার্ট ডি নিরো আমাদের মতোই সাধারণ একজন মানুষ। এ থেকেই বোঝা যায়, সে কত বড়ো একজন অভিনেতা। টিভির পর্দায় যে ভাব, যে অভিনয় ক্ষমতা, সবকিছু করতে তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।"

এসব বলে কী উপকার হবে জানি না, তারপরেও কথাগুলো অনুবাদ করে শোনালাম দুজনকে। এরমধ্যে ওয়েটার দুটো ইয়াকিসোবা আর আলুর চিপসের প্লেট রেখে গিয়েছে টেবিলে। আমি তাকে জানালাম, আমরা তো এসব অর্ডার করিনি। "আমি করেছি।" বলে মাকি ছোঁ মেরে একটা ইয়াকিসোবা নুডুলসের প্লেট তুলে নিলো। "তুমিও একটা নাও।" ইউকোকে সে উপদেশ দিলো।

"কেঞ্জি, আমি যা বলেছি, ওদের গুছিয়ে বলেছো তো?" ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো। ওদিকে মেয়েরা নুডুলসের ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত। অবশ্যই, তাকে আশ্বস্ত করলাম। তাহলে আমরা এখানে কী করতে এসেছি, সে জানতে চাইলো। "নিশ্চয়ই আমরা এখানে দুটো মহিলার গবগব করে খাওয়া দেখতে আসিনি। আমি এখানে সেক্স করার জন্য এসেছি। নোরিকো বলেছিল, এখানে প্রস্টিটিউটদের দেখা মিলবে। এরা দুইজন কি প্রস্টিটিউট?"

অনুবাদ করে শোনালাম প্রশ্নটা। "আস্ত শয়তান তো লোকটা!" মুখভর্তি

BanglaBook.org

নুডুলস নিয়ে আস্ফালন করলো মাকি। ইউকোর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তাই না? এসব জায়গার সমস্যাই একটা, সবসময় আহাম্মকের মতো লোকগুলোই এখানে এসে ভিড় জমায়।" ইউকো অবশ্য অস্বস্তি সহকারে বলল, "লোকটা বোধহয় না বুঝে বলে ফেলেছে।"

"কোনোমতেই না।" মাকি কথাটা নাকচ করে দিলো, "আমরা তো তাদের ডাকিনি আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য।" হাত নাড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ করে সসে ভরা নুডুলস তার ড্রেসে পড়ে গেল।

"ধুর!" মাকি চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে থাকা রুমাল পানিতে ভিজিয়ে ঘষতে শুরু করলো অস্থিরভাবে। "কেউ আমাকে একটা তোয়ালে এনে দাও!" পাশে দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা ওয়েটারের উদ্দেশ্যে সে চেঁচিয়ে বলল। তার চিৎকারের কাছে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকা উলফুলের গানের বিকট আওয়াজও তখন নস্যি। সাদা ড্রেসের মধ্যে পড়ে যাওয়া কালো দাগটার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সে তার ওপর ওয়েটারের আনা ভেজা টাওয়েল দিয়ে ঘষেই যাচ্ছে। কিন্তু দাগ ওঠার কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

মাকির চেহারা গোলগাল, রুক্ষ, অমসৃণ, অন্যদের তুলনায় সে খুবই খাটো। এরকম মেয়েদেরকেও যে কেউ আজকাল টাকা দিয়ে ভাড়া করতে পারে, ভাবতেও অবাক লাগে। আজকাল মানুষ খুবই একাকী একটা প্রাণি হয়ে দাঁড়িয়েছে, খুবই কুৎসিত না হলে যে-কোনো মেয়েকেই তারা ভাড়া করতে প্রস্তুত। এ কারণেই মাকির মতো মেয়েরা বেশি সাহস পেয়ে গেছে।

"বাহ, কী সুন্দর নকশা হয়েছে ড্রেসটাতে!" ফ্রাঙ্ক স্মিতমুখে বলল। আমি অনুবাদ করে শোনালাম কথাটা।

"সে কীসব যা-তা বলছে সে কি জানে?" মাকি গর্জন করে উঠল যেন। ড্রেসের ঘষাঘষি তখনো থামেনি। ইউকো সহানুভূতির সুরে বলল, "জামাটা জুনকো শিমাদা ব্র্যান্ডের, তাই না?"

"হ্যাঁ।" মাকি তখনো রক্তচক্ষু দিয়ে আমার আর ফ্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে, "যাক, অন্তত একজনকে তো পেলাম যে কিনা ভালো জিনিসের মর্যাদা করতে জানে। আমাকে দেখে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু আমি সবসময়ই সম্ভ্রান্ত সব জায়গায় কাজ করে এসেছি। স্কুলে থাকা অবস্থাতে পার্ট টাইম চাকরিও সেরকম জায়গাতেই করেছি। নাইটক্লাব নয় কিন্তু, আমার প্রথম কাজ ছিল সেইজো গাকুয়েনে। সেটা ধনী লোকদের খাবারে ভর্তি ছিল। সাগরের সুস্বাদু মাছের সাশিমি, পাঁচ টুকরোর একটা প্লেট, ২০০০ ইয়েন! টোফুও ছিল। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু এমন টোফুও ছিল, যেটা মাউন্ট ফুজির কাছাকাছি থেকে আনানো হতো। দিনে কেবল পাঁচ প্যাকেট বানাতো তারা, তাই প্রতি

BanglaBook.org

টুকরোর দাম ছিল ৫০০ ইয়েন করে।"

আমাদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে মাকি এবার ইউকোর দিকে নজর দিলো। ইউকোই একমাত্র তার বেদনাটা বুঝতে পেরেছে কিনা। ইউকো শুনতে শুনতে নুডুলস খেতে লাগলো। ৪ নম্বর মেয়েটা পাব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সে একাই বসেছিল, কারণ ৫ নম্বরকে চাকুরীজীবী লোকটা বেছে নিয়েছে। ৪ ও ৫ নম্বর, দুজন মেয়েই আধুনিক পোশাক পড়েছিল, সোয়েটার ও স্কার্ট। দেখা গেল, তারা এই কাজে ভালোই দক্ষ। চাকুরীজীবী বেশ ভালো দেখেই মেয়েকে বেছে নিতে পেরেছে। এখন কেবল ৩ নম্বর মেয়েটা বাকি। সে ব্যস্ত কারাওকের মাইক হাতে, অন্য হাতে কারাওকের ক্যাটালগ বইটা ঘাটছে। বয়স কম সত্ত্বেও সে একটা স্যুট পরেছিল। এখানের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে সে-ই। এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, তাই ধরে নিলাম সে গভীর রাতের শিফটে হোস্টেসের কাজ করে, মধ্যরাত থেকে ভোর চারটা কিংবা পাঁচটা পর্যন্ত।

যত সময় যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে এই পাবটা ট্রেন স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতো, অন্যান্য পাবের মতো না। একদল পুরুষ মহিলা কিছু না হওয়া পর্যন্ত একসাথে বসে কথা বলে সময় নষ্ট করছে। আজকাল শোনা যাচ্ছে, শুধু কাবুকিচো নয় বরং গোটা দেশেই শুধুমাত্র সেক্সের কাস্টোমার কমে গেছে। আমি হিগাশি-ওকুবোতে একটা গলি চিনি, যেখানে বুড়ো মানুষরা ভিড় জমায়, কেবলমাত্র হাইস্কুলের মেয়েদের সাথে গল্প করার জন্য! ঐ গলিতে হাইস্কুলের মেয়েরা কফি শপগুলোতে বসে থাকে, বুড়ো মানুষদের সাথে গল্প করার জন্য ঘণ্টাপ্রতি হাজার হাজার ইয়েন হাতিয়ে নেয়।

মাকি তখনো তার জীবনের সুখকর জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে। মাকি আসলেই মন থেকে বিশ্বাস করে যে, সে দামী জিনিসের যোগ্য। আর সেটা শুধুমাত্র কদিনের জন্য ৫০০ ইয়েনের টোফু ও ২০০০ ইয়েনের সাশিমির সংস্পর্শে আসার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই জুনকো শিমাদার ড্রেস তাকে মানাচ্ছিল না, কিন্তু কোনো বন্ধু না থাকায় কেউ কথাটা তার কানে তুলেনি। অবশ্য সেরকম সত্যবাদী বন্ধু থাকলে মাকি নিজে থেকেই তাকে এড়িয়ে চলতো, সন্দেহ নেই।

একবার টিভিতে এক মনস্তত্ত্ববিদকে বলতে শুনেছিলাম, মানুষের জীবন তার কাছে মূল্যবান হলেই কেবল সে বেঁচে থাকতে পারে। যদি কারো কাছেই তার মূল্য না থাকে, তবে সে বেঁচে থাকার আশা হারিয়ে ফেলে। আমি একপলকের জন্য এ পাবের কাউন্টারে বসে থাকা ম্যানেজারের দিকে তাকালাম। সে তখন ক্যালকুলেটরে খুটখাট করে হিসেব করতে ব্যস্ত। তাকে বলা যায় সেক্স ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা পুরুষদের একেবারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একবার তাকিয়েই

BanglaBook.org

বলে দেওয়া যায়, জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সে হারিয়ে ফেলেছে। সেটা নিয়ে ভাবাও বন্ধ করে দিয়েছে কোনো এককালে। তার মতো পুরুষেরা, সোপল্যান্ড ও চাইনিজ ক্লাব, এমনকি এসএম ক্লাব, দালালদের কথাও বাদ দেওয়া যাবে না। মোদ্দা কথা, যারা মেয়েদের শরীর নিয়ে ব্যবসার সাথে জড়িত থাকে, প্রত্যেকেরই আত্মা থেকে কী যেন হারিয়ে যায়, ক্ষয়ে যায়। আমি জুনের সাথে এ বিষয়ে আলাপের চেষ্টা করেছি, কী কী বলতে চেয়েছি, সে বুঝেই উঠতে পারেনি। নানাভাবে তাকে ব্যাখা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। একবার বললাম তাদের দেখে মনে হয় জীবনের প্রতি তারা আশা হারিয়ে ফেলেছে, আরেকবার বললাম তাদের মর্যাদা, আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলেছে, আরেকদিন বললাম তাদের সব অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, কোনোটাই জুন কল্পনা করতে পারল না। একদিন আমি বললাম, তাদের মুখটা মূর্তির মতো, ফাঁকা, সাথে সাথে জুন ধরতে পারল, পুরোপুরি না যদিও। তার প্রায় দু-তিন সপ্তাহ পর, উত্তর কোরিয়ার ওপর একটা টিভিতে একটা প্রতিবেদন দেখলাম। প্রতিবেদনটা ছিল সেখানকার দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত মানুষদের ওপর। শিশুদেরও কয়েকটা ছবি ছিল। আর ঐ লিকলিকে, মৃত্যুপথযাত্রী, ক্ষুধার্ত শিশুগুলোর মুখভঙ্গির মধ্যে আমি সেক্স ইন্ড্রাস্টির লোকগুলোর ছায়া খুঁজে পেয়েছিলাম।

কাউন্টারের ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়েটারকে দেখে অবশ্য সেটা মনে হচ্ছিল না। যেসব পুরুষরা মেয়েদের শরীরের সাথে জড়িত ব্যবসার সাথে জড়িত থাকে, তারা নাক-কান ছিদ্র করে না। বোধহয় তার ব্যান্ডদল আছে। ব্যান্ডের মাধ্যমে তেমন আয় না হওয়ায় এখানে কাজ নিয়েছে (কোনো বন্ধুর সহায়তায় অবশ্যই)। শত শত ছেলেপিলে ব্যান্ডদলের সাথে জড়িত। কাবুকিচোতে থুতু ফেললে সেটা কোনো ব্যান্ডদলের সদস্যের গায়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেক। ওয়েটার চুপচাপ দাঁড়িয়ে অজানার উদ্দেশ্যে তাকিয়ে আছে। ৩ নম্বর মেয়েটা তখন কারাওকেতে গান গাইতে শুরু করেছে। ওদিকে চাকুরীজীবী লোকটা ৫ নম্বর মেয়ের সাথে দামাদামি শুরু করে দিয়েছে সবার সামনেই। তখন লক্ষ করলাম, ৫ নম্বর মেয়ে, না মহিলাই বলি, বয়স ত্রিশের ওপর হবে। ঘরটা উষ্ণ থাকায় ঘেমে গিয়ে তার মেকআপ খানিকটা মুছে গিয়েছে, ফলে চোখের ও গলার বয়সের ভাঁজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চাকুরীজীবী তখন দামাদামির চূড়ান্ত পর্যায়ে : 'বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি কোনো টেলিফোন ক্লাবে কাজ করো। তোমার মতো মেয়েদের আমি অনেক দেখেছি, তাই দেখেই তোমার জারিজুরি সব ধরে ফেলেছি।'

৫ নম্বর মহিলার বোধহয় টাকার সমস্যা ছিল, তাই লোকটার যা তা কথাবার্তা সে গায়েই মাখলো না। সে সোফায় বসে হাঁটুর ওপর হাত রেখে দরজার

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে রইলো, যাতে নতুন কাস্টোমার এলে তাকে আপ্যায়ন করতে পারে।

আমার কিছু একটা হয়েছে, ভাবলাম। এত সময় নিয়ে আমি কখনোই মানুষকে পর্যবেক্ষণ করি না, অন্তত কাবুকিচো'র এসব জায়গায়।

মাকি তখনো বকবক করেই যাচ্ছে। ইউকোর তখন ইয়াকিসোবা খাওয়া শেষ। ফ্রাঙ্ক আমাকে বলল মাকির কথাবার্তা অনুবাদ করে দিতে, যন্ত্রের মতো করতে থাকলাম।

"বাজারের চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পর আমি কাজ থেকে কিছুদিন বিরতি নিয়েছিলাম। এরপর থেকেই নাইটক্লাবের চাকরিটা নিলাম। কিন্তু নিজের কাছে শপথ করেছিলাম, কখনোই নিম্নশ্রেণির পরিবেশে কাজ করবো না। কারণ, নিম্নশ্রেণির পরিবেশে কেবল নিচু জাতের মানুষেরই আনাগোনা থাকে, তাই না?"

"এক মিনিট দাঁড়াও।" ফ্রাঙ্ক তাকে বাধা দিলো।

"কী?" মাকি খেকিয়ে উঠল। তার মুখ বলছে, আমাকে থামালি কেন, ভোটকু?

"তুমি তাহলে এখানে কী করতে এসেছ? এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী তোমার? সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"আমি এখানে মানুষজনের সাথে গল্প করতে এসেছি।" মাকি বলল। "রপ্পোনগির যে সম্ভ্রান্ত ক্লাবটাতে আমি কাজ করি, সেখানে আজ আমার ছুটি। শিনযুকুতে সাধারণত আসি না, তবে মাঝেমধ্যে সাধারণ মানুষজনের সাথে আড্ডা দিতে এসব জায়গায় আসি। মানুষজন আমার গল্প শুনে শুনে খুবই বিস্মিত হয়, আনন্দ পায়। আমার গল্পে তারা অজানা অনেক কিছু জানতে পারে। আর আমার গল্পে সস্তা টাইপ কিছু থাকে না। ধরো, আমি আমেরিকাতে বা অন্য কোনো দেশে যাবো বিমানে করে। আমি কিন্তু কিছুতেই ইকোনমি ক্লাসে উঠব না। আমার কথাটা ধরতে পেরেছ?"

হুইস্কির গ্লাসে এক চুমুক দিতে দিতে ইউকোর দিকে বাহবা পাওয়ার জন্য আবার তাকালো। "হুম।" ইউকো বিস্ময় প্রকাশ করলো। "এরকম কিছু কিছু লোক আছে, ঠিক বলেছ।"

ইউকো বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। পার্টি ছেড়ে আসার পর অনেকক্ষণ সময় কেটে গিয়েছে, এখন তার বেরিয়ে পড়া প্রয়োজন। মাকির মতো একগুঁয়ে না হওয়ায় সাথে সাথে বেরিয়ে যেতে পারছে না, ইতস্তত বোধ করছে। আমাদের টাকায় নুডুলস খাওয়ার পর সটান করে বেরিয়ে যেতে তার আঁতে বাঁধছে। তাই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে করতে সে মাকির কথার ফাঁকে 'হু হা' বলে তাল দিচ্ছে। অথচ তার নজরে পড়েনি যে, মাকিকে আমাদের একটুও পছন্দ হয়নি। ইউকো ছিল হালকাপাতলা শরীরের, মুখটা রোগাটে। সোজা চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। মাঝেমধ্যে হাতের আঙ্গুল

BanglaBook.org

দিয়ে সেটি পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে। মাকি কী বলছে তাতে তার মনোযোগ না থাকলেও অন্ধের মতো সে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এখানকার সবচেয়ে স্বাভাবিক মানুষ বোধহয় সে, কিন্তু তারপরেও সে তো 'এখানে' এসেছে, তাই না? সহজ ভাষায়, তার মতো স্বাভাবিক মানুষও একাকীত্বের সাথে পরিচিত।

"যদি কোচ-এ ভ্রমণ করো, তাহলে সেখানকার আরামদায়ক আবহাওয়া তোমার ওপর জেঁকে বসবে। কোচের একজন নিয়মিত ভ্রমণকারী আমাকে তাই বলেছে। আমিও সেটা বিশ্বাস করি। সেই কাস্টোমার একটা টিভি স্টেশনে কাজ করে, তাই এখানে তার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। সে বলেছিল, সে নাকি জীবনেও ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া ভ্রমণ করেনি, এমনকি ডোমেস্টিক ফ্লাইটগুলোও সে সুপারসিটে বসে গিয়েছে। যেখানে বিমানে করে যাওয়া সম্ভব হয় না, সেখান সে বুলেট ট্রেন কিংবা গ্রিন কারের ব্যবস্থা করে নেয়। আসলে ভাবতেই অবাক লাগে, এরকম মানুষও পৃথিবীতে রয়েছে। ফার্স্ট ক্লাসে তো বোধহয় চড়া হয়নি তোমাদের কারো, সেখানকার সিটগুলো সাধারণের থেকে আকারে অনেক বড়ো। উদাহরণ দিয়েই বলি, যদি কোনো কারণে যাত্রা বাতিল হয়, সিট অনুযায়ী যাত্রীদের সাথে আচরণ করে বিমান কর্তৃপক্ষ, এটা জানো? অন্যান্য যাত্রীদের হয়তো নারিটা এয়ারপোর্টের পাশেই কোনো হোটেলে ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের লোকদের জন্য ডিজনিল্যান্ডের পাশের হিলটন হোটেলে থাকাখাওয়া বরাদ্দ! ডিজনিল্যান্ডের পাশে, বিশ্বাস করা যায়? আমার অনেকদিনের স্বপ্ন, সেখানে আমি থাকবো, ঘুরবো। শুধু আমি নই, এরকম স্বপ্ন অনেকেরই রয়েছে, তাই না?"

ইউকো একইভাবে 'হুমম' বলে সায় দিলো আবার। আমি তখনো যন্ত্রের মতো ফ্রাঙ্কের কানে মাকির পাগলের মতো প্রলাপগুলো অনুবাদ করে দিচ্ছি। এভাবে টানা ইংরেজি বলার অভ্যাস আমার নেই, তাই সময়ের সাথে সাথে মাকির প্রলাপগুলো অনুবাদ করতে কষ্ট হচ্ছিল। যেমন শেষের দিকের কথাটা আমি অনুবাদ করলাম এভাবে, 'সব জাপানিজ মানুষই হিলটনে থাকতে চায়'। তবে আমার কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো না ব্যাপারটা, তাই সেটা নিয়ে ভাবলাম না।

"হিলটন কিন্তু খুব একটা আহামরি হোটেল না।" ফ্রাঙ্ক ধীরে ধীরে মাকিকে জানাল, যেন তার ভুল শুধরে দিচ্ছে। কিন্তু কথাটা অন্য কেউ ভিন্নভাবে নিতেই পারে। সে হয়তো মনে করতে পারে, বিদ্রুপ করছে তাকে—অন্তত আমার তাই মনে হলো। আর বিদ্রুপ জিনিসটা ভাষা না জানা থাকলেও বোঝা যায়।

"তুমি বোধহয় দুনিয়ার কোনো খবরই রাখো না। জানো নিউ ইয়র্ক হিলটনে কতগুলো রুম রয়েছে? একটা কথা প্রচলিত আছে যে, ঠিকঠাকভাবে হোটেল

BanglaBook.org

চালাতে, সর্বোচ্চ সেবা দিতে চাইলে একটা হোটেলের ৪০০'র বেশি রুম থাকা উচিত নয়। কিন্তু নিউ ইয়র্কে কয়টা রয়েছে? এক হাজারেরও বেশি। সেজন্যই বড়োলোকরা সেখানে থাকে না। তারা ইউরোপিয়ান স্টিয়ালের হোটেলগুলো, যেমন, প্লাজা এথেনা, রিটজ কার্লটন অথবা ওয়েটসবুরি ইত্যাদি হোটেলে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। যারা হিলটনে থাকতে চায়, তারা গেঁয়ো ভূত বাদে আর কিছুই না।"

মাকির মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল। গেঁয়ো ভূতের সাথে তুলনার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেনি। তারমানে সে নিজেই গ্রাম থেকে এসেছে। ইউকো তখন পাশ থেকে বলল, "একজন আমেরিকান তো আমেরিকার খবর রাখবেই, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।"

ঠোঁট ফুলিয়ে মাকি জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে এই গাইজিনটা নিজে কোথায় থাকছে?"

"সেটা তো বলতে পারব না।" আমি উত্তর দিলাম।

এবার ফ্রাঙ্ক জানতে চাইল, মাকি কী বলছে। আমি প্রশ্নটা অনুবাদ করে শোনালাম, সে তখন মাকিকে উত্তর দিলো, "হিলটনে।" ইউকো হেসে ফেলল উত্তর শুনে। মাকি পুনরায় তার বক্তব্যে ফিরে গেল। আমাদের সে জানিয়ে দিলো, টোকিওর সব ভালো ভালো হোটেলে সে থেকেছে। পার্ক হিয়াট হোটেলের রিসিপশন ডেস্ক যে গেট থেকে শত শত মিটার দূরে, কিংবা ওয়েস্টিন হোটেলের যে রুমে সে থেকেছে সেটার সোফা ছিল তার কাছে জীবনের সবচাইতে আরামদায়ক সোফা। এসব তথ্যাদি দিয়ে আমাদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলো যে, সে আসলেই ওসব জায়গায় থেকেছে। সে আরো উল্লেখ করে দিলো, কেবলমাত্র ডাক্তার, আইনজীবী, টিভি স্টেশনের লোকজনদের সাথেই সে ওসব জায়গায় থেকেছে। বড়াই করতে গিয়ে আমাদের কাছে সে প্রকাশ করে দিলো, সে নিজে দেহব্যবসার সাথে জড়িত। কথাটা বুঝতে পেরে ফ্রাঙ্কের মুখে মুচকি হাসি দেখা গেল। এভাবে তার বকবক শুনতে শুনতে লক্ষ করলাম, এই পাবে আমরা প্রায় একঘণ্টারও বেশি সময় অবস্থান করছি। তাই ওয়েটারকে ডেকে বিলটা দিতে বললাম। ওয়েটার প্রায় ৪০,০০০ ইয়েনের বিল নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হলো।

"এসব কী?" বলে উঠলাম। ওয়েটার কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার ঠোঁটে লাগানো রিং এর নড়াচড়াই কেবল বুঝতে পারলাম।

আমি বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম, "নোরিকো তো এরকম খরচের কথা আমাদের বলেনি।" নজর রাখছিলাম, যাতে কোনোরকম গণ্ডগোল না হয়।

BanglaBook.org

"নোরিকো কে?" সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, পরক্ষণেই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানেজারের দিকে তাকালো। ম্যানেজার খুব দ্রুত আমাদের সামনে এসে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। আমি তাকে খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করে বিলের কাগজটা দিতে বললাম। কিন্তু সেটা তিনি আমাদের দেওয়ার জন্য আগেই প্রস্তুত করেই রেখেছেন। টেবিল ভাড়া নেওয়ার খরচ ২০০০ ইয়েন করে, মেয়েদের সাথে বসার জন্য ৪০০০ ইয়েন করে (একঘণ্টার বেশি থাকায় সেটি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল)। ইয়াকিসোবা নুডুলস প্রতিটা ছিল ১২০০ ইয়েন করে, আলুর চিপস ১২০০ ইয়েন, ওলং চা ১৫০০ ইয়েন, হুইস্কি ১২০০ ইয়েন, বিয়ার ১৫০০ ইয়েন। সাথে সেলস ট্যাক্স ও তাদের নিজস্ব সার্ভিসের জন্যও তারা খরচ ধরেছে।

"একঘণ্টা যে পার হয়ে গিয়েছে, তা আপনারা আমাদের জানাতে পারতেন।" আমি বললাম।

"পাগল নাকি!" ফ্রাঙ্ক আস্ফালন করলো। সে জাপানিজ পড়তে না পারলেও সংখ্যাগুলো ঠিকই বুঝতে পেরেছে। "আমি তো কেবল দুটো হুইস্কি, আর কেঞ্জি একটা মাত্র বিয়ার খেয়েছে!"

এ পাবে সবই ঘণ্টাভিত্তিক চলে, ম্যানেজার একেবারে প্রাণহীন গলায় আমাদের জানালো। কিন্তু আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি, পাবের লোকবল কম। তাই প্রত্যেক কাস্টোমার কতক্ষণ করে থাকছেন, তার হিসেব করে তাদের জানিয়ে দেওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। "আশা করি বুঝতে পেরেছেন।" সে আগের গলাতেই বলল।

হ্যাঁ বুঝেছি। বেশ ভালোভাবেই বুঝেছি। খাঁদে পড়েছি আমরা। যতকিছুই বলি না কেন, ম্যানেজার সাহেব ঘুরেফিরে আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে, ওটা পাবের নিয়মানুযায়ী খরচ হয়েছে। আর যদি অভিযোগ জানাই, তবে বিশালদেহী কোনো নিরাপত্তাকর্মী আমাদের সামনে এসে হাজির হবে এবং আমাদের সাথে 'আলাপ আলোচনার' জন্য পেছনের অফিসে যেতে বলবে। ফলাফল, শূন্য।

ফ্রাঙ্ককে আমি বোঝালাম, এখানে আমাদের করার কিছুই নেই। সে মাথা নাড়ল, "তাহলে এটা ওরকম টাইপের জায়গা।" আমি বললাম, হ্যাঁ। এই পাবে আমরা বিপদেই পড়ে গিয়েছি। কিন্তু ওদের কোনো কথাই আইনবিরুদ্ধ না, তাই তর্ক করাটা কেবল সময়ের অপচয় হবে।

"আমি পরে আপনাকে সব ব্যাখ্যা করে দেব। আমার ভুলের কারণেই এটা হয়েছে, তাই আপনি আমার বিল থেকে অর্ধেক কেটে রেখে দিয়েন।"

আমি মন থেকেই কথাগুলো বলেছিলাম। আমার কাজ ছিল ঘড়ির দিকে লক্ষ রাখা, সেটাতে আমি ব্যর্থ।

BanglaBook.org

"কোনো চিন্তা নেই।" ফ্রাঙ্ক আশ্বাস দিলো। "এতক্ষণ পর্যন্ত যা বিল হয়েছে, তা মিটিয়ে দিই।"

এতক্ষণ পর্যন্ত? আমি ভাবলাম। ফ্রাঙ্ক পকেট থেকে তার মানিব্যাগটা বের করলো। সেই নকল সাপের চামড়ার মানিব্যাগ। সেখান থেকে একতাড়া ১০,০০০ ইয়েনের নোট বের করে ম্যানেজারের হাতে তুলে দিলো। নোটগুলো এত নোংরা, তেল চিটচিটে ছিল যে, ম্যানেজার সেটা হাতে নিতেই তার মুখে ঘেন্নার ভাব দেখা দিলো। নোটগুলো একেবারে নোংরা, কাদা মাখানো আর তেল চিটচিটে ছিল, আরেকটু হলেই ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়লো, শিনযুকু সেন্ট্রাল পার্কের গৃহহীন ফকিরদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা লাখ লাখ ইয়েন বস্তায় লুকিয়ে রেখে দেয়।

আমরা সবাইই নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমরা কেউই এরকম দৃশ্যের সাথে পরিচিত ছিলাম না।

"এই যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যা বিল হয়েছে, তা নিন।" ফ্রাঙ্ক বলল।

"এতক্ষণ পর্যন্ত? মানে, ফ্রাঙ্ক?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

মানে, সে এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকতে চাইছে, ম্যানেজার আমাকে বলল। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই কাবুকিচোর বাসিন্দা, তাই ফ্রাঙ্কের চেহারা আর ভাবভঙ্গি থেকে ভয়ঙ্কর কিছু আঁচ করতে পারছিলেন। নোংরা, চিটচিটে টাকার কথা নাহয় বাদই দিলাম। সে বলল, বিল মিটিয়ে দেওয়ার পরেই সব কাস্টোমার বিদায় নেয়। অর্থাৎ, 'অনেক হয়েছে, এবার বেরিয়ে যাও।'

"ফ্রাঙ্ক, চলো বের হয়ে যাই। বিল মিটিয়ে দেওয়ার পর আমাদের বের হয়ে যেতে হবে, এটাই এখানকার নিয়ম।" বলে তার কাঁধে হাত রাখলাম। কাঁধের সে জায়গাটা লোহার মতো শক্ত হয়েছিল, স্পর্শ করার সাথে সাথে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

"আচ্ছা, ঠিক আছে, বের হচ্ছি তাহলে?" সে বলল। "একমিনিট। আমি যে ইয়েন দিয়ে বিল পরিশোধ করেছি, সেগুলো ড্রেনে পড়ে গিয়েছিল। আমার কি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বিল পরিশোধ করা উচিত ছিল?"

সে আমার মানিব্যাগটা বের করলো। 'ক্রেডিট কার্ড' শব্দটা শুনে ম্যানেজার একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। শব্দটা তার পরিচিত।

"কেঞ্জি, তাকে জিজ্ঞেস করো, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে কিনা।"

সতর্কের সাথে ম্যানেজার উত্তর দিলো, করা যাবে।

"আমার খুবই ব্যতিক্রম একটা আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড আছে। এই যে, দেখুন। মেয়েরা, তোমরাও দেখো। এই যে। হ্যাঁ, এবার ভালোভাবে কার্ডটা লক্ষ করো। এই যে, কার্ডে যে যোদ্ধার ছবি দেওয়া, সেটার মুখটা কেমন বিদঘুটে,

BanglaBook.org

তাই না? আলোর মধ্যে সামনে পিছে করলে মনে হয়, যোদ্ধাটা হাসছে...এই যে, এইভাবে। ঠিক না? এবার ভালোভাবে লক্ষ করলে..."

ম্যানেজার, ওয়েটার আর দুজন মেয়ে একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, কার্ডটা যেন তাদের কাছে টেনে নিচ্ছে। একটি পরিচিত, গা ছমছমে ভাব আমাকে ঘিরে ধরলো, আমাকে সেটা যেন বলতে লাগলো, 'ফ্রাঙ্ক কিছু একটা করতে যাচ্ছে।' বাতাসটা অস্বাভাবিকভাবে শুষ্ক মনে হলো, একইসাথে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে আমি কোনোভাবেই ফ্রাঙ্কের কার্ডের দিকে তাকাবো না বলে ঠিক করেছি। আমার চোখ ছিল ম্যানেজার ও ওয়েটারের ওপর। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের চোখে একটা পরিবর্তন দেখতে পেলাম। একবার কোথায় যেন পড়েছিলাম, সম্মোহিত হলে মানুষ মৃতের জগতে প্রবেশ করে। কথাটা সত্য কিনা জানি না, তবে ভূতুড়ে কিছু একটা ঘটে, সেটা জানি। দেখতে পেলাম, কার্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ম্যানেজারের চোখদুটো ঘোলা হতে শুরু করেছে। পরমুহূর্তেই তার মুখের মাংসপেশি ও গাল টানটান হয়ে যেতে দেখলাম। এতটাই যে, দাঁত কিড়মিড় হওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, গলার শিরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে প্রচণ্ড ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়া একজন মানুষ। কিছুক্ষণ পরেই তার মাংসপেশী আগের মতো হয়ে গেল, চোখ থেকে ভয়ের চিহ্ন হারিয়ে গেল।

"কেঞ্জি।" খুব শান্ত গলায় ফ্রাঙ্ক বলল। "বাইরে গিয়ে তোমার বান্ধবীকে ফোন দাও।"

"কী?" আমি হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে আবার বলল।

"বাইরে। যাও। বান্ধবীকে ফোন দাও।"

তার সেই বিদঘুটে মুখটা হারিয়ে গিয়েছে। তার মুখটা আনন্দে চকমক করছিল, যেন সে কঠিন কোনো কাজ সম্পন্ন করেছে। এখন হাতে একটা ঠান্ডা বিয়ারের বোতল হলেই কেল্লা ফতে। ওদিকে ম্যানেজার, ওয়েটার, মাকি, ইউকো–সবাই ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। বাতাসে ওয়েটারের ঠোঁটের রিং নড়ে উঠল, কিন্তু তার অবস্থা দেখে মূকাভিনেতাদের কথা মনে হচ্ছিল। সবার চোখ ঘোলাটে, দূরের কোথায় হারিয়ে গেছে যেন। আর তাদের দেখে বলতে পারছিলাম না তাদের মাংসপেশি কি টানটান হয়ে ছিল নাকি অন্যকিছু।

ওদিকে ৩ নম্বর মহিলা গান গেয়েই চলেছে, চাকুরিজীবী ৫ নাম্বারের সাথে দরাদরি করেই চলেছে। কেউ এই টেবিলের দিকে তাকাচ্ছিল না।

"ফ্রাঙ্ক।" তাকে আলতোভাবে টোকা দিয়ে বললাম, "জিনিসটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।" আমি ধরে নিচ্ছিলাম সে এভাবে সবাইকে ঘোরের মধ্যে রেখে টাকা

BanglaBook.org

না দিয়েই কেটে পড়বে। "এভাবে বিল না দিয়ে বের হয়ে গেল আমি কাবুকিচোতে মুখ দেখাতে পারবো না।"

"আমি ওরকম কিছু করবো না, কেঞ্জি। শান্ত হও। এখান থেকে বেরিয়ে যাও, ব্যাপারটা আমি দেখছি।"

নাকি তোমাকে খুন করবো? তার চোখদুটো যেন সেই হুমকিই দিলো। আমার সারা গায়ে যেন কেউ বরফের স্তূপ ঢেলে দিয়েছে। কিছু বোঝার আগেই আমার পা নিজে থেকেই এগিয়ে যেতে শুরু করলো। আমিও কি সম্মোহিত গেলাম নাকি! বেরিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে আমি ম্যানেজার ও ওয়েটারের ভেতর দিয়ে চাপাচাপি করে বের হওয়ার চেষ্টা করলাম। ম্যানিকিনের মতো দাঁড়িয়ে ছিল তারা, একফোঁটা প্রাণের অস্তিত্বও টের পেলাম না তাদের মধ্যে। টেবিল থেকে সরে যেতে যেতে মাকি ও ইউকোর দিকে তাকালাম, তারা দুজনেই সোফায় বসে দুলছিল।

লিফটের সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে মোবাইলটা অন করলাম। এখন জুন নিশ্চয়ই আমার অ্যাপার্টমেন্টে, কিন্তু তাকে কল দিতে আমার মনে বাঁধল। দুশ্চিন্তায় পায়চারি করলাম এদিক সেদিক। অবশেষে পাবের থাইগ্লাসের দরজা দিয়ে ভেতরে কী হচ্ছে দেখতে উঁকি দিলাম। ভেতরে কেবল মনুষ্য আকৃতির কয়েকজনের ঘোরাফেরাই কেবল আঁচ করতে পারলাম। এমন সময় একটি পরিচিত মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখলাম দরজার দিকে। পালাতে চাইলাম লিফটের দিকে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

"কেঞ্জি, ভেতরে এসো।" ফ্রাঙ্ক আদেশ দিলো।

আমি ভেতরে যেতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু ফ্রাঙ্কের চোখের ভেতর যে পাশবিকতা খেলা করছিল, তাকে উপেক্ষা করার সাহস আমার মধ্যে নেই। পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ফ্রাঙ্ক আমার হাত জাপটে ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। দরজার কাছে আমি তাল সামলাতে না পেরে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফ্রাঙ্ক আমাকে একহাতেই টেনে তুলল। এমনভাবে টেনে নিয়ে গেল, যেন আমি একগাদা লাগেজ। লাগেজের মতোই আমাকে এক জায়গায় নিয়ে ফেলে দিলো। পুরো সময়টাই চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম। শুনতে পেলাম, ফ্রাঙ্ক হেঁটে দরজার কাছে যাচ্ছে, একটু পরে দোকানের শাটার নামিয়ে দেওয়ার শব্দও শুনতে পেলাম। চোখ খুলতেই দুজোড়া পা চোখের সামনে দেখতে পেলাম, একটা পুরুষের আর একটা মহিলার পা। লাল রঙের হাই হিল আর সাদা স্টকিংস দেখেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটা মাকি। মাকির পা বেয়ে কী যেন একটা লাল রঙের রেখা নেমে যাচ্ছে মাটিতে, প্রথম দেখায় জীবন্ত কিছুর কথাই মনে হলো। যেন পরজীবী কোনো প্রাণি, আর সেটা

BanglaBook.org

ধীর গতিতে স্থিরভাবে পা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। পাশেই দেখলাম সোফায় চাকুরীজীবী ও ৫ নম্বর মহিলা হাঁ হয়ে ভীত মুখে মাকির দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। যে মুহূর্তে ওপরে তাকালাম, মনে হলো নাড়ি উলটে যাবে। মাকির মুখের ঠিক নিচে কে যেন আরেকটা মুখ লাগিয়ে দিয়েছে, ঠিক চোয়ালের নিচে। সেখান থেকে কালো, ঘন লাল রঙের আলকাতরা বের হচ্ছে। তার গলা এক কান থেকে প্রায় অপর কান পর্যন্ত এমন গভীরভাবে কেটে দিয়েছে যে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি গলা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, তখনো মাকি দাঁড়িয়ে ছিল, এবং তাও জীবিত অবস্থাতেই। তার চোখ দুটো পাগলের মতো কোটরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল, ঠোঁট কাঁপছিল, যেন সে কিছু বলতে চাইছে। ঠোঁট থেকে শব্দ না বের হলেও ক্ষত থেকে ঠিকই একগাদা কালো আলকাতরার মতো ফেনাযুক্ত রক্ত বের হলো। তার পিছে ঠেস দিয়ে ম্যানেজার দাঁড়িয়ে ছিল, যেন মাকির তাল সামলিয়ে রাখার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তার গলাটাও অস্বাভাবিকভাবে বাঁকিয়ে দিয়েছে কেউ, যেন মাথার পিছে কী হচ্ছে তা সে দেখতে চাইছিল। মাথাটা তার এক কাঁধের ওপর রেখে সে যেন বিশ্রাম নিচ্ছিল। মাকির হাইহিলের ঠিক পেছনেই ইউকো ও ওয়েটার স্তূপের মতো করে পড়েছিল। সাশিমিতে ব্যবহৃত ছুরির মতো চিকন একটা ছুরি ইউকোর পিঠে ঢোকানো ছিল। ওয়েটারের গলাটা ম্যানেজারের মতোই মোচড়ানো।

৩ নম্বর মেয়ে, চাকুরীজীবী ও ৫ নম্বর মহিলা কার্ডবোর্ডের পুতুলের মতো সোফায় বসেছিল। বুঝতে পারলাম না, তাদের কি সম্মোহিত করা হয়েছে, নাকি ভয়েই পক্ষাঘাতগ্রস্থ। বমি আটকে রাখতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হলো। বমির অম্লভাব বুক থেকে গলা পর্যন্ত ঢেউ খেলতে লাগলো, চিনচিন করে ব্যথা করতে লাগলো সর্বাঙ্গে। কথা বলা তো দূরে থাক, ঠিকমতো চিন্তাই করতে পারছিলাম না। এমন একটা দুঃস্বপ্নে আটকে গিয়েছি, যা থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই।

ফ্রাঙ্ক আমার সামনে দিয়ে হেঁটে ৩ নম্বর মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে সেই লম্বা, চিকন ছুরিটা, একটু আগেই সে ইউকোর পিঠ থেকে সেটা টেনে বের করেছে। ৩ নম্বর মেয়েটা যে সম্মোহিত কিংবা অচেতন হয়নি, তা স্পষ্ট বোঝা গেল ফ্রাঙ্ককে দেখার পর তার প্রতিক্রিয়া দেখে। প্রতিক্রিয়াটা ছিল আজব, সে একহাত দিয়ে সোফাটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে অপর হাত দিয়ে ফ্রাঙ্কের হাতের অস্ত্রের দিকে থাবা মারতে থাকল। যেন একটা বিড়াল তার প্রিয় খেলনার দিকে থাবা মারছে। কারাওকের মাইকটা তখনো হাতে চালু অবস্থায় ছিল, তার নড়াচড়ার শব্দ গোটা পাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। স্পষ্টতই সে পালাতে

BanglaBook.org

চাচ্ছিল, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি দেহ থেকে আগেই পালিয়ে গেছে। তার কাঁধ, একই সাথে মাথা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু পা যেন মেঝের সাথে আটকে গিয়েছিল। মাথার মধ্যে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে, তাই নিজের শরীরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমি নিজেও ওরকম অবস্থায় ছিলাম, সামনের কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে ও শুনতে পাচ্ছিলাম না। সবকিছু ওলটপালট লাগছিল। ৩ নম্বর মেয়ে কারাওকে'তে যে গান গাইছিল, তার সুর তখনো কারাওকে যন্ত্রে বেজেই চলেছে।

ফ্রাঙ্ক যখন ৩ নম্বর মেয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো, ৩ নম্বর মেয়ে ততক্ষণে ভয়ে তার ক্রীম রঙের স্যুটটা প্রস্রাব করে নষ্ট করে ফেলেছে। প্রস্রাবের মাধ্যমে তার শরীর থেকে বেঁচে থাকার আশাও বেরিয়ে গেছে। ফ্রাঙ্ক তার চুলের মুঠি করে ছুরিটা বুকে বিঁধিয়ে দেওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে তার শরীরটা স্থির হয়ে গিয়েছিল, একচিলতে হাসিও দেখা গিয়েছিল তার মুখে। মশা যেভাবে ঝটকা মেরে উড়ে যায়, ঠিক সেভাবেই তার দেহ থেকে কী যেন হারিয়ে গেল, সেই হাসির অর্থটাও হারিয়ে গেল।

ঠিক তক্ষুণি ৫ নম্বর মহিলা চিৎকার দিতে শুরু করলো। ঠিক ৩ নম্বর মেয়েটার খুন হতে দেখে নয়, বরং কেউ যেন তার চিৎকারের ভলিউম বন্ধ করে রেখেছিল। এখন সেটি চালু হয়েছে, তাও আবার পুরো মাত্রায়। ফ্রাঙ্ক ৩ নম্বর মেয়ের বুক থেকে টেনে ছুরিটা বের করে তার হাত থেকে কারাওকের মাইকটা নেওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু মৃত্যুর পরেও ৩ নম্বর মেয়ের হাত শক্তভাবে মাইকটা ধরে রেখেছিল, তাই হাতের মুষ্ঠি খুলতে ফ্রাঙ্ককে বেশ বেগ পেতে হলো। তার হাত (৩ নম্বর) ততক্ষণে সাদাটে হয়ে ফুলে গেছে, কেউ যেন তার হাতের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। ফ্রাঙ্ক আবার তার চুল মুঠি করে ধরলো, এবার তার (ফ্রাঙ্ক) তর্জনী ৩ নম্বরের চোখে ঢুকিয়ে দিলো। আমি যেখানে পড়েছিলাম, সেখান থেকেই শব্দ পাচ্ছিলাম, একটু পর মাইক হাত থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দও শুনতে পেলাম। তার চোখ থেকে অচেনা কিছু একটা যেন ফেটে বেরিয়ে এল। আঠালো, ঘন, স্বচ্ছ একটা তরল, তাতে আবার রক্তের ছিটে লেগে আছে। ফ্রাঙ্ক মাইকটা হাতে নিলো, এরপর সেটা ধরলো অনবরত চিৎকার করে যাওয়া ৫ নম্বর মহিলার মুখের সামনে। চিৎকারটা কয়েকগুন বেড়ে গিয়ে পাবের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। অদ্ভুত ব্যাপার, কারাওকের সুরের সাথে মিলে গিয়ে সেটা গানের মতো মনে হতে লাগলো! আমার দিকে তাকিয়ে ৫ নাম্বারের দিকে আঙ্গুল তাক করলো ফ্রাঙ্ক। মহিলার গলার শিরা উপশিরা সব স্পষ্টত কাঁপছিল অনবরত চিৎকারের জন্য। চোখ দিয়ে আমাকে ফ্রাঙ্ক ইশারা করলো, 'প্রস্তুত তো? এবার দেখো ম্যাজিক।' ফ্রাঙ্ক ছুরিটা সেই কম্পনরত গলার মাংসের মধ্যে ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

দিলো। 'হুস' শব্দ করে চিৎকারটা থেমে গেল। অনেকটা কেতলি থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে বলেও ভুল হতে পারে।

ফ্রাঙ্ক একেকসময় একেক গতিতে আগাচ্ছিল, একবার খুব ধীরগতিতে, পরমুহূর্তেই খুব দ্রুত। একসময় বোঝাই যাচ্ছিল না সে হাঁটছে কিনা, অথচ ইউকোর পিঠ থেকে এমন দ্রুত ছুরিটা বের করলো, সেটা চোখেই ধরা পড়লো না। শকে চলে গেলে ইন্দ্রিয়ে যে কী পরিমাণ গোলমাল লেগে যায়, সেটা আসলেই খুব বিস্ময়কর। চাকুরিজীবীর পাশের মেয়েটার গলা দুভাগ করে দিয়েছে ফ্রাঙ্ক, আর সে টিভিতে চলতে থাকা কাপ নুডুলসের বিজ্ঞাপনের মতো সেটা বসে বসে দেখে গিয়েছে। আমি একবার পড়েছিলাম, এরকম বিপজ্জনক মুহূর্তে শরীরে একধরনের হরমোনের ক্ষরণ হয়, অ্যাড্রেনালিন না কী যেন নাম। সেটা পালসের গতি বাড়িয়ে দেয়, একই সাথে শক্তি ও সাহস কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু শরীর ও মন যদি কেবল সাধারণ স্বাভাবিক অনুভূতি, ঘটনার সাথে পরিচিত থাকে, তাহলে হরমোনের ক্ষরণ হলে চিন্তাভাবনা আরো ঘোলাটে হয়ে যায়। আমার ধারণা, আমার ও গোটা পাবের সবার মধ্যে সেই ঘটনাই ঘটছিল। আমার পকেটে থাকা মরিচের গুঁড়ার স্প্রের কথা মনে পড়ে গেল, কিন্তু সেটা বের করতে আমি ইতস্তত বোধ করতে লাগলাম। আমার কিছু একটা করা উচিত, কিন্তু এ মুহূর্তে সেই চিন্তাটাকে অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। মনের মধ্যে হঠাৎ করে একটা ইচ্ছা খেলে গেল বাথরুমে দৌড়ে গিয়ে সেই স্প্রে'র বোতলটা ফেলে দিয়ে আসি। কী কারণে এ চিন্তা মাথায় এলো তা বলতে পারব না, তবে ফ্রাঙ্কের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, বিপদের মোকাবেলার জন্য সেটা কোনোমতেই যথেষ্ঠ না। বাস্তব দুনিয়ায় এই ছোট্ট স্প্রে'র বোতল ফ্রাঙ্কের পাশবিকতার কাছে খুব সহজেই হেরে যাবে। যে মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমি খুন হতে যাচ্ছি, সাথে সাথে আমার সব সাহস, আশাভরসা হারিয়ে গেল। সেটা প্রতিরোধের শক্তিও হারিয়ে বসলাম। আর ৩ নাম্বারের বুকে ছুরির ছিদ্র ও ৫ নাম্বারের গলার বিশাল ছিদ্র দেখে আমি নিজেও পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে গেলাম। আমার দেহের প্রত্যেকটা স্নায়ু স্থির হয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, জোরে চিৎকার দিয়ে সাহায্য চাওয়ারও সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। সাধারণত আমরা নিজের অজান্তেই কোনো কাজ শুরু করার আগে সেটি কল্পনায় কী হতে পারে দেখে নিই। ফ্রাঙ্ক সেই কল্পনার ব্যাপারটা ধ্বংস করে দিয়েছিল, যা কিনা অসম্ভব একটা কাজ। এ দেশের খুব বেশি মানুষ গলা কাটা লাশ দেখেছে বলে মনে হয় না। এরকম অবস্থায় কী করা উচিত, কী অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া উচিত, ভয় নাকি ঘেন্নাবোধ করা উচিত–কোনোটির সাথেই আমরা পরিচিত না। ৫ নম্বর মহিলার গলাতে খুব নিখুঁতভাবে ছুরি বসানো হয়েছিল, যার ফলে খুবই কম রক্তপাত

BanglaBook.org

হচ্ছিল। খুব ভালো করে লক্ষ করলে ক্ষতস্থানে গাঢ় লাল রঙের রক্তের দেখা মিলবে। বোধহয় কণ্ঠনালি কেটে গিয়েছে, সেজন্যই এত কম রক্তপাত। তোমার পুরো জীবন হয়তো কেটে যাবে এটা না দেখেই, কিন্তু দেখার সাথে সাথে বোঝা যায় এটা কণ্ঠনালি। আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও, যদি সেরকম পরিস্থিতির উদয় হয়, তবে পরমুহূর্তে কী করা উচিত তা বুঝে উঠতে পারবে না।

৫ নাম্বারের গলা থেকে যখন রক্ত ছিটকে বের হতে লাগলো, সেটা লাল নয় বরং কালো রঙের বলে মনে হচ্ছিল। অনেকটা সাশিমিতে ব্যবহার করা সসের মতো রং, ভাবলাম। তখনো নড়াচড়া করতে পারছিলাম না, গলা ও মাথার পেছনে অস্বাভাবিক ঠান্ডা বোধ করতে শুরু করেছি। ফ্রাঙ্ক যদি আমার গলার সামনে ছুরি ধরেও, আমি কোনোমতেই সরে যেতে পারব না। পাবে কোনো জানালা ছিল না, একপাশের দেওয়ালে কেবল বিশাল আকারের একটা ভিডি ও স্ক্রিন ঝোলানো ছিল। সেটাতেই আমি বাইরের শহরটা কল্পনা করে নিলা , যেখানে মানুষজন তখনো বেঁচে আছে, কথা বলছে, হেঁটে বেড়াচ্ছে। কা ছ থেকেও যেন তারা কতটা দূরে। আমি তো অনেকটা মৃতের জগতেই পৌঁছে গিয়েছি। বাইরে মানুষেরা দেহব্যবসারত। মেয়েরা গলির আনাচেকানাচে মিনিস্কার্ট পরে, ঠান্ডা থেকে নিজেকে কোনোমতে রক্ষা করে নিজের শরীরকে অল্প কয়টা ইয়েনের বিনিময়ে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আর পুরুষরা হাসিঠাট্টায়, মাতাল অবস্থায় গান গাইতে ব্যস্ত; আর রাতের একাকীত্ব দূরের জন্য মেয়ে বেছে নেওয়ায় ব্যস্ত। ঝিকিমিকি নিয়নের আলোয় দালালেরা মাতালদের উদ্দেশ্যে তখনো চেঁচিয়ে চলেছে, "ভালো সময় কাটানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছি!" মনের অস্বচ্ছ, ফোকাসহীন কাঁচ দিয়ে এসব ঘটে যেতে দেখলাম। এসব যে আর কখনো দেখতে পারবো না, তা ভুলে যেতে চাইলাম।

ফ্রাঙ্ক এবার চাকুরীজীবীর চুল মুঠি করে তার মাথা ৫ নম্বর মহিলার দিকে ঘুরিয়ে দিলো, যাতে সে স্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পারে। তার (৫ নম্বর মহিলা) মাথা পেছনের দিকে নামানো ছিল, ফলে ক্ষতস্থানের প্রস্থ আরো বেড়ে যাচ্ছিল। একই সাথে তার গলার পরিষ্কার, সাদা ধবধবে চামড়া পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। আশ্চর্য ঘটনা, দৃশ্যটা দেখে চাকুরীজীবী পাগলের মতো 'হে হে হে' করে হেসে উঠল। অনেকটা ভূমিকম্পের পর ভিক্টিমদের টিভিতে দেখানোর সময় তাদের মুখে যে অপ্রত্যাশিত হাসি দেখা যায়, সেরকম হাসি।

"ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হচ্ছে?" ফ্রাঙ্ক তাকে জিজ্ঞেস করলো। কথাটা সে না বুঝলেও যেন ঘুমের ঘোরে বেশ কয়েকবার মাথা নাড়ালো, তারপর আবার 'হে হে হে' করে হেসে উঠল। তাও আবার বেশ কয়েকবার। তারপর, ফ্রাঙ্ক তাকে ধরে থাকা অবস্থাতেই সে সিগারেট খাবে বলে ঠিক করলো। টেবিল থেকে

BanglaBook.org

সেভেন স্টার সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে একটা সিগারেট স্টিক বের করলো। ফ্রাঙ্ক খুব কাছে থেকে, সতর্কভাবে লোকটার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। লোকটা তখন পকেট হাতাচ্ছে সিগারেটের লাইটারের জন্য, যেন সিগারেটের ধোঁয়া কয়েকবার ছাড়লেই স্নায়ু ঠান্ডা হয়ে যাবে। ফ্রাঙ্ক অপর হাত দিয়ে সোফার ওপর পড়ে থাকা লাইটারটা তুলে, জ্বালিয়ে তার সামনে ধরে বোঝাতে চাইল 'এটা খুঁজছ?' চাকুরীজীবী হাবার মতো হাসলো। ফ্রাঙ্ক সেটার উত্তাপ আরো বাড়িয়ে লোকটার চোখ, কপাল ও চুলের সামনে ধরলো। চামড়া পোড়ার গন্ধ আমার নাকে ভেসে এল। চাকুরীজীবী লাইটার থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছিল, কিন্তু ফ্রাঙ্ক তার মুখটা টেনে লাইটারের আরো কাছে আনলো। কিছুক্ষণের জন্য লাইটারটা সরিয়ে নিতেই লোকটার মুখে আবার সেই একচিলতে হাসি দেখা গেল। পাগলের মতো মাথা নেড়ে সে যেন ফ্রাঙ্ককে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো। এবার ফ্রাঙ্ক লাইটারটা তার নাক ও ঠোঁটের সামনে ধরলো। লোকটার ধস্তাধস্তি আরো বেড়ে গেল। হাত পা ছুড়তে লাগলো তার মুখটা পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে। বাচ্চাদের মতো সে বাঁচার জন্য ফ্রাঙ্কের পেট আর বুকে দুর্বলভাবে ঘুষি মারতে লাগলো। "চালিয়ে যাও বাছাধন," লোকটার মুখ রোস্ট করতে করতে ফ্রাঙ্ক বিড়বিড় করে বলে উঠল। এরকম পাশবিকতার মাঝে হঠাৎ করে ফ্রাঙ্ক বিশাল একটা হাই তুলল। এরকম বিশাল হাই তোলা কখনো দেখিনি, তার পুরো মুখটাই যেন ফাটা ডিমের মতো দুভাগ হয়ে গিয়েছে।

অবশেষে চাকুরীজীবী চিৎকার করতে শুরু করলো। চিৎকার কখনো জোরে, কখনো আস্তে; অনেকটা খুব খারাপভাবে টিউনিং করা রেডিওর মতো। ফ্রাঙ্ক পাশে একটু সরে দাঁড়াল, যাতে আমি স্পষ্টভাবে ব্যাপারটা দেখতে পাই। হয়তো সে জানে, আমি কখনো কোনো মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করতে দেখিনি। লাইটারের কমলা ধোঁয়া তখন লোকটার নাকের ভেতর পৌঁছে গিয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন আমুরো'র গান বাজানো কেবল শেষ হয়েছে, এখন তাকাকো ওকামুরার একটি গান বাজতে শুরু করলো। চাকুরীজীবী তখন যেন ব্যথায় হাত পা ছুঁড়ে গানের তালে তালে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। ফ্রাঙ্ক আমার দিকে তাকিয়ে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলতে চাইল, 'দেখো কেঞ্জি! কী করছে দেখো!' লোকটার নাকের কাছের মাংস ইতোমধ্যে মোমের মতো গলতে শুরু করেছে, মেঝেতে টপটপ করে পড়ে যাচ্ছে গলে যাওয়া বাদামি রঙের সেই চর্বি। কপালে তখন ঘাম জমে টইটম্বুর। তার মুখটা বেগুনী রঙের হয়ে যাচ্ছিল, নাকের ডগা ইতোমধ্যে পুড়ে কয়লার মতো হয়ে গিয়েছে। পুরো নাক জ্বলে পুড়ে এতটাই কালো হয়ে গিয়েছে যে, নাকের ফুটো চেনাই যাচ্ছে না। আমি একই সাথে তাকাকো ওকামুরার গান, মাংস পুড়ে ফেটে যাওয়ার শব্দ ও মাঝেমধ্যে লোকটার

BanglaBook.org

কান্নার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তার পুরো চোয়াল থরথর করে কাঁপছিল, গার্গল করা শব্দে কান্না বের হয়ে আসছিল। ফ্রাঙ্ক তার দিকে অনেকক্ষণ ধরেই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে ছিল, পরমুহূর্তেই আবার হাই তোলা শুরু করলো। এত দীর্ঘ হাই ছিল সেটা, মনে হচ্ছিল লোকটাকে গোটা এক কামড়ে চিবিয়ে খাবে।

ফ্রাঙ্ক কিছুক্ষণ পর লোকটাকে ছেড়ে দিলো, তখনো সে অচেতন হয়নি। ফ্রাঙ্ক এবার ৫ নম্বর মহিলার স্কার্ট অনেকদূর তুলে ফেলল। জোরাজুরির ফলে মহিলার দেহটা সোফায় ধপাস করে পড়ে গেল। মাথাটা পেছনের দিকে এতদূর হেলে হয়ে গেল যে, শুধু তার মুখ নয়, নাকের ফুটোটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পারছিলাম। প্রতিবার তার দেহ নড়ে ওঠার সাথে সাথে মরচে ধরা তালার মতো শব্দ করছিল। কখনো ভাবতেই পারিনি, কোনো মানুষের মাথা বাঁকিয়ে এত নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব। যেখানে পড়ে আছি, সেখান থেকে তার ক্ষতস্থানকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা রক্তে ভর্তি ফুলদানি। তার হাড়মাংস, সাদাটে আঠালো একটা রস সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিল–সবকিছু দেখতে পারছিলাম। এখন আর রক্ত বের হচ্ছে না যদিও। চাকুরীজীবী তখন ডান হাত দিয়ে তার নাক ধরে কাঁদছে। চোখের জল ও ঘাম দুইই বেয়ে বেয়ে পড়ছিল মুখ থেকে, পোড়া জায়গা থেকেও অচেনা কোনো একটা তরল একই সাথে বের হচ্ছিল।

ফ্রাঙ্ক ৫ নম্বর মহিলার দুই পা দুইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে তার প্যান্টি ও স্টকিংস একটানে ছিঁড়ে ফেলল। এরপর হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকলো, "এ দিকে আসো, কেঞ্জি।"

আমি গেলাম না। নিজেই তখন নড়াচড়া করতে পারছিলাম না, নিজের প্রাণ বাঁচাতে হলেও আমি তখন ব্যর্থ হতাম। ফ্রাঙ্ক তখন লোকটার চুল ছেড়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্যাকেটের কলার টেনে আমাকে ৫ নম্বর মহিলার পায়ের কাছে নিয়ে গেল। তখনো তার দেহের কয়েকজায়গায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আশা করলাম, হয়তো সে বেঁচে আছে। তার উরুসন্ধির কাছের মাংস কিছুক্ষণ পরপর কেঁপে উঠছিল। যোনি সেইসব মুহূর্তে খুলছিল ও বন্ধ হচ্ছিল, যেন সে সেখান দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। "কেঞ্জি, লোকটাকে বল ওর সাথে সেক্সে লিপ্ত হতে।" ফ্রাঙ্ক আমার কানে ফিসফিস করে বলল। আমি মাথা নেড়ে না করে দিলাম, বলতে পারব না। তখন কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না।

ফ্রাঙ্ক চিৎকার করে উঠল, "ওকে বলো!"

ভয়ের পাশাপাশি ফ্রাঙ্কের প্রতি আমার বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হলো। ফ্রাঙ্কের হাতে তখন সেই লম্বা ছুরিটা ছিল, সেটি আমার সামনে তখন ঝিকমিক করছে। ততক্ষণে আমার সব ইন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। যে বমিটা আমি অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি, তা আমার পেছনের দাঁত প্রায় ছুঁইছুঁই করছে। আবার যখন

BanglaBook.org

তার যোনির নড়াচড়া আমার চোখে পড়লো, আর বমি ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। হড়হড় করে ক্যাপাচিনো কফি রঙের বমি করে দিলাম মেঝেতে। বমি করতে করতে টের পেলাম, আমার রাগ বেড়ে যাচ্ছে। তবে সম্পূর্ণ রাগটা কেবল ফ্রাঙ্কের ওপর ছিল না। রাগটা ছিল বিমূর্ত, নির্দিষ্ট কারো ওপর নয়। 'না!' আমি বলতে চাইলাম, কিন্তু মুখ থেকে কেবল বমির ছিটেফোঁটা বের হলো। মুখের ভেতরে লেগে থাকা, দাঁতের গোড়ায় লেগে আঠালো বমি থুতু মেরে মুখ পরিষ্কার করতে লাগলাম। যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, পুরোটাই ব্যবহার করতে হলো এজন্য।

ফ্রাঙ্ক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মজা পাচ্ছিল। "তাহলে ওর বদলে তুমিই যাও, কেঞ্জি।" সে বলল। "যাও বলছি!" সে ছুরি দিয়ে মহিলার যোনির দিকে তাক করে আমাকে দেখিয়ে দিলো। আমি আরো একবার থুতু ফেললাম। আমার সবগুলো স্নায়ু ও ইচ্ছাশক্তি লাগলো এরপরের কাজগুলো করতে। জানি না, কীভাবে সেই শক্তিগুলো ঐ মুহূর্তে পেয়েছিলাম, আদৌ কী শক্তি পেয়েছিলাম সেটাও জানি না। সেটা যাই হোক, অন্তত বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা না থাকলে নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয়। না থাকলে সম্পূর্ণই অন্যের ওপর, আশেপাশের পরিবেশের ওপর বেঁচে থাকার জন্য নির্ভর করতে হবে। জীবনটা হয়ে যাবে গাছপালার মতো। গলায় যেন স্বর ফিরে পেতে শুরু করলাম।

"না!"

শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার জিহ্বায় বমির স্বাদ পেলাম। 'না' বলার জন্য মাথার মধ্যে শব্দটা কল্পনা করে নিলাম। আবার বললাম, "না!" শব্দটার মধ্য দিয়ে এই গাইজিনটার কাছে আমার সাহস, ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করতে মন চাচ্ছে। এতকিছুর পরেও আমি যে তার ভয়ে ভীত না, তাই জানাতে চাইলাম। আগে কখনো বুঝিনি, কাউকে কিছু বলা আর সেটা তাকে বোঝানো–দুটা এক জিনিস নয়। একটু আগেই ৩ নম্বর মেয়েটা শিশুর মতো হাতপা ছুঁড়ে ফ্রাঙ্ককে থামাতে চাচ্ছিল। কিংবা ৫ নম্বর মহিলা 'গাইতে' শুরু করেছিল মৃত্যুর ঠিক আগেই। এগুলো দিয়েও মনের ভাব বোঝানো যায়, তবে ফ্রাঙ্ককে তা বোঝাতে তারা ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এরকম এলোমেলোভাবে ভাব বোঝানোটা কঠিন। ফ্রাঙ্ক ঢোকার আগে এই পাবটা যেন জাপানিজ সমাজ ব্যবস্থারই প্রতিনিধিত্ব করছিল। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের অনীহা, কেবল নিজের সাথেই নিজের আলাপ প্রতিমুহূর্তে। এভাবে যারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তারা অল্পতেই বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে, অল্পতেই এ পাবের সদস্যদের মতো মারা যায়।

"না?"

ফ্রাঙ্ক নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে না পারার ভান করার সর্বোচ্চ চেষ্টা

BanglaBook.org

করলো। দুহাত দুইদিকে ছড়িয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে পাবের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে উদ্ভট একটা চিন্তা মাথায় এলো, সেই পরিস্থিতিতে এরকম মনে কেন হলো জানি না যদিও। হ্যাঁ, সে আসলেই আমেরিকান। আমেরিকানরা স্প্যানিশদের মতোই কোটি কোটি রেড ইন্ডিয়ানদের খুন করেছে, গণহত্যা চালিয়েছে। কিন্তু তার সবটুকু কিন্তু হিংস্রতা থেকে নয়, বরং অজ্ঞতাও এর অংশ ছিল। আর এই অজ্ঞতাই মাঝেমধ্যে সত্যিকারের অশুভ কাজের চেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

"তুমি কী বললে কেঞ্জি? 'না'? আমার তো তাই মনে হলো। তুমি কি এখন 'না' বললে? না?"

ফ্রাঙ্ক তখন আমার মুখের সামনে ছুরিটা দোলাচ্ছিল। আমি তার পায়ের কাছে হাটু গেঁড়ে পড়েছিলাম। এরকমভাবে থেকে সাধারণত মানুষজন ক্ষমা প্রার্থনাই করে। আমি চাইলাম উঠে দাঁড়াতে, কিন্তু ফ্রাঙ্ক সামনেই ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সেটা মুখে ঢুকিয়ে দেয় ঠিক নেই। "না!" আবার চিৎকার করলাম, ঠিক ওভাবে বসে থেকেই। ফ্রাঙ্কের মুখের ভাবটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে আমার আচরণে কষ্ট পাচ্ছে।

"কেঞ্জি, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না।"

সে ছুরিটা হাত ঘুরিয়ে ৫ নম্বর মহিলার যোনির দিকে পর্যন্ত নিয়ে গেল। হয়তো এক্ষুনি সজোরে আমার গায়ে বিঁধিয়ে দিবে ছুরি। মনে মনে ভাবলাম, *গেছি এইবার।*

"কেঞ্জি, তুমি হয়তো জানো না, মাত্র মারা গিয়েছে বা মারা যাচ্ছে এমন মেয়ের সাথে সেক্সের মজা কীরকম! এরকম অভিজ্ঞতার সুযোগ বারবার পাওয়া যায় না, কেঞ্জি! ক্লিনিক্যালি ডেড, কিন্তু যোনি তো ঠিকই অক্ষত আছে!"

তার কথাবার্তা কেমন মুখস্ত বুলির মতো মনে হচ্ছিল। যেন কোনো অভিনেতা অনেক আগের কোনো পার্টের লাইন মনে করে করে সেটা বলার চেষ্টা করছে। ৫ নম্বর মহিলার যোনির গায়ে একটা সাদা সুতোর মতো লেগেছিল, কয়েক মুহূর্ত পর বুঝতে পারলাম ওটা ট্যাম্পনের সুতো। তাকে আর ট্যাম্পন ব্যবহার করা লাগবে না, ভাবলাম। দেখে মনে হচ্ছিল, মেয়েটার গায়ের সুতো ওটা, যা খুব দ্রুতই কাটা পড়ল। ৫ নম্বর মহিলা সুন্দরী ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পর তার যোনি ততক্ষণে সময়ের সাথে সাথে কালচে গোলাপিতে পরিণত হচ্ছিল।

"তুমি আমাকে হতাশ করলে, কেঞ্জি।"

ফ্রাঙ্ক এবার ছুরিটা চাকুরীজীবীর ডান কানের পেছনে নিয়ে গেল, ছুরিটা নামিয়ে কচ করে কানটা কেটে ফেলল। পুরো মুখটা হাত দিয়ে ঢেকে সে কাঁদছিল, তাই কান ঢেকে রাখা ডান বৃদ্ধাঙ্গুলটাও কেটে নিচে পড়ে গেল। তার

BanglaBook.org

কান্নার শব্দ অবশ্য আর বাড়লো না, কারণ কাঁদতে হলে যে পরিমাণ শক্তিটুকু লাগে, তার মধ্যে সেটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। ফ্রাঙ্ক তাতে যেন হতাশ হয়ে বাম কানটাও কেটে ফেলল। মাটিতে সেটা নিঃশব্দে পড়ে গেল। এক টুকরো ফিশকেকের মতো নিঃশব্দে পড়ে গিয়ে সেটা মেঝেতে পড়ে থাকা অজস্র চুল, সিগারেটের অবশিষ্টের মধ্যে হারিয়ে গেল।

"আচ্ছা, ঠিক আছে, কেঞ্জি।" ফ্রাঙ্ক বলল। "তোমার এসব তাহলে করতে হবে না। তুমি তাহলে একটা কানের টুকরো তুলে সেটা তার যোনিতে ঢুকিয়ে দাও, ঠিক আছে? এটুকু তো করতে পারবে?"

খুবই শান্ত গলায় কথাগুলো সে বলল। "কখনো কি এরকম করে দেখেছ?" সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। আমি উত্তর দিলাম না। তার মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি, সেভাবেই সে ছুরিটা সোফায় রেখে মেঝে থেকে পড়ে থাকা ধূলোয় মাখা কানটা তুলে নিলো। কানটা ভাঁজ করে সেটা ৫ নাম্বারের যোনির ভেতর ঢোকাতে চেষ্টা করতে লাগলো। মহিলা যে ট্যামপন পরে আছে, তা সে বুঝেনি। প্রায় অর্ধেক কান সে ঢুকিয়ে ফেলেছে, বাকিটা ঢুকছিল না কোনোমতেই। আমি তাকে ডাকলাম। সে শুনল না, সজোরে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো।

"ফ্রাঙ্ক! সে ট্যাম্পন পরে আছে।" একটু উবু হয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম তার দিকে। "তার পিরিয়ড চলছে, তাই সে ট্যাম্পন পরে আছে।"

ফ্রাঙ্ক এবার আমার দিকে তাকালো, কথাটা বুঝতে পেরে মাথা নাড়লো। কানটা বের করে আনল টান দিয়ে। এবার এক আঙ্গুল দিয়ে ট্যামপনের সুতোটা টান দিতেই সেটা বেরিয়ে এলো, একই সাথে এক পশলা কালচে রক্তের স্রোত বেরিয়ে এলো। সেটি তার নিচে থাকা সোফাতে মাখামাখি হয়ে গেল। রক্তের দিকে ফ্রাঙ্ক অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো, যেন সে নিজেই সম্মোহিত হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে চাকুরীজীবী 'আউউউ' করে চিৎকার দিয়ে উঠল। সে পালানোর চেষ্টা করছিল না, বরং সে যে নাক ও কান হারিয়ে ফেলেছে, তার শারীরিক কষ্ট এতক্ষণে তাকে আঘাত করেছে। ফ্রাঙ্ক সম্মোহন কাটিয়ে উঠল তার চিৎকার শুনে, হাতে ট্যাম্পনটা রেখেই সে উঠে দাঁড়ালো। চাকুরীজীবীর দিকে সে এগিয়ে গেল, ভালোবাসার আলিঙ্গনের মতো করে তাকে জড়িয়ে ধরে তার গলাটা মুচড়ে দিলো। হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার মটমট শব্দ আমার কানে এল, যেন শুকনো ডাল ভাঙ্গছে কেউ। তার মাথাটা এতক্ষণে পাশে উপস্থিত মোটামুটি সবার মতোই বাঁকা হয়ে গেল। সে সোফায় পড়ে গেল ঝপাস করে।

ফ্রাঙ্ক এবার আমার দিকে তাকালো, হাত থেকে ট্যামপনটা ফেলে দিলো। ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ খেলাধুলার

BanglaBook.org

পর ক্লান্ত ছোটো শিশুর মতো মুখ করে সে আমার দিকে তাকালো। ছুরির তীক্ষ্ণ ডগা গলাতে লাগাতেই আমার ফোনটা বেজে উঠল। আমি এলোপাথাড়ির মতো করে ফোনটার রিসিভ বাটন চাপ দিয়ে দিলাম। আমার কাণ্ড দেখে ফ্রাঙ্ক দ্বিধায় পড়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য, এরপর ছুরিটা আমার গলাতেই লাগিয়ে রাখলো।

"জুন? হ্যাঁ, কেঞ্জি বলছি। এখন আমি ফ্রাঙ্কের সাথে কাবুকিচোতে আছি।"

কথাটা জোর গলায় ইংরেজিতে হড়বড় করে বললাম। ইংরেজিতে বলার কারণে ফ্রাঙ্ক ছুরিটা কিছুদূর সরিয়ে নিলো। আমি তাই গলার স্বরটা আরো বাড়িয়ে কথা চালিয়ে গেলাম।

"একঘণ্টা পর আবার ফোন দিয়ো। যদি না ধরি, তবে সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিবে!"

ফোনটা বন্ধ করে দেওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে জুনের চিৎকার শুনতে পেলাম, "কেঞ্জি, এক মিনিট..." একমিনিট অবশ্য আমার হাতে নেই, কারণ ছুরিটা ততক্ষণে গলার চামড়ায় স্পর্শ করেছে।

প্রথমবারের আমি ছুরিটার দিকে ভালোভাবে তাকালাম, যেটা কিনা ইতোমধ্যে চারটা মেয়ের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। মাত্র ২ সেন্টিমিটার প্রস্থ হলেও লম্বায় সেটা অনেক বড়ো ছিল, প্রায় ২০ সেন্টিমিটারের মতো। পাগলের মতো একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল, উত্তেজিত অবস্থায় আমার পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছুরিটা অনেক লম্বা ছিল। এরকম বোকা হাঁদার মতো চিন্তা মাথায় আসার কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না। ছুরিটার বেসে একধনের মাছের ছবি খোদাই করা ছিল। হয়তো এই টাইপ ছুরি জেলেরা ব্যবহার করে মাছ পরিষ্কার করার জন্য। হাতলটা ক্রীম রঙের, আইভরির মতো। নিচের দিকে ঢেউ খেলানো, যাতে হাতে ধরতে সুবিধা হয়। আশ্চর্য ব্যাপার, এতকিছুর পরেও ফ্রাঙ্কের হাতে একফোঁটা রক্ত লেগে নেই। এখন মনে পড়লো, প্রত্যেকবারই ফ্রাঙ্ক হাতটা কায়দা করে ব্যবহার করেছে, যাতে রক্তে তার হাত মাখামাখি না হয়। যেমন, কানের ঘটনাই ধরা যাক। সে সেটাকে এমনভাবে আলতোভাবে ধরে পাশবিক কাজটা করেছিল, যেন ওটা খুবই ভঙ্গুর একটা জিনিস। তার মুখে বা কাপড়ে কোথাও রক্তের ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিলাম, ফ্রাঙ্ক খুন করা, গলা কাটায় খুব দক্ষতা অর্জন করেছে। তাই তার পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু না। ৫ নম্বর মহিলার গলাটা কাটার সময়ও এ ব্যাপারে সে সতর্ক ছিল, তাই সিনেমার মতো রক্তের ফোয়ারা দেখতে হয়নি।

ফ্রাঙ্কের হাতের ছুরির ডগা আস্তে করে কাঁপতে শুরু করলো। ফ্রাঙ্ক নিঃশ্বাসের আড়ালে কী যেন বিড়বিড় করছিল। তা দেখে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। চোখ বন্ধ করতেই আশপাশ থেকে রক্তের ঘ্রাণ আমার নাকে এসে ধাক্কা দিলো,

BanglaBook.org

এতটাই তীব্রভাবে যে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ধাতব একটা গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, গাড়ির ওয়ার্কশপে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। আমার মনে পড়ে গেল বাবার সাথে সেই মেশিনের গুদামঘরের যাওয়ার কথা, সারি সারি ধাতব মেশিনের কথা। মায়ের চেহারাও মনে ভেসে উঠল। আমার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মা যে কতটা কাঁদবেন, তা ভাবতেই আমার চোখে জল জমে গেল। কিন্তু আমি কাঁদলাম না। এই পৃথিবীতে অনেক জারজ খুনি আছে, যারা কেবল অন্যের কান্না দেখার জন্য খুন করে। ফ্রাঙ্ক ওরকম কিনা তা আমার জানা নেই, তবে আমি তাকে সে সুযোগ দেব না। চোখ বন্ধ করে সেভাবেই বসে রইলাম, একটুও নড়লাম না। আমার পিঠে হঠাৎ একটা আলতো স্পর্শ টের পেলাম।

"অনেক হয়েছে, কেঞ্জি। চলো, বেরিয়ে যাই এখান থেকে।"

ফ্রাঙ্ক ফিসফিস করে আমার কানে বলল কথাগুলো। যেন এখানে বেশ আনন্দ হয়েছে, এবার পরবর্তী কোনো আনন্দের জায়গায় যাওয়ার সময় হয়েছে। একমুহূর্তের জন্য মনে হলো, চোখ খুলতেই সব আগের মতো দেখতে পাবো। যা যা ঘটেছে, সবই হয়তো বীভৎস কোনো স্বপ্ন ছিল। মাকি হয়তো ধকবক করেই যাচ্ছে দামি দামি ক্লাব ও তাদের মদ নিয়ে, ৫ নম্বর মহিলার সাথে চাকুরীজীবী দামাদামি করছে। ৩ নম্বর মেয়ে স্টেজে আমুরোর গান গাইছে, ওয়েটারের ঠোঁটের রিং আলোয় চমকে উঠছে, ম্যানেজার গোমড়ামুখে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে হিসেব মেলাচ্ছে।

ফ্রাঙ্ককে বলতে শুনলাম, "কেঞ্জি, চোখ খুলো। এখান থেকে চলে যাই।"

মাথাটা সরিয়ে চোখ খুললাম, যাতে ফ্রাঙ্কের মুখটা সরাসরি না দেখতে হয়। না, এতক্ষণ যা যা ঘটেছে, তার কোনোটাই মিথ্যে ছিল না, স্বপ্নও ছিল না। আমার ঠিক সামনেই ৫ নাম্বারের ক্ষতবিক্ষত ও চাকুরীজীবীর গলা মোচড়ানো লাশ পড়ে আছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

।। অধ্যায় তিন ।।

১.

ফ্রাঙ্ক স্টিলের শাটারটা তুলে আমাকে নিয়ে বের হয়ে এলো। শাটারটা নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ভয় পেয়েছ, কেঞ্জি?" যেন আমরা মাত্রই ম্যাজিক মাউন্টেনের বা অন্য কোনো পার্কের রোলারকোস্টারে চড়ে নামলাম।

আমার উত্তর, যা নিজেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, ছিল, "অল্প একটু।"

আমার ধারণা, আমার গোটা শরীর ও স্নায়ুতন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে চাচ্ছিল। তারা আমাকে সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা ভুলিয়ে দিতে চাইছে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। ফ্রাঙ্কের হাতে আর সেই ছুরিটা নেই। সেটা কি তার হাঁটুর খাপে ঢুকিয়ে রেখেছে? আমার মনে থাকার কথা, কিন্তু এতক্ষণ যা ঘটলো তাতে সবকিছু স্বপ্নের মতোই অস্পষ্ট মনে হচ্ছে।

"তাহলে, যাওয়া যাক?" আমার কাঁধে হাত রেখে ফ্রাঙ্ক বলল। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম আমরা। আমি কিন্তু তার হাতটা ছাড়িয়ে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম, 'খুনি! খুনি!' বলে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সেটা করলাম না। ঠিক করে বললে করতে 'পারলাম' না। আমার অনুভূতিগুলো তালগোল পাকিয়ে ভেতরে দলা আটকে রয়েছে। হাঁটু ও কোমর ভোঁতা একটা ব্যথায় থরথর করে কাঁপছিল, সারদিন বিছানায় শুয়ে থাকলে যেরকম হয়, সেরকম। নাড়ির গতি খুবই কমে গিয়েছিল, আশেপাশের সবকিছু অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। আশেপাশের সেক্স ক্লাবগুলোর নিয়ন বাতিগুলো চোখে যেন আঘাত করছিল। আমি নোরিকোকে খুঁজে পাবার জন্য ইতিউতি তাকাতে থাকলাম। একসময় তার ঘোর তো কাটবেই, তাই না? যদি তার সবকিছু মনে থাকে, যেমন আমার ও ফ্রাঙ্কের সাথে পরিচয় হওয়ার পর যা যা ঘটেছে আরকি, আর সে ক্লাবে ফিরে গিয়ে ঐ বীভৎস পরিবেশটা আবিষ্কার করে, তবে আমি নিশ্চিত সে পুলিশের সাথে যোগাযোগ না করেই পালিয়ে যাবে। যতদূর জানি, তাকে সেক্স ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

"কেঞ্জি।" রাস্তার মোড়ের পুলিশবক্সটা দেখিয়ে ফ্রাঙ্ক বলল, "ওখানে

BanglaBook.org

পুলিশের কাছে দৌড়ে গিয়ে যা যা ঘটেছে সবকিছু খুলে বলো। কী, পারবে না?"

পাবে যা যা ঘটেছে, তা আসলে সত্যি–কথাটা আমাকে হ্যাঁচকা টানে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো। আমার পুরো শরীরে দুশ্চিন্তা একেবারে চেপে বসলো, পুরো শরীর কাঁপতে শুরু করলো।

"কেঞ্জি, তুমি জানো কি, এতদিন পর্যন্ত আমি তোমাকে যা যা বলেছি সবই মিথ্যে ছিল। আশা করি, তুমি তাতে রাগ করোনি। আমার মস্তিষ্ক ঠিক ভালোভাবে কাজ করে না। আমার সব স্মৃতি মাথায় এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শুধু স্মৃতিই নয়, নিজেই হারিয়ে যাই, নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আমার মধ্যে অনেকগুলো 'আমি' লুকিয়ে আছে, তাদের সবাইকে একত্র করতে পারি না। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, এখন যে 'আমি' কথা বলছি তোমার সাথে, এটাই সত্যিকারের আমি। আর পাবের মধ্যে তুমি যাকে দেখতে পেয়েছ, সে অন্য কেউ। তুমি হয়তো ভাবছো, এত বানোয়াট কথা বলার রসদ কোথা থেকে পাই। কিন্তু সত্যি বলছি, ওসব আমি করিনি, করেছে আমার মতোই দেখতে অন্য কেউ। এরকম কাজ সে প্রথমবারের মতোও করেনি, আগেও করেছে। আমি সবসময় চেষ্টা করি এরকম যাতে না ঘটে। তাকে থামানোর একমাত্র যে পদ্ধতিটা আমি খাটাই তা হলো, নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। গতকাল তোমাকে বলেছিলাম, আমার মস্তিষ্কের একটা অংশ ডাক্তাররা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকেই আমার এই অবস্থার শুরু হয়েছে, অন্তত পুলিশরা আমাকে যে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিল, তার সেটাই মত ছিল। হ্যাঁ, আমি আগেও পুলিশের কাছে ধরা পড়েছি। শাস্তি হিসাবে তারা আমাকে মানসিক ওয়ার্ডে আটকে রেখেছে। ঈশ্বর ও সমাজ, সবাই-ই আমাকে নানাভাবে শাস্তি দিয়েছে। কেউ একবিন্দুও ছাড় দেয়নি।"

পুলিশবক্সের দিকে চোখ রাখতে রাখতে ফ্রাঙ্ক কথাগুলো বলে গেল। আমরা দুজনেই তখন দুটো দালানের মধ্যের ফাঁকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরেই পুলিশবক্সটা অবস্থিত ছিল, আর তার পাশে ঝকমকে নিয়ন আলোর সাইনওয়ালা একটা ফার্মেসি। সাইনে লেখা ছিল, 'ড্রাগস ড্রাগস ড্রাগস'। প্রথম দেখাতে বলা সম্ভব ছিল না, ওটা আদৌ পুলিশবক্স কিনা। নতুন আদলে গড়া, সাধারণের চেয়ে আকারে এতটাই বড়ো যে, খুব সহজেই সেটাকে হোটেল বা কবিতা পাঠের অডিটোরিয়াম বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভেতরে বেশ কয়েকজন পুলিশ ঘোরাফেরা করছিল, একটু পরপর এক-দুজন পুলিশ বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে ভেতরে-বাইরে আসা যাওয়া করছিল। কথিত আছে যে, এই পুলিশ স্টেশনের বড়ো বড়ো কাঁচের জানালাগুলোও বুলেটপ্রুফ। একমাত্র কাবুকিচোতেই তা সম্ভব।

BanglaBook.org

"এখন আমি আজ রাতের জন্য একজন প্রস্টিটিউট ভাড়া করবো।" রাস্তার অপরপাশে দালানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রস্টিটিউটদের দিকে তাকিয়ে ফ্রাঙ্ক বলে উঠল। "আমার সর্বশেষ সেক্স।" তার সেই নিঃসঙ্গতায় মাখা মুচকি হাসি কথাটার সাথে যোগ করলো।

পকেট থেকে সেই অতিপরিচিত নকল সাপের চামড়ার মানিব্যাগটা বের করে ফ্রাঙ্ক সেখান থেকে দশ হাজার ইয়েনের নোট আমার হাতে তুলে দিলো। ১০ কী ১২ টা নোট ছিল সেখানে, ওজন দেখে বুঝলাম। কিন্তু না গুনেই সেটা পকেটে পুরলাম।

"আমার কাছে তাহলে কেবল ৪০,০০০ ইয়েন রইলো।" আশেপাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথচারীদের পাশ কাটাতে কাটাতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "এটুকু তো যথেষ্ট, তাই না?"

"অবশ্যই।" আমি উত্তর দিলাম। "রুমভাড়া সহ সর্বোচ্চ ৩০, ০০০ ইয়েন লাগতে পারে।"

ফ্রাঙ্ক রাস্তা পার হতে লাগলো, আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আর কী-ই বা করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। "আমি আপনার কথা অনুবাদ করে দেব," তাকে বললাম।

ফ্রাঙ্ক বলল, "তুমি এখনো ধরতে পারছো না, কেঞ্জি। আমি এখন আর তোমার ক্লায়েন্ট নই। তুমি এখন মুক্ত, যাও, পুলিশের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলো। বলে দাও আমি একজন খুনি। আমি ক্লান্ত, কেঞ্জি, অনেক ক্লান্ত। অল্প একটু শান্তির খোঁজে আমি জাপানে এসেছিলাম। এমন এক ধরনের শান্তি, যা কেবল আমি এখানেই পাব। কিন্তু এখানে এসেই আমি সীমার বাইরে কাজ করে বসেছি। আমার ভবিষ্যতটা তোমার হাতেই ছেঁড়ে দিলাম কেঞ্জি। আমার ভাগ্য এখন তোমার হাতে, আমার একমাত্র জাপানিজ বন্ধু। অবশ্য তুমিও যদি আমাকে বন্ধু বলে মনে কর, তবেই কথাটা সত্যি হবে।"

'শান্তি' শব্দটা যেন ফ্রাঙ্কের ভেতরে লুকিয়ে থাকা একটা রূঢ় বাস্তবতাকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। আমি শব্দটার পেছনের ক্লান্তি ও ব্যথাটা অনুভব করতে পারছিলাম। হ্যাঁ, আমাকে গর্দভ বোকার হদ্দ যা ইচ্ছা বলতে পারো, কিন্তু আমি তাকে তখন বিশ্বাস করেছিলাম। হয়তো আমার মস্তিষ্ক তখন ঠিকভাবে কাজ করছিল না।

"এখন বুঝতে পেরেছ?" ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো।

আমি বিড়বিড় করে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।"

আমাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সে প্রস্টিটিউটদের দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মোটামুটি সব প্রস্টিটিউটই এশিয়ান ছিল। এরা বিভিন্ন

BanglaBook.org

কারণে কোরিয়ান বা চাইনিজদের সংঘবদ্ধ সেক্স ক্লাবগুলোতে যোগ দিতে পারেনি। আশ্চর্যের ব্যাপার, এদের মধ্যে অনেকেই বুড়ি ছিল। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এদের সাথে ইয়াকুজাদের আর কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই; যারা কিনা শুরুতে এদের ভিসা ও কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কয়েকজন আবার দক্ষিণ বা মধ্য আমেরিকান ছিল, এরা হয়তো ওকুবো-তে অবস্থিত বিদেশিদের সেক্স ক্লাব থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সেখানকার অধিকাংশ মেয়েরাই কলম্বিয়া না হয় পেরু থেকে এসেছে।

যে মহিলার সাথে ফ্রাঙ্ক দামাদামি করছিল, তাকে দেখে ওরকমই মনে হলো। অবাক হলেও সত্য, তারা একে অপরের সাথে অল্পস্বল্প কথা চালাতে পারছিল। ফ্রাঙ্কের ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ আমার কানে এলো : ত্রেস, কুয়াত্রো, বিয়েন ইত্যাদি আরো কয়েকটা পরিচিত শব্দ। মাঝেমধ্যে মহিলা তার দিকে লাজুকভাবে তাকিয়ে হাসছিল। *এরকমভাবে থাকতে, আচরণ করতে কেবল এই পেশার মহিলারাই পারে,* আমি ভাবলাম।

এরকম মহিলারাই প্রস্টিটিউশনে ঝুঁকে পড়ে, কারণ তাদের টাকা উপার্জনের অন্য কোনো উপায় জানা নেই। তবে এদের সাথে হাইস্কুলের মেয়েরা, যারা কিনা 'টাকার বিনিময়ে ডেটিং' এর সাথে জড়িত, তাদের তুলনা করা যাবে না। হাইস্কুলের মেয়েরা টাকার জন্য নয়, বরং নিঃসঙ্গতা দূর করতে এ পেশায় জড়িয়ে পড়ে। জিনিসটা আমার কাছে অস্বাভাবিক ও অশ্লীল বলে মনে হয়। কারণ, আমার পরিচিত যেসব চাইনিজ মেয়েরা একেবারে খোদ মেইনল্যান্ড চায়না থেকে আগত, তাদের আত্মীয়স্বজনরা তাকে জাপানে পাঠানোর জন্য টাকাপয়সা পুল করে একটা বিমানের টিকেট কিনে দেয়। আরো ঘেন্না ও অশ্লীল লাগে যে ব্যাপারটা, সেটি হলো, কেউ এই হাইস্কুলের মেয়েদের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চায় না। তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা যখন 'টাকার বিনিময়ে ডেটিং' নিয়ে কথা বলে, তারা দোষটা সরাসরি মেয়েদের না দিয়ে অন্য কোথাও দেয়। তারা কোনোভাবেই এর সাথে জড়িত না থাকার ভান করে। যে লাতিন আমেরিকান মেয়েটার সাথে ফ্রাঙ্ক দর কষাকষি করছিল, সে এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডাতেও কোনো কোট পরেনি। মাথায় কেবল একটা স্কার্ট বাঁধা, অনেকটা সেই ছোট্ট ম্যাচবিক্রেতা মেয়েটার মতো। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, যা কেবল সমুদ্রসৈকতেই ব্যবহার করে মানুষ। তার মতো অন্য মহিলাদের কেবল একটা মাত্র জিনিসই রয়েছে উপার্জনের কাজে ব্যবহারের জন্য, আর সেটাই তারা ব্যবহার করে বেড়াচ্ছে। বিনিময়ে যে টাকা পাচ্ছে, তাদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। জিনিসটা ঠিক ভালো দেখায় না, কিন্তু এই জিনিসটা অন্তত আমার চোখে অস্বাভাবিক লাগে না।

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে আমার শরীরে অনুভূতিগুলো ফিরে আসছিল, তাই কনকনে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে স্যুটের কলারটা উঠিয়ে দিলাম। ডিসেম্বরের এই হিমশীতল, কনকনে ঠান্ডা মুখের চামড়ায় ঝাপটা মারছিল। তবে এই যে ঠান্ডা অনুভব করতে পারছি অবশেষে, তার মানে বাস্তবতাতে ফিরে আসছি। ব্যাপারটা আমার ভালোই লাগছে। যদিও তখন পর্যন্ত পুরোপুরি স্থির হইনি। তবে ফ্রাঙ্কের সাথে প্রস্টিটিউটের দর কষাকষির মতো একটা ঘটনা, যা কিনা কাবুকিচো'তে খুবই সাধারণ একটা বিষয়, সেটা দেখতে দেখতে আমার স্পষ্টভাবে দেখার ক্ষমতা ফিরে এলো। ফ্রাঙ্ক আমাকে বলেছিল পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে। এই কথাটা সে কেন বলবে? আমি তখনো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তবে এবার একটা লাভ হোটেল ও মেয়েদের বারের মাঝামাঝি জায়গায়। আজ রাস্তায় মানুষজন বেশ কমই ছিল। বোধহয় আজকে ঠান্ডা বেশি পড়েছে এ কারণে, কিংবা আগামীকাল নিউ ইয়ারস ইভ বলে। রাস্তায় থাকা দালালেরাও নির্জীব, শান্ত হয়ে পড়েছিল, অন্যান্য দিনের মতো উদ্দীপনা আজ নেই। সামনেই একটা নুডুলসের দোকান ছিল, যেখানের ঝাল নুডুলস খুবই জনপ্রিয়। মানুষজনকে সেখানে খেতে হলে লাইন ধরে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য সেসব কেবল গ্রীষ্মকালেই ঘটে, আজ দোকানটা বন্ধ। দোকানের দরজা ঘেষে একটা নোংরা, হাড় জিরজিরে কুকুর শুয়েছিল। সুশি বারের সামনে, দোকানটার শাটার অবশ্য মাঝামাঝি নামানো, একজন নবিশ বাবুর্চি পানির পাইপ দিয়ে দোকানের সামনের বমি পরিষ্কার করছিল। আর লাভ হোটেলের ঝলসানো নিয়ন বাতির সাইনবোর্ড সেটির সামনে থাকা একটা মার্সেডিজ গাড়ির গায়ে যেন রঙবেরঙের আলপনা এঁকে দিয়েছিল। পুরো পার্কিং লটে কেবল একটিই গাড়ি ছিল।

ঠান্ডা বোঝার ক্ষমতাটা ফিরে আসতেই আমি যে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত, সেটা টের পেলাম। রাস্তা পার হয়ে সেখানের এক ভেন্ডিং মেশিন থেকে আমি এক ক্যান 'জাভা টি' কিনলাম। সেখান থেকে ফার্মেসি ও পুলিশবক্সের সবকিছু স্পষ্ট নজরে আসছিল। ফ্রাঙ্ক ও সেই প্রস্টিটিউট পুলিশবক্সের ঠিক উল্টোপাশে, একটা লাভ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন আমি পুলিশের কাছে দৌড়ে গিয়ে সবকিছু খুলে বলছি না? কেন আমার কাছে সেটা অবাস্তব একটা চিন্তা বলে মনে হচ্ছে? কেন? লাভ হোটেলের দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখলাম, ফ্রাঙ্ক ও সেই লাতিন মহিলা উধাও হয়ে গিয়েছে।

ফ্রাঙ্ক দৃষ্টির অগোচর হতেই আমি আবার অস্বস্তিবোধ করা শুরু করলাম। প্রথমে ভাবলাম, তাকে খুঁজতে বের হবো, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো : সে একটা খুনি।

পুলিশ বক্স আমার থেকে মাত্র ৩০ মিটার দূরে। বিশ সেকেন্ডের মাথায়

BanglaBook.org

আমি সেখানকার বুলেটপ্রুফ কাঁচের আড়ালে চলে যেতে পারতাম, দৌড় দিলে অত সময়ও লাগতো না। নিজের ভেতর থেকে বিবেক যেন বলতে লাগলো *অপেক্ষা করছো কেন? সে একটা খুনি, নৃশংস, নির্দয় গণহত্যাকারি, একটা সত্যিকারের ভয়ঙ্কর একজন মানুষ...ভয়ঙ্কর?*

পুলিশবক্সের দিকে আমি দুই পা এগিয়ে গেলাম। পত্রিকায় ইংল্যান্ডের একটি অপহরণের কাহিনি পড়েছিলাম, যেখানে একটি ছোট্ট মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছিল। সে অপহরণকারীকে নিজের বাবামায়ের থেকেও বেশি ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই মুক্তি পাওয়ার পরও সে তার সাথে থাকতে চেয়েছিল। আবার সুইডেনের এক ব্যাংকার তারই ব্যাংকে ডাকাতি করতে আসা এক ডাকাতের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বলে দাবি করেছিল। সেই কলামে জিনিসটা ব্যাখা দিয়েছিল এইভাবে যে, ওরকম অত্যাধিক বা চরম প্রতিকূল পরিবেশে একজন অপরাধী তোমার বাঁচামরা নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিছুদিন এভাবে চললে তোমার ভেতরে তার প্রতি একটা মায়ামমতা গড়ে উঠবে; যাকে ভালোবাসা বলে ভ্রম হতে পারে। ফ্রাঙ্ক তো আমাকে আঘাত করেনি। সে আমার চুল ও স্যুটের কলার ধরে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছিল ঠিকই, তবে সে আমার গলা মুচড়িয়ে দেয়নি, বা কান কেটে দেয়নি। তারপরেও পুলিশের কাছে না যাওয়ার কারণ এগুলো হতে পারে না। খুনকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

আমি আরো তিন পা এগিয়ে গেলাম। আবারো আমার পা থেমে গেল। আমি কিন্তু থামাতে চাইনি, পা দুটো আপনাআপনি থেমে গেছে। তারা পুলিশের কাছে যেতে চাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থেকে হাতের জাভা টি'র ক্যানটা খালি করে দিলাম। আমার কি কোনো সমস্যা হবে, যদি ফ্রাঙ্ককে অ্যারেস্ট করা হয়? আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম। খুব পরিষ্কারভাবেই ভেতর থেকে উত্তর এলো, কোনোমতেই না! ফ্রাঙ্ক অ্যারেস্ট হলে আমার কোনোভাবেই কিছু যায় আসে না।

কে উত্তর দিলো? বিড়বিড় করে নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম। মুখে জাভা টি'র ক্যানটা নিয়ে চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যদিও একটু আগেই সেটা খালি করে ফেলেছি। একবিন্দু চা ছিল না তাতে, তা সত্ত্বেও দু-তিনবার মনের অজান্তেই এরকম করে বসলাম। তাহলে আমি কি কাউকে ফোন করে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবো? মোবাইলটা বের করে হাতে নিতেই মনের মধ্যে জুনের ভয়ার্ত চেহারা ভেসে উঠল। না, জুনকে কোনোভাবেই এসবে জড়ানো যাবে না। তাহলে ইয়োকোহোমা স্যারকে? তাকে ফোন করে আমি কী বলবো? স্যার, কদিন ধরে যে লোকের গাইড হিসাবে আমি কাজ করছি, সে একটা খুনি, গণহত্যাকারি। ভাবছি পুলিশের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলবো। আমার কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

আশেপাশের রাস্তায় ফ্রাঙ্ককে খোঁজার চেষ্টা করলাম। সে যেন লাতিন

BanglaBook.org

মহিলাকে নিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আশেপাশের রাস্তার দৃশ্য দেখে কেন জানি সবকিছু অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। অথচ কাবুকিচোতে এরকম রাস্তা ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। বরং কুয়াকুশো এভিনিউ'র মতো আদি ও অকৃত্তিম কাবুকিচোর স্বাদ খুব কম জায়গাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ মনে হচ্ছিল, আমি কোনো অচেনা নগরীতে জাদুবলে চলে এসেছি, যেখানে সবকিছুই আমার অপরিচিত। বিভ্রান্তির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমি এখনো সেই শকের পর ধাতস্থ হইনি, নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ এখনো সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসেনি। এমন সময় পুলিশ বক্স থেকে একজন পুলিশ বের হয়ে সাইকেলে চড়ে বসলো। সাইকেলের প্যাডেল চাপতে চাপতে যেন আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমি নিশ্চিত ছিলাম, আমার দিকে তাকিয়েই সে এগিয়ে আসছে। আমার পা আবার ভয়ে জমে গেল। পায়ের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোমরের নিচের অংশটুকু যে আমারই, তা ভুলে গিয়েছিলাম। ক্যানটা আবার মুখে নিয়ে চুমুক দিতেই ধাতব একটা স্বাদ পেলাম। সাথে সাথে ওমিআই পাবের রক্তের সেই তীব্র গন্ধটা নাকে ধাক্কা দিলো, ফলে মাথার ভেতর সবকিছু বনবন করে ঘুরতে শুরু করলো। পুলিশ আমার কাছাকাছি আসতেই নিজের অজান্তেই কানে মোবাইল লাগিয়ে কথা বলার ভান করতে লাগলাম। আমার দিকে না এসে আমার পাশে লাভ হোটেলের গলিতে সে প্যাডেল চালাতে চালাতে চলে গেল। তারপরেও কান থেকে মোবাইলটা সরালাম না। মনে হতে লাগলো, যেন অনন্তকাল ধরে সাইকেলটা আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য অল্প কিছুক্ষণ পরেই সে বামে মোড় দিয়ে আরেকটি গলির ভেতর হারিয়ে গেল। চোখের আড়াল হওয়ার পরেও মনে হতে লাগলো, সে নিশ্চয়ই আমাকে কোনো না কোনোভাবে নজরে রাখছে । টের পেলাম, কানে এত জোরে মোবাইলটা চেপে ধরে রেখেছি যে কান ব্যথা করতে শুরু করেছে। বাম হাতে জাভা চায়ের ক্যানটা ছিল। সেটা ভেজা ভেজা লাগতেই বুঝতে পারলাম, ঘামের কারণে সেটা মনে হচ্ছে। এত ঘামছি কেন? একটু আগে যে এক ক্যান চা শেষ করলাম, সব তো ঘামের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে গেল। তখনই মাথায় এলো ব্যাপারটা, আমি কোনোভাবেই পুলিশ বক্সে যাচ্ছি না। কোনোমতেই হতোচ্ছাড়া পুলিশদের কাছে রিপোর্ট করতে যাচ্ছি না–চিন্তাটা মাথায় আসতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পুলিশের কাছে সবকিছু বুঝিয়ে বলাটা যে কী বিশাল পরিমাণ ঝামেলার হবে, তা আমার ভালোমতোই জানা আছে। বিশাল ঝামেলা–বিড়বিড় করে বলে আপন মনেই হেসে উঠলাম। কত ঘণ্টা, না, কত দিন ধরে পুলিশ আমাকে গ্রিল করবে কে জানে? ওরা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে হয়তো বের করে বসবে, আমি

BanglaBook.org

লাইসেন্সবিহীন একজন ট্যুরিস্ট গাইড। ফলে ইয়োকোহামা স্যারও বিপদে পড়ে যাবে। আর জানাজানি হলে আমার মা একেবারে ভেঙে পড়বেন। পুলিশ তো আমার রুটিরুজির পথ বন্ধ করবেই, একইসাথে আমার ওপর নজর রাখবে। ওরা যে কীভাবে কাজ করে, তা খুব ভালোভাবেই জানা আছে আমার। প্রথম থেকেই ধরে নিবে, আমি ফ্রাঙ্কের কাজে সহযোগী ছিলাম। উফ, আমার মা এসব কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। আরো অনেক কিছু ভাবনা মাথায় এলো...কিন্তু সাথে সাথে আমার চোখের সামনে ৩ নম্বর মেয়েটার চেহারা ভেসে উঠল। স্বাভাবিকভাবেই তার, চাকুরিজীবীর ও অন্যান্যদেরও তো পরিবার ছিল। তাদের অন্তিম পরিণতির কথা মনে হলো। দৃশ্যগুলো ড্রাগের ফ্ল্যাশব্যাকের মতো মাথার ভেতর চরকির মতো ঘুরতে শুরু করলো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ওসবের জন্য ভেতর থেকে কোনো রাগ উগড়ে পড়ছিল না, এমনকি বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণাবোধও করছিল না। লোকটার গলার হাড় মটমট করে ভাঙ্গার শব্দটা এখনো কানে বাজছে, কিন্তু তখন আমার কেবল মনে হয়েছিল : ওহ আচ্ছা, কারো গলা মুচড়ে ভেঙ্গে দিলে এরকম শব্দ হয়! হয়তো আমার স্নায়ু এখনো স্বাভাবিক হয়নি। যেসব মানুষকে চোখের সামনে হত্যা করতে দেখেছি, তাদের জন্য দুঃখবোধ করতে চাইলাম। অস্বাভাবিক ব্যাপার, আমি সেটা করতে পারছিলাম না। তাদের করুণ পরিণতির কথা ভেবে কোনোপ্রকার অনুভূতিই আমি নিজে টের পাচ্ছিলাম না।

ফ্রাঙ্কের সাথে দুটি সন্ধ্যা কাটিয়েছি, যেখানে পাবের লোকদের সাথে আমার কেবল সেদিনই প্রথম দেখা। আমি কি ফ্রাঙ্কের দুঃখে সমব্যথি হচ্ছি? যার ফলে পাবের মৃত লোকগুলোর প্রতি আমার কোনো সমবেদনা নেই? না, কোনোমতেই না। ফ্রাঙ্কের প্রতি আমার কোনো প্রকার ভালোবাসা নেই। সে যদি এরেস্টও হয়, এমনকি মারাও যায়, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সেই ওমিআই পাবের লোকগুলো সবাই ছিল রোবটের মতো, যান্ত্রিক। ২ নম্বর যে মহিলাটা ছিল, ইউকো, যে দাবি করেছিল সে নাকি নিঃসঙ্গবোধ করছিল, তাই এই পাবে পদার্পণ করেছে। সে চাইলেই সেটা দূর করতে অনেক কিছুই করতে পারতো। কিন্তু তা না করে কোনো কারণ ছাড়াই সে এই পাবে ঢুকেছিল, শুধুমাত্র একটা মানুষের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য। ৩ নম্বর মেয়েটাও একই ছিল। সময় কাটানোর জন্য কী করা যায়, তা খুঁজে না পেয়ে সে কারাওকের মাইক হাতে তুলে নিয়েছিল। নিঃসঙ্গতা দূর করছিল আমুরোর একটি গান গেয়ে। চাকুরিজীবীর একমাত্র ইচ্ছা ছিল ৫ নম্বর মহিলার সাথে শোয়া, যার ভেতর কোনোপ্রকার অনুভূতির অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল না। চাকুরীজীবী তাকে একের পর অপমানজনক কথা বলেই যাচ্ছিল, 'তোমার মতো মহিলারা তো টেলিফোন ক্লাবগুলোতে কাজ করে।' তার প্রত্যুত্তরে সে কেবল একটি শুকনো হাসি

BanglaBook.org

দিয়েছিল। ম্যানেজার ছিল আদি ও অকৃত্তিম কাবুকিচোর বাসিন্দা। নিজের অনুভূতিগুলো চেপে রাখতে রাখতে তা এমনই ভোঁতা করে ফেলেছে এরা যে, নিজের স্ত্রী কিংবা বন্ধুর স্ত্রীকে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়তে দেখলেও তাদের কিছু মনে হবে না। ওয়েটার ছিল কাবুকিচোতে হঠাৎ ব্যান্ড খুলে বসা যুবকদের একজন। এরা জীবনেও গানবাজনা করেনি, শেখেনি, তারপরেও ব্যান্ড খুলে বসে শুধুমাত্র বন্ধু বানানোর উদ্দেশ্যে। এই মানুষগুলো, সত্যি করে বলতে, এদের চরিত্রগুলোকে একেবারে ছকে ফেলে দেওয়া যায়। এদের আশেপাশে থাকলে আমার অস্বস্তিবোধ হতে শুরু করে। মাঝেমধ্যে এদের মতো কাউকে দেখলে মনে হতো, এরা হয়তো রক্তমাংসের মানুষ নয়, ভেতরে কাঠের গুড়ো কিংবা তুলোয় পোরা পুতুল এরা। এমনকি চোখের সামনে ওদের কেটে ফেলার পর রক্তপাত হতে দেখেও তা বিশ্বাস করতে পারিনি। ৫ নম্বর মহিলার গলা থেকে কুচকুচে কালো রক্তের ধারা বেরিয়ে আসার পরও আমি তা মেনে নিতে পারিনি। অবচেতন মনে ওটাকে সয়া সস ভেবে নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছিলাম। ওরা মানুষ ছিল না, ছিল কেবল মানুষের ইমিটেশন। মাকি কখনোই তার জন্য আদর্শ পরিবেশ কী হবে ভেবে দেখেনি। কেবল ভেবেছে আশেপাশে দামি দামি জিনিস দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখতে, ভেবেছিল তাতেই সে সুখী হবে।

ভিক্টিমদের সাথে আমার কী মিল ছিল? মিল কেবল একটাই, আমরা প্রত্যেকেই আবর্জনা টাইপ মানুষ ছিলাম। নিজেকে আলাদা করছি না ওদের থেকে, আমি নিজেও তাদের মতোই ছকে ফেলে দেওয়া মানুষ। তাই আমি ওদের এত ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, আর সেটাই সারাক্ষণ আমার মনে খচখচ করতো।

২.

পুলিশ বক্সের ঠিক উল্টোপাশে মেয়েদের যে বার ছিল, সেখানে রুপালি রঙের স্যুট ও লাল রঙের বো-টাই পড়া এক দালাল দাঁড়িয়ে ছিল। সে একটু পর পর উষ্ণতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুই হাত জোরে জোরে ঘষছিল। পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেই ভেতরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। তার ঠিক ওপরেই নিয়ন বাতির সাইনটা ক্রমান্বয়ে রং বদলাচ্ছিল, যার ফলে তার মুখ কমলা, পরক্ষণেই বেগুনি রঙে পাল্টে যাচ্ছিল। রাস্তায় কেউ না থাকলে সে পিছিয়ে গিয়ে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গছে। একটু আগেই তাকে এক বিড়ালের কান চুলকে দিতে

BanglaBook.org

দেখলাম। আমার চাকরি হলো বিদেশিদের বারে, স্ট্রিপ বারে কিংবা ডেট ক্লাবে নিয়ে তাদেরকে মেয়েদের সাথে শোয়ানোর ব্যবস্থা করা। স্বীকার করছি, এটি খুব সম্মানের কাজ নয়। তাই আমি কোনোভাবেই ঐ রুপালি স্যুট পড়া দালালের থেকে আলাদা নই। তবে দুইবছর ধরে বিদেশিদের সাথে কাজ করার যে শিক্ষাটা পেয়েছি তা হলো, একটা মানুষকে ভালো কিংবা খারাপ কিনা, সেটা আমরা কেবল তার কথা বলার দক্ষতা দিয়ে বিচার করি। মানুষ খারাপ হলে, তার কথা বলার ধরনও সেরকম হয়। সেই ওমিআই পাবের ভেতর সব কথাবার্তা ছিল মেকি। অবশ্য সেই পাব কাবুকিচোতে অবস্থিত, তাই কেউ যে সত্যি বলবে বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে আলাপ করবে ভাবাটাই ভুল। কিন্তু আমার কথার উদ্দেশ্য তা নয়। উদাহরণ দিয়েই বলি, চাইনিজ বা কোরিয়ান ক্লাবগুলোতে সামান্য বেশি টিপস পাবার সম্ভাবনা থাকলে সেখানকার মেয়েদের মিথ্যে বলতে একটুও বাঁধবে না। যদিও তারা তাদের আয়ের প্রায় সবটুকুই দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তাদের কাছে এই মিথ্যে বলাটা তাদের পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। জাপানে কর্মরত লাতিন আমেরিকান প্রস্টিটিউটদের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য, তারাও কেবলমাত্র পরিবারের দু'মুঠো খাবারের জোগান দেওয়ার জন্য দেহব্যবসায় জড়িত। এসব মহিলারা তাদের লক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো আপোষ করে না। তারা কেউ ইতস্তত বা ইউকোর মতো নিঃসঙ্গবোধ করে না। নিজের সন্তানকে নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওমিআই পাবে নিয়ে যাবে না। সেটা দুশ্চরিত্রদের কারখানা বলে নয়, বরং সেখানকার মানুষদের মধ্যে জীবনের ছিটেফোঁটার কোনো অস্তিত্ব নেই বলেই তুমি তা করবে না। এমন নয় যে, এই পাবে না আসলে জীবন থেকে কিছু একটা হারিয়ে যাবে। মানুষ এখানে কেবলমাত্র নিঃসঙ্গতা দূর করতে, সময় কাটানোর জন্য আসে। এমনকি ওয়েটার ও ম্যানেজারও এর ব্যতিক্রম নয়। বেঁচে থাকা অবস্থাতেও তারা ঠিকভাবে জীবনে উপভোগ করতে ব্যর্থ ছিল।

ওদের মতো জীবন্মৃত মানুষদের জন্য আমি এত হ্যাপা পোহাতে রাজি নই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার পা আবার পুলিশবক্সের দিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগোতে থাকলো। নিজের ভেতরে কিছু একটা ইতোমধ্যে ধরে নিয়েছে, রিপোর্ট করাটা আমার জন্য অনিবার্য কর্তব্য। এখন আমি তো আর লাভ হোটেলের ভেতর ঢুকে ফ্রাঙ্ককে খুঁজতে পারব না। নিজের এপার্টমেন্টে ফেরতও যেতে পারছি না। গিয়ে জুনকে কী বলবো? "জানো, আজ নিজের চোখের সামনে মানুষকে খুন হতে দেখেছি!" আমার সামনেই একটাই পথ খোলা, আর তা হলো পুলিশের কাছে সবকিছু খুলে বলা। কিন্তু কয়েক কদম ফেলার পরেই এক অবর্ণনীয় ভয় আমাকে জেঁকে বসলো। আমার শরীর আমাকে একটা সংকেত পাঠাতে লাগলো, *'সামনেই বিপদ।'*

BanglaBook.org

সংকেতটা আমার পা থেকে, না, ভেতরের কোনো অঙ্গ থেকে আসছিল। কী যেন একটা ঠিক নেই। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, শকের কারণে মাথা ঠান্ডা হয়নি বলেই আমি একটা বড়ো ভুল করতে যাচ্ছিলাম। সোজা কথায়, নিজেকে বোকা বানাচ্ছিলাম। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আবার দাঁড়ালাম। মাথার মধ্যে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটে গিয়েছে, তা ঠিকমতো সাজালাম। ফ্রাঙ্ক কেন হঠাৎ করে মানুষ হত্যা করতে শুরু করলো, তার কারণ খোঁজা বাদ দিলাম। যতই চেষ্টা করি না কেন, সেটার কারণ খুঁজে বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাকে সে খুন করলো না কেন? জুনকে বলেছিলাম, "একঘণ্টা পর আমাকে ফোন দিও", তাও আবার ইংরেজিতে। যাতে ফ্রাঙ্ক বুঝতে পারে কী কী বলছি। "আর ফোন না ধরলে সোজা পুলিশের কাছে চলে যাবে" এটাই ছিল আমার শেষ কথা। ঘটনার পর কতক্ষণ কেটে গিয়েছে টের পাইনি। গর্দভের মতো কাজ করেছি, তাই না?

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। বারোটার একটু বেশি বেজেছে। ঘড়ির কাঁচে বিন্দু বিন্দু রক্ত লেগে ছিল, শুকোয়নি এখনো। ফ্রাঙ্ক কি আমাকে জুনের জন্যই ছেড়ে দিয়েছে? সে কী ভয় পেয়েছে যে, জুন পুলিশের কাছে যাবে?

এসব ভাবতে ভাবতে সেই আগের সেই গা শিরশিরানি ফিরে এলো। আমার বোধ হতে লাগলো, আমি এমন কিছু একটা আবিষ্কার করে বসেছি, যা আমার অবচেতন মন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। আমার অবচেতন মন একটু আগেই ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনাটা ভুলে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। যে ভয়ের কারণে হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছিল, সেই ভয়টা অবশেষে মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে। এরকম লাগামছাড়া ভয়ই মানুষকে ঠিকভাবে চিন্তা করতে বাধা দেয়। সে কারণেই আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না। চিন্তা করো! নিজেকে আদেশ করলাম। কিন্তু আচমকা ফ্রাঙ্কের সেই বিদঘুটে মুখ ও গলার স্বর মনে পড়ে গেল। পেট মোচড়াতে শুরু করলো আমার, ফলাফল– সেখানেই হড়হড় করে বমি করে ফেললাম। জাভা চা পুনরায় গলার কাছে এসে পুরো গলাকে অবশ করে দিয়ে ঝরঝর করে বেরোতে লাগলো। মনে পড়ে গেল, ফ্রাঙ্ক যখন তার হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল ও আমি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে মেঝেতে পড়েছিলাম, তখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্য বারবার থুতু ফেলছিলাম। একটু আগ পর্যন্ত যা যা গিলেছিলাম, তা দিয়েই বমির পর জোর করে অনবরত থুথু ফেলছিলাম। জুনের কারণেই এখনো বেঁচে আছি। আর কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। আমি তো সেই পাবের অন্যান্যদের থেকে কোনোভাবেই আলাদা নই, তাই সে চাইলেই আমাকে খুন করতে পারত। সে তো আমার সাথে ততটা আলাদাভাবে আচরণ করেনি। আর করে থাকলেও তা

BanglaBook.org

খুব বেশি নয় যে, আমাকে খুন করতে তার গায়ে বাঁধবে। জুন যখন ফোন করেছিল, ছুরির চোখা দিকটা সে আমার গলাতেই লাগিয়ে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্ক যাওয়ার আগে কী যেন বলে গেল? "পুলিশের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলো, কেঞ্জি। আমার ভাগ্য এখন তোমার হাতে রইলো।"

সে আবার মিথ্যে বলছে। কথাটা মাথায় আসতেই হঠাৎ ইন্দ্রিয় সংকেত দিলো, বিপদ আশেপাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ঘাড়ের দিকটা শিরশিরিয়ে উঠল, লোম খাড়া হয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখি, ফ্রাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ফ্রাঙ্ক।

আমার ঠিক পেছনেই সে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার ও পুলিশ বক্সের ঠিক মাঝামাঝি। পুলিশ বক্সের দৃশ্যটা পুরোপুরি আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। তার বিশাল দেহ দিয়ে যেন আমার দৃষ্টিসীমাটা দখল করে নিলো। কোনো দৈব ক্ষমতার কারণেই কিনা জানি না, তবে আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি খুঁজে পেলাম। আগের থেকে ফ্রাঙ্ককে আরো বিশাল মনে হচ্ছিল। আমার দিকে সে মাথা নামিয়ে তীব্রভাবে তাকিয়ে ছিল। মনে হতে লাগলো, সে আমাকে শুধু দৃষ্টির প্রখরতাতেই পোকার মতো পিষে ফেলতে পারবে, যদি না ইতোমধ্যেই আমাকে গোটা গিলে খাবার পরিকল্পনা করে থাকে। নিজেকে তার বিশাল ছায়ায় আরো ছোটো মনে হলো।

"এখানে কী করছো, কেঞ্জি?"

তার গলার স্বর খুব গমগমে ছিল না এবার, তবে সেটাই যথেষ্ঠ ছিল আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য। সে না একটু আগেই ঐ লাতিন আমেরিকান মহিলার সাথে লাভ হোটেলে ঢুকলো?

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা গাড়ি চোখ ধাঁধানো হেডলাইট দিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ফ্রাঙ্কের মুখ আলোকিত হওয়ায় লক্ষ করলাম, মুখের ভেতর কিছু একটা ছিল।

"তুমি পুলিশের কাছে যাওনি কেন?" সে জিজ্ঞেস করলো। ভালোভাবে লক্ষ করার পর বুঝলাম, সে মুখে কিছু একটা চিবাচ্ছিল।

"আপনি কি চুইংগাম চিবাচ্ছেন?"

আমাকে এখন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কেন তখন এই প্রশ্নটা করেছিলাম। আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিইনি, আবার চুপচাপও থাকিনি। আসলে আমি তখনো কথাবার্তা চালানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারিনি। অনেকটা গরম চুলার ওপর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাত সরিয়ে নেওয়ার মতো আচমকাভাবে কথাগুলো মুখ থেকে বের হচ্ছিল। কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না, মাথায় যা এসেছিল তাই বলে বসেছিলাম। তাকে দেখার পরে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটাই মুখ ফসকে বলে বসেছিলাম। তার মুখে কী আছে তা জানার আকাঙ্ক্ষা।

BanglaBook.org

"ওহ, এটা?"

তাকে জিনিসটার কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় সে বেশ খুশি হয়েছে বোঝা গেল। নিজের হাতে থু মেরে সেটা আমাকে দেখালো। জিনিসটা দেখে আইভরি রঙের আংটির কথা মনে হলো। একটা সাপ সূর্যকে গিলে খাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত–জিনিসটার নকশার বিষয়বস্তু ছিল এই।

"ঐ মেয়েটা আমাকে এটা উপহার দিয়েছে। সে পেরুর বাসিন্দা, তবে অল্পস্বল্প ইংরেজি পারে। সে আমাকে জানালো, এই পদার্থটা ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের কাছে দেখা মিলে, সাগরের কাছে। কী জানি নাম বলেছিল এর? লাইম স্পঞ্জ? উচ্চমাত্রার ক্যালসিয়াম দিয়ে পরিপূর্ণ স্পঞ্জের দেহাবশেষ থেকে এটা পাওয়া যায়। সেটাকে সংগ্রহ করে ছাঁচে ফেলে এরকম আকৃতির লজেন্স বানায় তারা। ক্যালসিয়ামের চমৎকার উৎস এটি। জানতে পারলাম, মায়ানরা, টোল্টেকরা, এমনকি অ্যাজটেকরাও নাকি ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করার জন্য নরখাদকে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ইনকানদের তা করতে হয়নি। এমন না যে, তাদের লামা, গিনিপিগ ছিল যথেষ্ঠ পরিমাণে। আসলে তারা সেটা পূরণ করেছিল এই লাইম স্পঞ্জ দিয়ে। তুমি কি জানো, ক্যালসিয়াম তোমার শরীরকে শিথিল করে, মানসিকভাবে দৃঢ় করে? ঐ মেয়েটা আমাকে ভালোমতোই বুঝতে পেরেছিল। এটা আমাকে উপহার দিয়ে সে খুব ভালো একটা কাজ করেছে, তাই না? যখনই মনটা অশান্ত মনে হয়, আমি মুখে পুরে এটা চুষতে থাকি। শান্তি ফিরে পাই।"

ফ্রাঙ্কের মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে লজেন্সটা নিজের সোয়েটারে মুছে নিয়ে আমার চোখের সামনে তুলে ধরলো।

"ফ্রাঙ্ক, আপনি কী সত্যি বলছেন? এমন নয় তো যে, আপনি তাকে খুন করে সেটা ছিনিয়ে নিয়েছেন?"

বলার সাথে সাথে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলাম। প্রশ্নগুলো যেন আমি করিনি, আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা কেউ করে বসেছে। আমার ও ফ্রাঙ্ক দুজনের গলাই অস্বাভাবিকভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, যেন আমরা কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে আড্ডা দিচ্ছি। আমার হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত হচ্ছিল যে, প্রতিটা স্পন্দন আমি আলাদা আলাদাভাবে টের পাচ্ছিলাম না। চোয়াল যেন খুলে পড়ে যাবে।

"আমি তাকে হত্যা করিনি।"

ফ্রাঙ্ক রাস্তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো। সেই লাতিন আমেরিকান মহিলাটি হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে আগের মতো ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রাঙ্ক তাকে দেখে হাত নাড়ল, মহিলাও হাত নেড়ে উত্তর দিলো।

"তাহলে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?" জিজ্ঞেস করলাম। তখনো

BanglaBook.org

আপনাআপনি আমার মুখ চলছিল। "আপনারা দুজনই আমার চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন।"

ফ্রাঙ্ক জানালো, তারা নাকি লাভ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করেছিল কিছুক্ষণ, পরে দালানের পেছনে গিয়ে আমাকে লক্ষ করছিল।

"ওহ, তাহলে আপনারা সেখানে ছিলেন!" আশ্চর্য ব্যাপার, কথাটা বলার পর আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। "আমি তো ভেবেছিলাম আপনারা হোটেলে ঢুকেছেন।"

তখন স্বাভাবিকভাবে, চিন্তা করে, শব্দ বেছে বেছে বাক্য বানিয়ে কথা গুছিয়ে বলছিলাম না। বরং মনে হচ্ছিলো, কাউকে আমার শরীরটা ধার দিয়েছি, আর সে আমার হয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছে। আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হলো, সম্মোহনের ঘোরে নেই তো আমি?

"ফ্রাঙ্ক, আপনি কি আমাকে সম্মোহিত করেছেন?"

"নাহ।" সে উত্তর দিলো। প্রশ্নটা শুনে সে একটু ধাঁধায় পড়ে গেছে।

সত্যি বলছি, আমার ভয় লাগছিল আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। অর্থহীন বকবক করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছি। তার সাথে কথা বলার একটুও ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু মুখে যেন খই ফুটছে। মুখের চোয়াল থরথর করে কাঁপছে এতটাই যে, বন্ধ করতে গেলেই করতালের মতো কচমচ শব্দ হচ্ছে।

"তুমি ঠিক আছো তো, কেঞ্জি?" ফ্রাঙ্ক আমার মুখের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো। তার কণ্ঠে চিন্তার আভাস দেখা যাচ্ছে। "তোমার মুখচোখ ঠিক ভালো ঠেকছে না। আর তুমি কাঁপছ! তুমি কি অসুস্থ নাকি? আমাকে চিনতে পারছো তো? আমি ফ্রাঙ্ক!"

আমি কাষ্ঠ হাসি দিলাম, উচ্চস্বরে (কখনোই এভাবে বলি না) বলে উঠলাম, "ফ্রাঙ্ক, আপনার মুখে এ ধরনের কথা শুনেই বরং হাসি পাচ্ছে আমার!" কথাগুলো মাথার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। কিছুক্ষণের জন্য সেই ভূতুড়ে হাসিটা থামাতে পারলাম না। এখন ব্যাপারটা স্পষ্ট আমার কাছে : আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমার মাথায় তখন চিন্তার ঝড় উঠেছে, নিজের শরীরের ওপর কোনোপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ছিল না আমার। মাথার ভেতর তাড়াহুড়া করে হাতড়াচ্ছিলাম সঠিক শব্দটা খুঁজে বের করার জন্য। সেই শব্দের কোনো অর্থ না থাকলেও হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মুখ মেশিনগানের মতো চালিয়ে যেতে পারব, ততক্ষণ অন্তত এই মুখটা আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর তো কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। এই মুহূর্তে যদি রাস্তার পাশ দিয়ে একটা কুকুরও হেঁটে যায়, তবে আমি হয়তো বলা শুরু করে দিতাম, ওহ, ফ্রাঙ্ক দেখো একটা কুকুর। পরক্ষণেই হয়তো ফ্রাঙ্কের সামনে কুকুর নিয়ে শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন শুরু করতাম

BanglaBook.org

ছোটোবেলায় আমার একটা কুকুর ছিল, ফ্রাঙ্ক...

"আপনি কি আমাকে খুন করবেন?" ঠিক বাচ্চাদের মতো গলায় জিজ্ঞেস করলাম। বাচ্চারা মাথায় যা আসে তাই বলে ফেলে। কথাটা বলার পর একটু একটু করে সাহস ফিরে পেতে শুরু করলাম।

"আমি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, করবো না।" সে শান্তগলায় উত্তর দিলো।

চোখ জলে ভরে উঠল। মাথা নিচু করে রাখলাম, যাতে ফ্রাঙ্ক এ অবস্থায় আমাকে না দেখে। কঠোর, প্রাণহীন কংক্রিটের রাস্তায় টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগলো। ভাবলাম, তাহলে আমি ভয় পেয়েছিলাম! ভয়ের কারণেই আমার এ অবস্থা। আচমকা ফ্রাঙ্ক সামনে এসে পড়ায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। এতকিছু মনের ভেতর ঘটে গেল, তার মূল এই আদিম অনুভূতি : ভয়। এরকম ভয় যে, আমি চিনতেও পারিনি এতক্ষণ এই পরিচিত অনুভূতিটাকে। ভয় আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে। আর সে জন্যই ফ্রাঙ্ককে দেখে চিৎকারের পরিবর্তে অর্থহীন কিচিরমিচির করা শুরু করেছি। তবে ফ্রাঙ্ক যে আমাকে হত্যা করবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা সত্য না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও এই মিথ্যার মধ্যে কিছুক্ষণ শান্তি খুঁজে নিতে চাইলাম। নিজের ওভারকোটের হাতা দিয়ে চোখটা মুছলাম। আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছিল, সত্যি ফ্রাঙ্ক? আমাকে তুমি খুন বা টর্চার করবে না? কিন্তু প্রশ্নটা করলাম না। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, সে চাইলেই আমাকে হত্যা করতে পারবে। সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ তার। ফ্রাঙ্কের ঠিক উল্টোপাশে পুলিশবক্স। আমি যদি হঠাৎ একটা দৌড় দিই, তবে ফ্রাঙ্ক খুব সহজেই দুই পা ফেলার আগেই আমাকে সে ধরে ফেলতে পারবে। তারপর মধুরেন সমাপয়েৎ। চাকুরিজীবীর গলা সে সেকেন্ডের মধ্যে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল। তাছাড়া, তখনো আমার হাঁটু কাঁপছিল। চাইলেও দৌড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ফ্রাঙ্ক এক হাত দিয়ে হ্যাচকা টানে আমাকে টেনে তুলল। এক হাত তার কাঁধের ওপর ফেলে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। সে অবশ্য একবার পিছে ফিরে হাত নেড়ে লাতিন আমেরিকান প্রস্টিটিউটের কাছ থেকে বিদায় নিলো।

"মেয়েটা অনেক ভালো ছিল।" ফ্রাঙ্ক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। যেন পুরোনো কোনো বন্ধুর কথা রোমন্থন করছে।

একটু পরেই আমরা গ্লাসঘেরা পুলিশ বক্সের পাশ কাটালাম। পাশের ফার্মেসির নিয়ন বাতির আলোয় সেটা রঙিন লাগছিল। পুলিশ বক্সের প্রবেশদ্বার নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বেশ ঐতিহ্যগতভাবে সাজানো হয়েছে। পাইন গাছের কাঁটা, বাঁশ ও খড়ের বোনা জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছে

BanglaBook.org

সবকিছুকে। পুরো ব্যাপারটাই পৃথিবীর সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে আমার। ভেতরে তিনজন পুলিশ হাতে গরম ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে। অথচ ঠিক এই মুহূর্তেই তাদের সামনে দিয়ে একটা জলজ্যান্ত খুনি হেঁটে যাচ্ছে! পুলিশ কিছুই জানে না। তাদের জানার কথাও না, কারণ জানার উপায় নেই যে। ওমিআই পাবের শাটার নামানো, আর যে কেউ ওখানে ঢোকার আগে দুইবার ভাববে। এমনকি নোরিকোর সম্মোহন কেটে গেলেও সে যদি সেখানে উপস্থিত হয়, তাতেও সমস্যা নেই। সে ধরে নেবে, পাবের ম্যানেজার আজকের মতো পাট চুকিয়ে দিয়েছে। কেউ চিন্তাই করতে পারবে না, সেখানে স্তূপাকারে লাশ পড়ে আছে। হয়তো এর খোঁজ পেতে পুলিশের বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। পুলিশবক্সের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফ্রাঙ্ক পাথরের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, কেন আমি পুলিশের কাছে যাইনি। উত্তর দিলাম, যেতাম। কিন্তু তার আগেই ফ্রাঙ্ক এসে পড়েছে। 'আচ্ছা, এই কারণ' বলে লজেন্সটা আবার মুখে পুরে নিলো ফ্রাঙ্ক। সবকিছু অদ্ভুত লাগছিল। যেন আশেপাশের জগৎ সবকিছু চুরমার হয়ে ভেঙ্গে সময়টাকেও ওলটপালট করে দিয়েছে। ওমিআই পাবের সেই গণহত্যা কয়েক যুগ আগের ঘটনা, আর সেটা সবাই ভুলে গিয়েছে। কেবল আমারই মনে আছে।

"নাকি আমাকে বন্ধু ভাবো বলে পুলিশের কাছে যাওনি?" ফ্রাঙ্ক বেশ উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো। এখনো সে পিছে ফিরে পুলিশ বক্সের দিকে বেশ কয়েকবার চোরা চাউনি দিচ্ছে। "বন্ধু ভেবেছ বলেই রিপোর্ট করোনি?"

"নাহ।" সত্যিটাই বললাম। "এখনো জানি না কেন যাইনি ওখানে। "

"একজন সুনাগরিকের দায়িত্ব কোনো অন্যায় দেখলে তা রিপোর্ট করা। তুমি কি ভেবেছিলে, রিপোর্ট করলে তোমাকে আমি মেরে ফেলব?"

"না, সেসব ভাবিনি। আমি তো ধরে নিয়েছিলাম আপনি হোটেলে ঢুকেছেন। আমি জানতাম না, আপনি আমার ওপর নজর রাখছিলেন।"

"ওহ।" ফ্রাঙ্ক একটু অবাক হলো বোঝা যাচ্ছে। "যাক ভালোই হয়েছে, একে অপরকে খুঁজে পেয়েছি আবার। মিস করছিলাম তোমাকে।"

মিস করছিলাম? আমি ভাবলাম। আপনাকে কীভাবে মিস করবো, যদি আপনি আমার পিছুই না ছাড়েন?

"তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম।" সে বলল। "তুমি সত্যিই আমাকে বন্ধু হিসাবে মানো কিনা, সে ব্যাপারটা বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম। তাই তোমাকে সেখানে রেখে দূর থেকে তোমাকে নজরে রাখছিলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল, তুমি ওদিকে এক পা বাড়ালেই তোমাকে মেরে ফেলব। আসলে, আমার চিন্তাধারা অনুযায়ী, যে লোক তার বন্ধুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে রিপোর্ট

BanglaBook.org

করে সে কোনোমতেই তার বন্ধু নয়। আর যারা এটা করে, তাদের খুন করাই উচিত। কিন্তু তোমার কী মনে হয়, কেঞ্জি? তুমি কি কখনো তোমার বন্ধুদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে পারবে?"

বলতে যাচ্ছিলাম, এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই; এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। পাশ দিয়ে একটা ট্রাক যাচ্ছিল, রাস্তাতেও বেশ কোলাহল হচ্ছে। তাই আমি পাশের দেওয়ালে গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দুহাত দিয়ে মোবাইলটা রিসিভ করে কাঁপতে কাঁপতে কানে লাগালাম। জুন ফোন করেছে।

"কেঞ্জি?"

"হ্যাঁ, বলছি। "

"তুমি ঠিক আছো তো?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছি।"

"আরো আগে ফোন করতাম, কিন্তু আমি রাস্তায় ছিলাম। দুঃখিত।"

"সমস্যা নেই। চিন্তা কোরো না।"

"তুমি কি এখনো ফ্রাঙ্কের সাথে?"

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। এখনো কাবুকিচোতে আছি। বাসায় চলে গিয়ে ভালোই করেছো।"

"আমি একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। মানে, শেষ যখন ফোন দিয়েছিলে, তখন তুমি হড়বড় করে ইংরেজিতে কীসব বকছিলে? পুলিশের কথা আরো কীসব জানি। আর আমি উত্তর দেওয়ার আগেই ফোন কেটে দিয়েছিলে। তার আগে ফোন দিয়েছিলে, তখন ফ্রাঙ্ক ফোনে কথা বলা শুরু করেছিল...কী হয়েছিল? ও কি মাতাল হয়ে এরকম করছিল নাকি?"

"মাতাল...হ্যাঁ। ও মাতাল হয়ে গিয়েছিল।"

"তুমি বলেছিলে, ফোন না ধরলে যেন সোজা পুলিশের কাছে চলে যাই। কিন্তু পুলিশদের কাছে গিয়ে আমি কী বলতাম? আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে 'ফ্রাঙ্ক' নামের একজন গাইজিন আছে। তাকে ভয়ংকর এক খুনি বলে মনে হচ্ছে... আসলে এসব কথাবার্তা শুনলে তারা তো গুরুত্ব দেবে না।"

"তা তুমি ঠিকই বলেছ। ওরকম কথায় তারা গুরুত্ব দেবে না।"

"কেঞ্জি?"

"কী?"

"তুমি সত্যিই ঠিক আছো তো?"

"আমি ঠিক আছি।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য জুন চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ফোনের ওপাশ থেকে শোনা গেল, "কেঞ্জি, তোমার গলা কাঁপছে।"

BanglaBook.org

ফ্রাঙ্ক তার স্বভাবমতোই পাথুরে, অভিব্যক্তিহীন, গরুর মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "তোমাকে পরে ফোন দেবো।" জুন জানালো। "অথবা তুমি ফোন দিও। আমার মোবাইলটা কাছেই আছে। তোমার ফোনের জন্য আমি অপেক্ষা করবো।"

"আচ্ছা।" বলে ফোনটা বন্ধ দিলাম। আসলেই কি আমার গলার স্বর কাঁপছিল? কাঁপাকাঁপি তো নিয়ন্ত্রণে এনেছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে, নিজের মধ্যে কী ঘটে যাচ্ছে তার দিকে কোনো খেয়াল নেই আমার। অন্য কাউকে তা বলে দিতে হচ্ছে। খুব ইচ্ছা করছিল, স্বাভাবিক, আদর্শ একটা মানুষকে সামনে এনে তার সাথে নিজেকে তুলনা করি। অবশ্য তাকে বিশ্বাসী ও পছন্দের কেউ হতে হবে। তবেই বুঝতে পারতাম, আমার মধ্যে কী কী ত্রুটি এখনো রয়েছে। তারা সোজাসুজি বলে দিতো, আমি পাগলের মতো আচরণ করছি কিংবা আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করছি। জুনের সাথে কথা বলতেও আমার অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। কারণ সে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল ওমিআই পাবের গণহত্যার আগের আমিকে।

মোবাইল বন্ধ করে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালাম। মনে হতে লাগলো, যে গর্ত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়েছি সেটাতেই কেউ আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন অন্ধকার, ঘুপচি জেলে বন্দী থাকার পর কিছুক্ষণ সূর্যের আলোর দেখা পেয়েছিলাম, তার সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে যেন।

"সে কি এখন তোমার অ্যাপার্টমেন্টে নাকি?" হাঁটা শুরু করতেই ফ্রাঙ্ক প্রশ্ন করলো। নাহ, সে বাড়ি চলে গিয়েছে, উত্তর দিলাম। *হুম*, বলে সে চুপ করে গেল। বোঝা গেল না, সে কি খুশি হলো নাকি নিরাশ হলো। কিন্তু ফ্রাঙ্কের সাথে থেকে যা বুঝেছি, তা হলো, সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটাই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে। এতক্ষণে আমি নিশ্চিত, সে জানে আমার অ্যাপার্টমেন্ট কোথায়। আর আমার দরজায় সেই আঠালো চামড়ার টুকরাটা কে লাগিয়েছে, তা বুঝতেও আমার বাকি নেই। জুনের বাসা তাকাইদো-তে। তার ঠিকানা খুঁজে পাওয়া অন্তত ফ্রাঙ্কের পক্ষে সম্ভব না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

"ঐ যে, পেরুভিয়ান মেয়েটার কথা বলছিলাম না, সে নাকি জাপানে প্রায় তিন বছর ধরে রয়েছে।" হাঁটতে হাঁটতে ফ্রাঙ্ক বলতে লাগলো। "এই সময়ের মধ্যে সে নাকি প্রায় পাঁচ শ পুরুষের সাথে শুয়েছে। তার মধ্যে সাড়ে চার শ জন জাপানিজ, কিছু ইরানিয়ান ও চাইনিজ। সে ক্যাথলিক, কিন্তু এখানে সে ওসব মানে না। সে নাকি বিশ্বাস করে, এই দেশে যিশুর কোনো ক্ষমতা নেই। অবশ্য তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমিও কিছুটা তার সাথে একমত, সেজন্য তার কথার মানে ধরতে পেরেছি। অবশ্য ব্যাপারটা তোমাকে বোঝানো আমার পক্ষে

BanglaBook.org

কষ্টকর হবে। তবে সে বলেছে, গতবছর এই সময়েই তার নাকি একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাতে তার বিশ্বাস সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। কেঞ্জি, কথাটা কি সত্য যে, আগামীকাল রাতে গোটা জাপানজুড়ে 'মুক্তির ঘণ্টা' বাজানো হবে?"

প্রথমে বুঝতে পারিনি সে কিসের কথা বলছে। "ঘণ্টা," সে বলল, "বিশাল ঘণ্টাগুলোর কথা বলছি।"

"তার নাকি অনেক বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে গতবছর। না, না, মারধর করেনি কেউ, যৌন নিপীড়নেরও শিকার সে হয়নি। 'দলবদ্ধভাবে থাকা' জিনিসটা তাকে নাকি সবচেয়ে ভুগিয়েছে। জাপানিজরা 'ব্যক্তিগত' বলে যে কিছু থাকতে পারে, তা চিন্তাই করতে পারে না। তোমাকে ঘিরে তারা ছোটো ছোটো দল করে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। তোমার সামনেই বলছে, অথচ তোমার খারাপ লাগবে কিনা, এ বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা জানেও না, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা অন্যদের কাছে ছড়ালে তোমার খারাপ লাগবে কিনা। প্রতিবাদ করেও লাভ নেই, তারা জানেও না এরকম ব্যবহার কতটা পীড়াদায়ক। তারা যদি সোজাসুজি তোমাকে মারধর করতো, তাহলে রুখে দাঁড়ানো যেত। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। এ কারণেই তার নাকি খুব সমস্যা হচ্ছে। এইতো, জাপানে আসার ছয়মাসের পূর্তির সময়কার একটা ঘটনার কথা শোনো। আস্তে আস্তে সে জাপানিজ বলা শিখে নিচ্ছে। একদিন একটা খালি মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। জায়গাটার আশেপাশে বেশ কয়েকটা গুদামঘর ও ছোটোখাটো ফ্যাক্টরি ছিল। একদল ছেলেপিলে সেখানে ফুটবল খেলছিল। পেরুতে ফুটবল খেলা বেশ জনপ্রিয়। সে নিজেও ছোট্ট থাকতে লিমা এলাকার পাশের বস্তিতে টিনের ক্যান বা গোলপাকানো খবরের কাগজ দিয়ে ফুটবল খেলেছে। সত্যিকারের বল কেনার জন্য টাকা ছিল না। তাই ওদের ফুটবল নিয়ে খেলতে দেখে তার পুরোনো দিনের মধুর স্মৃতিগুলো মনে পড়ে গেল। যখন বলটা গড়িয়ে এলো তার পায়ের সামনে, বলটা লাথি মেরে সে তাদের কাছে ফেরত পাঠাতে চাইলো। কিন্তু সে স্যান্ডেল পড়া থাকায় বলটা দিক পরিবর্তন করে পাশেই পড়ে থাকা ফ্যাক্টরির ফেলে রাখা বর্জ্য পদার্থের মধ্যে পড়ে গেল। তাতে মাখামাখি হয়ে বেশ দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করলো বলটা। চটজলদি সেটা তুলে নিয়ে তাদের কাছে দিয়ে বিষয়টার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলো। বিদায় নিতে যাচ্ছিল, অমনি "একমিনিট দাঁড়াও" বলে তারা তাকে ঘিরে ধরলো। নতুন একটা বল কিনে দেওয়ার জন্য তারা দাবি করতে লাগলো। এই বলটা নাকি নোংরা হয়ে গেছে, আর খেলার অযোগ্য এখন সেটা—এই ছিল তাদের এই দাবির কারণ। কিন্তু ব্যাপারটা মেয়েটার মাথায় কোনোমতেই ঢুকলো না। কারণ, সে এমনই গরিব এলাকায় বড়ো হয়েছে যেখানে কোনো জিনিসের

BanglaBook.org

'ক্ষতিপূরণ' যে থাকতে পারে, এমন চিন্তাও কারো মাথায় আসে না। তাই সে ওখানে বসে পড়ে তাদের সামনে কান্না শুরু করলো। সে জানে, যেসব মেয়েরা দেহব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে এ দেশে ভালো চোখে দেখা হয় না। কিন্তু পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, সব দেশেই একই অবস্থা। তাতে তার সমস্যা নেই, তার মন শক্ত আছে, দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করতে পারবে। কিন্তু নতুন বল কিনে দেওয়ার পেছনের যুক্তি তার কোনোমতেই মাথায় এলো না। তার পরিবারে ১৬ জন সদস্য রয়েছে। তাদেরকে পেরুতে একটা ছোটোখাটো অ্যাপার্টমেন্টে রাখার জন্য জাপানে টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে এসেছে। অল্পস্বল্প করে টাকাও জমাচ্ছে, তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা না জমিয়ে সে কিছুতেই পেরুতে ফেরত যেতে পারবে না। কিন্তু এরকম হাজারো বিপদে পড়ে তার মনে হচ্ছিল, সে কিছুতেই ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমাতে পারবে না। সম্পূর্ণ ভীনদেশে এবারই তার প্রথম আসা, তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেও তার লাভ হচ্ছিল না। হয়তো ভীনদেশ বলেই এখানে ক্যাথলিকদের প্রার্থনার কোনো ক্ষমতা থাকে না। এখানে ভিন্ন দেবতার বাস, তাদেরই এখানে ক্ষমতা বেশি। এখানকার প্রথা, রীতিনীতি এমনকি পায়ের নিচের মাটিটাও তার অচেনা।"

ফ্রাঙ্ক যখন কথা বলেই যাচ্ছিল, ততক্ষণে আমরা ধীরে ধীরে সেইবু শিনযুকু স্টেশনের পশ্চিম গেটের পাশ দিয়ে হেঁটে এসেছি। বিশাল বিশাল আকাশচুম্বী দালানের গিরিখাত পেরিয়ে এখন আমরা ইয়োইয়োগির পথে। এখন আমরা দুপাশে সারি সারি ছোটোখাটো কাঠের অ্যাপার্টমেন্ট বাসাওয়ালা সরু গলি দিয়ে হাঁটছি। এই এলাকাতে কোনো হোটেল নেই, থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। গলিটা খুবই অন্ধকার ছিল, আর দালানগুলো এত ঘিঞ্জিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, আকাশটা পর্যন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম শিনযুকুর আকাশচুম্বী দালানগুলো কাছেই, কিন্তু এখান থেকে তারাও চোখের আড়ালে পড়ে গিয়েছে। ওপরের দিকে তাকালে আকাশটাকে মনে হচ্ছিল সেখানে কেউ এক টুকরো সমতল, গাঢ় নীল রঙের একটা কাগজ লাগিয়ে দিয়েছে। ফ্রাঙ্কের পাশ দিয়েই আমি হাঁটছিলাম, কিন্তু সেই আমাদের এই যাত্রার পথপ্রদর্শক ছিল। হাঁটার ফলে আমার মাথা খানিকটা পরিষ্কার হয়েছিল। পেরুভিয়ান প্রস্টিটিউটের গল্পটা আমার বেশ মনে ধরেছিল। বিষয়টা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, কারণ জিনিসটা আমার ক্ষেত্রেও হতে দেখেছি। আরো একটা কারণ ছিল। ফ্রাঙ্ককে কখনো এত ধৈর্য নিয়ে, শান্তভাবে কথা বলতে দেখিনি। তার কথা এমন সত্যও কখনো মনে হয়নি, যতটা এটা শুনে মনে হয়েছে।

আসলেই কি জুনের জন্য ফ্রাঙ্ক আমাকে হত্যা করেনি? এখন ভেবে দেখলাম, শুধুমাত্র ঐ কারণে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

BanglaBook.org

হয়তো এর সাথে জুনের কোনো সম্পর্কই নেই। জুন তার সম্পর্কে কেবল এটুকুই জানে, তার নাম ফ্রাঙ্ক, এবং সে নিজেকে একজন আমেরিকান বলে দাবি করে। ফ্রাঙ্ক যে তার সত্যিকারের নাম নয়, তা আগেই ধরতে পেরেছি। আর তাছাড়া ফ্রাঙ্ক নামের হাজার হাজার বিদেশি কেবল টোকিওতেই রয়েছে। জুন ঠিকই বলেছে, পুলিশের কাছে গেলেও তারা কিছু করতে পারত না। ফ্রাঙ্কের কোনো ছবি তাদের কাছে নেই, তার পাসপোর্ট নম্বর এমনকি সে আদৌ আমেরিকান কিনা তাও তাদের জানা নেই। যারা ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারত, সবাই-ই মারা গিয়েছে। কেবল নোরিকো আর আমি বেঁচে আছি। আর আমি একশত ভাগ নিশ্চিত, নোরিকো পুলিশের ধারেকাছেও যাবে না। সোজা কথায়, ফ্রাঙ্ক চাইলেই আমাকে আজকে রাতে খুন করে আগামীকাল নারিতা থেকে প্লেন চেপে পালিয়ে যেতে পারবে। কেউ তাকে থামাবে না। সে চাইলেই আমাকে যে-কোনো সময় খুন করতে পারত, কিন্তু করেনি।

"সে ভাবে, জাপানিজদের উচিত তাদের নিজস্ব দেবতাদের নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবা, চর্চা করা। সে কিন্তু ঠিকই বলেছে।"

৩.

কে জানত, কাবুকিচো থেকে ১৫ মিনিট হাঁটা দূরত্বেই, খোদ টোকিও শহরের ঠিক মাঝখানেই সারি সারি কাঠের দালানকোঠার এরকম পাড়া খুঁজে পাব? অন্তত আমি ভাবিনি, স্বীকার করছি। সেগুলোর মধ্যে কিছু দেখতে একেবারে প্রাচীন, একতলা বাড়িও রয়েছে। অনেকটা সামুরাই সিনেমাগুলোতে যেরকম দেখা যায়, সেরকম দেখতে। সিনেমা বা নাটকের জন্য বানানো মডেল নাতো আবার? মনে হয় না। সেগুলোর আবার স্লাইডিং দরজাও রয়েছে। ঢুকতে হলে মাথা নিচু করে সেগুলোতে প্রবেশ করতে হবে। বাড়িগুলোর সামনে আবার পাথর দিয়ে সাজানো বাগানও রয়েছে। কিছু কিছু বাড়ির বাগানে ছোটোখাটো, দস্তার আবরণ দেওয়া পাড়যুক্ত পুকুরও রয়েছে। পুকুরগুলোতে কিন্তু গোল্ডফিশ বা কার্প মাছ নেই, বরং গোলাপি, পিচ্ছিল কোনো প্রাণির ঝাঁকের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে রাস্তা থেকে। ছাদের ওপর তাকালেই দূরে শিনযুকু শহরের আকাশচুম্বী দালানকোঠা ঠাহর করা যাচ্ছে এই অন্ধকারের মধ্যেও। ফ্রাঙ্ক আগের গতিতেই এই গলি ধরে হাঁটতে লাগলো। সবকিছুই যেন তার পরিচিত, কোথায় সে যাচ্ছে তাও আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। পাশের একটা গলিতে আমরা ঢুকে পড়লাম। গলিটা এত সরু

BanglaBook.org

যে, সাধারণ আকারের গাড়িগুলোরও সেখানে ঢোকা অসম্ভব হয়ে যাবে। ওদিকে ফ্রাঙ্ক কিন্তু কথা বলা বন্ধ করেনি, তখনো সেই পেরুভিয়ান প্রস্টিটিউটের গল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

"সে এই দেশের দেবতাদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল, কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় রচিত এমন কোনো বই অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। আর ইংরেজিতে সে খুবই কাঁচা। তাই সে তার নিয়মিত কাস্টোমারদের কাছে দেবতাদের ব্যাপারে জানতে চাইলো। অবাক ব্যাপার, তাদের কেউই এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারল না। দেবতাদের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিল একেবারে শূন্যের কাছাকাছি। 'তার মানে কি এই যে, এখানকার মানুষজনদের এমন কোনো বিপদে কখনো পড়তে হয়নি, যখন দেবতা বাদে আর কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না?' এটাই ছিল তার প্রথম প্রশ্ন। 'কখনোই অবর্ণনীয় কষ্টে পড়তে হয়নি?' "

মুক্তির ঘণ্টাগুলোর কথা তাকে প্রথম জানায় লেবানিজ এক সাংবাদিক। সে নিজে জাপানে ৩০ বছর ধরে থাকছে বিধায় এ বিষয়ে অল্পস্বল্প জ্ঞান হয়েছে। সে তাকে আরো জানিয়েছে, জাপানে যিশু বা মোহাম্মদের মতো কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নেই। এমনকি পৃথিবীর অনেক জায়গার মতো দেবতাদের অস্তিত্বও এখানে নেই। এ দেশের লোকজন কিছু নির্দিষ্ট স্থানের বিশাল বিশাল পাথর, গাছ ও হরেক রকমের জিনিসকে খড়ের দড়ি দিয়ে বেঁধে, নানান রঙের জিনিস দিয়ে তাকে সজ্জা করে সেটাকে উপাসনা করে। সেটা বাদেও তারা পূর্বপুরুষদের আত্মার পূজা করে। আর তার কথাটা সত্যি, জাপানিজদের কখনোই জমি দখল করে তাদের উচ্ছেদ করা হয়নি, কোনো ভিন্ন দেশ বা জাতির লোকজন তাদের অত্যাচার করেনি, গণহত্যা হয়নি, এমনকি শরণার্থী থাকার কষ্টও কখনো বুঝতে হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও যুদ্ধটা হয়েছে চায়নাতে, আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। প্যাসিফিক সাগরের কিছু দ্বীপেও যুদ্ধ হয়েছে। জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জেও হয়েছে যুদ্ধ, তবে তা কেবলই এয়ার রেইড আর ওপর থেকে বড়ো বড়ো বোম ফেলানো। তাই এখানকার মানুষদের কখনো ভীনদেশী, বিজাতীয় ভাষায় কথা বলা শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়নি, যারা তাদেরকে ও তাদের আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করেছে, চোখের সামনে ধর্ষণ করেছে এবং ঐ বিজাতীয় ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করেছে। এরকম হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের ইতিহাস ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ও পৃথিবীর অনেক দেশে নতুন কিছু নয়। জিনিসটা আন্তর্জাতিক বললেও ভুল হবে না। সেখানে জাপানিজরা ব্যতিক্রম, তারা জানেও না বাইরের দেশের মানুষদের সাথে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। অন্য দেশ, জাতিদের সুখদুঃখ, বেদনার ইতিহাস সম্পর্কে

BanglaBook.org

অজ্ঞ তারা। এজন্যই তারা এত সংকীর্ণচিত্তের। লেবানিজ সাংবাদিকের মতে, আমেরিকা বাদে জাপানই একমাত্র দেশ যাকে কোনো পরাশক্তি স্পর্শ করে দেখেনি। তবে ঐ সাংবাদিকের মতে, এর নাকি ভালো দিকও রয়েছে। এ দেশে একটা শান্তি শান্তি ভাব রয়েছে, যা অন্যান্য দেশে খুঁজে পাওয়াই ভার। আরোগ্য লাভের জন্য, শান্তির জন্য তারা নানান রকমের উপায় খুঁজে বের করেছে। মুক্তির ঘণ্টার কথাই ধরা যাক। নিউ ইয়ারস ইভে মন্দিরে গিয়ে সেটা বাজানোর রীতি প্রায় হাজার বছর ধরে চলে আসছে, তাই না? কতবার জানি বাজাতে হয় ঘণ্টাটা? একটা মজার সংখ্যা ছিল সেটা, এটুকু মনে আছে। ভুলে গিয়েছি। যতদূর মনে পড়ছে, একশ'র বেশি হবে। কেঞ্জি, তোমার কি জানা আছে?"

ফ্রাঙ্ক যে ঘণ্টার কথা বলছে এতক্ষণ ধরে, অবশেষে তা ধরতে পারলাম। সে 'জোয়া-কো-কানে'র কথা বলছে। আরেক নাম 'নতুন বছরের ঘণ্টা'। একশ আটবার বাজানো হয়, তাকে উত্তর দিলাম।

"ঠিক বলেছ, একশ আটবার।"

গলির শেষমাথায় গিয়ে পৌঁছালাম। ফ্রাঙ্ক তখন দুটো দালানের মাঝখানের সরু ফাঁকে ঢুকে পড়লো। কোনো বাড়ির বা ল্যাম্পপোস্টের আলো এতদূর পৌঁছায়নি। জায়গাটা এত সরু ছিল যে, আমাদের আড়াআড়িভাবে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে হয়েছে। পথ শেষে একটা ভাঙাচোরা দালান দেখা গেল। দেখে মনে হচ্ছিল, জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় ভূমিদস্যুরা এসে বাড়িটা ভাঙা শুরু করেছে। মর্টার দিয়ে বাইরের দেওয়াল প্রায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালগুলোতে এখনো কাপড়ের পর্দা, প্লাস্টিকের শিট লাগানো। ফ্রাঙ্ক একহাত দিয়ে পর্দাটা তুলে ধরলো। বাড়িতে প্রবেশ করতে আমাদের প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মাথা নিচু করতে হলো। প্লাস্টিকের পর্দাগুলো থেকে বৃষ্টি ও কাদার সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। একই সাথে আশপাশে একটা উৎকট গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। অনুমান করলাম, আশেপাশেই কোনো প্রাণির বিষ্ঠা পড়ে আছে।

"গত বছর সে নাকি ঐ ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে গিয়েছিল। শোনার পর তার মনে হয়েছে, ঐশ্বরিক একটা অভিজ্ঞতা হলো। যেন সে নতুন করে কোনো জগতে জীবন শুরু করেছে। আর একশ আটটা ঘণ্টার প্রত্যেকটা একে একে তার সব পাপ ধুয়েমুছে দিয়েছে।"

ভেতরে ঢুকেই ফ্রাঙ্ক কোথায় জানি চাপ দিয়ে আলো জ্বেলে দিলো। চার্জারের ফ্লুরোসেন্ট আলো। তাতে ফ্রাঙ্কের মুখটা পাপেট শো'র ভুতুড়ে পাপেটের মতো দেখাতে লাগলো। দালানটা বোধহয় ক্লিনিক ছিল এককালে। ঘরের এককোণায় একগাদা মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি পড়ে আছে। কাঠের মেঝেতে একটা তোষক ফেলে রাখা, ফ্রাঙ্ক তাতে বসে পড়লো। আমাকে হাতছানি দিয়ে সেখানে বসতে

BanglaBook.org

ইঙ্গিত করলো।

"কেঞ্জি, ঐ ঘণ্টার আওয়াজ যে কারো পাপ ধুয়েমুছে দেয়, তাই না? আমাকে ভালো কোনো একজায়গায় নিয়ে যেতে পারবে, যেখান থেকে আমি তার শব্দ বেশ ভালোভাবে শুনতে পারব?"

চিন্তা না করেই উত্তর দিলাম, "অবশ্যই।" এই তো, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম।

"সত্যি? অনেক ধন্যবাদ! এখন আমাকে বলো, এই ঘণ্টার আওয়াজ কীভাবে তোমার মনের সব কুপ্রবৃত্তি পরিষ্কার করে দেয়? মেয়েটার একটা মোটামুটি ধারণা ছিল এ ব্যাপারে, তাও তোমার মতো একজন জাপানিজের কাছ থেকেই শুনতে চাচ্ছি।"

"ফ্রাঙ্ক, আজকে রাতটা কি আমি এখানে কাটাতে পারি?"

আমি নিশ্চিত ছিলাম, সে আমাকে বাসায় ফেরত যেতে দেবে না।

"অবশ্যই। এ দালানের দোতলাতে বেশ কয়েকটা বিছানা রয়েছে, যেখানে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। আমি এই তোষকটাই কেবল ব্যবহার করি। বুঝতে পারছি, আজকে তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। তুমি অনেক ক্লান্ত। তারপরও তোমার কাছ থেকে ঘণ্টার আওয়াজের ব্যাপারে শুনতে চাচ্ছি, আশা করি তুমি তাতে কিছু মনে করবে না।"

"অবশ্যই।" উত্তর দিলাম। ঘরের আশেপাশে তাকালাম, কিন্তু দোতলায় যাওয়ার মতো কোনো সিঁড়ি চোখে পড়লো না। "দোতলায় কীভাবে যাবো?"

"ওটা দেখতে পারছো?" ফ্রাঙ্ক ঘরের এককোণে আঙ্গুল তাক করে দেখালো। সেখানে একটা বড়োসড় স্টিলের ক্যাবিনেট পড়ে আছে। ওটার ওপর একটা ছোট্ট ফ্রিজ দাঁড়া করিয়ে রাখা হয়েছে, যা প্রায় ছাদ ছুইছুই। তার ঠিক ওপরের ছাদের জায়গাতে একটা বড়োসড়ো গর্ত করা, গর্তের দৈর্ঘ্য টাটামি ম্যাটের প্রায় অর্ধেক হবে। হয়তো এখানেই সিঁড়িটা ছিল, পরে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

"দোতলায় তুমি ফ্রিজটা বেয়ে যেতে পারবে।" সে হাসিমুখে বুঝিয়ে বলল। "দোতলায় অনেকগুলো বিছানা পড়ে রয়েছে। অনেকটা হোটেলের মতোই পরিবেশ।"

আমি দোতলায় ওঠার পর সে ফ্রিজটা সরিয়ে দিলেই হবে, আমাকে আর সারারাত নজরে রাখতে হবে না। সেখান থেকে লাফ দিয়ে নামতে হলে প্রচুর সাহসের দরকার। নিচে মেঝেতে কাঁচের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তাই লাফ দিয়ে নামতে গেলে প্রচুর শব্দ তো হবেই, সেই সাথে হাতপা ভাঙ্গা অস্বাভাবিক কিছু না।

আমি আশেপাশে যখন চোখ বুলাচ্ছিলাম, ফ্রাঙ্ক বলে উঠল, "এটা বোধহয়

BanglaBook.org

কোনো ক্লিনিক ছিল এককালে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে এই দালানের খোঁজ পেয়ে যাই। লুকানোর জন্য বেশ আদর্শ জায়গা, তাই না? পানির ব্যবস্থা নেই, তবে বিদ্যুতের লাইন এখনো চালু। তাই শাওয়ারের পরিবর্তে আমি কফি মেকারে পানি গরম করে তা দিয়ে গা ধুয়ে নিই। সেদিক থেকে বলতে গেলে বাসার মজাটাই কিন্তু পাচ্ছি, কী বলো, কেঞ্জি?"

এরকম ভাঙাচোরা জায়গায় শুধু পানি কেন, সব ধরনের ব্যবস্থা (গ্যাস, পানি ইত্যাদি) বন্ধ থাকার কথা। ফ্রাঙ্ক কোথা থেকে বিদ্যুৎ চুরি করছে, তা জানার ইচ্ছা হলো। কিন্তু জিজ্ঞেস করার মতো সাহস নেই। এরকম একটা জিনিস করা ফ্রাঙ্কের জন্য ছেলেখেলা।

"কেন জাপানিজরা ঘণ্টাটা একশ আটবার বাজায়? লেবানিজ সাংবাদিকের ব্যাখাটা বেশ চমকপ্রদ ছিল, কিন্তু সবটুকু নাকি মেয়েটার মনে নেই। যাকগে, এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার পর সে জাপান সম্পর্কে পড়াশোনা করা শুরু করলো। বুকে হাত রেখে বলছি, এখানকার অন্য কারো থেকে জাপান সম্পর্কে তার জ্ঞান সবচেয়ে বেশি। ঐ পাবের মেয়েগুলোর কথা মনে আছে? তাদের নিজের দেশ সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। জানা তো দূরের কথা, জানার আগ্রহটুকু পর্যন্ত তাদের ছিল না। তাদের আগ্রহ ছিল কেবল দামি বারবন, কাপড়চোপড়, হ্যান্ডব্যাগ, হোটেল ইত্যাদি সব অর্থহীন জিনিস নিয়ে। জিনিসটা আমাকে বেশ অবাক করেছিল, নিজের দেশ, দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা কতটা অজ্ঞ থাকতে পারে!"

এখন তারা চাইলেও নিজের দেশ নিয়ে আগ্রহ দেখাতে পারবে না, মনে মনে আমি ভাবলাম। আচমকা ফ্রাঙ্কের ৫ নম্বর মেয়েটার গলা কাটার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। আবার আগে মতো ভয়ে গা শিরশির করে উঠল। যখন সে রাস্তায় আমার সামনে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছিল, তখন ঠিক এ ভয়টাই পেয়েছিলাম। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল, পা থেকে বেরিয়ে গেল সবটুকু সাহস। নাকে পচা ধরনের একটা বোঁটকা গন্ধ ধাক্কা দিলো, সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়লো সারা দেহে । দুর্গন্ধটা এতটাই প্রকট ছিল যে, মনে হতে লাগলো তা যেন সারা গায়ে একটা পুরু আস্তরন ফেলে দিয়েছে। অবাক ব্যাপার, পাঁচ নম্বর মেয়েটার হত্যা করার দৃশ্য আর মনে থাকলো না। গন্ধটা নাকে আসতেই সেটা যে মনে হতে পারে আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু না, মাথাটা আশ্চর্যজনকভাবে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তাহলে কি আমার মস্তিষ্ক ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে? চাকুরীজীবীর কথা মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মাথা থেকে সে দৃশ্যটা মুছে গিয়েছে। খালি এটুকু মনে আছে, তাকে হত্যা করা হয়েছিল। ঘটনাটা কিছুক্ষণ আগেই ঘটে গিয়েছে আমার চোখের সামনে, অথচ দৃশ্যটা মনে করতে

BanglaBook.org

পারছি না। তার কান কেটে দেওয়ার দৃশ্যটা আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলোর একটি, অথচ আমি তা মনে করতে পারছি না! ব্যাপারটা ঘটেছে, তা আমি জানি। অথচ দৃশ্যটা মুছে গিয়েছে, কীভাবে ঘটেছিল তা মনে করতে পারছি না। এরকম ঘটনা অনেকসময় আমাদের হয়ে থাকে। কোনো একজন পুরোনো বন্ধু কীরকম আচরণ করতো, কীভাবে কথা বলতো, এরকম ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি পর্যন্ত মনে থাকে, অথচ তার চেহারা মনে থাকে না। অথবা ঘুম থেকে উঠে একটু আগেই দেখা স্বপ্নের কথা ভুলে যাওয়া–জিনিসটা কি এরকম? কেন এরকম ঘটে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু সেটাই ঘটেছিল তখন।

"ওদিকে, পেরুভিয়ান প্রস্টিটিউটটা জাপানের ইতিহাসের আশ্চর্যজনক সবকিছুর খোঁজ রাখার অভ্যাস করে ফেলেছে। উদাহরণ দিয়েই বলি, হাজার বছর আগে জাপানিজরা কেবল ধান চাষেই মনোযোগ দিতো। বাইরের দেশ থেকে নানান আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাগম (যেমন, পার্সিয়া থেকে 'তাইকো' ড্রাম, ধাতব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) হওয়ার পরেও তাদের ধান চাষের ঐতিহ্য একটুকুও বদলায়নি। কিন্তু যখন পর্তুগিজরা রাইফেল নিয়ে এলো এই দেশে, সব পাল্টে গেল। এরপর থেকে জাপানে সবসময় সবজায়গায় যুদ্ধ লেগেই থাকতো। পূর্বে তারা কেবল তলোয়ার দিয়েই যুদ্ধ করেছে, সিনেমাতে দেখেছ নিশ্চয়ই? তবে সিনেমায় তলোয়ার নিয়ে তাদের নাচন-কুদন দেখলে ব্যালে নাচের কথাই মনে হয় আমার। কিন্তু পতুর্গিজরা বন্দুকের সাথে এ দেশের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর জাপানিজরা তা দিয়ে বছরের পর বছর যুদ্ধ করতে করতে অভিজ্ঞ হয়ে পড়লো। পাশের দেশগুলোতেও তারা হানা দিতে লাগলো। কিন্তু অন্য দেশের সাথে তাদের সুসম্পর্ক না থাকায় ততদিনে প্রতিবেশি দেশের মানুষরা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে । এরকম চলতে থাকে প্রায় অনেক দিন ধরেই। কিন্তু অ্যাটমিক বোম আসার পর সবকিছু পাল্টে গেল। জাপান তাদের পুরোনো চিন্তাধারাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। যুদ্ধ করা বন্ধ করে দিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বানাতে আরম্ভ করলো। অল্প কয়েক বছরের মাথায় তারা বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিলো, পরিণত হলো একটা পরাশক্তিতে। অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হলো। আরো আগেই তাদের এ পথটা অনুসরণ করা উচিত ছিল। হ্যাঁ, তারা যুদ্ধে হেরেছে, কিন্তু যুদ্ধ তো তাদেরকে নিয়ে হয়নি, হয়েছে চায়না ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে। তাই আজ এত বছর পর তুমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারো, জাপান হেরে যায়নি, বরং লটারি জিতেছে। কিন্তু ওরা এখনো আটবার ঘণ্টা কেন বাজায়, কেঞ্জি? আমাকে বলতে পারবে? মেয়েটার অত ভালো ধারণা ছিল না ওই ব্যাপারে।"

ভাবলাম, ফ্রাঙ্ক আমার পরীক্ষা নিচ্ছে। আমি কি তাকে নিউ ইয়ারস'র ঘণ্টা

BanglaBook.org

দেখতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ্য কিনা, সে তা বাজিয়ে দেখছে। কোনো কারণে যদি পরীক্ষাতে ফেল করি, তবে? কী ঘটবে?

আমি বলতে শুরু করলাম, "বৌদ্ধ ধর্মমতে..." নাকি শিন্টো ধর্ম? ভাবলাম। যাই হোক, ফ্রাঙ্ক আশা করি পার্থক্যটা ধরতে পারবে না। "বৌদ্ধধর্ম মতে, খারাপ অভ্যাস বা কুপ্রবৃত্তিকে বলা হয় 'বোন্নো'। দুটা 'এন' রয়েছে। 'বোন' ও 'নো' মিলে বোন্নো। কিন্তু শব্দটার পেছনে অনেক গভীর একটা অর্থ লুকিয়ে রয়েছে।"

ফ্রাঙ্ক শব্দটা শুনে বেশ মোহিত হয়ে গেল। সে নিশ্বাসের মাঝে মাঝে বিড়বিড় করা শুরু করলো, "বোন্নো, বোন্নো, বোন্নো..."

"অসাধারণ!" দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "কী অদ্ভুত, জাদুময়ী একটা শব্দ। কয়েকবার বলতেই মনে হচ্ছে আমার ভেতরে কিছু একটা গলে যাচ্ছে। কিংবা আমাকে নরম, উষ্ণ একটা তোয়ালে দিয়ে কেউ জাপটে ধরেছে। ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি। শব্দটার মানে কী, কেঞ্জি?"

"স্বাভাবিক ভাষায় অনুবাদ করলে এর মানে 'পার্থিব জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা'। কিন্তু শব্দটা আরো জটিল। প্রথমেই বলে রাখি, প্রত্যেকটা মানুষই এ রোগে ভুগছে।"

নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম মুখ থেকে এসব কথা বের হতে দেখে। কারণ, এসব আমার মনে থাকার কথা নয়। কবে কোথায় এসব পড়েছিলাম, তা মনে করতে পারছি না। শেষ কবে এই 'বোন্নো' শব্দটা উচ্চারণ করেছিলাম তাই মনে নেই আমার। কিন্তু এখন ঠিকই শব্দটার মানে, ইংরেজিতে এর উচ্চারণ ফ্রাঙ্ককে শোনাচ্ছি। যখন তাকে বললাম, এই রোগে বা সমস্যায় প্রত্যেকটা মানুষই ভুগে, সে আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলত।

"কেঞ্জি," কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, "থেমো না, বলে যাও।"

তাই করতে থাকলাম। কোথা থেকে এসব তথ্য পাচ্ছি? যেন আমার হার্ডডিস্কে তথ্য লুকিয়ে ছিল, এতদিন পর একটা সফটওয়ার তা খুঁজে খুঁজে বের করছে।

"আরেকটা শব্দ আছে, মাডো, যার মানে–পথ হারিয়ে ফেলা।" উচ্চারণটাও শিখিয়ে দিলাম, "'মা' শব্দ ও পাউরুটির 'ডো' শব্দটা মিলে হলো মাডো।" সে তখনই শব্দের উচ্চারণ চর্চা শুরু করে দিলো। এরকম প্রাচীন, জাঁকজমকওয়ালা জাপানিজ শব্দ বিদেশীদের মুখে শুনতে বেশ লাগে।

"মাডো দিয়ে খুব সহজভাবে বোন্নো কী ও তারা কীভাবে তোমাকে আক্রমণ করে তা বোঝানো যায়। বোন্নো তোমার জীবন চলার সুন্দর পথ থেকে হটিয়ে দেয়। 'কুপ্রবৃত্তি' শব্দটা শুনলে মনে হয়, এটা নিয়েই যেন মানুষ জন্ম নেয়। এর জন্য তোমার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তা ঠিক নয়। ছয় ধরনের বোন্নো রয়েছে, মাঝেমধ্যে দশটার কথাও শোনা যায়। অনেকে আবার সবগুলোকে দুটা ভাগে

BanglaBook.org

ভাগ করে। খ্রিস্টান ধর্মে বর্ণিত সাতটি মারাত্মক পাপ কাজের সাথে এর মিল রয়েছে। পার্থক্য একটাই, সবাই এতে ভুগে। সবাই। মানুষের জীবনের একটা অংশ তারা, গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মতোই। কিন্তু এই বোন্নোগুলো আসলে সহজে ইংরেজিতে বোঝানো সম্ভব না। শুধু অনুবাদ করে বললে আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে।"

ফ্রাঙ্ক মাথা নাড়লো, সে বুঝতে পেরেছে। "এরকম গভীর, রহস্যময় শব্দগুলো আসলেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে বোঝানো কষ্টকর।"

"বোন্নোকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা চিন্তা থেকে আসে, আরেকটা অনুভূতি থেকে আসে। চিন্তা থেকে যেটা আসে, সেটা কেউ যদি ধরিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় সত্যটা, তবে সেটা অনেকসময় মুছে যায়। কিন্তু অনুভূতি থেকে যে বোন্নোটা তৈরি হয়, সেই ব্যাপারটা একটু জটিল। সেটা দূর করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আপনি নিশ্চয়ই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সাধনার ব্যাপারে শুনেছেন? প্রায়ই তারা নাওয়া-খাওয়া ছেঁড়ে দেয়, ঠান্ডা পানিতে গোসল করে, জলপ্রপাতের প্রবল বর্ষণের নিচে বসে ধ্যান করে। অনেকে আবার হাঁটু মুড়ে ধ্যানে বসে থাকে, তাদেরকে পেছন থেকে লাঠি দিয়ে সশব্দে মারা হয়। এগুলো নিশ্চয়ই জানা রয়েছে আপনার?"

ফ্রাঙ্ক সম্মতির সুরে জানালো, সে টিভিতে প্রামাণ্যচিত্র আকারে ওসব দেখেছে।

"কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে এসব বাদেও অনেক মধুর, শান্ত বিষয়ও রয়েছে।" তাকে বললাম। "নিউ ইয়ারের ঘণ্টার কথাই ধরুন। যদি সবগুলো বোন্নোকে ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত করতে বসি, তবে সবশেষে আমরা একশ আটটা বোন্নো পাবো। তাই ঘণ্টা বাজানো হয় একশ আটবার, যেন সবগুলো বোন্নো থেকেই মুক্তি ঘটে আমাদের।"

ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গেলে আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে শুনতে পাবো ঘণ্টার মধুর আওয়াজ। আর ঠিক তক্ষুণি আমার মনে পড়লো, আমি এসব কোথা থেকে জেনেছি। যেইদিন জুনকে বলেছিলাম যে, ফ্রাঙ্কের জন্য ক্রিসমাসের ডেটিংটা আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না, সে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। আমি তার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিউ ইয়ার্স ইভ অন্তত একসাথে কাটাবো। সেইদিন কীভাবে কাটাবো, তা ঠিক করার জন্য আমরা দুজনে মিলে 'পিয়া', 'টোকিও ওয়াকার'র মতো অনেকগুলো ম্যাগাজিন জোগাড় করেছিলাম। সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েই আমি *জোয়া নো কানে*'র খোঁজ পেয়েছিলাম। কোন ম্যাগাজিনে দেখেছিলাম মনে নেই, তবে সেটাতে জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা ছিল 'জোয়া নো কানে : জেনে নিন এর পেছনের ইতিহাস!' জুনকে পুরোটা পড়ে শুনিয়েছিলাম।

"পেরুভিয়ান মেয়েটা বলেছিল, সেখানে নাকি প্রচণ্ড ভিড় হয়। পরবর্তীতে

BanglaBook.org

সে আরো শুনশান, নির্জন জায়গা থেকে ঘণ্টাবাদ্য উপভোগ করতে চায়। কেঞ্জি, তোমার কি এরকম নির্জন, শুনশান কোনো মন্দির জানা রয়েছে? ভীড়ের মধ্যে আমি ঠিক স্বাভাবিক থাকতে পারি না।"

ফ্রাঙ্কের সাথে মেইজি মন্দিরে শত শত মানুষের ভিড় ঠেলে ঘণ্টার আওয়াজ উপভোগ করা আমার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব নয়। আমি তাকে বললাম, ভালো একটা জায়গার কথা আমার জানা রয়েছে।

"একটা ব্রিজের ওপর।"

ফ্রাঙ্ক বোকা বনে গেল।

"ব্রিজ?"

আরেকটা ম্যাগাজিন থেকে সেটার খোঁজ পেয়েছিলাম। জুন ও আমি ঠিক করেছিলাম যে, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা মুক্তির ঘণ্টার সুমধুর আওয়াজ উপভোগ করবো। সুমিদা নদীর ওপরে ব্রিজটার অবস্থান, কিন্তু কোনোমতেই নামটা আমার মাথায় এলো না। ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত তিনটা বাজে। জুন কি এখনো জেগে আছে?

"কেঞ্জি, ব্রিজ বলতে কী বোঝাচ্ছ তুমি? ঠিক বুঝলাম না।"

তাকে বুঝিয়ে বললাম। শিনযুকুর আশেপাশে খুব বেশি মন্দির নেই। "শিতামাচি এলাকায়, মানে ডাউনটাউনে সেই তুলনায় প্রচুর মন্দির রয়েছে। কিন্তু পেরুভিয়ান মহিলাটা ঠিকই বলেছে, হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে সেগুলোতে। নিউ ইয়ারের রাতে সেগুলো সবচেয়ে অশান্ত পরিবেশে পরিণত হয়। কিন্তু ঐ ব্রিজে দাঁড়ালে নাকি ঘণ্টার আওয়াজ প্রতিফলিত হয়ে অনেক মধুরভাবে শোনা যায়। অভিজ্ঞতাটা নাকি ভোলার মতো নয়।"

ফ্রাঙ্কের পাথরের মতো অনুভূতিশূন্য চোখে কিসের একটা ঝলকানি দেখতে পেলাম। চোখ দুটোতে যেন প্রাণ ফিরে এলো তার।

"তাহলে আমিও সেখানে যেতে চাই।" সে বলে উঠল। "কেঞ্জি, তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে।"

আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ব্রিজটার নাম আমার বান্ধবীর জানা আছে। মোবাইলটা বের করে তাকে ফোন দিলাম। নম্বর ডায়াল করতে টের পেলাম, ঘরটা প্রচণ্ড ঠান্ডা। হাত একেবারে জমে গেছে বিধায় বেশ কয়েকবার ভুল নম্বরে চাপ পড়ে গেল। বেশ কয়েকবার ভুল হওয়ার পর সফল হলাম।

প্রথম রিং হতেই জুন ফোন ধরলো। "কেঞ্জি, তুমি নাকি?" কল্পনায় দেখতে পেলাম, আমার ফোনের জন্য সে এত রাত পর্যন্ত জেগে রয়েছে, বসে আছে বিছানার ওপর।

"হ্যাঁ, আমিই বলছি।" শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঠান্ডা না ভয়

BanglaBook.org

জানি না, আমার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। অবশ্য এবার নিজে থেকেই সেটা টের পাচ্ছি।

"তুমি কোথায়? অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছ?"

"আমি এখনো ফ্রাঙ্কের সাথে।"

"কী! কোথায়?"

"তার হোটেলে।"

"হিলটনে?"

"হিলটন...না তা নয়। তার থেকে অনেক অনেক ছোটো একটা জায়গা। ছোট্ট একটা বিজনেস হোটেল। নামটা জানা নেই, তবে বেশ ভালো।"

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জানি না ভালো না মন্দ বুদ্ধি। আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি, ঘুমঘুম লাগছে, আর মানসিকভাবে ক্লান্ত। এ মুহূর্তে ভালোমন্দ বিচার করতে পারছি, হয়তো বুদ্ধিটা বিপজ্জনক। কিন্তু একটা হলেও বুদ্ধি তো এসেছে! মোবাইলের মাউথপিসটা আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের কারণে প্রায় জমে গেছে। ফ্রাঙ্ক আমার দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে আছে। চার্জারের আলোয় তার মুখটা কেমন জানি নীলাভ পিশাচের মতো দেখাতে লাগলো। ভাবলাম, অন্তত খুন তো হবো না। ধরে নিলাম, ব্রিজে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফ্রাঙ্ক আমাকে হত্যা করবে না।

"জুন আজকে আমরা জোয়া নো কানে'তে যাচ্ছি। তাকে আমার গাইড করে নিয়ে যেতে হবে।"

"মজা নিচ্ছ নাকি?"

"নাহ, নিচ্ছি না। ব্যাপারটা আমরা আলাপ করে ঠিক করেছি।"

"তাই?"

তার গলাটা রাগী রাগী মনে হলো। আমি আবার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গছি, তাই আমার প্রতি যেটুকু চিন্তা ছিল, তা গৌন বিষয় হয়ে গেল। কিন্তু আমার এখন জুনের সাহায্য দরকার। ব্রিজে সে থাকলে আমার জন্য ভালো হতো। যে বুদ্ধিটা আমার মাথায় এসেছে, তা হলো, জুন ব্রিজে এসে আমাদের ওপর নজর রাখবে। সে যদি ফ্রাঙ্ককে অ্যারেস্ট করার মতো ব্যবস্থা করে রাখে, তবে আরো ভালো হতো। তবে তার জন্য ওমিআই পাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো পুলিশের কাছে ব্যাখ্যা করাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। আর তাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বললে সে মারাত্মক ভয় পাবে। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হবে, আমারো হতো। তাছাড়া, ঘটনাটা আমার স্মৃতি থেকে উবে যাচ্ছে। আর পুলিশের দ্বারা মানসিকভাবে টর্চার হওয়ার ও ট্যুরিস্ট গাইডের ব্যবসা বন্ধ করার কোনোরকম ইচ্ছা আমার নেই। তাই "জুন! ফ্রাঙ্ক একটা খুনি! জলদি পুলিশের কাছে চলে যাও! তাদের নিয়ে

BanglaBook.org

আমাকে বাঁচাতে আসো!" বললে জুনকেই বিপদে ফেলা হবে।

"আচ্ছা, আমাকে এটা বলো ব্রিজটার নাম কী ছিল?"

"কোন ব্রিজ?"

সে ক্ষেপে গেছে। একটা অভিজাত হোটেলে আমাদের ক্রিসমাস ডিনার করার কথা ছিল, কিন্তু ফ্রাঙ্কের কারণে সেটা বাতিল করে দিয়েছি। সে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। রাগের মাথায় বলে বসেছিল, বয়ফ্রেন্ড বানিয়েছে শুধুমাত্র ক্রিসমাস দিনটা যাতে একসাথে থাকতে পারে, সেজন্য। হাইস্কুলের মেয়েদের কাছে ক্রিসমাস একটা বিশেষ দিন। জুন ও তার বান্ধবীদের নাকি ছেলেদের, মানে বয়ফ্রেন্ডের প্রয়োজন নেই। তাদের মুখেই শোনা, বয়ফ্রেন্ড থাকার কোনো বিশেষ সুবিধা নেই, সমস্যা তৈরি করা বাদে আর কিছুই তারা পারে না। অধিকাংশ ছেলেদেরই হাতে টাকাপয়সা থাকে না, মজার কিছু বলে তাদের গার্লফ্রেন্ডদের হাসাতে পর্যন্ত পারে না। এমনকি জুনও তার বেশিরভাগ সময় তার বান্ধবীদের সাথেই কাটায়। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে সে বান্ধবীদের সাথে দলবেঁধে সমুদ্রসৈকতে গিয়েছে, আনন্দ করেছে–আরো কত কী! কিন্তু ক্রিসমাস তাদের কাছে একটা পবিত্র দিনের মতো। কেবল এই দিনটাতেই বয়ফ্রেন্ডের সাথে রোমান্টিক সময় কাটানো তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তাকে সেটা করতে বাধা দিয়েছি, এখন আবার বলছি যে ক্রিসমাসেও আমি ফ্রাঙ্কের সাথে থাকবো। তার রাগের পেছনে যুক্তি আছে।

"ঐ যে, সেদিন ম্যাগাজিনে দেখলাম, যেখানে ঘণ্টার আওয়াজ ব্রিজের কাঠামোতে ধাক্কা খেয়ে শোনা যায় আরো সুন্দরভাবে? সুমিদা নদীর ওপর। নাম যেন কী ছিল?"

"ভুলে গেছি।" সে উত্তর দিলো। "দুঃখিত।"

এর মানে : নিজেই খুঁজে বের করো, গাধা।

"জুন, জিনিসটা জানা আমার জন্য খুব জরুরি। তোমাকে চিন্তায় ফেলতে চাচ্ছি না, কিন্তু...কীভাবে যে বলবো। জুন, ব্যাপারটার ওপর আমার জীবনমরণ নির্ভর করে।"

ফোনের ওপাশ থেকে একটা ঢোঁক গেলার শব্দ শুনতে পেলাম, তারপর হিজিবিজি কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ। সে ভয় পেয়েছে। থামো, বলে তাকে চুপ করালাম। ফ্রাঙ্ক আমার দিকে এখনো গরুর মতো প্রাণহীনভাবে তাকিয়ে আছে।

"শান্ত হও, ঠিক আছে? যা যা বলছি, ভালোভাবে শোনো। মজা নিচ্ছি না, আগেই বলে দিচ্ছি। বানিয়ে বলার প্রশ্নই আসে না। আর শেষ হলে কোনো প্রশ্ন করবে না, ঠিক আছে? সবকিছু ব্যাখ্যা আমি এখন দিতে পারবো না। এখন এরকম অবস্থাতেই আছি। আছো তো?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, আছি।" প্রাণহীন, ক্ষীণ গলায় ফোনের ওপাশ থেকে উত্তর পেলাম।

"চমৎকার। প্রথমত, ব্রিজটার নাম কী ছিল জানলে বলো।"

"কাচিদকি ব্রিজ।" সে বলল। আমি জানতাম, সে ভুলে যায়নি। "সুকিজির কাছে যে মাছবাজারটা রয়েছে, তার পাশেই।" তার গলায় স্পষ্ট উদ্বিগ্ন ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। "সুকুদা ব্রিজের ঠিক পরেই সেটা অবস্থিত।"

"আজ রাতে তুমি সেখানে চলে আসবে।" তাকে বললাম। "কিন্তু আমাদের কাছে আসার দরকার নেই। আমি চাই, তুমি দূর থেকে আমার ও ফ্রাঙ্কের ওপর নজর রাখবে।"

"নজর রাখবো? কেন?"

পুরোপুরি ব্যাখ্যা ছাড়া এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো উপায় আমার জানা নেই। যা যা দরকারি, ততটুকুই কেবল ওকে আমি জানাবো, সিদ্ধান্ত নিলাম।

"আজ, রাত দশটার দিকে, ফ্রাঙ্ক ও আমি দুজনেই সেই ব্রিজে উপস্থিত থাকবো। মাছ বাজারের দিকে ব্রিজের যে দিকটা রয়েছে, সেখানে। যেভাবেই হোক, সেখানেই আমি ফ্রাঙ্ককে নিয়ে যাবো। কাচিদকি ব্রিজ, মাছবাজার, রাত দশটা–মনে থাকবে তো?"

"এক মিনিট, কেঞ্জি।"

"কী?"

"ব্রিজের কোথায়, সেটা বুঝিনি।"

"ব্রিজের গোড়ায়, মানে যেখান থেকে ব্রিজটা শুরু হয়েছে।"

"ঠিক আছে।"

"আমাকে ও ফ্রাঙ্ককে খুঁজবে, কিন্তু আমাদের সামনে ধরা দিও না। আমাদের দেখতে পেলে ভান করো, তুমি আমাদের চিনো না। সামনে এসে কথা বলার কোনো প্রশ্নই আসে না। ঠিক আছে?"

"আমি দূর থেকে তোমাদের ওপর নজর রাখবো, এই তো?"

"হ্যাঁ। যখন সর্বশেষ ঘণ্টাটা বাজবে, তখন আমি ও ফ্রাঙ্ক আলাদা হয়ে যাবো। আমি তোমার সাথে হেঁটে বাড়ি ফিরবো। যদি ফ্রাঙ্ক বাধা দেয়, কিংবা যদি তোমার কাছে মনে হয় ফ্রাঙ্কের সাথে আমি ধস্তাধস্তি বা তর্ক করছি, সাথেসাথে একটা পুলিশ খুঁজে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেই বাকিটা করবে। ঠিক আছে? ব্রিজে আশেপাশে অনেক পুলিশ থাকবে মানুষের ভীড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। যেভাবেই হোক, কোনো ঝামেলা না করে আমি ফ্রাঙ্ক থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করবো। যদি না করি, বুঝে নেবে ফ্রাঙ্ক কোনো ঝামেলা পাকাচ্ছে। তখন ভয় পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি না করে পুলিশ খুঁজে বের করাটাই তোমার কাজ। নিজে থেকে কিছু করতে যেয়ো না, বারবার বলছি কথাটা।

BanglaBook.org

অবশ্যই পুলিশের সাহায্য নেবে। আমার কথা স্পষ্ট?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে। আমি ফোন কেটে দিচ্ছি। আজ রাতে দেখা হবে। "

"কেঞ্জি, একটু দাঁড়াও। একটা প্রশ্ন করবো শুধু।"

"কী?"

"তাহলে ফ্রাঙ্ক সত্যিই অনেক খারাপ একটা লোক?"

"যত ভাবছ, তার থেকেও বেশি।" বলে ফোনটা কেটে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করে রাখলাম।

ফ্রাঙ্ককে বুঝিয়ে বললাম, ব্রিজটার নাম জানতে পেরেছি। কিন্তু একটাই শর্ত আছে গাইড হিসাবে, শেষ ঘণ্টাটা বেজে উঠলেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। এত শান্তগলায় তার ওপর দাবি জানাতে একটুও গলা কাঁপল না। হয়তো বুঝে গেছি, এখন সাহস না দেখালে আমার চলবে না। কেবল মাত্র জুনের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। এর থেকে ভালো বুদ্ধি আর সময় পেলেও মাথায় আসবে না।

"পুলিশকে আমার একটুও পছন্দ না। তাদের কাছে যদি আমি যাই, তবে তারা আমার এই ট্যুরিস্ট গাইড ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া, তোমার সম্পর্কে আমার তেমন কিছুই জানা নেই, নামের পদবীও না। ফ্রাঙ্ক, আমি কোনোভাবেই পুলিশের কাছে যাচ্ছি না। তাই ঘণ্টার আওয়াজ শেষ হওয়া মাত্র আমাকে ছেড়ে দেবে, ঠিক আছে?"

"অবশ্যই।" ফ্রাঙ্ক উত্তর দিলো। "সেটাই আমার পরিকল্পনা ছিল। তোমার বান্ধবীকে কিছু না করতে বললেও চলতো। তোমাকে বারবার বলছি না, আমি তোমাকে বন্ধু ভাবি?"

ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালাম। ভাবলাম তার সাথে দেখা হওয়ার পর কেবল ত্রিশ ঘন্টা পেরিয়েছে। এখন আস্তে আস্তে সেই সময়কার আচরণে, কথাবার্তার ধরনে সে ফিরে যাচ্ছে। সেই হোটেলের রেস্তোরাটার কথা মনে পড়ে গেল। অবশ্য এরকমভাবে আশ্বাস দিলেও আমি তাকে কোনোমতেই বিশ্বাস করছি না। ফ্রাঙ্কের মতো মানুষ যতই বলুক সে আমার বন্ধু, মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে কতল করতে তার একটুও বাঁধবে না।

"ঘুম পাচ্ছে, কেঞ্জি?"

মাথা নাড়লাম। কিছুক্ষণ আগেও এতটা ক্লান্ত ছিলাম যে, এই ভাঙা কাঁচে ভরা মেঝের মধ্যেই দুচোখ বুঝে শুয়ে পড়তাম। কিন্তু জুনের সাথে স্নায়ু টানটান করে কথাবার্তা বলার পর, ঘুমঘুম ভাবটা কেটে গিয়েছে। ফ্রাঙ্ক কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার মুখ খুলতে গিয়ে নিজেকে থামিয়ে দিলো। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ থেকে একটা এভিয়ান ব্র্যান্ডের

BanglaBook.org

পানির বোতল বের করলো। একচুমুক দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, আমার কিছু লাগবে কিনা। বললাম, কোলা থাকলে তা দিতে। ফ্রিজটা ছোটোখাটো, পুরোনো দিনের ডিজাইনের। হয়তো সে আশেপাশের ময়লা ফেলার স্থান থেকে সেটা তুলে এনেছে। ফ্রিজ খুলতে দেখতে পেলাম, কোমল পানীয় ও বিয়ার দিয়ে সেটা ঠাসা।

৪.

"তোমাকে একটা গল্প বলতে চাই, কেঞ্জি। অনেক বড়ো একটা গল্প, অনেক অদ্ভুত। কিন্তু আমি চাই তুমি সেটা শুনো, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

ফ্রাঙ্ক স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর গলায় কথাগুলো বলছিল। আমি শুনবো, তাকে আশ্বস্ত করলাম।

"ইস্ট কোস্টের কাছেই একটা ছোট্ট শহরে আমার জন্ম। শহরটার নাম তুমি কোনো মানচিত্রে খুঁজে পাবে না। খুবই সাধারণ একটা বাড়ি, পুরাতন আমেরিকান সিনেমাগুলোতে যেরকম বাড়ি দেখাত, অনেকটা সেরকম। সামনে একটা লন ছিল, বারান্দায় বুড়ি মহিলাদের রকিং চেয়ারে বসে দুলবার মতো জায়গাও ছিল।"

ফ্রাঙ্কের গলার স্বর, মুখের ভাবভঙ্গি খুবই শান্ত ও স্থির দেখাচ্ছিল। যখন থেকেই এ ভাঙাচোরা বাড়িতে ঢুকেছি, তখন থেকেই তার এ অবস্থা। কী এলাকাতে এলাম রে বাবা! আশেপাশে কত ছোটো ছোটো বাড়ি, অথচ বাইরে একটাও সাড়াশব্দ নেই। চার্জার বাতিটা থেকে মৃদু গুঞ্জন শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, আর ফ্রিজ থেকে একটা ভোঁতা ধরনের ভোঁ ভোঁ শব্দ পাচ্ছি। এ বাদে আর কিছুই কানে আসছে না আমার। প্রত্যেকটা জানালা ও ভাঙা দেওয়াল প্লাস্টিকের শিট ও ক্যানভাস কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল, কিন্তু শীত ঠেকানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। প্রত্যেকবার শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে গেলেই মুখ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। ফ্রাঙ্কের অবশ্য হচ্ছিল না, তার মানে তার কি ঠান্ডা লাগছে না?

"আমরা প্রথম যখন শহরে এলাম, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল, সে এলাকা ছাড়তে হয়েছিল কেবলমাত্র একটি কারণে। আমি ওখানে ততদিনে দুটো খুন করে বসেছি।"

আমার কান 'খুন' শব্দটা শুনে সতর্ক হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, "কত বছর বয়সে?"

BanglaBook.org

"মাত্র সাত বছর..." ফ্রাঙ্ক আস্তে করে বলে পানির বোতলে আবার চুমুক দিলো।

"অবিশ্বাস্য," বিড়বিড় করে বললাম। কথাটা বলেই বুঝলাম, এরকম গাধামি করা ঠিক হলো না। আমি প্রস্তুত ছিলাম ফ্রাঙ্কের আজগুবি যে-কোনো গল্প শোনার জন্য, কিন্তু 'সাত বছর বয়সে খুন' কথাগুলো আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিল।

"যে এলাকায় আমি জন্ম নিয়েছিলাম, তার জনসংখ্যা বোধহয় আটহাজারের আশেপাশে হবে। সেখানে দর্শনীয় স্থান বলতে একটা গলফ কোর্স ছিল, যেটাকে আমেরিকার সবচেয়ে পুরোনো চারটি গলফ কোর্সের একটি বলে দাবি করা হয়। না, কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা কিংবা বিখ্যাত কোনো ধরনের খেলা এখানে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন থেকে পিঁপড়ার মতো পিলপিল করে লোকজন এ শহরে হাজির হবে, সেটা ভাবাই ছিল অবিশ্বাস্য। পোর্টল্যান্ড থেকে আমরা খুব বেশি দূরে ছিলাম না, অথচ তাদের মতো আমাদের কোনো বিমানবন্দর ছিল না। কানাডার বর্ডারও খুব কাছেই ছিল। কানাডার যে অংশটা আমাদের শহরের কাছে ছিল, সেখানকার বাসিন্দারা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতো। তাই সেটাকে ভীনদেশ বলেই মনে করতাম। কথাটা মনে হলে ছোটোবেলায় খুব রোমাঞ্চিত বোধ করতাম। সেই শহরটাতে এককালে ট্রামব্যবস্থা ছিল। এরকম ছোটো একটা শহরে ট্রাম থাকাটা বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আমার জন্মের আগেই তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চোখে দেখা হয়নি, কিন্তু ট্র্যাকগুলো ঠিকই রয়ে গিয়েছিল। ট্র্যাকের রাস্তাটা আমার খুব পছন্দের ছিল। আমি ছোটোবেলায় প্রায় একটা খেলা খেলতাম, আর তা ছিল ট্র্যাক ধরে আমি কতদূর যেতে পারি তা বের করা। ছোটোবেলায় ভাবতাম, ট্র্যাকগুলো গোটা পৃথিবী ঘুরে এসেছে। আমি যদি সেটা ধরে আগাতে থাকি, গোটা পৃথিবীটাও আমার দেখা হয়ে যাবে। সে সময়কার স্মৃতিগুলোর মধ্যে কেবল এ খেলা খেলতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতিগুলোই কেবল মনে আছে। কেঞ্জি, তুমি কি কখনো ছোটোবেলায় কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলে?"

আমি মাথা ডানেবামে দোলালাম।

"বেশ অবাক ব্যাপার তো।" ফ্রাঙ্ক বলল। "ছোটোবেলায় সবাই-ই তো একবার হলেও হারিয়ে যায়।"

আমার মনে আছে, আমার বাবা এ বিষয়ে ছোটো থাকতেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বারবার বলতেন, "যেসব শিশু একলা একলা খেলাধুলা করে, তারা হারিয়ে যায়। তাই সবসময় অন্যদের সাথে খেলা করবে, কেঞ্জি। নইলে কেউ তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে, বুঝেছ?"

বাবার স্মৃতি রোমন্থন করতে এতটাই মগ্ন ছিলাম যে, ফ্রাঙ্ক যখন বলল,

BanglaBook.org

'ড্যাডি,' তখন চমকে উঠলাম।

"ড্যাডি সবসময় বলতেন, আমি যেন হাঁটা শিখেছি কেবল হারিয়ে যাওয়ার জন্যই। কারণ, জন্মের পর হামাগুড়ি দেওয়া শেখার পর থেকেই আমার হারিয়ে যাওয়াটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

ফ্রাঙ্কের সাত বছর বয়সে খুন করার কথাটা শুনে ভেবেছিলাম, ফ্রাঙ্ক হয়তো অনাথ বালক ছিল। গল্প শুনতে শুনতে সেভাবেই তাকে কল্পনা করে নিয়েছিলাম। বেশ ক'দিন আগে এরকম একটা উপন্যাসও পড়েছিলাম, যেখানে এক শিশু বাবা-মা হারিয়ে নানীর কাছে বড়ো হয়েছিল সেই নানী একটা বৃদ্ধাশ্রম চালাতেন, আর সেখানে থেকে বড়ো হয়ে শিশুটা সিরিয়াল কিলারে পরিণত হয়েছিল। মুখ ফসকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, "আপনার বাবা কি এখনো জীবিত আছেন?"

"ড্যাডি?" ফ্রাঙ্ক কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। "আছে হয়তো কোথাও।" মাটির দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিলো।

"হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতিটা কেমন ছিল, আমার তা এখনো মনে আছে।" সে বলতে থাকল। "হারিয়ে যাওয়ার কারণটা হয়তো প্রত্যেকবার ভিন্ন ছিল, কিন্তু প্রত্যেকবার একটা নির্দিষ্ট সময় পর টের পেতাম, হ্যাঁ আমি হারিয়ে গিয়েছি। কোনো বাচ্চাই ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় না। হঠাৎ করে আশেপাশের সবকিছু অচেনা, অজানা মনে হতে শুরু করলে ধরে নেবে, তুমি হারিয়ে গেছ। এইতো, কিছুক্ষণ আগেও তুমি চেনাজানা বাড়িঘর, উদ্যান, দোকানপাটের পাশ দিয়ে হাঁটছিলে। হঠাৎ একটা মোড় নিতেই আশেপাশের সবকিছু পাল্টে গেল। আমার মনে আছে, এরকমভাবে হারিয়ে গেলে প্রথমে খুব ভয় হতো, পরে মজা পেতাম। যেদিন থেকে ঘরের বাইরে পা ফেলতে শুরু করলাম, সেদিন থেকেই হারিয়ে যাওয়ার অভ্যাস শুরু হয়েছিল। কতই বা বয়স ছিল আমার? তিন বা তার একটু বেশি? আমাদের শহরের ফায়ারম্যানদের একটা বাদ্যদল ছিল, অধিকাংশ সময়ই আমি তাদের অনুসরণ করতাম। তারা আমাদের শহরে অনেক বিখ্যাত ছিল, অনেক প্রতিযোগিতায় তারা পুরষ্কার পেয়েছে। তারা প্রচুর পরিশ্রম করতো, দলবদ্ধভাবে হেঁটে হেঁটে বাজনা বাজাতো। আমি তাদের অনুসরণ করতাম। কিন্তু মাত্র তিন বছর বয়স হওয়ায় তাদের হাঁটার সাথে তাল মেলাতে পারতাম না, পিছিয়ে পড়তাম। প্রত্যেকবারই দেখতে পেতাম, তাদের চকচকে বাদ্যযন্ত্রগুলো হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হতো, গোটা পৃথিবীটাই আমাকে পিছে ফেলে চলে যাচ্ছে। আর ঠিক তখনই আশেপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারতাম, আমি হারিয়ে গেছি। এরকম এক দিনে, আমার মা শাকসব্জির দোকান থেকে গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি দেখলেন, আমি রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

'মা' শব্দটা ফ্রাঙ্ক বেশ সাবলীলভাবেই উচ্চারণ করলো। অবশ্য তিনি বেঁচে আছেন কিনা, তা জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকলাম। কেন জানি মনে হলো, প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না।

"সেসময় আমার মনের অবস্থা কীরকম ছিল, তা এখনো মনে আছে। কিন্তু সেটা তো ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। সেদিন প্রত্যেকবারের মতোই আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কেবল আমার বাসার আশেপাশ ও খুব কাছের এলাকাটা চিনি। সেটুকুই ছিল আমার চেনাজানা জগৎ, আমার গোটা পৃথিবী। আমাদের পাড়াটা ছিল অনেকটা ইংরেজি T বর্ণের আকৃতির। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে, আর কিছুদূরে অবস্থিত একটা রাস্তা যার শুরু আমাদের পাড়ায়, যা কিনা দূর দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে। এটুকুই ছিল আমার চেনাজানা জগতের সীমানা। বামদিকে এক প্রতিবেশীর নীলরঙের ডাকবাক্স। আর ডানদিকে, রাস্তার মোড়ে এক সুবিশাল ডগউড গাছ। সামনের দিকে, ছোটো ঢালু রাস্তাটার ঠিক পাশেই একটা পার্কে স্টিলের তৈরি একটা বেঞ্চ ছিল। পার্কের ভেতর দিয়ে একটা সরু নদী বয়ে গেছে, তার পাশেই বেঞ্চটা অবস্থিত। এগুলোই ছিল আমার চেনাজানা জগতের সীমানা–একটা ডাকবাক্স, একটা ডগউড গাছ আর একটা পার্কবেঞ্চ। এর বাইরে বের হওয়া মানেই অজানার উদ্দেশ্যে বের হওয়া, অন্তত আমার জন্য। কতবার যে এই সীমানা পেরিয়ে বের হয়েছি আশেপাশের প্রকৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য, কিন্তু কোনোবারই তা আপন হয়ে উঠেনি। অজানার দেশ হিসাবেই রয়ে গিয়েছিল সব। অনেকটা মধ্যযুগের মানুষদের কাছে ঘন, কালো জঙ্গলকে যেরকম মনে হতো, সেরকম। যেদিন মায়ের সাথে দেখা হয়েছিল, সেদিনটা ছিল গ্রীষ্মের শুরুর দিককার একটা মেঘাচ্ছন্ন দিন। ইস্ট কোস্টের ওদিকটাতে আকাশ অধিকাংশ সময়েই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। এতটাই আর্দ্রতা ছিল যে, কুয়াশার মতো তা মাঝেমধ্যে সূর্যকেও ঢেকে দিতো। সেখানকার অনেক লোকেরই হাঁপানি ও শ্বাসনালীর সমস্যা ছিল। মনে আছে, অধিকাংশ বুড়োরাই সবসময় খকখক করে কাশতে থাকতো। এরকমই একটা দিনে, নীল ডাকবাক্সটার দিকে আমার 'অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা' শুরু করেছিলাম। ছোটো থাকা অবস্থায় হারিয়ে যাওয়াটা কোনো দুর্ঘটনার কাতারে পড়ে না। বরং পরবর্তী জীবনের পেশার কিছুটা আঁচ এখান থেকেই পাওয়া যায়। হারিয়ে গেলে ভেতরে একটা আশঙ্কা, উত্তেজনা, ভয় ও একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতির জন্ম নেয়। সেটা হলো, যা হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে। নিজের চিন্তাচেতনা, পুরো শরীরটা কেমন যেন ঘোলাটে লাগতে থাকতো, আশেপাশের এই কুয়াশার মতো পরিবেশ নিজের সত্ত্বাটা মিশে যেত। অনেক সময় আমি চিৎকার করতে শুরু করতাম। আশেপাশের কোনো লোকজন অবশ্য

BanglaBook.org

কোনো গুরুত্ব দিতো না এ ব্যাপারে। কারণ আমি তো আর কাঁদছি না, চিৎকার করছি। এরকম একটা দিনেই, মাত্র রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, তাই হালকা ভয় লাগতে শুরু করেছে কেবল। এমন সময় মাকে দেখতে পেলাম। আমার পাশেই গাড়ি থামিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে। "ওমা! এ তো আমার ছোট্ট সোনা বাবুটা!"

আমি চিৎকার দিতে শুরু করলাম। না, মাকে দেখে আনন্দে চিৎকার দেইনি, বরং ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়েছিলাম। মনে হতে লাগলো, এটা আমার মা কোনোভাবেই হতে পারে না, অচেনা কেউ এই মহিলা। আমার এখন একটাই কাজ, আমার চেনাজানা জগতে ফিরে যেতে হবে। মা যখন আমাকে কোলে তুলে নিতে চাইলেন, আমি তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যেতে চাইলাম। এখানে তো আমার মায়ের সাথে দেখা হওয়ার কথা নয়, আমার মা কেবল আমার চেনাজানা দুনিয়াতেই অবস্থান করেন। তাই এই মহিলা কোনোভাবেই আমার মা হতে পারে না। যদিও তিনি আমার মায়ের মতোই দেখতে। তাই তিনি যখন আমাকে আবার জাপটে ধরার চেষ্টা করলেন, আমি তার হাত কামড়ে দিলাম। এতটাই জোরে যে, আমার চোয়ালটাই ব্যথা করতে লাগলো। এরকম পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, আমার জানা ছিল না। ওদিকে মা ব্যথায় চেঁচিয়েই যাচ্ছেন। মনে হয়, আমি কামড়ে তার হাতের চামড়া ছিঁড়ে ধমনীতে দাঁত বসিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ, সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করেছিল। আমার মুখটা রক্তে ভরে গিয়েছিল, এতটাই জোরে কামড় দিয়েছিলাম যে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। তাই রক্ত গিলে ফেলা বাদে আর কোনো উপায় ছিল না। মায়ের বুকের দুধ শিশুরা যেভাবে চুকচুক করে খেয়ে নেয়, সেভাবেই রক্তটা খেয়ে ফেলেছিলাম। মনে হচ্ছিল, তা না করতে পারলে আমি হয়তো দম আটকে মারাই যাবো। কেঞ্জি, তুমি কি কখনো অন্য কারো রক্ত গিলে খেয়েছ?"

কথাগুলো শুনে আমার বমি বমি লাগতে শুরু করেছিল। দুবছর ধরে বিদেশীদের গাইড ও দোভাষী হিসাবে কাজ করার পর এখন আমি এমন অবস্থায় এসেছি যে, ইংরেজি শব্দ শুনলেই তা সাথে সাথে কল্পনা করে নিতে পারি। মানে শব্দগুলো ছবি হয়ে আমার মাথায় প্রবেশ করতো। এর আগ পর্যন্ত আমার মাথায় শব্দগুলো ঢুকত, আর সেগুলো অনুবাদ করে নিতাম। উদাহরণ দিয়েই বলি, কেউ যদি ইংরেজিতে বলে 'রক্ত', তবে আগে সেটা মনে মনে জাপানিজ শব্দ 'চি' তে রূপান্তর করে নিতাম। তারপরেই ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারতাম। কিন্তু আজ 'গিলে ফেলা' ও 'রক্ত' শব্দ দুটো শুনতেই মাথায় ছবিটা পরিষ্কার ভেসে উঠল। আর এখন ফ্রাঙ্ক কিনা খুব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করছে, আমি কখনো রক্ত গিলে খেয়েছি কিনা। এরকম কল্পনা করার জন্য নিজের মস্তিষ্কটার জন্য

BanglaBook.org

দুঃখবোধ হচ্ছে। এমন নয় যে, সে ভূতুড়ে গলায় এসব কথা বলছে, যেমনটা হরর ছবিতে ন্যারেশন করা হয়ে থাকে। *আপনি কি ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য প্রস্তুত? শেষ কবে আপনি উত্তপ্ত, লাল টকটকে, টপটপ করে পড়তে থাকা রক্তের স্বাদ নিয়েছেন? মুহাহা!* ফ্রাঙ্ক আমাকে কথাগুলো জিজ্ঞেস করেছিল খুব স্বাভাবিকভাবে, যেমন আমি কখনো ঘোড়ায় চড়েছি কিনা। এ প্রশ্নটা মানুষ যেভাবে জিজ্ঞেস করে, ফ্রাঙ্ক সেভাবেই সেই উদ্ভট প্রশ্নটা করে বসেছিল, 'কখনো কারো রক্ত গিলে দেখেছ?' আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম, না।

"সেটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম রক্ত খাওয়ার অভিজ্ঞতা, তাও আবার আমার নিজের মায়ের।" ফ্রাঙ্ক গোমড়ামুখেই বলল। "রক্তটা সমস্যা করেনি, খুব ভালো স্বাদ কিংবা তিতা বা মিষ্টি–কোনোটাই মনে হয়নি। তাই জিনিসটাতে আসক্ত হওয়ার কোনো উপায় নেই।"

আমি চিবুক নামিয়ে দুহাত দিয়ে নিজের হাঁটুটা জড়িয়ে বসেছিলাম। মাঝেমাঝে তার কথা বলার ফাঁকে মাথা নাড়ছিলাম। চার্জার বাতিটা ওপরের দিকে অনেকটা উলটো পিরামিডের মতো আলো দিচ্ছিল, তাই আমরা যেখানে বসেছিলাম তা ছিল মোটামুটি অন্ধকারাছন্ন। এই কম আলোতে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার ফলে চোখ সয়ে গেছে, ফলে আমরা যেখানে, মানে মেঝেতে বসে আছি তা ভালোভাবে দেখতে পারছি। মেঝেতে ধূলার পুরু আস্তরণ পড়ে রয়েছে, এদিক সেদিক পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পোকাগুলোকে আমি চিনতে পারলাম না। সেগুলো কাঠের মেঝের এদিক সেদিক জমে থাকা কালচে জায়গাগুলোতে জড়ো হয়েছিল। বুঝতে পারলাম, ফ্রাঙ্ক এই ক্লিনিকে কাউকে এনে হত্যা করেছে। অথবা অন্য কোথাও হত্যা করে এখানে এনে এখানকার মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি দিয়ে কাটাকাটি করেছে। হয়তো এখানেই সে তার ঐ দীর্ঘ ছুরিটা খুঁজে পেয়েছে।

"মাকে কামড় দেওয়ার পর একদিন আমার বাবা-মা আমাকে এক শিশু মনস্তত্ত্ববিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন, ছোটোবেলা থেকে আমাকে নাকি ভালোভাবে আদরযত্ন দিয়ে বড়ো করা হয়নি। ফলে আমার শরীরে নাকি দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিয়েছে। যার কারণে আমি নাকি এতটা অস্থিরচিত্তের হয়েছি। একই সাথে আমার বড়ো ভাইয়েরা আমাকে নিয়ে যেসব হরর সিনেমা দেখতে গেছে তারও খুব খারাপ প্রভাব আমার ওপর পড়েছে। আমার বড়ো দুজন ভাই-ই হরর সিনেমা প্রচণ্ড ভালোবাসতো। নব্বই ভাগ আমেরিকান ছেলেমেয়েরাই হরর সিনেমা ভালোবাসতো সেসময়। পরবর্তীকালে, যখন আমি দুজন মানুষকে হত্যা করেছিলাম, পুলিশ খোঁজাখুঁজি করে আমাদের বাসায় হরর সিনেমার ক্লিপস, পোস্টার ও রাবারের মুখোশ খুঁজে

BanglaBook.org

পেয়েছিল। মিডিয়া ধরেই নিয়েছিল, সেসবের প্রভাবের কারণেই আমি দুজনকে হত্যা করেছিলাম। হরর সিনেমাই ছিল মূল কালপ্রিট। মিডিয়ার কেবল একটা কারণ দরকার ছিল, যেটাকে আঙ্গুল তাক করে তারা দোষি বানাতে পারে। তাই হরর সিনেমাকে দোষি বানাতে পেরে তারা বেশ খুশিই হয়েছিল। কিন্তু একটা শিশুর হত্যা করতে কোনো কারণ দরকার হয় না। যেমনটা একটা শিশু কেন হারিয়ে যেতে ভালোবাসে, তার পেছনে কোনো কারণ নেই। কী কারণেই বা হতে পারে? বাবা-মা খেয়াল রাখেনি? সেটা কারণ নয়, বরং অনুঘটক হতে পারে।"

প্রায় চারটে বেজে গেছে, ঠান্ডাও সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। ঠান্ডা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। ফ্রাঙ্ক যেন এই ঠান্ডা আবহাওয়া টেরই পাচ্ছে না। আমি তাও ওভারকোট পরে আছি, কিন্তু সে একটা পাতলা সোয়েটার ও কর্ডুরয়ের জ্যাকেট বাদে আর কিছুই গায়ে চড়ায়নি। ফ্রাঙ্কের সাথে যে দু'রাত কাটিয়েছি, একবারো ফ্রাঙ্ককে ঠান্ডাতে কাঁপতে দেখিনি। আমার দুই হাত ঘষতে ও হাতের মুঠোয় ফুঁ দিতে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, "ঠান্ডা লাগছে?" মাথা নাড়লাম। সে আমাকে অবাক করে দিয়ে নিজের গায়ের জ্যাকেটটা খলে নিয়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিলো। "না, না! এটা আপনার লাগবে!" বলে সরে যেতে চাইলাম, কিন্তু ফ্রাঙ্ক বলল, সমস্যা নেই। তার নাকি কখনোই ঠান্ডা লাগে না। বলে সে নিজের সোয়েটারের হাতা তুলে তার কবজিটা দেখালো। ওমিআই পাবে যা অনুমান করেছিলাম, তা সত্যি ছিল। আসলেই তার হাতে অসংখ্য কাটাকুটির চিহ্ন। আত্মহত্যা করতে গেলে মানুষ যেভাবে নিজের হাত কেটে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, সেরকম। নিশ্চয়ই ঠান্ডা না লাগার পেছনে এই কাটাকুটির কোনো হাত রয়েছে।

"সেদিনের পর থেকে আমার মনে একটা ভয় ঢুকে গেল, হয়তো সামনেই আমি এরকম কাজ আবার করে বসবো। কারো নিজের অনিচ্ছায় কারো রক্ত গিলে ফেলব। এমন নয় যে, সেটাতে আসক্ত হয়ে গেছি, বরং ঘটনাটাতে চমকে গিয়েছিলাম। এরকম অপার্থিব ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার, কিন্তু একবার তো ঘটেছে। আরেকবার হতে পারে এরকম কল্পনা করতে দোষ কোথায়? মানুষ একমাত্র প্রাণি যারা কল্পনা করতে পারে, তাই আমরা পৃথিবীতে দাপট দেখিয়ে বেঁচে আছি। শারীরিকভাবে আমরা অন্যান্য প্রাণি থেকে অনেক নিচে, তাই আমাদের নানান রকমের বিপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক ধরনের জিনিসের দরকার হতো। যেমন, ধারণাশক্তি, ভবিষ্যত বোঝার ক্ষমতা, সবকিছুর সত্যতা যাচাই করা–সবকিছুই মানুষ করতে পারে কেবল তার কল্পনা শক্তি ভালো হলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নানান ধরনের বিপদের কথা কল্পনা করতে পারতেন, তাই বাস্তব জীবনে তা অনেকসময় তাদের প্রাণ বাঁচিয়ে দিতো।

BanglaBook.org

আজকালকার মানুষেরও এই ক্ষমতাটা রয়েছে। যখন কল্পনাশক্তির এই ক্ষমতাটা ভালো কাজে লাগানো হয়, সেখান থেকে শিল্পী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি ভালো সত্ত্বার মানুষ তৈরি হয়। কিন্তু খারাপ কাজে কল্পনার ব্যবহার করলে সবসময় তা ঘৃণা, ভয়, অস্থিরতায় পরিণত হয়, যা পরবর্তীতে অনেক ক্ষতি করতে পারে। মানুষেরা প্রায়ই বলে, বাচ্চাদের মধ্যে মায়াদয়া কম। কারণ, তারা প্রায়ই পশুপাখি, পোকামাকড় এমনকি নিজের খেলনাকেও টর্চার করে। কিন্তু বাচ্চারা আনন্দ পাওয়ার জন্য এসব কাজ করে না। তারা এসব বীভৎস কাজ করে তাদের ভেতরে চেপে থাকা অস্থিরতাকে দুনিয়াতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। যদি তারা পোকামাকড়কে টর্চার কিংবা হত্যা করার কথা কল্পনাই না করতে পারে, তবে তাদের অবচেতন মনে একটা অদম্য ক্ষোভ জমা নেয়। তারা বাস্তব জীবনে পোকামাকড়ের ওপর টর্চার করে দেখে আসলেই কাজগুলো করা সম্ভব কিন, আর সেগুলো করলে তাদের আশেপাশের দুনিয়াটা তাদের চারপাশে চুরমার হয়ে যাবে কিনা। আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল, আমি আবারো কারো রক্ত খেতে পারি, এই চিন্তাটা মাথা থেকে বেরই করতে পারছিলাম না, অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। তাই চার বছর বয়সে দুহাতের কবজি কেটে গভীর ক্ষত করে ফেলেছিলাম। সেদিনই প্রথম আমি নিজেই নিজের শরীরের ক্ষতি করেছিলাম। ঘটনাটাতে সবাই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। আবার আমাকে তারা সেই মনস্তত্ত্ববিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আবারো তার একই উপদেশ, হরর সিনেমা দেখা আমার জন্য মানা। হ্যাঁ, আমি হরর সিনেমা পছন্দ করতাম, কিন্তু আমার ভাইদের মতো এতটা পাঁড় ভক্ত ছিলাম না। সত্য কথাটা বলি, যারা হরর সিনেমা খুব পছন্দ করে, বাস্তব জীবনে তারা খুবই সাধারণ, দুর্বল চরিত্রের মানুষ হয়ে থাকে। তাদের বিরক্তিকর, পানসে জীবনে একটু উত্তেজনা পেতেই তারা হরর সিনেমার ভক্ত হয়। একটা হরর সিনেমা শেষে তারা নিজেদের আশ্বাস দেয়, যা ঘটেছে তা কেবল সিনেমার পর্দাতেই ঘটেছে। বাস্তবের জগতে এসব ঘটেনি, তারা বিপদ থেকে মুক্ত আছে। এই যে হরর সিনেমাগুলোর কাজ একটাই, তা হলো শক এবজরবারের কাজ করে দেয়। যদি হরর সিনেমা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে কল্পনার অস্থিরতা কমানোর একটা পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর বাজি ধরে বলতে পারি, তখন সিরিয়াল কিলার ও খুনিদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কারণ, একটা মানুষ যদি হরর সিনেমা থেকে এসব কুমন্ত্রণা পাওয়ার মতো বোকা হয়ে থাকে, তবে টিভিতে এসব সংবাদ দেখেও তার এসব করার ইচ্ছা জাগতে পারে। ঠিক বলেছি না? চার থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যেই আমি অন্তত ডজন খানেকের মতো হাত কেটে দেখেছি। একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি কেঞ্জি, সত্যিকারের ঠান্ডা অনুভূতি তুমি তখনই টের পাবে, যখন তোমার শরীর থেকে

BanglaBook.org

রক্ত বেরিয়ে একটা রক্তশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হবে।

আমার বাবা-মা অবশেষে আমাকে চোখে চোখে রাখার জন্য একটা কুৎসিত মহিলাকে ভাড়া করলেন। একদিন আমাকে নিজের গলা কাটার চেষ্টা করতে দেখে তিনি আমাকে থামালেন, সেই সাথে বেদম পেটালেন। তাই একদিন তিনি যখন বাথরুমে ছিলেন, আমি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম হারিয়ে যাওয়ার জন্য। প্যান্টে গুঁজে নিলাম বড়ো ভাইয়ের হান্টিং নাইফ। আর মা সেদিন সকালে কতগুলো ম্যাডেলাইন কেক বানিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো থেকে কয়েকটা পকেটে পুরলাম। অনেকদিন পর হাঁটতে বের হয়েছিলাম, তাই সবকিছু নতুন নতুন লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে আমি সেই পুরোনো ট্রামের ট্র্যাকগুলোর কাছে এসে পড়েছিলাম। মনে পড়ে গেল, আগে যখন আরো ছোটো ছিলাম, ট্র্যাকগুলোর ওপর দিয়ে অনেকদূর হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। রাস্তাটাতে পিচ দেওয়ার সময় তাতে ঝিনুকের গুঁড়া মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পিচ দেওয়ার ফলে মরচে পড়া ট্র্যাকগুলো রাস্তায় প্রায় মিশে গিয়েছিল। ঝিনুকের গুঁড়া চিকমিক করে উঠত রোদে, তা দেখতে আমার বেশ ভালো লাগত। সেদিন ওসব দেখতে দেখতেই আমি নিচু ঢালু বেয়ে ওপরের টিলাতে ওঠার চেষ্টা করতে থাকলাম। এর আগেও ঢালু বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়েই প্রত্যেকবার হাঁপিয়ে গিয়েছি। ততক্ষণে আমি হারিয়ে ফেলেছি রাস্তা, কিন্তু একবারো পিছে ফিরে তাকালাম না। আমার ভয় করছিল, যদি পিছে ফিরে তাকাই, আমার চেনাজানা জগত সব শূন্যে মিলিয়ে যাবে। চেনা অচেনা সবকিছুই আমার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, পেছনে ফিরে তাকাব না, সামনেই এগিয়ে যেতে থাকব। ছুরিটা অনেক ভারি ছিল, বারবার প্যান্ট থেকে পিছলিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তাই প্যান্টের সেখানে চাপ দিয়ে ধরে রেখে তা ঠেকানোর চেষ্টা করছিলাম। রাস্তার পিচ ও ঝিনুকের চিকিমিকির দিকে তাকিয়ে থেকে সামনে হেঁটে যেতে থাকলাম। হঠাৎ ট্র্যাক শেষ হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার আত্মা কাঁপিয়ে দিলো। সবসময় ভেবে এসেছি, ট্র্যাকের শেষ নেই, অনন্তকাল পর্যন্ত এ ট্র্যাক চলতেই থাকবে। আমার মনে আছে, আমি সেদিন অনেকক্ষণ সে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাহলে কি এটাই পৃথিবীর শেষ মাথা? আমি ভাবলাম।

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে যখন সামনে তাকালাম, দেখি আমি টিলাটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার সামনে একটা পুকুর দেখতে পেলাম, আর পেছনে ফিরে দেখি গোটা শহরটাকে কেমন ছোটোখাটো খেলনা মডেলের মতো লাগছে। এরকমভাবে গোটা শহরটাকে কখনো দেখিনি, কিন্তু গোটা শহরটাকেই যে দেখছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ যে, সারি সারি বাড়ি পুরো জায়গা জুড়ে,

BanglaBook.org

শহরের মাঝখানে বড়ো বড়ো দালানকোঠা, চার্চ, পার্ক আরো কত কী! বন্দরের ঠিক কাছেই কতগুলো ফ্যাক্টরি, গুদামঘর আর একটা বিশাল বড়ো ক্রেন। ক্রেনটাকে চিনতে পেরেছিলাম প্রথম দেখাতেই, কারণ আমার ভাই আমাকে একবার সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে সেটাকে অনেক ছোটো দেখাচ্ছে। বন্দরের পর থেকে সীমাহীন সমুদ্রের শুরু। ধূসর, ঘোলাটে সমুদ্র দূরে আকাশের সাথে মিশে গিয়েছে। বাতাসে লবণাক্ত একটা স্বাদ পাচ্ছিলাম সেখান থেকেই। আর আমার পেছনেই সূর্য নামের উত্তপ্ত গোলকটা দূরের মাঠে যেন হেলান দিয়ে বসে আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমার ভেতর অসীম একটা ক্ষমতা অনুভব করতে লাগলাম, একই সাথে প্রচণ্ড ভয় ও দুশ্চিন্তা বোধও হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা পৃথিবীটা আমার পায়ের কাছে মাথা নত করে বসে আছে, কিন্তু একই সাথে আমাকে যেন গোটা জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে মনের অজান্তেই অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম, "ওহ ঈশ্বর!" আমি সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে যেন আমি ঐশী বাণী গ্রহণ করছিলাম।

টিলার ঠিক ওপরে একটা অব্যবহৃত, পুরোনো পিট কয়লার খনি ছিল। অজস্র খোঁড়াখুঁড়ির ফলে অনেকগুলো গর্ত পুকুরে পরিণত হয়েছিল। ডজনে ডজনে রাজহাঁস সেখানে সাঁতার কাটছিল। বোধহয় কুইবেক শহর থেকে মাইগ্রেট করে এসব পাখি এখানে এসেছিল। পুকুরের পাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে বড়োসড়ো একটা পাথর বেছে নিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। আশেপাশে প্রচুর নলখাগড়া জন্মেছিল। সেখানে বসে পকেট থেকে ম্যাডেলাইন কেকগুলো বের করে গুঁড়ো করে সেগুলো পুকুরে ছুঁড়ে মারলাম। রাজহাঁস ওসব খেতে পারবে কিনা জানা নেই, কিন্তু প্রায় একঝাঁক রাজহাঁস আমার দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসতে শুরু করলো। আমি জানতাম, যদি তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিই, তারা পিছে হটে যাবে, কারণ আমি নিজেও তখন ওরকম ছিলাম। যদি কেউ না বলে আমাকে ধরার চেষ্টা করতো, আমি তাকে শত্রু ভেবে দৌড়ে পালিয়ে যেতাম। একটা বাচ্চা হাঁস আমার দিকে অবশ্য এগিয়ে এলো, অন্যদের মতো হয়তো এতটা সতর্ক হওয়া শেখেনি। আমার এখনো মনে আছে হাঁসটার মসৃণ, মোলায়েম গলা, তার পালকগুলো রোদের আলোয় হালকা কমলা রঙের দেখাচ্ছিল। আমার বুক এতটাই ধকধক করছিল যে, মনে হচ্ছিল বুক ফুঁড়ে হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসবে। নিজেকে বারবার বলছিলাম : এখন নয়, আরেকটু, আরেকটু।

হাঁসটা সাঁতার কেটে আমার পাশেই এসে দাঁড়ালো। চাইলেই কিন্তু আমি তার লম্বা, মসৃণ গলাটা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবো। তা না করে তখনো পুকুরে কেকের গুঁড়া ছিটিয়ে যাচ্ছি। এরপর খুব ধীরে প্যান্টে গোঁজা হান্টিং

BanglaBook.org

নাইফটা বের করলাম। খাপ থেকে বের করে হাতে নিলাম। বেশ ভারি ও ধারালো ছিল ছুরিটা। ভাবলাম এই তো এক্ষুণি সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ভেবেছিলাম, এখন যা করতে যাচ্ছি, তা করলে হয়তো আমাকে সেই অজানার জগত থেকে আমার চেনা জগতে ফিরিয়ে আনবে। সব সমস্যা মিটমাট হয়ে যাবে। হাঁসটা আমার থেকে কেবল ইঞ্চিখানেক দূরে ছিল। ছুরিটা আমার কাঁধ পর্যন্ত তুলে প্রস্তুত হলাম। এরপর এক সেকেন্ডের মধ্যে সর্বশক্তি দিয়ে ছুরিটা হাঁসের গলা বরাবর বসিয়ে দিলাম। হাঁসের গলায় হাড় থাকে কিনা, তা জানা ছিল না আমার। তবে শুকনো কাঠি ভাঙ্গার মতো একটা শব্দ আমার কানে এলো। ছুরিটা হাঁসের গলা পুরোপুরি ভেদ করেছে, রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে। চেটে দেখলাম, সেটার স্বাদ মায়ের রক্তের মতো নয়, বরং অনেকখানি মিষ্টি। *হয়তো ম্যাডেলাইন কেকটা খেয়েছে বলেই মিষ্টি লাগছে,* ভাবলাম। হাঁসের মৃতদেহটা তুলে প্রচুর রক্ত খেয়েছিলাম সেদিন। অতটুকু প্রাণির মধ্যে যে এতখানি রক্ত থাকতে পারে, তা অবিশ্বাস্য লাগছিল। কেউ অবশ্য জানতে পারেনি, আমিই সেই রাজহাঁসটা হত্যা করেছিলাম। কারণ, কয়লাখনির আশেপাশে সাধারণত কেউ আসে না। প্রায়ই খুন-খারাবি, ধর্ষণ এখানে হয়ে থাকে, তাই সবাই এড়িয়ে চলে জায়গাটা।"

ফ্রাঙ্ক কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। মাথা নিচু করে দুহাত দিয়ে চোখ ঘষতে শুরু করলো। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, সে কাঁদছে। কিন্তু সে কাঁদছিল না, তার চোখ নাকি প্রচণ্ড ব্যথা করছিল, ফ্রাঙ্ক নরমভাবে জানালো।

"আমি অনেকক্ষণ ঘুমাইনি, আর অনেকক্ষণ না ঘুমালে আমার চোখ খুব ক্লান্ত হয়ে যায়। পুরো শরীরটা ঠিক থাকে, কিন্তু...চোখদুটো খুব ব্যথা করে।"

জিজ্ঞেস করলাম, সে কতক্ষণ ধরে জেগে আছে। "প্রায় একশ চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়েছে।" সে উত্তর দিলো। একশ চব্বিশ ঘণ্টা, তার মানে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচদিন পেরিয়েছে। সে কি কোনো ড্রাগস নিচ্ছে নাকি? কাবুকিচো'তে আমার কিছু 'বন্ধু' রয়েছে যারা সবসময় 'স্পিড' নামের এক ড্রাগসে চুর হয়ে দিনের পর দিন টানা কাজ করতে থাকে। জুন বলেছিল, তার ক্লাসেও অনেক মেয়ে আছে যারা 'স্পিড'-এ আসক্ত। স্পিডে আসক্ত মানুষরা দিনের পর দিন ঘুম ছাড়া কাটিয়ে দিতে পারে। ফ্রাঙ্ককে জিজ্ঞেস করলাম সে ব্যাপারে, সে মাথা নেড়ে না করে দিলো।

"পরবর্তীতে, ঐ শহরেই, মানে যেখানে আমার জন্ম, সেখানে আমি দুজন মানুষকে হত্যা করেছিলাম। পুলিশ যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো, তারা ধরে নিলো আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। তাই মিলিটারি নিয়ন্ত্রিত একটা মানসিক হাসপাতালে আমাকে পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু জগতের সবার থেকে আলাদা হয়ে

BanglaBook.org

যাওয়ার সেই নিঃসঙ্গ অনুভূতি তখনো আমার পিছু ছাড়েনি। পুকুরের সেই ঘটনার পর থেকেই আমার সঙ্গী হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। সেই হাসপাতালে তারা আমার খাবারের মধ্যে প্রচুর ওষুধ মিশিয়ে দিত। একটা সময়ের পর থেকে টিউব দিয়ে আমাকে কেবল তরল জাতীয় খাবার জোর করে খাওয়াত। টিউবের শেষ মাথায় একটা সিলিকনের নব ঘুরিয়ে জোর করে গলায় তরলগুলো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঢেলেই যেত। আমি গিলতে বাধ্য হতাম। আমার ধারণা, যাদের কণ্ঠনালীর ক্যান্সার হয়, তাদের জন্য ঐ প্লাস্টিকের টিউবের নকশা করা হয়েছিল। তারা খাবার গিলতে পারত না, তাই তাদের জন্য এটা একটা চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যন্ত্রগুলো আমাকে বেশি খাইয়ে ফেলত, সেই সাথে ছিল ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ফলে আমি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে স্থূল আকৃতির হতে শুরু করলাম। মুখ ফোলা ফোলা ও স্ফীত হতে হতে এমনই কিম্ভুতকিমাকার হয়ে গেল যে, মনে হতে লাগলো এই শরীরটা আমার না। এই দেহটা তুলোয় পোরা, পালক ভর্তি একটা পুতুলের। এটা আমার শরীর হতেই পারে না। বছরের পর বছর এভাবে কেটে গেল, না, না হাসপাতালে নয়, এই অস্তিত্বহীনতার অনুভূতিটা। আমার নিজের সত্ত্বাটাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে আমার এখনো মনে হয়, নিজস্ব সত্ত্বা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই এই পৃথিবীতে। নিজের মনের ভেতরে খোঁজাখুঁজি করে দেখো, খুঁজে পাবে না। নিজের মাংসল শরীরটা কেটে ছিঁড়ে দেখো, কেবল রক্ত, মাংস, হাড়ই পাবে...যাই হোক, একবছর পর আমাকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। একটা মোটা শুয়োরের মতো অথর্ব, মাংসপিণ্ড হিসাবে ছাড়া পেলাম। ততদিনে আমার পরিবার ভার্জিনিয়া শহরের একটা ছোটো শহরে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে, সেখান থেকেই তারা আমাকে নিতে এলো। কিন্তু সেদিন থেকে আমার বাবা, ভাইয়েরা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। দশ বছর পর, যখন আমি আবার জেলে গিয়েছিলাম, তখন আমার বড়ো ভাই একদিন দেখা করতে এসেছিল। সে তখনকার সময়টা আমাকে ব্যাখ্যা করেছিল। সে বলেছিল, তারা আমার সাথে কথাবার্তা বলতো না, এড়িয়ে চলত–তা খুন করার জন্য নয়। বরং এই স্থূল শরীরের মধ্যে তারা তাদের ছোট্ট ফ্রাঙ্ককে খুঁজে পায়নি। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানুষ সেদিন হাসপাতাল থেকে তাদের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। এই যে ঘুম ছাড়া থাকা, এটার অভ্যাস শুরু হয়েছিল যখন চতুর্থবারের মতো আমাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ সময়েই ডাক্তাররা আমার মস্তিষ্কের এক টুকরো কেটে ফেলে দিয়েছিল। তখন আমার বয়স মাত্র পনেরো। অপারেশনের সময় ডাক্তাররা খুলিতে একটা ছোট্ট একটা গর্ত করে তাতে আইস পিকের মতো একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দেয়। সেটা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু স্নায়ুর সংযোগ কেটে দেয়। যার ফলে মানুষ চুপচাপ ও

BanglaBook.org

নির্জীব একটা প্রাণিতে পরিণত হয়। আমেরিকানরা মস্তিষ্ক নিয়ে খেলতে খুব ভালোবাসে, আর তাই নিউরো সার্জারিতে আমেরিকানদেরই জয়জয়কার। ততদিনে আমি অন্ধকারের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছি, অন্ধকার জগতের কালো জাদুর নেশায় মজে গেছি। বেশিরভাগ হাসপাতাল, সংশোধন স্কুলে আমি অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি। তারা আমাকে শিখিয়েছিল, কীভাবে গলা কাটলে সবচেয়ে কম রক্তপাত হবে, হাঁটুর কোথায় কাটলে সে পঙ্গু হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য–এইসব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আরকী। সেসময় সম্মোহনবিদ্যাও শিখেছিলাম। জিনিসটাতে স্বাভাবিকভাবেই বেশ দক্ষ ছিলাম, ব্যাপারটা ছিল অবিশ্বাস্য। আমি বলছি না যে, মানুষকে খুন করলে আমার নিজেকে 'সম্পূর্ণ' বলে মনে হয়। যখন ঘটনাটা ঘটতে থাকে, মাঝেমধ্যে মনে হয় এ কাজটা আমার করার কথা নয়। আবার মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমার যেটা করা উচিত সেটা এর মধ্যেই খুঁজে পাবো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, খুন করার সময়ই কেবল আমার মাথাটা পরিষ্কার থাকে, মনোযোগ বেশি থাকে, নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণটাও থাকে...তুমি কি কখনো মানসিক হাসপাতালে গেছ, কেঞ্জি?"

ফ্রাঙ্কের কথাগুলো শুনে আমার গা ঘিনঘিন করছিল। এত বিদঘুটে ও উদ্ভট গল্প আমি কখনো শুনিনি। আর সেগুলোর মধ্যে অনেককিছু আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু গল্পটা ইতোমধ্যে আমার মনে জায়গা করে নিয়েছে। অনেকটা পছন্দের একটা গান শোনার মতো লেগেছে সেটা। তবে সেটার তাল, লয়, মধুর শব্দ কানে প্রবেশ না করে যেন সারা গায়ের লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করেছে। তার গল্প বলার ক্ষমতার কাছে আমি আগেই হার মেনেছি। তাই সে যখন স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলো আমি কখনো মানসিক হাসপাতালে গিয়েছি কিনা, প্রশ্নটা অস্বাভাবিক লাগলো না। উত্তর দিলাম, না কখনো যাইনি। তার কথা শুনতে শুনতে ভালোমন্দ বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হতে লাগলো, আমি পুরোনো দিনের কোনো অবিশ্বাস্য গাঁথা শুনছি : *সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন মানুষেরা একে অপরকে খুন করে তাকে খেয়ে ফেলত...* বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা ইতোমধ্যে আমি হারিয়ে ফেলেছি। বিপজ্জনক একটা অনুভূতির সাথে পরিচিত হলাম আজ প্রথম, কিন্তু তার পাশাপাশি নিজেকে একটু হলেও স্বাধীন মনে হচ্ছিল। যে স্বাধীনতাটা আমার অজানা ছিল। সে স্বাধীনতাটা ছিল প্রতিদিনের হাজার হাজার অর্থহীন ঝগড়া ফ্যাসাদের থেকে মুক্তি। যেন আমার ও অচেনা 'আমার' মধ্যে আগে যে সীমাটা ছিল, তা মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা বিচারের ক্ষেত্রে।

এরকম জায়গায় আমি কখনোই হারিয়ে যাইনি।

BanglaBook.org

"মানসিক হাসপাতালগুলো বেশ মজাদার জায়গা।" ফ্রাঙ্ক বলল। "বিড়াল নিয়ে তারা একটা পরীক্ষা চালিয়েছিল, যা আমি কখনোই ভুলব না। প্রথমে তারা একটা বিড়ালকে একটা খাঁচায় বন্দি করে রাখে, যেটার মেঝেতে একটা বাটন রয়েছে। তাতে চাপ দিলেই বিড়ালটার সামনে খাবার উপস্থিত হয়ে যায়। কিছুদিন পর বিড়ালটা তা শিখে ফেলে। খিদে পেলেই সে বাটনটা চাপ দিয়ে দেয়। কদিন পরে বিড়ালটাকে সরিয়ে নিয়ে তাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আটকে রেখে পুনরায় সেই খাঁচায় তাকে নিয়ে যায়। এবার অবশ্য বাটন চাপ দিলে খাবারের পাশাপাশি সে মৃদু শক খাবে। শকের পরিমাণ খুব বেশি নয়। বিড়ালটা আস্তে আস্তে মানসিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করে, পাগলের মতো হয়ে যায়, এমনকি খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়। তার সামনে খাবারের বাটি রেখে দিলেও তা ছোঁয় না। যে মানুষটা আমাকে এই পরীক্ষার কথা শুনিয়েছিলেন, সে এইসব পরীক্ষার একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এরকম মানসিক পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু জানা আছে, কেঞ্জি? আমাকে এরকম শত শত পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল বোধহয় 'মিনেসোটা পার্সোনালিটি ইনভেন্টরি' নামের একটা পরীক্ষা। পরীক্ষাটা আমার ওপর এতবার চালানো হয়েছিল যে, প্রত্যেকটা প্রশ্ন ও তার উত্তর আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। কৈশোর যখন প্রায় শেষের পথে, তখন একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম। যারা আমার ওপর পরীক্ষা চালাত, তাদের থেকে সেসব প্রশ্নের সাথেই বেশি পরিচিত ছিলাম। তুমি একটা পরীক্ষা দিয়ে দেখবে, কেঞ্জি?"

ফ্রাঙ্কের মুখে মানসিক হাসপাতালের পরীক্ষার কথাবার্তা শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে বিড়ালের পরীক্ষাটা আমার চেনা চেনা লাগতে লাগলো। প্রথমে বিড়ালটা নতুন কিছু শিখলো, জিনিসটার বিনিময়ে সে খাবার পাচ্ছিল। তাই বিড়ালের কাছে ব্যাপারটা মজার ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে ক্ষুধার্ত রেখে মৃদু শক দিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছিল। এটাই ছিল এবারের অভিজ্ঞতার পুরষ্কার। স্বাভাবিকভাবেই বিড়ালটা বুঝে উঠতে পারছিল না, কী হচ্ছে এইসব। এরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আমি বড়ো হয়েছি। জীবনের প্রতিটা দিন আমার বিড়ালটার মতোই কেটেছে। বাবার মৃত্যুর মতো বড়ো বড়ো ঘটনার কথা আমি বলছি না, বলছিলাম দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট ও নতুন কিছু শেখার উভয় সংকটের কথা। যেহেতু বড়োদের জগতকে আমি আমার খেয়ালখুশিমতো পাল্টাতে পারবো না, তাই সঠিক বাটনটা চাপ দেওয়া শিখে নিতে হয়েছে। কিন্তু বড়ো হতে গিয়ে লক্ষ করেছি, সেই বিড়ালটার মতোই পদে পদে বিপদে পড়তে হয়েছে আমাদের, মানে ছোটোদের। বাটনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় প্রতিমুহূর্তেই, বড়োদের ওপর সব নির্ভর করে। গোটা দেশেই এরকম ভালোমন্দের একটা অসংগতিপূর্ণ, অস্থায়ী একটা সংজ্ঞা ছড়িয়ে আছে। জীবনে

BanglaBook.org

কোনটা বেশি দরকারি আর কোনটা নয়, তার কোনো আদর্শ পরিমাপ এ দেশে নেই। বড়ো মানুষরা বেঁচে থাকে কেবল টাকার আশায়, পার্থিব জিনিসের লোভে নিমজ্জিত হয়ে থাকে তাদের মন। অনেকটা ব্র্যান্ডের জিনিসের মতো। গোটা মিডিয়া–টিভি, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও আর যা কিছু আছে, সবই বড়ো মানুষদের উল্লাসধ্বনি দিয়ে ভরা থাকে। সেসব কথার একেবারে সারসংক্ষেপ হলো, তাদের টাকা চাই, ব্র্যান্ডের জিনিস চাই! রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সচিব, এমনকি নিচু পদের অফিসার, যে কিনা অফিস শেষে বারে গিয়ে সস্তা সাকি মদ দিয়ে গলা ভেজায়–সবার একই আকাঙ্ক্ষা, টাকা। টাকার জন্যই তারা বেঁচে আছে। তারা হয়তো বুক ফুলিয়ে বলবে 'টাকা-পয়সাই সবকিছু না।' কিন্তু কিছুক্ষণ তাদের লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, তারা আসলেই কিসে প্রাধান্য বেশি দেয়! সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে 'টাকার বিনিময়ে ডেটিং'–এর বিরুদ্ধে কতকিছু লেখা হয়, কত সমালোচনা করা হয়। অথচ ঠিক ঐ সংখ্যার নিচেই কম টাকার মধ্যে অশ্লীল ম্যাসাজ পার্লার আর সেরা সোপল্যান্ডের ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভরা থাকে। রাজনীতিবিদ ও সচিবদের দুর্নীতি নিয়ে ঠিকই সমালোচনা করবে, অথচ একই সাথে 'মিস না করার মতো' টিপস দেবে শেয়ারবাজার নিয়ে, সেই সাথে জানিয়ে দেবে জায়গাজমি কোথা থেকে কেনা লাভজনক হবে। তারা ঠিকই ফটোশ্যুট করবে 'সাফল্যের গাঁথা' শিরোনামে, দেখাবে কোনো নামীদামী পোশাক পরা কোনো অভিনেতা কিংবা ঐরকম কোনো গর্দভকে। প্রায় প্রত্যেক দিনই, বছরের ৩৬৫ দিনই এ দেশের ছেলেমেয়েদের ঐ বিড়ালের মতো অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলেই কোনো বুড়ো হারামজাদা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার মুখস্ত বুলি নিয়ে। *"তোরা বেশি পেকে গিয়েছিস! কখনো তো অভাবে পড়িসনি, তাই এত্ত খাইখাই! আমাদের প্রজন্মকে শুধু আলু খেয়ে বাঁচতে হয়েছে, তা দিয়েই কত খেটে, পরিশ্রম করে এ দেশকে এতটা ধনী করেছি!"* এ ধরনের বুড়োর চক্করে পড়লে কখনোই তার মতো হতে ইচ্ছা হবে না। আসলে আমরা তোমাদের মতো, মানে বড়ো মানুষদের মতো হতে চাই না শুধু একটা কারণে, যদি আমরা তোমাদের মতো হয়ে যাই? চিন্তা করলেই গা কাঁটা দিয়ে উঠে। তোমার জন্য ঠিক আছে ওসব, তুমি তো কয়েকদিন পরেই মারা যাবে। কিন্তু আমাদের সামনে এখনো পঞ্চাশ-ষাট বছর পড়ে আছে এই জঘন্য দেশে টিকে থাকার জন্য।

"কেঞ্জি, কী হয়েছে?"

ফ্রাঙ্ক আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। পানির বোতলে একচুমুক দিয়ে সে হাসলো, "তোমাকে রাগী রাগী দেখাচ্ছে।"

তাকে বললাম, বিড়ালের গল্পটা আমাকে বেশ ছুঁয়ে গিয়েছে। নিজেও

BanglaBook.org

কোকের বোতলে চুমুক দিলাম। মেঝেতে আমার ঠিক পাশেই ক্যানটা রেখেছিলাম। এতক্ষণ পরেও হিমশীতল রয়ে গেছে ক্যান। কী অদ্ভুত জায়গায় বসে আছি! খোদ টোকিও শহরের মাঝেই বসে আছি, অথচ মনে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন, জনমানবশূন্য কোনো দ্বীপে আটকা পড়েছি। প্রচণ্ড ঠান্ডায় মাঝেমধ্যে অবশ্য মনে হচ্ছিল, অন্য কোনো গ্রহেই পৌঁছে গেলাম না তো আবার!

অন্য কোনো গ্রহ, ভাবলাম। এরকম কি কোনো গ্রহ থাকতে পারে, যেখানে খুন করলে কোনো সমস্যা নেই। সিদ্ধান্তে এলাম, এরকম তো এ গ্রহেই রয়েছে, আর তা হলো যুদ্ধে কাজেই অন্য গ্রহেও এরকম থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। যুদ্ধের পর খুনিরাই বীরের মর্যাদা পায়। আর ঠিক তখনই টের পেলাম, কেন আমি পুলিশের কাছে যাইনি। ওমিআই পাবের ভিক্টিমরা, তাদেরকে ঐ বিড়ালের মতোই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনো বাধা দেয়নি তারা। আমি ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালাম। ভাবলাম : এই মানুষটা বাধা দিয়ে এসেছে সবসময়। পৃথিবীর গুটিকয়েক মানুষগুলোর মধ্যে ফ্রাঙ্ক একজন, যে কিনা খাঁচায় বন্দি করে রাখার সময় হাতপা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পৃথিবী নামের এই খাঁচায় তারা তাকে বন্দি করে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করেছে, একই সাথে অত্যাচারও করেছে। কোনো ভুল না করা সত্ত্বেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ফ্রাঙ্কের দিকে এবার নতুন চোখে তাকালাম। এই মানুষটাকে গোটা পৃথিবী পিষে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু তা সে কখনোই মাথা পেতে মেনে নেয়নি।

"একটা ছোটোখাটো মানসিক পরীক্ষার আয়োজন করি, কী বল, কেঞ্জি?" সে বলল। এরপরে সে আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল। হুম, প্রশ্ন বললে ভুল হবে, সে একটা একটা বাক্য বলেছে, আমাকে শুধু বলতে হয়েছে 'সত্য' নাকি 'মিথ্যা'। সাথে সাথে উত্তর দিতে হবে কিন্তু, সে সতর্ক করে দিলো। কোনো চিন্তা করা যাবে না। অনেক ধরনেরই ছিল প্রশ্নগুলো, যেমন "আমি ফুল নিয়ে কবিতা শুনতে ভালোবাসি" টাইপের স্বাভাবিক বাক্যও ছিল, আবার "আমার পুরুষাঙ্গ উদ্ভট আকৃতির" ও "কেউ আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করলে আমার আনন্দ লাগে" টাইপের বিদঘুটে বাক্যও ছিল। প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে সে দু শর কাছাকাছি প্রশ্ন করে ফেলল।

"মজার, তাই না?" ফ্রাঙ্ক মুচকি হাসলো। ততক্ষণে পরীক্ষা পর্ব শেষ। "প্রশ্নগুলো আমি নিজেই জোড়া লাগিয়ে তৈরি করেছি। আগেই বলেছি, এরকম শত শত পরীক্ষা আমি দিয়েছি। সত্যি বলতে কী, মানসিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমি খুব সহজেই একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারব।"

"আ-আমার ম-মধ্যে কোনো খারাপ কিছু পাননি তো?" জিজ্ঞেস করলাম। "মানে, আপনার পরীক্ষা অনুযায়ী আমার সম্পর্কে কী জানতে পারলেন?"

BanglaBook.org

"কোনো চিন্তা করো না, কেঞ্জি। তুমি স্বাভাবিক আছো। তোমার মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে, কয়েকটা স্ববিরোধী প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু এসব স্বাভাবিক, মানসিকভাবে সুস্থ মানুষের মধ্যেই থাকে। যারা তাদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে অনমনীয়, তাদের মধ্যেই সমস্যা রয়েছে। প্রত্যেকেই একগাদা বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বেঁচে থাকে। কখনোই বুঝতে পারে না, পেন্ডুলাম কোন দিকে এবার দুলবে। এটাই স্বাভাবিক।"

তার পরীক্ষার ফলাফল কী? জিজ্ঞেস করলাম। ফ্রাঙ্ক উত্তর দিলো, সেও স্বাভাবিক। আশ্চর্য ব্যাপার, তার উত্তরে চমকালাম না। হয়তো সেও স্বাভাবিক।

দিনের শুরু হয়েছিল দরজায় মানুষের চামড়া প্লাস্টার করা দেখে, এরপর একের পর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। প্রচুর ক্লান্তিবোধ হওয়া সত্ত্বেও উত্তেজনার কারণে আমার ঘুম আসছিল না। তাছাড়া, প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল তখন। সেই কনকনে শীতের মধ্যে এক ভাঙাচোরা, অব্যবহৃত ক্লিনিকে আমি এক খুনির সাথে মেঝেতে বসেছিলাম। আমার ধারণা, এরকম পরিবেশের কারণে আমার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক থেকে বদলে গিয়েছিল। এমন না যে, ফ্রাঙ্ক আমার ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে, কালো জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বা ওরকম কিছু। কিন্তু এটা অস্বীকার করছি না যে, আমার শরীর ও মন ধীরে ধীরে একটা অজানা জায়গায় চলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ফ্রাঙ্ক ছিল সেই অজানা জায়গার গাইড, আর সে আমাকে সেখানকার সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে।

"তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, কেঞ্জি।" ফ্রাঙ্ক বলল। "এখনো অনেক কিছু আছে, যা তোমাকে বলিনি। কিন্তু আজকে মতো দিনের সমাপ্তি টেনে দিচ্ছি। আজই আমরা ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে বের হচ্ছি, তাই আমাদের দু'জনেরই বিশ্রাম প্রয়োজন।"

"আমার মনে হয় না আমি ঘুমোতে পারব।"

"কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ এই ভেবে যে, আমি তোমাকে ঘুমের মধ্যে খুন করে বসবো?"

"না। আসলে আমার স্নায়ু কেন জানি টানটান হয়ে আছে।"

"তাহলে তোমার বোধহয় কিছু খাওয়া উচিত।"

আমার খিদে লাগেনি, তাকে জানালাম। কিন্তু ফ্রাঙ্ক বারবার বলতে লাগলো, কিছু পেটে পড়লেই আমার চোখে ঘুম এসে যাবে। দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখা কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে সে একটা কফি মেকার বের করলো। এভিয়ান ব্র্যান্ডের পানির বোতলটা তাতে খালি করে সুইচটা টিপে দিলো। সেই বাক্স থেকেই দুটা 'কিং রা' ইন্সট্যান্ট রামেনের কাপ বের করলো। জিজ্ঞেস করলাম, সে সবসময় ইনস্ট্যান্ট জিনিসপত্র খায় কিনা।

"অবশ্যই।" সে মুচকি হেসে উত্তর দিলো।

BanglaBook.org

"আমি তো আর ভোজনবিলাসী নই, তাই এতেই চলে যায়।"

"এর পেছনে কি কোনো কারণ রয়েছে?" জিজ্ঞেস করলাম। কফি মেকার থেকে ততক্ষণে ধোঁয়া বের হতে আরম্ভ করেছে। "মানে, সবাই তো ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে, তাই না?"

"সেই মানসিক হাসপাতালে তারা আমাকে এতটাই ঐ জঘন্য, স্বাদহীন তরল খাবার খাইয়েছে যে, আমি আজকাল বুঝতেও পারি না 'ভালো স্বাদ' আসলে কী। কিন্তু সবাই যেটা ভালোবাসে, এমন খাবার যখন খেতে বসি, মনে হয়...কিছু একটা যেন নেই সেটাতে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা দরকার, যা ছাড়া আমার চলবেই না।"

আর সেটা কী?

"এমন একটা মিশন, যার ভার কেবল আমার ওপর। আমার নিয়তি, ভবিতব্য, ভবিষ্যৎ। আর সেটা মানুষ খুন করা।"

নুডুলস তৈরি হতেই ফ্রাঙ্ক একটা প্লাস্টিকের কাঁটাচামচ বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। প্রথমে নুডুলসের কাপ থেকে ধোঁয়াটা নাক দিয়ে টেনে নিলাম, স্পঞ্জের মতো শুষে নিলাম। এরপর মুখভর্তি করে নুডুলস কয়েকবার খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, সে কি ঘণ্টার আওয়াজ শোনার পর আবার খুন করতে বের হবে কিনা। সে কিছুক্ষণ ইতস্ততবোধ করলো।

"আসলে এ ব্যাপারে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।" সে জানালো। "এতদিন ধরে মানুষ হত্যা করাটা আমার বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয় ছিল। ঐ যে, রাজহাঁসটার কথা মনে আছে? ওটার গলা কেটে রক্তপান করা আর মানুষদের হত্যা করা–দুটোই আমার কাছে একই ব্যাপার। এটার কারণেই আমি এখনো বেঁচে আছি। যদি তুমি নিজের মস্তিষ্ক ও শরীর চালু না রাখো, তবে বার্ধক্য জেঁকে বসবে। একটা শিশুর ক্ষেত্রেও এই কথাটা খাটে। মস্তিষ্কের ভেতর তথ্যের আদানপ্রদান প্রায় স্থবির হয়ে যায়। বিড়ালের ওপর পরীক্ষা চালানোর পর বিড়ালটা যখন খাওয়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল, তখন তার মস্তিষ্কও স্থবির হয়ে গিয়েছিল। মানসিক চাপের কারণেই এরকম হয়ে থাকে। মানুষ সেই আদিমকাল থেকেই মস্তিষ্ক চালু রাখার জন্য দলবদ্ধভাবে শিকার করা থেকে শুরু করে এখনকার যুগের পপ সংগীত ও গাড়ি রেসের মতো কাজের চিন্তায় ব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু আজকাল বার্ধক্য ঠেকানোর মতো আর কোনো কার্যকরী পথ নেই। আজকালকার ছেলেমেয়েদের এরকম নাজুক অবস্থার একটাই কারণ, তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ অনেক কম। আর আজকালকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতি ব্যবহার, মানুষের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ এতটাই বেড়েছে যে, আমার ধারণা খুব শীঘ্রই আমার মতো মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে।"

BanglaBook.org

ফ্রাঙ্ক তখন একথোকা নুডুলস কাঁটাচামচে পেঁচিয়ে চিবুক পর্যন্ত এনে থেমে গেছে। কথা বলতে গিয়ে সে ভুলেই গিয়েছিল হাতের নুডুলসের কথা। উত্তপ্ত নুডুলসের ঝোল মেঝেতে পড়ে ধোঁয়া উঠতে উঠতে একসময় তা বন্ধও হয়ে গেল। খাওয়ার কথা সে নিশ্চিত ভুলে গেছে। 'মনোযোগ' শব্দটা দিয়ে জিনিসটা ব্যাখ্যা দিতে গেলে কথাটা ভুল হবে। জিনিসটা তা থেকেও তীব্র ছিল, যেন কেউ তার ওপর ভর করেছে। কথা বলা বন্ধ করলে সে যেন মারা যাবে। রামেন নুডুলস সে একবারো মুখে দেয়নি এতক্ষণ, কাঁটাচামচের নুডুলসও রং বদলাতে শুরু করেছে। অন্ধকারের মধ্যে তাকে এভাবে একহাতে রামেনের কাপ নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে যন্ত্রের মতো অনর্গল কথা বলতে দেখে তাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সে একটা অনাবিষ্কৃত, পেন্ডুলামের মতো চলমান একটা পদার্থ। সে যখন শ্বাস নেওয়ার জন্য কিছুটা থামলো, আমি ভ্রু তুলে তাকে তার হাতের নুডুলসের দিকে ইঙ্গিত করলাম। সে হাতের নুডুলসের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুখে নিয়ে তক্ষুনি চাবাতে শুরু করলো। তার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল : কেন যে এই বেহুদাভাবে খাবার খাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়?

"বারো বছর বয়সে আমি পরপর তিনজন মানুষকে হত্যা করেছিলাম। তিনজনই ছিল বাড়ির বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে থাকা বুড়ো মানুষ। সেটার কৃতিত্ব জানানোর জন্য একটা টেপ বানিয়ে আমি আবার সেটা স্থানীয় রেডিও স্টেশনে পাঠিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে একজন ডিজে ছিল যাকে আমি পছন্দ করতাম। তাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে, আমিই সেই খুনি যে কিনা পরপর তিনজন মানুষকে হত্যা করেছে। গলার স্বর ঢাকতে আমি অনেক কিছুই করেছিলাম। তুলার দলা মুখে নিয়েছিলাম, দাঁত দিয়ে একটা পেন্সিল কামড়ে ছিলাম, স্কচটেপ দিয়ে দুই ঠোঁট জোড়া লাগিয়েছিলাম। এ কাজের পেছনে আমি প্রায় বিশঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করেছিলাম, কিন্তু তাতে এত আনন্দ পেয়েছিলাম বলার মতো নয়। অবশ্য পরে এফবিআই গলার স্বর মিলিয়ে আমাকে ধরে ফেলেছিল, যার কারণে আমি দোষি প্রমাণিত হয়েছিলাম। দীর্ঘদিন নিজেকে দোষ দিয়েছিলাম ঐ টেপটা বানানোর জন্য। কিন্তু সত্যি বলতে কি, টেপটা বানানোর সময় মনে হচ্ছিল নিজেকে, নিজের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পেয়েছি। তাই ওটাকে আর দোষের খাতায় ফেলি না। সেজন্যই আমি ঐ মুক্তির ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে চাই, কেঞ্জি। দেখতে চাই আমার খারাপ প্রবৃত্তিগুলো, মানে আমার বোন্নো সব ধুয়েমুছে যায় কিনা। তাতে হয়তো নিজেকে আবার খুঁজে পাব সেইদিনের মতো। নিজের শরীরটাকে আর অচেনা বলে মনে হবে না।"

রামেন শেষ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ঘুম পেতে লাগলো। চোখ

BanglaBook.org

ডললাম চোখ ঢুলুঢুলু ভাব কমাতে। আমরা যে তোষকের ওপর বসেছিলাম, ফ্রাঙ্ক সেটা দেখিয়ে বলল ওখানেই শুয়ে পড়তে। "দোতলায় ওঠা বেশ ঝামেলার।" সে বলল। বিনা বাক্যব্যয়ে স্যুট ও ওভারকোট পরা অবস্থাতেই তাতে শুয়ে পড়লাম। ফ্রাঙ্কের তখনো খাওয়া শেষ হয়নি। চার্জার বাতি থেকে আলো চোখে পড়ায় চোখ হাত দিয়ে ঢেকে নিলাম। ফ্রাঙ্কের বোধহয় ব্যাপারটা চোখে পড়েছে, কারণ সে বাতিটা নিভিয়ে দিলো। তোষকটা বেশ ঠান্ডা ও আর্দ্র ছিল। ঘুমের জগতে হারিয়ে যাচ্ছিলাম, আবার তোষকের ঠান্ডা সেই মুহূর্তেই আমাকে সজাগ করে দিচ্ছিল। এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকল। একটু আগেই যে গরম গরম রামেন খেয়েছি, তা দূর অতীতের স্মৃতি বলে মনে হতে লাগলো। এক পর্যায়ে ঠান্ডা খুব বেশি লাগতে শুরু করায় ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলাম। শুনতে পেলাম, অন্ধকারের মধ্যে ফ্রাঙ্ক হাতড়িয়ে কী যেন খুঁজছে। এক পর্যায়ে টের পেলাম, সে আমার ওপর পাতলা কিছু একটা দিয়ে আমার পুরো শরীরটা ঢেকে দিলো। আমি নড়তেই খচমচে একটা শব্দ কানে এল, যেন সেটা কাগজের তৈরি। ফ্রাঙ্ক ততক্ষণে সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে তার খাওয়া সেরে নিচ্ছে। ঘুমের জগতে হারিয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে মনে হলো, এতক্ষণ পর ফ্রাঙ্ক নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করে বসবে। নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম, ঘণ্টার আওয়াজ শোনার আগ পর্যন্ত সে আমার কিছুই করবে না। ঠিক তক্ষুনি বাইরে এক পাখির কর্কশ শব্দ কানে এলো। এরপর আর মনে নেই।

৫.

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, আমার পুরো শরীরটা খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। ফ্রাঙ্কের শব্দ শুনতে পেলাম, "আমরা এখানে আর ফিরে আসবো না, তাই কোনোকিছু ভুলেও রেখে যেও না, কেঞ্জি।" উঠে বসে তার দিকে তাকাতেই দেখলাম, সে কাপড়চোপড় পড়ছে। হাস্যকর হলেও সে একটা চাক্সিডো পরিধানে ব্যস্ত ছিল। সে জানালো, আমার জেগে ওঠার জন্য সে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

"এখানে কোনো আয়না নেই, তাই আমাকে বলো তো কেঞ্জি, আমার টাই ভালোভাবে বেঁধেছি কিনা?"

সে চেক ডিজাইনের একটা ট্রাউজার পরেছিল। এখন চকচকে কাপড়ের একটা শার্ট পরতে ব্যস্ত। শার্টের সামনে আবার কয়েক জায়গায় ঝালর দেওয়া।

BanglaBook.org

পাশেই, কার্ডবোর্ডের বক্সের ওপর একটা বো টাই ও জ্যাকেট রাখা। "ভালোই তো দেখাচ্ছে আপনাকে।" বলতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে তখন বোতাম লাগাচ্ছে। বাইরের সন্ধ্যার রহস্যময় আলোয় এই ভাঙাচোরা দালানে, নোংরা মেঝেতে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্ককে টাক্সিডো পরতে দেখে ধন্দে পড়ে গেলাম। এটা কি বাস্তবেই ঘটছে? নাকি স্বপ্ন? তাকে জিজ্ঞেস করলাম, টাক্সিডো সে সাথেই এনেছিল কিনা।

"অবশ্যই। কোনো উৎসব উদযাপনের সময় ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যেতে একটা টাক্সিডোর কোনো বিকল্প নেই।"

কেবল চারটে বাজে তখন। সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাচিদকি ব্রিজে কেমন ভিড় হতে পারে, জানি না। তাই জুনের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায় দাঁড়ানো নিশ্চিত করতে আগেই আগে যাওয়াটাই মঙ্গল।

সরু গলি গিয়ে যখন বের হচ্ছিলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, জাপান আসবার পর থেকেই সে ওখানে থাকছিল কিনা। সে উত্তর দিলো, শুরুতে একটা হোটেলে কদিন কাটিয়েছে, কিন্তু আরামদায়ক ছিল না সেটা।

গতরাতে যখন এই কানাগলিতে এসেছিলাম, তখন চারদিকে এত পোস্টার লক্ষ করিনি। সবজায়গাতেই পোস্টারটা লাগানো সাবধান! ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ! প্রবেশ নিষেধ!

একটা পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। "পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনিল।"

"এখানে একটা কাগজের কারখানা ছিল। এরা কাগজ তৈরির ক্ষেত্রে পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনিল মানে পিসিবি ব্যবহার করতো। আরো বেশ কয়েকটা জায়গাতেও এর ব্যবহার ছিল। কিন্তু পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেল, এটি মানুষের বেশ ক্ষতিকারক পদার্থ। তাই গোটা এলাকা সিলগালা করে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে সেটা না করলেও পারতো। আসলে পিসিবি না পোড়ালে তা থেকে ঐ বিষাক্ত গ্যাস বের হয় না। পুলিশের অতসব জানা ছিল না, তাই তারা গোটা এলাকা ফাঁকা করে দিয়েছে। লুকানোর জন্য এর থেকে ভালো জায়গা আর নেই।"

ফ্রাঙ্ক জানালো, এসব কথা তাকে এক ইংরেজিভাষী ভবঘুরে ফকির জানিয়েছে। তার ইংরেজিতে নাকি ব্রিটিশদের মতো টান ছিল।

ভবঘুরে ফকির? পুলিশ যাকে একেবারে ভাঁজা ভাঁজা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছে,

BanglaBook.org

সে নাকি? জিজ্ঞেস করবার সাহস হলো না।

ফ্রাঙ্কের টাক্সিডোর ওপর একটা মাফলার জড়িয়েছে। তার সাথে একটা ডাফেল ব্যাগ ছিল। হ্যাঁ, সে ঠিকই বলেছিল। সে ভিড়ের মধ্যে দিব্যি মিশে গিয়েছে। ইয়োইয়োগি স্টেশন পর্যন্ত বেশ নির্বিঘ্নেই পৌঁছালাম। মানুষজন হয়তো ধরে নিয়েছে, আজকে অনেক মানুষের মতোই আমরা কোনো পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছি।

ফ্রাঙ্ককে স্টেশনের সামনের একটা সোবা দোকানে নিয়ে গেলাম। ব্যাখ্যা করলাম, নববর্ষ পালন করতে নিউ ইয়ার্স ইভে সোবা নুডুলস খাওয়া যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এতদিনে সেটা একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

আমি বেশ ক্ষুধার্ত ছিলাম। অর্ডার দিলাম হেরিং মাছ ও সোবা নুডুলস, ফ্রাঙ্ক জারু সোবা মানে সাধারণ ঠান্ডা নুডুলসের অর্ডার দিলো। আশেপাশের টেবিলগুলো কলেজের ছেলেপিলেগুলো দখল করে রেখেছে। অবশ্য বেশ শান্তগলাতেই আড্ডা দিচ্ছিল আর নুডুলস খাচ্ছিল ওরা, কোনো শোরগোল নেই। কেউ আমাদের দিকে নজর পর্যন্ত দিলো না।

কাপড়চোপড় নিয়ে আমার খুব বেশি জ্ঞান নেই। তবে খুব সহজেই বলতে পারছি যে, ফ্রাঙ্কের টাক্সিডো বেশ সস্তা ও মাফলার খুবই নিম্ন মানের। আমার নিজের স্যুটেরই এখন যা তা অবস্থা, অনেক জায়গায় ভাঁজ পড়ে গেছে। গতকাল স্যুট পরেই শুয়ে থাকার ফলাফল এটা। কেউ যদি আমাদের ভালোভাবে লক্ষ করতো, তবে খুব সহজেই এরকম নানান অসঙ্গতি তার চোখে ধরা পড়ত। কিন্তু আমাদের কেউ পাত্তাও দিলো না। বুঝতে পারলাম, এভাবেই ফ্রাঙ্ক এরকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর খুন করেও পুলিশের ঝামেলা এড়াতে পারছে। আজকালকার মানুষ অচেনা কাউকে পাত্তাও দেয় না। আমেরিকাতেও কি এরকম? ফ্রাঙ্ককে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম খাবার আসতে আসতে। সে জানালো, শহরের ক্ষেত্রে কথাটা সত্য।

রেস্টুরেন্টে একটাও কাঁটাচামচ ছিল না, আর চপস্টিক ব্যবহারে ফ্রাঙ্কের অভিজ্ঞতা খুবই কম। তাই সোবা খেতে ফ্রাঙ্কের প্রায় একঘণ্টার মতো লেগে গেল। ততক্ষণে নুডুলস শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে গিয়েছে, বাইরে রাতও নেমে এসেছে। রেস্টুরেন্টের রান্নাঘর তখনো ব্যস্ত । মধ্যরাতের ঠিক আগেই অনেকে সৌভাগ্যের জন্য সোবা নুডুলস খেতে হানা দিতে পারে, তাদের জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

রেস্টুরেন্টের মালিক সামনেই বসে ছিল। ছোটোখাটো, বুড়ো একটা মানুষ। তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম এত সময় নষ্ট করার জন্য। সে ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফিক করে হেসে বলল, "গাইজিনরা গাইজিনদের মতোই তো ব্যবহার

BanglaBook.org

করবে!" ফ্রাঙ্কের সাথে এভাবে স্বাভাবিক কোথাও বসে খাওয়াদাওয়া করার ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগতে লাগলো। সবাই আমাদের সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করছে, স্বাভাবিক খদ্দেরের মতোই আচরণ পাচ্ছি আমরা। মনে হচ্ছিল, ফ্রাঙ্কের সাথে দেখা হওয়ার আগের দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছি, আর ঐ ওমিআই পাবের সবকিছু স্বপ্ন ছিল। কিন্তু চাইলেও সেই কান কেটে ফেলা ও এক পোচে গলা কেটে দেওয়ার দৃশ্য আমি ভুলতে পারব না। বাস্তব ও অবাস্তব জগতের মাঝখানে যে পাতলা পর্দাটা থাকে, আমি তাতে আটকে গিয়েছি।

ফ্রাঙ্ক যখন তার সোবা নুডুলস নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আমি হাতের কাছে যতগুলো পত্রিকা পেলাম তাতে ওমিআই পাবের কোনো সংবাদ আছে কিনা তা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও ওমিআই পাবের কোনো ঘটনার কথা লেখা নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, কিন্তু অবাক হলাম না। যে কেউ শাটার নামানো দেখলেই ধরে নেবে, নববর্ষের জন্য বন্ধ করেছে তারা। আর ম্যানেজারের পরিবার যদি থেকেও থাকে, তারা জীবনেও পুলিশের ধারেকাছে যাবে না মাত্র দু-একদিন নিখোঁজ থাকলে। মৃতদেহগুলো হয়তো অনেকদিন অনাবিষ্কৃতই থাকবে। একটা মৃতদেহ পচতে কতদিন লাগে? ডিসেম্বর মাসের এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় আদৌ পচবে কি ওগুলো?

ফ্রাঙ্ক একথোকা নুডুলসকে খোঁচা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, এই যে, সোবা নুডুলস খাওয়ার ঐতিহ্য, এর পেছনের কাহিনি কী? ব্যাখ্যা করে বললাম, নববর্ষের সময় এই সুদীর্ঘ নুডুলস দীর্ঘায়ু জীবনের প্রতীকি হিসাবে কাজ করে। সে অবশ্য তখন নুডুলসগুলো চপস্টিককে ছুরির মতো ব্যবহার করে কেটে কেটে তা বাটির আগায় নিয়ে মুখে পুরে দিতে ব্যস্ত। শুরুর দিকে নুডুলস ভেজা ভেজা, পিচ্ছিল থাকায় তাতে বেশ সময় লাগছিল। কিন্তু সময় যেতে যেতে একসময় তা শুকিয়ে গেল, তাই শেষের দিকে বেশ দ্রুত হয়ে গেল এই প্রক্রিয়াটা। যারা ফ্রাঙ্ককে চেনে না, তারা তার এই বাচ্চাদের মতো পরিশ্রম করে খাওয়া দেখে হাততালি দিত সন্দেহ নেই। অবশ্য আমি অবাক হইনি, আবার মজাও কম পাইনি।

ফ্রাঙ্ক অবশ্য আমার কথা খুব গুরুত্বসহকারে নিয়েছে। "কী কারণে জাপানিজরা মনে করতে শুরু করলো যে, সোবা নুডুলসের বিনিময়ে অমর হতে পারবে তারা?"

অমর হতে নয়, দীর্ঘায়ুর জন্য, ভুলটা ঠিক করে দিলাম। ফ্রাঙ্ক শ্রাগ করলো, সে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলো দুটো তো একই জিনিস। চিন্তা করে দেখলাম, কথাটা ঠিকই। অনেকদিন বেঁচে থাকা তো অমরত্বের মতোই। এ দেশে তারমানে 'দীর্ঘায়ু' শব্দের অর্থ, 'মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখা' শব্দ থেকে ভিন্ন। যাই হোক, ফ্রাঙ্কের মতো একজন গাইজিন এসে এরকম ভুল ধরে বসবে এতদিনের পুরোনো

BanglaBook.org

ঐতিহ্যের, তা নিশ্চয়ই জাপানিজদের জানা ছিল না।

ফ্রাঙ্ক ওদিকে দ্রুত তার বাটি খালি করে ফেলছে।

৬.

ইয়োতসুয়া এলাকাতে আমরা ইয়ামানো ট্রেন লাইন দিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে নেমে আমরা সাবওয়ে ধরলাম। সেখান থেকে পৌঁছালাম গিনজাতে। গিনজা স্টেশনে খুবই ভিড় ছিল, তাই ফ্রাঙ্ককে ভিড় ঠেলে বের হওয়ার সময় খুব খুশি দেখাচ্ছিল না । তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে ভিড় অপছন্দ করে কিনা। সে উত্তর দিয়েছিল, অপছন্দ না ঠিক, সে ভয় পায় এরকম ভিড়কে।

"একটা বদ্ধ জায়গায় একগাদা মানুষের ভিড় দেখলে আমার প্রচণ্ড ভয় লাগে। সবসময়ই এই ভয়টা ছিল আমার। তারমানে এই না যে, আমি একলা থাকতে পছন্দ করি। আসলে আমার নিজস্ব জগতের সংজ্ঞাটাও আমি পরিষ্কার করে বলতে পারব না। "

সন্ধ্যা মাত্র শুরু হয়েছে। আমরা তখন সুকিজি এলাকার এক রাস্তায় পৌঁছালাম, পাশেই মাছবাজার। রাস্তার পাশের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে একঝলকের জন্য হোনগান-জি মন্দিরটা চোখে পড়ে গেল। ফ্রাঙ্কের কাছে মনে হয়েছে, ওটা নাকি মুসলিমদের মসজিদের মতো দেখতে। সে এতক্ষণ যে ডাফেল ব্যাগটা বহন করছিল, সে সেটা একটা স্টেশনের কয়েন লকারে রেখে এসেছে। অবশ্য একটা ধূসর রেইনকোট বের করে এনেছে। সেটা এখন পরে আছে। ব্রিটিশ ট্যুরিস্টরা বেশিরভাগ সময় এরকম রঙের রেইনকোট পরে থাকে। ফলে তাকে ভিড়ের মধ্যে আলাদাই করা যাচ্ছিল না। কাচিদকি ব্রিজের দিকের রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত, কিন্তু রাস্তাটা খুব বেশি আলোকিত ছিল না। আশেপাশে গুটি কয়েকটা দোকান, রেস্টুরেন্ট ও পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ির আলোই ছিল একমাত্র ভরসা। আমি এদিকে কখনো আসিনি। শিবুইয়া ও শিনযুকু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল টোকিওর এই অংশটুকু। নতুন, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত দোকানের পাশাপাশি ভাঙ্গাচোরা মাছ ধরার সরঞ্জাম ও টোপ বিক্রির দোকানে ভর্তি চারপাশ। বিশাল বিশাল আকাশচুম্বী দালানের সামনেই মাছবাজারের হইচই।

সামনে এগোতেই দৃষ্টিনন্দন, স্টিল ও পাথরের তৈরি একটা ব্রিজ চোখে পড়লো। ফ্রাঙ্ক খুব ধীর গলায় বলল, "অপূর্ব তো ব্রিজটা!" ব্রিজের বামপাশেই, নদীর পাড়ে একটা ছোটো পার্কও ছিল। নাম 'সুমিদা নদী চত্বর'। পার্কের

BanglaBook.org

প্রবেশপথের সামনেই আয়তাকৃতির বেসিনওয়ালা একটা ফোয়ারা ছিল। কিন্তু এই মৌসুমের জন্যই কিনা বলতে পারবো না, তবে ফোয়ারা বন্ধ ছিল। নতুন বছরের ঘণ্টার আওয়াজ শুরু হতে এখনো বেশ দেরি, তাই আমরা পার্কের ভেতর প্রবেশ করে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। সেখান থেকে ব্রিজটা ভালোভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছিল। *জায়গাটা জুনের বসে থাকার জন্য চমৎকার হতো,* ভাবলাম আমি।

ব্রিজে একটু পরপর ধাতব বাতি লাগানো। আলোর প্রতিফলনটা ব্রিজের নিচের অন্ধকার পানির স্রোতে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব জায়গায় ছিলাম, সবজায়গাতেই ফ্লুরোসেন্ট বাতি ছিল। সেই ভাঙ্গাচোরা ক্লিনিক থেকে শুরু করে সোবা নুডুলসের দোকান এমনকি ট্রেনেও। তাই এতক্ষণ পর ব্রিজের সেই মোলায়েম আলো দেখে মনে হতে লাগলো, পুরোনো বন্ধুদের অবশেষে খুঁজে পেয়েছি।

একদল লোক, দূর থেকে মনে হচ্ছে তারা দিনমজুর, নদীর পাড়ে গোল হয়ে বসে মদ খাচ্ছিল। এরা বেশিরভাগই টোকিওর আশেপাশের প্রদেশ থেকে কাজ করতে আসে । প্রথম প্রথম তারা আগুন ধরিয়ে কিছু একটা রোস্ট করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু দুজন পুলিশ অফিসার টহলে এসে তাদের আগুন নিভিয়ে ফেলতে বলল। তারা বিনা বাক্যব্যয়ে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল। রাত হয়ে গিয়েছে, তারপরেও কিছুক্ষণ পরপর ওপর দিয়ে কবুতরের ঝাঁক উড়ে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছি। রাতের আকাশে শেষ চক্কর দিয়ে বাড়ি ফিরবে। দূর থেকে ব্রিজের নিচে পানির কাছাকাছি সাদা কয়েকটা জিনিস খলবল করতে দেখলাম। *সীগাল হয়তো,* ভাবলাম। ফ্রাঙ্ককে বললাম আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সে তার বো টাইটা ঠিক করে নিয়ে উত্তর দিলো, অপেক্ষা করার অভ্যাস আছে তার।

রাত নেমে এলো টোকিওর আকাশে, কিন্তু নদীর ওপর বাতাসের প্রবাহ ছিল না বললেই চলে। তবে আজকে পূর্বের দিনগুলোর তুলনায় পরিবেশটা বেশ উষ্ণই বলে মনে হচ্ছে। ফ্রাঙ্ক তখন বসে বসে পুলিশ ও অর্ধমাতাল সেই দিনমজুরদের আলাপ করতে দেখছিল। আগুন নিভাতে বলার পরেও পুলিশ দুজন সেখান থেকে চলে যায়নি, তবে এবার পুলিশি কাজে আর নয়। তারাও ঐ দিনমজুরদের মাঝে বসে গিয়েছিল। "আপনারা কোন দেশ থেকে এসেছেন? নতুন বছরে বাড়ি যাবেন না?" এরকম আরো অনেক প্রশ্ন। জানা গেল, দিনমজুররা দল বেঁধে উত্তরের একই প্রদেশ থেকে এসেছে কাজের সন্ধানে। আর টিকিটের ব্যবস্থা করতে না পারায় এখানেই রাতটা কাটিয়ে আগামীকাল ট্রেন চেপে বাড়ি ফিরবে।

আস্তে আস্তে পার্কে ও ব্রিজে মানুষের ভিড় বাড়ছে। বেশিরভাগই তরুণ-

BanglaBook.org

তরুণী। কেউ কেউ দলবদ্ধ হয়ে এসেছে, আবার কেউ কেবল যুগল হিসাবে এসেছে। কয়েকটা যুগলকে দেখতে পেলাম থার্মোস থেকে গরম গরম কফি ঢেলে খেতে, স্যান্ডউইচ এগিয়ে দিচ্ছে একে অপরকে। অনেকেই একই ওয়াকম্যান থেকে গান শুনছে গায়ে গা লাগিয়ে। একটা যুগলকে দেখলাম নদী দিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটা নৌকার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে। এরাও হয়তো জুনের মতো সেই ম্যাগাজিনটা পড়ে এ জায়গার কথা জেনেছে। এখনো অবশ্য জুনের দেখা নেই।

পুলিশ দুজন উঠে এবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। এখন পর্যন্ত কেউ ওমিআই পাবের দুর্ঘটনার কথা জানে না। তাই তারা যে হুটহাট আমাদের অ্যারেস্ট করবে না তাতে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ দেখার পর একটু ভয় পেতে লাগলো। দুজন পুলিশের হাতেই রায়টে ব্যবহৃত লম্বা, শক্ত কাঠের তৈরি লাঠি ছিল। ফ্রাঙ্কের মুখে অবশ্য কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না।

"কোমবান ওয়া," দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পুলিশটা আমাদের জাপানিজে শুভ সন্ধ্যা জানালো।

আমিও সেটার উত্তর দিলাম। "আপনাদেরকেও শুভ সন্ধ্যা।" আর ফ্রাঙ্ক? সে পাশে বসে মাথা নত করে অভিবাদনের চেষ্টা চালালো। খুবই খাপছাড়া একটা অভিবাদন, যার মানে : আমি একজন গাইজিন, তবুও আমি তোমাদের ঐতিহ্য ও প্রথাকে সম্মান করি।

"গাইজিন সান দেসু নে। জোয়া নো কানে দেসু কা?" পুলিশ অফিসারটা জিজ্ঞেস করলো। মানে, 'গাইজিন দেখতে পাচ্ছি। জোয়া নো কানে ঘণ্টাবাদ্য শুনতে এসেছে নাকি?' উত্তর দিলাম, "সো দেসু।" মানে, 'জি, ঠিক ধরেছেন। হ্যাঁ, আমার পাশের ভদ্রলোকটি একজন বিদেশি। আমরা এসেছি নতুন বছরের ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে।'

পুলিশরা আমাদের উপদেশ দিলো, ভিড় নেই আজ তেমন, তারপরেও ছিনতাইকারি ও পকেটমার থেকে সাবধান। ফ্রাঙ্ককে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলাম তাদের উপদেশটা। শোনার পর তাদের উদ্দেশ্যে সে কিছুটা মাথা নত করে বলল "আরিগাতো গোজাইমাসু" মানে, 'আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।' পুলিশরা বেশ হাসি হাসি মুখ নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো। "অনেক বন্ধুবৎসল পুলিশ তো ওরা।" ওদের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বিড়বিড় করে বলে উঠল ফ্রাঙ্ক।

ব্রিজে আগত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম জায়গা দখলের জন্য। ব্রিজের ঠিক গোড়ায় একটা গৃহহীন মানুষ বসেছিল। তার সামনে একটা পরিত্যক্ত বেবি ক্যারেজে তার সব জিনিসপত্র রাখা। তার থেকে

BanglaBook.org

একটা বিদঘুটে গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তাকে যতদূরে রাখা সম্ভব, সেভাবে রেখে আমরা ব্রিজে ওঠার পথ ধরলাম। ব্রিজের রেলিং এ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে নদীর দিকে, পার্কের দিকে চোখ বোলাচ্ছিলাম। অপেক্ষা এখন কেবল ঘণ্টার আওয়াজের।

"কেঞ্জি, মাঝেমধ্যে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, আমি নাকি ঐ গৃহহীন লোকটা, কে সমাজ ধ্বংসের কারণ?"

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনো একজন মানুষ কি কখনো গোটা সমাজ ধ্বংসের কারণ হতে পারে?"

"অবশ্যই পারে।" গৃহহীন মানুষের ওপর থেকে এখনো সে চোখ সরায়নি। "এবং ওর থেকে আমি বরং এই পদের জন্য বেশি যোগ্য। আমার নিজেকে ভাইরাস বলে মনে হয়। তুমি কি জানো, মাত্র গুটিকয়েক ভাইরাস মানবদেহে রোগ ছড়ায়? এখন অব্দি কেউ জানে না, কত শত ভাইরাস আমাদের চারপাশে রয়েছে। কিন্তু তাদের সবারই মূল কাজ একটাই, তা হলো মিউটেশনের সৃষ্টি করা। প্রাণের মধ্যে নতুনত্ব আনা। এ ব্যাপারে আমি অনেকগুলো বই পড়েছি, আসলে ঘুম না আসলে সময় কাটানোর জন্য বইয়ের বিকল্প নেই। যাই হোক, বই পড়ে জানতে পেরেছি যে, ভাইরাস ছাড়া মানবজাতির কখনোই এ পৃথিবীতে টেকা সম্ভব ছিল না। জানো, কিছু ভাইরাস আছে যারা ডিএনএ'তে প্রবেশ করে তোমার গোটা জেনেটিক নীলনকশা পাল্টে দেয়? এবং এইচআইভি ভাইরাস যে আমাদের ভালোর জন্য জেনেটিক নীলনকশা পাল্টানোর চেষ্টা করছে না, তাও কেউ জোর গলায় বলতে পারবে না। হয়তো সেটা অনুযায়ী চললে ভবিষ্যতের পৃথিবীর সাথে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারতাম। আমি একজন খুনি, স্বেচ্ছায় খুন করি মানুষকে এবং মানুষকে ভয় দেখিয়ে তাদের চিন্তাধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দেই। তাই মনে করি, আমি একটা মারাত্মক ভাইরাস। তবুও আমার মনে হয়, এ পৃথিবীতে কিছু একটা হলেও অবদান রেখে যাচ্ছি। কিন্তু ওর মতো মানুষ?"

ফ্রাঙ্ক গৃহহীন মানুষটাকে দেখালো। সে তখনো কার্ডবোর্ডের ম্যাটে বসে আছে। পুরো ব্রিজে মানুষ থইথই করছে, অথচ তার চারদিক ফাঁকা।

"এমন নয় যে, ওর মতো মানুষেরা জীবনের প্রতি সব আশা হারিয়ে ফেলেছে।" ফ্রাঙ্ক বলতে থাকলো। "তারা অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার অভ্যাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। গরিব দেশগুলোতে তুমি শরণার্থী পাবে, কিন্তু এরকম গৃহহীন, ভবঘুরে মানুষ পাবে না। এক অর্থে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় এই গৃহহীনরাই সবচেয়ে সহজ জীবনযাপন করে। তুমি যদি সত্যিই সমাজকে গ্রাহ্য না করো, তবে তোমার সমাজের বাইরেই বেঁচে থাকা উচিত। সমাজের ভেতর থেকে সমাজকে অগ্রাহ্য করা উচিত না। আমার জীবনে আমি এরকম

BanglaBook.org

সময় কাটিয়েছি। কিন্তু ওর মতো মানুষেরা, তারা অন্যায় কাজও করতে পারে না। অন্যায়ের পথ বেছে নেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব না। এরাই অনগ্রসরতার, পশ্চাৎমুখী হওয়ার প্রধান কারণ। আর আমি আমার গোটা জীবন ধরে এদের ধ্বংস করে বেড়াচ্ছি।"

ফ্রাঙ্ক খুব ধীরে ধীরে কথা বলছিল, যাতে তার প্রত্যেকটা কথা আমি বুঝতে পারি। এরকমভাবে কথা বললে তার কথাগুলো খুব সহজেই মেনে নিতে মন চায়। কিন্তু বিবেকে তা সায় দিচ্ছিল না। খুব জিজ্ঞেস করতে মন চাচ্ছিল, যে হাইস্কুলের মেয়েটাকে আপনি হত্যা করেছেন, টুকরা টুকরা করে চারদিকে ফেলে রেখেছিলেন, তার দোষ কী ছিল? সেও কি অনগ্রসরতার দিকে আগাচ্ছিল? প্রশ্নটা করলাম না।

ফ্রাঙ্ক এবার সুমিদা নদীর চত্বরের দিকে তাকালো। এরপরে তার কথাটা শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল "ঐ যে, কেঞ্জি। সে এসে পড়েছে।" তাকিয়ে দেখি, পার্কের একটা বেঞ্চে জুন উদয় হয়েছে। সে আমাদের দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে ফেলেছে। এখন তার কী করা উচিত, বুঝে উঠতে পারছে না। তাই নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো সময় কাটানোর জন্য।

আমার মনের ভেতর তখন অনুশোচনার এক বিশাল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কেন আমাকে দেখভাল করার জন্য জুনকে ডাকতে গেলাম? ফ্রাঙ্ক যে তাকে চিনে রেখেছে, এটুকু আগেই আঁচ করতে পেরেছিলাম। কারণ, যে ফ্রাঙ্ক আমার অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে বের করে তার দরজায় মানুষের কাটা চামড়া লাগিয়ে রাখতে পারে, তার জন্য জুনকে চেনা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। জুনের মতো নিষ্পাপ একটা মেয়েকে এই রাক্ষসের একশ হাতের মধ্যেও আমার আনা উচিত হয়নি। জুনের দিকে তাকিয়ে আমি ফ্রাঙ্কের সাথে দেখা হওয়ার আগের আমিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আর ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালে তার পরবর্তী আমিকে খুঁজে পাচ্ছিলাম। যেভাবেই হোক, আমার উচিত ছিল ব্যাপারটা নিজেই সমাধান করা। কোনোভাবেই তাকে এ ব্যাপারে জড়ানো উচিত হয়নি, ভাবলাম আমি। সাথে সাথে আশেপাশে পুলিশ খুঁজতে থাকলাম। *যেভাবেই হোক, জুনকে বাঁচাতে হবে।* যখন এই চিন্তাটা মাথায় এলো, ফ্রাঙ্কের প্রতি যেটুকু ভয় ছিল সব চুরমার হয়ে গেল। তার সাথে যে বন্ধন ছিল, সে সুতোটা কেটে গেল। এতক্ষণ ফ্রাঙ্কের যে জাদুতে মজে ছিলাম, তার মোহ কেটে গেল। এখন ফ্রাঙ্কের যুক্তির বিরুদ্ধে বলার মতো কথাও খুঁজে পেলাম কে তাকে মানুষ খুন করার জন্য, তাদের দোষি সাব্যস্ত করার মতো ক্ষমতা দিয়েছে? সে কেনই বা বিচারকের আসনে বসবে? কোনো সভ্য মানুষ একাই বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। আর অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে খুন করার যুক্তি কোনোভাবেই খাটে না।

BanglaBook.org

"আমি ধরতে পারি, কেঞ্জি।" কথাটা শুনে আমার হৃৎপিণ্ড জমে গেল। "মাঝেমধ্যে তারা কী ভাবছে, তা ধরতে পারি, সবসময় না। যদি সবসময় পারতাম, তাহলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। খুন করার সময় এই ক্ষমতাটা খুব কাজে লাগে। সে সময় তোমার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়কে একেবারে তীক্ষ্ণ থাকতে হয়। সেখানেই সবটুকু মনোযোগ দিতে হয়। যখন আমি খুন করি, তখন আমি এতটাই মনোযোগ দেই ব্যাপারটাতে যে, অন্য মানুষের অবচেতন মনে যেসব চিন্তা হচ্ছে তা ধরে ফেলি। চিন্তাগুলো তাদের মস্তিষ্কের ভেতর রক্তপ্রবাহ থেকে আমি টের পাই। যে মানুষের ভিন্তাভাবনা খুবই ধীরগতির, তারা অনগ্রসরতার যথার্থ উদাহরণ। সেখান থেকে যেন আপনাআপনি একটা সিগন্যাল বের হতে থাকে : আমাকে খুন করুন। কেঞ্জি, জাপানে তুমিই একমাত্র যাকে আমি বন্ধু বানিয়েছি। সত্যি বলতে কী, গোটা জীবনে বোধহয় তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। যাও, তোমার বান্ধবীর কাছে যাও। আমাকে এখানে আনার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার ওপর আমি আর জোর খাটাবো না। অন্য কোথাও গিয়ে আমি একলা চুপচাপ ঘণ্টার আওয়াজ শুনব।"

কথা শেষ করে ফ্রাঙ্ক শেষবারের মতো জুনের দিকে তাকালো। কিন্তু আমি যখন জুনের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছিলাম, সে একহাত আমার কাঁধে রাখলো। "তোমাকে একটা জিনিস দিতে একদম ভুলে গিয়েছি।" বলে সে আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিলো। "জিনিসটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। তাই তোমাকে উপহার হিসাবে তোমাকে দিলাম। আমার কাছে এর মূল্য বস্তা বস্তা টাকার থেকেও অনেক বেশি। আমি চাই, তুমি এটা রাখো।"

খামটা হাতে নিলাম। "ওহ হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আমি একসাথে করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম তোমার সাথে মিসো স্যুপ খেতে, কিন্তু দেরি হয়ে গেল। আমাদের আর দেখা হবে না।" সে আরো যোগ করলো।

"মিসো স্যুপ?"

"হ্যাঁ, মিসো স্যুপের ব্যাপারে আমার অনেক আগ্রহ ছিল। অনেক আগে, কলোরাডোর এক সুশি বারে আমি সেটা অর্ডার করেছিলাম। জিনিসটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লেগেছিল, গন্ধ থেকে শুরু করে সবকিছুই অন্যরকম। জিনিসটা আমি খাইনি, কিন্তু সেটা আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। হালকা বাদামি রঙের ঝোল ও গন্ধটা একেবারে ঘামের মতো। কিন্তু একই সাথে জিনিসটা উপাদেয় ও শুদ্ধ লাগছিল। এ জিনিসটা যারা নিয়মিত তিনবেলা খায়, তারা কেমন ধরনের মানুষ, তা জানতে আমি এ দেশে এসেছিলাম। তাই খারাপ লাগছে তোমার সাথে জিনিসটা খেতে পারলাম না বলে।"

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, খুব শীঘ্রই সে আমেরিকা চলে যাবে কিনা। না,

BanglaBook.org

এত তাড়াতাড়ি নয়, সে জানালো। তাই তাকে প্রস্তাব দিলাম, কোনো একদিন দুজনে মিলে কোথাও খেতে যাই। খুব ছোটোখাটো রেস্টুরেন্টেও মিসো স্যুপের ব্যবস্থা আছে, তাকে ব্যাখ্যা দিলাম। এমনকি মুদি দোকানেও সেটা কিনতে পাওয়া যায়। থাক, কেঞ্জি, ফ্রাঙ্ক একটা ম্রিয়মান হেসে উত্তর দিলো। তার সেই চিরাচরিত হাসি, যা দেখে তাকে খুশি নয়, বরং মনে হয় সে ভেতরে ভেঙে যাচ্ছে।

"আমার এখন আর মিসো স্যুপের দরকার নেই। কারণ আমি খোদ জাপানে এসেছি! কলোরাডোতে যে স্যুপ অর্ডার করেছিলাম, তাতে কয়েক টুকরা শাকসব্জি আরো কী জানি ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া শাকসব্জি সব তাতে ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমি সেই স্যুপের ভেতরেই অবস্থান করছি, ঠিক ঐ শাকসব্জিগুলোর মতোন। এই বিশাল বাটির মতো দেশে আমি ভেসে বেড়াচ্ছি, আর সেটাই আমার জন্য যথেষ্ঠ।"

ফ্রাঙ্কের সাথে হাত মেলালাম। তারপর পেছনে ফিরে জুনের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আমার গোটা শরীর দুশ্চিন্তায় কাঁপছিল। জুনকে দেখে মনে হলো, সে ধাঁধায় পড়ে গেছে। একবার সে আমার দিকে, আরেকবার ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালো। নতুন বছরের ঘণ্টার আওয়াজ শুরু হতে এখনো দেরি আছে। জুনকে যা শিখিয়ে দিয়েছিলাম, তা অনুসরণ না করে আমি সোজা তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সে আমাকে আঙুল তাক করে ব্রিজটা দেখালো। পেছন ফিরে দেখলাম, ফ্রাঙ্ক আর নেই। জুন মাথা নেড়ে জানালো সে কখন হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে, তা লক্ষ করেনি।

রাস্তার একটা বাতির নিচে আমি খামটা খুললাম। সেটা আমাদের তোলা ফটো বুথের ছবি দিয়ে সিলগালা করা ছিল। সেই পুরোনো আমি, বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছে। আর ফ্রাঙ্কের সেই পাথরের মতো অনুভূতিশূন্য মুখ। খামের ভেতর একটা ধূসর, নোংরা পালক ছিল।

"ওটা কী?" আমাকে শক্ত করে ধরে জুন জিজ্ঞেস করলো।

"একটা রাজহাঁসের পালক।" উত্তর দিলাম।

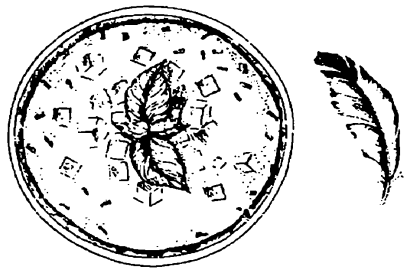

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org